গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২০, সংখ্যা ১ { ১৩৭৭, বৈশাখ

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

বাইশে এপ্রিল ১৯৭০ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল। রুশ দেশের ভোলগা নদীর তীরে এক সাধারণ পরিবারে একশো বছর আগে যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল আজ সারা বিশ্ব তারই ডাকে উদ্বেলিত। তাই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালন হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, শ্রদ্ধা জানাতে সেই ক্ষণজন্মা পুরুষকে। এই শ্রদ্ধা নিবেদনে কোন গোঁড়ামি নেই, রাজনৈতিক মতবিরোধ নেই, নেই কোন সঙ্কীর্ণতাবোধ, এই সর্বজন পূজ্য নেতাকে আমরাও শ্রদ্ধা জানাই আর সবার সাথে।

সাধারণভাবে লেনিন রাজনৈতিক নেতা বলে পরিচিত থাকলেও কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে আবদ্ধ রাখেন নি। তিনি ছিলেন সার্বিক নেতা। বিভিন্ন বিষয়ে—বিশেষ করে রাজনীতি, ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ছিল অবিশ্বাস্য পাণ্ডিত্য। যদিও লেনিন নামেই তিনি আজ সারা দুনিয়ায় পরিচিত তবুও, "ভয়শূন্য চিত্ত, লৌহদৃঢ় মনোবল, অনমনীয় ধৈর্য ও সমস্ত বাধা অতিক্রম করার শক্তি, দাসত্ব ও নিপীড়নের প্রতি জলন্ত ও অবিনশ্বর ঘৃণা, পর্বত টলাবার মত বিপ্লবী আবেগ, জনগণের সৃজনী শক্তিতে অসীম বিশ্বাস, বিরাট সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী"—(জন্মশতবর্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ) এই মানুষটির আসল নাম লেনিন নয়। 'লেনিন' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি সাইবেরিয়ার বিশাল নদী লেনার নামানুসারে—১৯০১ সালে। বিভিন্ন সময়ে তাঁর এই ছদ্মনাম গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়তো এবং এর সংখ্যা ছিল ১৪০টির মত। ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের (লেনিন) জন্ম হয় ১৮৭০ সালের ২২শে এপ্রিল, রাশিয়ার মহতী নদী ভোলগার তীরে অবস্থিত সিমবির্স্ক' (বর্তমান নাম উলিয়ানভস্ক) শহরে।

১৮৮৭ সালের মে মাসে জার তৃতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত লেনিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলেকজান্ডার উলিয়ানভের মৃত্যুদণ্ড হয়, এই ঘটনায় লেনিনের মনে অত্যাচারী

শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয়। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী জীবনে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই ঘটনাই প্রেরণা জুগিয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন অবস্থায় সান্নিধ্যে তিনি শোষণ ও শোষিতের বাস্তব রূপের সঙ্গে পরিচিত হন এবং এই সময় মার্কস ও অ্যাঙ্গেলসের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। তিনি জার্মান ভাষা থেকে 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো' রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং একটি মার্কসীয় চক্র গড়ে তোলেন। লেনিনের প্রবাস জীবনে প্রথম যুগে অন্যতম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল 'ইসক্রা' নামে সংবাদপত্রটির প্রকাশ। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে মার্কসীয় ভাবধারা প্রচার। লেনিনের এই কার্যকলাপ জারের রোষে পড়ে এবং এক আদেশে লেনিনের লেখা 'টুয়েলভ ইয়ার্স" এবং টু ট্যাকটিক্স অব সোশ্যাল ডেমোক্রাসি ইন দি ডেমোক্রাটিক রেভলিউশন' বই দুটি পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়। এই সময় তিনি সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান কিন্তু রাশিয়ানদের হৃত মনোবল ফিরিয়ে আনতে সেখান থেকে 'প্রলেতারি' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করেন। ১৯১২ সালের ৫ই মে থেকে তাঁরই প্রচেষ্টায় 'প্রাভদা'র প্রকাশ শুরু হয়।

লেনিন কেবলমাত্র কৌশলী রাজনীতিবিদ বা দক্ষ প্রশাসকই ছিলেন না, তিনি শিক্ষানুরাগীও ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'নিরক্ষর লোকের দ্বারা রাজনীতি হয় না এবং হলেও তা কেবলমাত্র হাসি, গল্প ও গুজবেই পর্যবেসিত হয়।' তিনি বুঝেছিলেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজন। নিরক্ষরতাকে তিনি জাতির 'দ্বিতীয় শত্রু' বলে অভিহিত করেছেন। 'পেজেস ফ্রম এ ডায়েরি' প্রবন্ধে লেনিন জনগণের সাক্ষরতার অভিযান সম্পর্কে বলেন, "আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবনের মান এমন উন্নত করতে হবে যা বুর্জোয়া সমাজে কখনও হয়নি, বা হওয়া সম্ভবও না।" কেবলমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারই নয়, শিক্ষার স্থায়ী বনিয়াদ গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারও যে অত্যাবশ্যক সেকথা লেনিন বলেছেন বার বার। কাউন্সিল অব পিপলস কমিসরিয়েতের বিভিন্ন প্রস্তাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য তিনি জোর দেন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রসারে গাফিলতির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি জনশিক্ষা বিভাগকে নির্দেশ দেন, "to take immediate and energetic measures, first to centralise the library business in Russia, second to introduce the Swiss-American system." সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা যে অনন্য সেকথা লেনিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। মহান ব্যক্তিদের আমরা স্মরণ করি তাঁর নামের ব্যাপকতার নয়, তাঁর কর্মের ও চিন্তার গভীরতা ও বিশালতার জন্য। ক্ষণজন্মা পুরুষ লেনিন এক নবযুগের দিশারী, এক নতুন 'প্রেরণা, উন্মাদনা ও চেতনা'।

V. I. LENIN
: Editorial

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (২৩)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে গ্রন্থাগারের উন্নতির পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ হইল সাধারণ কেতাবী শিক্ষায় সুশিক্ষিত এবং বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষক ও অধ্যাপকের সমান মর্যাদা, ক্ষমতা ও বেতন বিশিষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা। যে গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ভবনের সাজসরঞ্জাম এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও নির্মিত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের কর্তৃত্ব থাকিবে। সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইল বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের হাতে কর্তৃত্ব দিলে বাকীটা আপনা হইতেই আসিবে। আমাদের কর্তৃপক্ষ সর্বাগ্রে আর্থিক সমস্যার কথা তুলিয়া থাকেন। ইহাতে প্রকৃত বাধা অপেক্ষা সুসংগঠিত গ্রন্থাগারের কাজ ও উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহাদের মামুলী অজ্ঞতাবই বেশী পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের কর্তৃপক্ষ যদি ছাত্রদের পড়াইবার ঘর ও যন্ত্রাগারের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক মনে করিয়া থাকেন তবে কেন তাঁহারা গ্রন্থাগারের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করা সমভাবে অত্যাবশ্যক মনে করিবেন না ? তাঁহারা যদি শিক্ষকদিগের বেতন যোগাইতে পারেন তবে কেন গ্রন্থাগারিকদিগকেও অনুরূপ বেতন দিতে পারিবেন না ? তাঁহারা যদি মনে করেন যে ছাত্রদিগকে পড়ানর ও তৎসঙ্গে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক তবে ইহা বোঝা মুস্কিল যে তাঁহারা কেন গ্রন্থাগারের জন্য যথেষ্ট বইর ও তৎসম্পর্কিত সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থাকে সমভাবে অত্যাবশ্যক মনে করিবেন না ! এই মত পোষণ করা প্রায় হাস্যকর, যেমন আমাদের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এখনও করিয়া থাকেন, যে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের স্থান অকিঞ্চিৎকর। আর ইহাই বা কেমন যে যোগ্য ও শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক পাওয়া গেলেও কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্দেশে ও কর্তৃত্বাধীনে তাহাকে কাজ করিতে হইবে এই জেদ ধরেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই বিষয়ে একটা প্রধান করণীয় আছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে সহায়তা করিলেই শুধু চলিবে না। তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় হইল আমাদের বিদ্যালয়ের ও মহাবিদ্যালয়ের হাতে যে সীমাবদ্ধ সম্বল আছে তাহার মধ্যে থাকিয়াই কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তাহা রূপায়িত করার জন্য সেই সেই কর্তৃপক্ষকে রাজী করান। আমাদিগকে ইহাই প্রমাণ করিয়া দেখাইতে হইবে যে এই ব্যাপারে আর্থিক সমস্যা যতখানি দায়ী তাহার থেকে বেশী দায়ী আমাদের মামুলী অনাগ্রহ এবং প্রগতিশীল পন্থাসমূহের প্রতি অবিশ্বাস। সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমূহের উন্নয়ণের প্রথম স্তরটি এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনাধীন

রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে আমি কিছু দিন আগে মহাবিদ্যালয়ের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত মহাবিদ্যালয়ের মানের সমপর্যায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের গ্রহণের জন্য তালিকাকরণের এবং গ্রন্থাগার পরিচালনের একটি সংক্ষিপ্ত বিধি পেশ করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে ডিপ্লোমা দেওয়ার পাঠক্রম প্রবর্তনকল্পেও একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়াছি। প্রায় পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এই পরিকল্পনায় শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা সম্ভব হইবে। পূর্বোক্ত গ্রন্থাগার পরিচালন বিধি গ্রন্থাগারসমূহ মানিয়া চলিতে রাজী হইলে আমরা আশা করি সেই দিন খুব বেশী দূরে নয় যেই দিন সমগ্র প্রদেশে আমরা বেশ কিছু সংখ্যক মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সেবা পাইব। কিন্তু এই পরিকল্পনার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কি মনোভাব অবলম্বন করেন এবং কিভাবেই বা শেষ পর্যন্ত ইহা গৃহীত হয় তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর করে।

আমরা শুধু ভালটাই আশা করিতে পারি। আমাদের বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও এইরূপ কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করুন ইহাই আমি চাই। আমাদের প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ এখনও নিহিত রহিয়াছে আইন সভার দোহাইতে ও কে ইহা নিয়ন্ত্রণ করিবে তাহা কাহারও জানা নাই। কিন্তু যে-ই করুক না কেন সেই অবশ্য স্বীকার করিবে যে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য উপস্থাপিত কোন পরিকল্পনা বা প্রস্তাবে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসাবে গণ্য হইবেই। একভাবে বলিতে গেলে বিদ্যালয়ের পাঠকদের মধ্যে স্তরভেদ থাকার দরুণ মহাবিদ্যালয়ের এবং বয়স্কদের অন্যান্য গ্রন্থাগার অপেক্ষা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা অধিকতর কঠিন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক পরস্পর পরামর্শ করিলেই এই সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারের সুরাহা করিতে পারিবেন। আমাদের দেশের কোন কোন অংশের গ্রামাঞ্চলে এবং ছোট সহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা ধীর গতিতে অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহাই ঠিক সময় যখন ইহার কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত একটি ছোটখাট কিশোর গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিবার কথাও ভাবিয়া দেখিবেন। এই ধরণের কিশোর গ্রন্থাগারে থাকিবে অল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত ছবিওয়ালা বই কিন্তু বেশীর ভাগই থাকিবে ছবি, চার্ট স্থানীয় মানচিত্র নক্সা এবং কিছু গৃহক্রীড়া। শিক্ষকরা এইগুলি বালক বালিকাদিগকে পড়াইবেন ও একসঙ্গে ঘরে বসিয়া খেলিবেন। যে সকল নগর ও পৌরসভা অঞ্চলে, যথা—কলিকাতা ও চট্টগ্রামে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষাকে নাগরিক কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম বলিয়া ইতিপূর্বেই গ্রহণ করিয়াছেন সে সকল অঞ্চলে কিশোর গ্রন্থাগার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অত্যাবশ্যক অঙ্গ হওয়া উচিত। ইহাতে যে অর্থব্যয় হইবে তাহা প্রায় নগণ্য। প্রতি বৎসর পঞ্চাশ টাকার বই কিনিবার বরাদ্দ এবং গ্রন্থাগারিকতা ও কিশোরদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কে স্বল্পমেয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক পাইলেই নগরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার চালান যাইবে! কলিকাতা পৌরসভার শিক্ষা বিভাগ বহু আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় চালাইয়া থাকে। সেখানে আরও

অধিকতর সুষ্ঠুভাবে এই জাতীয় গ্রন্থাগার চালান যাইতে পারে। আমার পূর্বোল্লিখিত রোটারি ক্লাবের বক্তৃতায় আমি এই প্রস্তাব করিয়াছি যে এই আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-গ্রন্থাগারিকের কর্তৃত্বাধীনে একটি আদর্শ কিশোর গ্রন্থাগার থাকিবে। এই গ্রন্থাগারের স্থান হইবে একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে আর সেখানে রাখা হইবে আদর্শ সাজসরঞ্জাম, পর্যাপ্তসংখ্যক সুনির্বাচিত বই, চার্ট ও চিত্রিত পাঠ্যবিষয়। কলিকাতা পৌরসভার পক্ষে এই ব্যবস্থা করা মোটেই কঠিন নয়। শুধু চাই এই কাজ করার ইচ্ছা।

পরবর্তী বৎসরসমূহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রধানতম কাজ হইল চাঁদাহীন সার্বজনীন গ্রন্থাগারের অনুকূলে জনমত গড়িয়া তোলা এবং সরকার ও জনসংস্থার কর্তৃপক্ষকে এই সম্পর্কে সচেতন করা। চাঁদাহীন সার্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন আমরা সমর্থন করি এবং এইজন্য আমরা কাজও নিশ্চয়ই করিব। জনগণকে আমরা ইহাই সম্যকরূপে বুঝাইতে চাই যে যেখানে জনগণ নিজের যাতায়াত খরচে গিয়া ইচ্ছামত পড়াশুনা করিতে পারে সেই চাঁদাহীন সার্বজনীন গ্রন্থাগার সভ্য সমাজের অন্যান্য সুখসুবিধা ও অধিকারের মতই একটা অপরিহার্য অঙ্গ। ভবিষ্যতে সরকার, পৌরসভা, জিলা ও গ্রামের কর্তৃপক্ষ স্বকীয় উদ্যোগে বা পরস্পরের সহযোগিতায় এই চাঁদাহীন সার্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন করুক ইহাই আমরা দেখিতে চাই। তাহা হইলে পরিণামে সুসংবদ্ধ চাঁদাহীন গ্রন্থাগারের সেবা পাওয়া যাইবে। চাঁদাহীন গ্রন্থাগার স্থাপনে উৎসাহ দেওয়ার এবং দেশময় গ্রন্থ পরিবেশনে উহাকে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হউক ইহাই আমরা চাই। আমরা মনে করি আইনে গ্রন্থাগার স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়ার বিধান থাকাই বাঞ্ছনীয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যে কাজের দায়িত্ব লইতে চায় না এবং যে কাজের ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত নয় সেই কাজ তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া আইনের পক্ষে উচিত হইবে না। কাজেই এই বিষয় সম্পর্কে বলিতে গেলে আমরা বলিতে পারি যে জনগণকে এদিকে শিক্ষিত করাই হইবে আমাদের কাজ।

আমাদের প্রদেশে ভবিষ্যতে চাঁদাহীন সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কোন পরিকল্পনা করিতে হইলে কলিকাতার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু যেহেতু আমি ইতিপূর্বেই আমার রোটারি ক্লাবে প্রদত্ত ভাষণে একটা পরিকল্পনা খাড়া করিয়াছি এবং তাহা লইয়া আলোচনা চলিতেছে সেহেতু বর্তমান অবস্থায় আমার ঐ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার ইচ্ছা নাই। আমি জানি পরোক্ষভাবে কায়েমী স্বার্থের প্রতি আমি আঘাত হানিয়াছি এবং সম্ভবত ইহার বিরোধিতা করা হইতেছে এবং হইবেও। কিন্তু আমি নিশ্চিত ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। নির্বিকার চিত্তে বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করিয়া আপনাদের মতামত দিন ইহাই আমার অনুরোধ।

মফস্বলের পৌরসভার কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে চাঁদাহীন সার্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ পৌরসভারই দায়িত্ব এবং সর্বপ্রধান

দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম। এই মূল কথাটি তাহাদিগকে বোঝানো এবং তাহাদের দ্বারা গ্রহণ করানই আমাদের প্রধান কাজ। চাঁদা দ্বারা পরিচালিত প্রায় সকল গ্রন্থাগারকে কোন কোন পৌরসভা বর্তমানে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে; কিন্তু এই সকল তথাকথিত গ্রন্থাগার সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। চাঁদাওয়ালা গ্রন্থাগারসমূহের মূলনীতি গ্রন্থাগারের সেবার উদ্দেশ্যেরই মূলে আঘাত করে। আমাদের লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় যে আমি এমন একাধিক পৌরসভা সার্বজনীন গ্রন্থাগারের কথা জানি যাহা ঐ নামের যোগ্য নয়। আমি এই সম্পর্কে সচেতন যে বহু পৌরসভাই আর্থিক দিক দিয়া কায়ক্লেশে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু এমন বেশ কিছু সংখ্যক পৌরসভা আছে যাহারা শুধু ইচ্ছা করিলে এখনই চাঁদাহীন সার্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে পারে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দুইটি কি তিনটি স্তরে চাঁদাহীন সার্বজনীন গ্রন্থাগারের বিশদ পরিকল্পনা সহজেই প্রণয়ন করিতে পারে। নিজ নিজ এলাকায় পৌরসভাসমূহের গ্রন্থাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বহনে আইনগত কোন বাধা না থাকায় অন্তত যে সকল পৌরসভা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল তাহাদের এই পরিকল্পনাকে ক্রমে ক্রমে কাজে পরিণত করিতে কোন বড় রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হইবার আশঙ্কা নাই। পরবর্তী পদক্ষেপ হইল পৌরসভার এলাকায় বসবাসকারী জনগণের উপর গ্রন্থাগারশুল্ক আদায়ের জন্য পৌরসভাকে অনুমতি দিবার আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু বর্তমান অবস্থায়ও এই সম্পর্কে কাজ সুরু করা যাইতে পারে এবং সুরু করা উচিতও। সার্বজনীন গ্রন্থাগার হইল এমনই একটা স্থান যেখানে জনগণ নিজ ব্যয়ে গিয়া তাহাদের উপকারার্থ রক্ষিত পুস্তকাবলী নিজেদের ইচ্ছামত পড়িবে, জ্ঞান আহরণ করিবে এবং পাঠের আনন্দ পাইবে। সার্বজনীন গ্রন্থাগার বিহীন ঢাকা বা চট্টগ্রামের মত সহরের কি অবস্থা তাহা ভাবুন। অনেক পৌরসভা জনগণের জন্য বাগিচা, উদ্যান ও উন্মুক্ত স্থানের পত্তন করিতেছে, কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত সে দেহকে সুস্থ রাখার জন্য যেমন উন্মুক্ত স্থান আবশ্যক তেমনই মনকে সুস্থ রাখার জন্য অবারিতদ্বার গ্রন্থাগারও আবশ্যক।

গ্রামীণ ও সহুরে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে আপনাদিগকে বলি যে গ্রন্থাগার স্থাপন জিলা ও গ্রাম মণ্ডলের একটি দায় ইহা স্বীকৃত না হইলে এবং আইন করিয়া অন্তত গ্রন্থাগার স্থাপনের ক্ষমতা না দিলে গ্রন্থাগারের কোন উন্নতি হইতে পারে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এইটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছে যে গ্রন্থাগারের ব্যাপারে উক্ত মণ্ডলসমূহের অর্থ ব্যয় করিতে আইনগত কোন বাধা নাই এবং অল্পসংখ্যক জিলা ও গ্রামমণ্ডল ইতিপূর্বেই এই অবস্থার সুযোগ নিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নয়। যেমন অন্যান্য ব্যাপারে করা হইয়া থাকে তেমনই এই ব্যাপারেও চলন্ত গ্রন্থাগার এবং দূরবর্তী কোণাকাঞ্চীতে ও দুর্গম স্থানে বই সরবরাহের ঘাঁটিসহ চাঁদাহীন সার্বজনীন গ্রন্থাগারের অনুকূলে বলিষ্ঠ জনমত সৃষ্টি করা ও তাহাতে উৎসাহ দেওয়াই হইবে আমাদের প্রধান কাজ। জিলা গ্রাম মণ্ডলকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং বিনামূল্যে গ্রন্থপরিবেশনের ব্যবস্থা চালু রাখা তাহাদেরই প্রাথমিক দায়িত্ব এবং

যতদিন এই সামাজিক সচেতনতা জাগ্রত না হয় ততদিন গ্রন্থাগার আন্দোলনের কোন ভবিষ্যৎ থাকিতে পারে না।

ইহা স্পষ্ট এই প্রাথমিক কাজ করিতে এখনও বাকী আছে। আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, এই কথা বলিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া কোন লাভ নাই। না, এখনও বেশী করা হয় নাই। আমরা শুধু কাজ সুরু করিয়াছি। যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার আগাগোড়া স্তরে স্তরে সুসংবদ্ধ না হয়, যতদিন পৌরসভা, সহরে ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার পৌরসভা ও স্থানীয় জনসংস্থার প্রাথমিক দায় বলিয়া স্বীকৃত না হয়, যতদিন সমস্ত গ্রন্থাগার একই সার্বজনীন উদ্দেশ্য সাধন না করে ততদিন গ্রন্থাগার-সমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও উহাদিগকে সমসূত্রে গ্রথিতকরণ অলীক জল্পনাকল্পনা ও আকাশ-কুসুম চিন্তারই সামিল হইবে। মূলভিত্তি শক্ত না হইলে উপরের গাঁথুনী তোলা যায় না এবং গাঁথুনীটা শুধু নকসাই থাকিয়া যায়।

এখন আমাদের কর্তব্য হইল জনমত গঠন করা বর্তমান অবস্থা ও প্রকৃত প্রয়োজনের সমীক্ষা করা এবং তাহারই বাস্তব রূপটি জনসমক্ষে তুলিয়া ধরা। আমাদের সুপ্ত চেতনাকে জাগাইয়া তোলার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। প্রদেশের গ্রন্থাগারপঞ্জী প্রণয়ন করার মত একটি ভাল এবং উপকারী কাজে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহাতে শুধু জিলার বর্তমান গ্রন্থাগারসমূহের নামঠিকানা থাকিবে না, জিলার লোকসংখ্যা, আয়তন, শতকরা সাক্ষরের সংখ্যা এবং বর্তমান গ্রন্থাগারসমূহের স্থাননির্দেশ সহ জিলার মানচিত্রও থাকিবে এই প্রস্তাব আমি করিতে পারি কি? ইহা জিলার গ্রন্থাগারব্যবস্থার ভবিষ্য সমীক্ষার পক্ষে সহায়ক হইবে।

আর একটি কাজ আমরা এখন করিতে পারি। নিজ নিজ সম্বলের মধ্যে থাকিয়া যতটা সম্ভব উন্নতি করিবার জন্য আমরা বর্তমান গ্রন্থাগারসমূহকে পরামর্শ ও আঙ্গিক কলাকৌশল শিক্ষা দিতে পারি। তাহাদের বৈতনিক ও অবৈতনিক গ্রন্থাগারিকদিগকে আমরা প্রশিক্ষিত করিয়া তুলিতে বলিতে পারি। একবার প্রশিক্ষিত হইলে শুধু যে তাহারা অবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝিবে তাহা নহে তাহাদের কাজ করিবার শক্তিও বাড়িবে। গ্রন্থাগারের পরিচালনা ও প্রশাসনের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সমজাতীয় বর্গীকরণ পরিকল্পনা, তালিকাকরণ ও প্রশাসনবিধির কথাও আসিয়া পড়ে। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনের সময় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হইবে। এই বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহার সম্বন্ধে আপনাদিগকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। যদি আপনারা একটু দূরদৃষ্টি দিয়া দেখেন তবে বুঝিতে পারিবেন যে এই কাজে অবিলম্বে হাত না দিলে এমন সময় আসিবে যখন আমাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে এবং আবার সব কিছু ঢালিয়া সাজাইতে হইবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাতে যে অন্যান্য কাজ আছে তাহার সম্পর্কে আমি ইচ্ছা করিয়াই কিছু বলিলাম না, কারণ আপনাদের অধিকাংশেরই তাহা পূর্ব হইতেই জানা

আছে। আমি পরিষদের সকল চেষ্টার বিশেষ করিয়া মাঝে মাঝে নির্বাচিত পুস্তকের তালিকা প্রকাশের কাজে সাফল্য কামনা করি। টাকার কুলাইলে এবং পুস্তক প্রকাশকদের সহযোগিতা পাওয়া গেলে আমার একান্ত ইচ্ছা যে ইহা মাসে মাসে প্রকাশ করা হউক। এই কাজ মোটেই কঠিন নয়।

আমাদের সামনে যে কাজ রহিয়াছে তাহা অত্যন্ত বৃহৎ। জনগণকে গ্রন্থাগারমনা করিয়া তোলা, অনাগ্রহী কর্তৃপক্ষকে রাজী করান, আমাদের উপরিওয়ালাদের অটল আত্মপ্রসাদে বাদ সাধা, সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের কাজ কি তাহা জনগণকে জানান এই সব কাজ বেশ সুকঠিন। আমরা কিভাবে এই কাজ করিব? আমাদের আগ্রহ, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, উদ্দেশ্যের সততা, নিরন্তর চেষ্টা এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা দ্বারাই এই কাজ সম্ভব। আমি আপনাদের সকলকে আবেদন জানাইতেছি যে এই কাজে যাহা সর্বোত্তম করণীয় তাহা করুন, আমাদের সঙ্গে যোগ দিন, যেভাবে পারেন আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং স্বেচ্ছায় আমরা যে আনন্দদায়ক শ্রমের কাজের ভার কাঁধে লইয়াছি আপনারাও তাহার অংশীদার হউন।

অতঃপর পরিষদের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া যাঁহারা বাণী পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের বাণী পড়িয়া শোনান। বাণী প্রেরকের মধ্যে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির নামোল্লেখ করা হইল—বাংলার লাটবাহাদুর লর্ড ব্র্যাবুর্ণ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, জনশিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা শ্রীবটমালি, লণ্ডনের লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীবারউইক-সেয়ারস্, লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামের সম্পাদক, অ্যামেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীমিলস, বারসিলোনার (স্পেন) ইউনিয়ন অব ক্যাটাল্যান লাইব্রেরিজ-এর সভাপতি ডঃ রুবিও, বড়োদা ষ্টেট লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রায় বাহাদুর গোবিন্দভাই দেশাই, সিডনির অষ্ট্রেলিয়ান ইনষ্টিটিউট অব লাইব্রেরিয়ানস এর সভাপতি শ্রীইফুল্ড্, প্রিটোরিয়ার সাউথ অ্যাফ্রিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীষ্টারলিং, স্কটিশ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীম্যাকে, গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, ক্লীভল্যাণ্ড পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক শ্রীঈষ্টম্যান, লণ্ডনের লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীহিলটন স্মিথ, বুলগেরিয়ার গ্রন্থাগারের অধিকর্ত্রী কুমারী মার্গারেট ডেমচেভ্স্কি।

মেদিনীপুর জিলা মণ্ডলের সভাপতি রায় সাহেব দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য নাতিদীর্ঘ বক্তৃতান্তে গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ইহাতে ভারতীয় প্রদর্শনীয় দ্রব্য ছাড়া বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, লাটভিয়া, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী, নরওয়ে, চীন, জাপান, ক্যানাডা, মিশর, বুলগেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে চিত্র; মানচিত্র, খণ্ডপত্রিকা, পত্রিকা প্রভৃতি নানাবিধ

দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। পূর্ব ভারত রেলপথের রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট-এর গ্রন্থাগারিক শ্রীপরিমল চন্দ্র আচার্যের আদর্শ গ্রন্থাগারের নমুনাটি প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু ছিল।

দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল মেদিনীপুর মহাবিদ্যালয় ভবনে। পরিষদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতির সম্পাদক শ্রীঅনাথনাথ বসু 'বাংলায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শোচনীয় অবস্থা এবং মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ন্যূনতম প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছিল। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীশশধর বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগার' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া শোনান। প্রবন্ধে লিখিত বিষয় সম্পর্কে সভাস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ আলোচনা করিলে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাবলীর সারাংশকে ভিত্তি করিয়া স্বকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন।

সম্মেলনের মণ্ডপে আহূত তৃতীয় অধিবেশনে 'সার্বজনীন ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার' সম্বন্ধে আলোচনা চলে। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নন্দী 'একটি রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট-এর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা', ও ডঃ হবিবুল্লা 'সরকারী গ্রন্থাগার' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়া শ্রীঅর্ধেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলী 'হস্তলিখিত পুস্তকাবলী' এবং শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ 'গ্রন্থাগারের প্রসারসাধক কার্যাবলী' সম্বন্ধে ছায়াচিত্র সহযোগে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

চতুর্থ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'গ্রামীণ ও সহরে গ্রন্থাগারব্যবস্থা'। ইহাতে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় 'গ্রন্থাগার ও স্থানীয় জনসংস্থা', শ্রীআদিত্যনাথ বসু 'গ্রন্থাগার আন্দোলন', পরিষদের মেদিনীপুর জিলা শাখার সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সোম 'মেদিনীপুর জিলার গ্রন্থাগার' এবং শ্রীবিনয় রঞ্জন সেন 'মেদিনীপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়া 'গ্রন্থাগার সমীক্ষা সমিতির' সম্পাদক শ্রীপুলিন কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ও হাওড়ার গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়নের জন্য কতকগুলি সুপারিশও সভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। জিলা শাখাসমূহের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা উঠিলে শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ত, শ্রীক্ষেত্রগোপাল চক্রবর্তী, শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ ও অন্যান্য কয়েকজন আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধিবেশনে 'গ্রন্থাগারের আঙ্গিক কলাকৌশল' সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলে সভাপতি মহাশয় সমজাতীয় বর্গীকরণ এবং তালিকাকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করিবার উপকারিতা সম্পর্কে সভাস্থ সকলকে অবহিত হইতে বলেন। তাহার সহিত সকলে এই ব্যাপারে একমত হইলে সভাপতি ও অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদান্তে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ক্রমশঃ

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (২)

বিমলকান্তি সেন

'/' (তির্যক) চিহ্ন

এর আগে আমরা দেখেছি যে প্রকাশনের অন্তর্ভুক্ত একাধিক বিষয়কে বর্গসংখ্যায় স্থান দেওয়ার জন্য '+' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে, যদি আলোচ্য পদ্ধতির দুই বা ততোধিক অনুক্রমিক বর্গসংখ্যা একটি প্রকাশণের বিষয়বস্তুর দ্যোতক হয়, সে ক্ষেত্রেও কি '+' চিহ্নই ব্যবহৃত হবে ?

ধরা যাক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর লেখা একখানি বই। বিজ্ঞানের বর্গসংখ্যা হচ্ছে 5 এবং প্রযুক্তিবিদ্যার 6। 5 এবং 6 হচ্ছে অনুক্রমিক সংখ্যা। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার 5+6 হবে, না কি অন্য কিছু ? এই ধরণের বই বর্গীকরণ করা সম্পর্কে U. D. C. (3rd ed , 1961) এর নির্দেশ হল : "The / (stroke) sign, meaning "from…to…" is used to join the first and last of a series of consecutive U. D. C. numbers denoting a range of concepts which collectively form a broad subject or branch of knowledge for which no single comprehensive number exists, e g. 592/599 Systematic Zoology (equivalent to 592/593+…+599), 624/628 civil Engineering (equivalent to 624+625+…+628)"

এবার তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর লেখা বইখানির বর্গসংখ্যা হবে 5/6. যা 5÷6 য়ের সমতুল।

প্রশ্ন জাগতে পারে, হঠাৎ এই ব্যতিক্রম কেন ? '+' চিহ্ন দিয়েও তো কাজ চলতে পারত ? হ্যাঁ, চলতে পারত। কিন্তু তাতে অসুবিধাও বিস্তর। যেমন তালিকায় 22 থেকে 28 পর্যন্ত সবই খৃষ্টধর্মের বিষয়বস্তু। '+' দিয়ে জুড়ে দিলে খৃষ্টধর্মের বর্গসংখ্যাটি দাঁড়াবে 22+23+24+25+26+27+28। বলাই বাহুল্য এত দীর্ঘ বর্গসংখ্যা সুবিধার চেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে অনেকখানি। উপরোক্ত বর্গসংখ্যাটির পরিবর্তে যদি লেখা যায় 22/28। তাহলেও ঐ খৃষ্টধর্মই বোঝাচ্ছে। কিন্তু আমরা পাচ্ছি একটি ছোট্ট বর্গসংখ্যা। যেটি সব দিক দিয়েই সুবিধাজনক।

তালিকায় ব্যবহৃত 1, 63, 611 3 প্রভৃতি সাধারণ সংখ্যাগুলোকে শুধু বর্গসংখ্যা বলছি। এবার '/' দিয়ে যুক্ত করা বর্গসংখ্যাকেও যদি শুধু বর্গসংখ্যা বলি তাহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এই বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য এখন থেকে '/' দিয়ে যুক্ত করা বর্গসংখ্যাকে সংহত বর্গসংখ্যা বলব।

'/' চিহ্ন ব্যবহারের কায়দাটা U. D. C. র নির্দেশ থেকেই স্পষ্ট। অর্থাৎ একটি প্রকাশন বর্গীকরণ করার জন্ম অনুক্রমিক যে কটি বর্গসংখ্যার প্রয়োজন পড়ছে, সেই অনুক্রমের প্রথম সংখ্যা, পরে '/' চিহ্ন এবং সবশেষে অনুক্রমের শেষ সংখ্যা বসালেই বর্গসংখ্যা তৈরী হয়ে যায়।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে। অনেক সময় প্রকাশনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী বর্গসংখ্যার ক্রম অনুযায়ী সাজানো থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকাশনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর বর্গসংখ্যা ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে বর্গসংখ্যাগুলো অনুক্রমিক কি না সেটা দেখে নিয়ে বর্গীকরণ করতে হয়। স্বামী শিবানন্দের Health and Hygiene with Anatomy and Physiology বইখানির কথাই ধরা যাক। Health and Hygiene-এর বর্গসংখ্যা হচ্ছে 613, Anatomy-র 611 এবং Physiology-র 612। উপরোক্ত বর্গসংখ্যাগুলোকে ক্রমানুযায়ী সাজালে দেখা যায় যে বর্গসংখ্যাগুলো ধারাবাহিক। অর্থাৎ 611, 612 এবং 613। কাজেই সংহত বর্গসংখ্যাটি হবে 611/613।

এক, দুই এবং তিন অংক বিশিষ্ট বিন্দু রহিত বর্গসংখ্যা '/' চিহ্নের সাহায্যে যুক্ত করার সময় '/' চিহ্নের আগের এবং পরের বর্গসংখ্যাটি প্রতি ক্ষেত্রেই অখণ্ড থেকে যায়। বিন্দু সমন্বিত বর্গসংখ্যা '/' চিহ্ন দিয়ে যুক্ত করার সময় এই নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে থাকে।

Margaret Mann-য়ের Introduction to cataloguing and classification of books বইটির কথাই ধরা যাক। নাম থেকেই বইটির বিষয়বস্তু স্পষ্ট। অর্থাৎ সূচীকরণ এবং বর্গীকরণ। যার বর্গসংখ্যা যথাক্রমে 025·3 এবং 025·4. বর্গসংখ্যা দুটি অনুক্রমিক হওয়ার দরুণ সংহত বর্গসংখ্যা 025·3/025·4 হওয়ার কথা। কিন্তু তা হবে না। হবে 025·3/·4. অনুরূপভাবে—

১। 616·1+···+616·8 এর সংহত বর্গসংখ্যা 616 1/ 8 Special Pathology

২। 611·9+···+612 এর সংহত বর্গসংখ্যা 611·9/612 Regional anatomy & Physiology

৩। 621·56+···+621·59 এর সংহত বর্গসংখ্যা 621·56/·59 Refrigeration technology

৪। 615 838+615 839 এর সংহত বর্গসংখ্যা 615·838/·839 Hydrotherapy

৫। 523·164+···+523 8 এর সংহত বর্গসংখ্যা 523·164/·78 Radio astronomy & solar system

৬। 634·0·16+··· +634·0·18 এর সংহত বর্গসংখ্যা 634·0·16/·18 General forest botany

৭। 621·43 047+621·43·048 এর সংহত বর্গসংখ্যা 621·43·047/·048 Ignition control, Distributors

৮। 621·397·7+···+621·397 9 এর সংহত বর্গসংখ্যা 621·397·7/·9 Television stations, networks, Applications

৯। 621·391·84+…+621·391·88 এর সংহত বর্গসংখ্যা 621·391·84/·88
Selectivity. Readability and mutilation.

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে সংহত বর্গসংখ্যাগুলিতে অনুক্রমের প্রথম সংখ্যাটির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কাজেই অনুক্রমের প্রথম সংখ্যাটি নিয়ে কোন সমস্যা নেই। সংহত বর্গসংখ্যার ওটি অখণ্ডই থেকে যায়। অনুক্রমের মাঝের সংখ্যাগুলোর, (যেমন প্রথম উদাহরণের 616·2, 616·3 ইত্যাদি) সংহত বর্গসংখ্যায় কোন ভূমিকাই নেই। কাজেই ঐ সংখ্যাগুলো নিয়েও কোন সমস্যা নেই।

সমস্যা হল অনুক্রমের শেষ বর্গসংখ্যাটি নিয়ে। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি একমাত্র দ্বিতীয় উদাহরণ ছাড়া, অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেই শেষ বর্গসংখ্যাটির কেবলমাত্র খানিকটা অংশ '/' চিহ্নের পরে বসেছে। বাকীটুকু ওই থেকে গেছে। এবার তাই আমাদের আলোচনা অনুক্রমের শেষ সংখ্যাটির কতটা অংশ '/' চিহ্নের পরে বসবে, তাই নিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে '/' চিহ্নের পরবর্তী সংখ্যাগুলো নিয়ম শৃঙ্খলাহীনভাবে বসেছে বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। '/' চিহ্নের পরবর্তী সংখ্যাগুলোও একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বসে থাকে।

উপরোক্ত উদাহরণগুলো একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে অনুক্রমিক যে কটি বর্গসংখ্যার মাধ্যমে কোন একটি প্রকাশণের বিষয়বস্তু অভিব্যক্ত হচ্ছে, সেই অনুক্রমের ও শেষ বর্গসংখ্যাটিতে যদি বিন্দুর পূর্ববর্তী সবকটি অংক সাধারণ (common) থাকে, তবে সেই অংকগুলি '/' চিহ্নের পরে আর পুনরাবৃত হয় না। যেমন প্রথম উদাহরণের অনুক্রমের প্রথম ও শেষ বর্গসংখ্যাটিতে 616 সাধারণ। সেইজন্য 616, '/' চিহ্নের পরে আর বসেনি। কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। তাই অনুক্রমের প্রথম ও শেষ সংখ্যাটি সংহত বর্গসংখ্যায় পুরোপুরি বসেছে।

প্রকাশনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলীর দ্যোতক অনুক্রমিক বর্গসংখ্যার প্রথম ও শেষটিতে অনেক সময় বিন্দুর পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি অংক ছাড়াও বিন্দুর পরবর্তী একটি বা দুটি অংক সাধারণ থাকতে পারে। যেমন ৪র্থ উদাহরণে বিন্দুর পূর্ববর্তী 615 এই তিনটি অংক ছাড়াও বিন্দুর পরবর্তী 8 3 অংক দুটিও অনুক্রমের প্রথম ও শেষ বর্গসংখ্যার সাধারণ। তৎসত্বেও কেবলমাত্র বিন্দুর পূর্ববর্তী সাধারণ সংখ্যাগুলোই সংহত বর্গসংখ্যায় '/' চিহ্নের পরে বাদ যাবে। বিন্দুর পরবর্তী সাধারণ অংক যথারীতি '/' চিহ্নের পরে বসবে।

প্রশ্ন জাগতে পারে চতুর্থ উদাহরণের সংহত বর্গসংখ্যা (615·83 সাধারণ ধরে নিয়ে) 615·838/9 লিখলে কী ক্ষতি হত? যদি চতুর্থ উদাহরণের বর্গসংখ্যা 615·838/·839 এর বদলে 615·838/9 লেখা হয়, তাহলে যেখানে 615·838 থেকে 615·89 পর্যন্ত বর্গসংখ্যাগুলো '/' চিহ্ন দিয়ে যুক্ত করার প্রয়োজন পড়বে, সেখানেও 615·8 সাধারণ সংখ্যা ধরে বর্গীকরণ করলে সংহত বর্গসংখ্যা দাঁড়িয়ে যাবে ঠিক চতুর্থ উদাহরণের সেই সংহত বর্গসংখ্যাটি। অর্থাৎ 615·838/9। তার মানে 615·838/9 সংহত বর্গসংখ্যাটি

615·838+615·839 ও বোঝাবে আবার 615·838+…+615·89 ও বোঝাবে। সোজা কথায় সংহত বর্গসংখ্যাটি দ্ব্যর্থবোধক হয়ে পড়বে। কিন্তু কেবলমাত্র বিন্দুর পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি অর্থাৎ 615 সাধারণ সংখ্যা ধরে নিয়ে বর্গীকরণ করলে সংহত বর্গসংখ্যায় দ্ব্যর্থবোধকতার কোন প্রশ্ন আসবে না। কারণ 615·838+615·839 এর সংহত বর্গ-সংখ্যা হবে 615 838/·839 আর 615 838+…+615·89 এর সংহত বর্গসংখ্যা হবে 615838/·89.

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে বিন্দুর পরবর্তী অংক সাধারণ ধরে নিয়ে বর্গীকরণ করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সংহত বর্গসংখ্যা দ্ব্যর্থবোধক নাও হতে পারে। যেমন Sodium, potassium, other alkali salts য়ের সংহত বর্গসংখ্যা 553·631/·633 এর পরিবর্তে 553·631/3 লিখলেও 553·631+…+553·633 ছাড়া অন্য কিছু বোঝায় না। কিন্তু এখানেও অসুবিধা দেখা দেয় বর্গীকৃত সূচীতে কার্ড ফাইল করার এবং শেল্‌ফে বই রাখার ব্যাপারে। কারণ ফাইল করার সময় মনে রাখতে হয় 533·631/3 এর '/' চিহ্নের পরবর্তী 3 আসলে ·633 এবং সেই অনুসারেই ফাইল করতে হয়। অন্যথায় কার্ড বা বই স্থানচ্যুত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কোন একটি প্রকাশণের বিষয়বস্তুর দ্যোতক অনুক্রমিক বর্গসংখ্যাবলী /· চিহ্ন দিয়ে যুক্ত করার বেলায় বিন্দুর পরবর্তী অংক অনুক্রমের প্রথম ও শেষ সংখ্যায় সাধারণ থাকতেও, তা '/' চিহ্নের পরে কেন অযুক্ত থাকে না, আশা করি এবার তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

সংহত বর্গসংখ্যায় '/' চিহ্নের পরে বিন্দুর ব্যবহার সম্বন্ধেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। '/' চিহ্নের পরে বিন্দু ব্যবহৃত না হলে কোন কোন ক্ষেত্রে বর্গসংখ্যা অন্যার্থবোধক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তো থাকেই, তা ছাড়াও বর্গীকৃত সূচীতে কার্ড ফাইল করা এবং শেল্‌ফে বই রাখার ব্যাপারেও দেখা দেয় নানারূপ অসুবিধা। যেমন 513·51+…+513·55 এর সংহত বর্গসংখ্যা 513·51/·55 য়ের বদলে 513·51/55 ('/' চিহ্নের পরে বিন্দু বাদ দিয়ে) লিখলে সংহত বর্গসংখ্যাটি 513 51+·55 য়ের সমতুল হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে John Metcalfe এবং Eric de Grolier এর মত বর্গীকরণ-বিশারদেরাও '/' চিহ্নের পরে বিন্দুর ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই John Metcalfe এর Subject classifying and indexing of libraries and literature বইটিতে 636·6/9 (১৪৭ পৃঃ), এবং Eric de Grolier এর A study of general categories applicable to classification and coding in documentation বইটিতে 551·2/3 (৩৬ পৃঃ), 332·4/5 (৩৭ পৃঃ) প্রভৃতি সংহত বর্গসংখ্যা স্থান পেয়েছে। সার্বদশমিক বর্গীকরণের মূল তালিকাতেও এ ধরণের একটি সংহত বর্গসংখ্যা আমার চোখে পড়েছে। বর্গসংখ্যাটি হচ্ছে 551·1/4 (৭১ পৃঃ)। এটা ছাপার ভুল।

ক্রমশঃ

Universal Decimal Classification (2) : Bimalkanti Sen

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম

রতনকুমার দাস

বিভিন্ন সব পত্রপত্রিকায় গল্পের লেখকেরা অনেকে ছদ্মনামে লিখে থাকেন, তাদের আসল নাম জানার কৌতুহল পাঠক মাত্রেরই থাকে, আমারও আছে। অনেককেই জিজ্ঞাসা করে আসল নাম জানতে পারিনি, কেউ কেউ আবার দু চারটে আসল নাম বলেছেনও। পত্রপত্রিকা ছাড়া গল্প উপন্যাসেও আজকাল অনেক লেখকেরই ছদ্মনাম থাকে। এই ছদ্মনামের অন্তরালে আসল মানুষগুলির আসল নাম জানার কৌতুহল হয়েছিল প্রায় আট-নয় বছর আগে, এখন তা দাঁড়িয়েছে নেশায়। ছদ্মনামের ইতিহাস আমি বলব না বা তা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়। ইতিহাস বলার জন্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন। আমাদের দেশে ছদ্মনামের উপর সম্পূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য কোনো বই আছে বলে মনে হয় না। আমি যে ছদ্মনামের তালিকা দিচ্ছি তা সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও প্রায় সাত শতের মত হবে। আমি যেমন ছদ্মনামের আসল নাম বহুদিন খুঁজে বেড়িয়েছি বা এখনও খুঁজি। তেমনি আমার মত কৌতুহল অনেক পাঠকেরই আছে এবং তা' থাকাই স্বাভাবিক সেই কারণেই তাঁদের কৌতুলহের যদি কিছু অংশ মেটাতে পারি তা হলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনামের সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন পরিমল গোস্বামী। প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন 'রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৮-৬৯ সাল শ্রাবণ-আষাঢ়) রবীন্দ্রনাথ যখন 'মেঘনাদ বধকাব্য' সমালোচনা করেন তখন লেখকের নামের জায়গায় ছিল "ভ"। "ভানু সিংহ" যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম এ কথা আজ বোধহয় সবাই জানেন কিন্তু ভানু সিংহের ব্রজবুলি ভাষায় গানগুলি যখন ১২৮৪ থেকে ১২৮৮ ও ১২৯০ সালে ভারতীতে বার হচ্ছিল তখন অনেকেই জানতেন না যে "ভানু সিংহ" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম। এই ভানু সিংহকে প্রাচীন মৈথিলী কবি মনে করে যে বাঙালী ভদ্রলোক জার্মানীর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস লিখে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবন-স্মৃতিতে বলেছেন—"ভানু সিংহ" যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল, ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জার্মানীতে ছিলেন, তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি বই লিখিয়াছিলেন, তাহাতে "ভানু সিংহ"কে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোন আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।"

"শ্রীদিকশূন্য ভট্টাচার্য" নামে 'দু'দিন' লিখেছেন ভারতীতে, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ সালে। ঐ একই নামে 'মুদ্রিত বরণা', 'বীনা অভিলাষ' লিখেছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। "অপ্রকট

চন্দ্র ভাস্কর" নামেও তিনি লিখেছেন। "বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়" নামে ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার নাম "রবীন্দ্র নাম সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টমসনের বহি"।

"আন্নাকালী পাকড়াশীর" নামে "নারীর কর্তব্য" নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা অলকা মাসিকপত্রে। এ ছাড়াও "শ্রীমতী কনিষ্ঠার" "জলকষ্ট" এবং "শ্রীমতী মধ্যমার" "অহেতুক জলকষ্ট" এ দুটিও রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম, (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র রচনাবলী শতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।)

"পুত্রযজ্ঞ" ভারতীতে (১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ) প্রথম ছাপা হয় শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে। কিন্তু আসলে এটি কবির লেখা। কবি নিজে প্রথমে সমরবাবুকে মুখে মুখে বলে দিয়েছিলেন। এই কথাগুলি পুলিনবিহারী সেন 'তথ্য পঞ্জীতে' বলেছেন।

সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামহীন ও কল্পিত নামাঙ্কিত রচনাগুলির একটি সুষ্ঠু পঞ্জী প্রস্তুত করার কথা ভাবেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', 'ভারতী' প্রভৃতি ঘেঁটে নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত অনেক নামহীন ও কল্পিত-নামাঙ্কিত রচনা কবির বলে চিহ্নিত করেন, ও "রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী" তালিকাটি কবিকে দেখে দিতে বলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তালিকাটি দেখে খুশি হয়ে স্বহস্ত-অঙ্কিত একখানি ছবি, তাঁর ব্যবহৃত একটি আলখাল্লা এবং 'তপতী' নাটকে অভিনয় কালে তৎকর্তৃক পরিহিত শিরস্ত্রানটি তাঁকে দান করেন ও এই আবিষ্কার সম্পর্কে তাঁর কৃতিত্বের একটা পাকা সার্টিফিকেটও স্বহস্তে লিখে দেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একাধিক ছদ্মনামে লিখেছেন। একবার 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে একটা চিঠিতে তিনি বলেছিলেন "আমার তিনটে নাম, প্রবন্ধে "অনিলা দেবী", ছোটগল্পে "অনুপমা দেবী", বড়গল্পে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তা না হলে যদি এক নামে সবগুলি ছাপেন তবে লোকে মনে করবে আমি ছাড়া আর কেউ নেই"। এ ছাড়াও তিনি 'মন্দির' নামে একটা গল্প লেখেন তাঁর মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে। সেই গল্পটা কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিল। "অপরাজিতা দেবী" নামেও তিনি লিখেছেন। এবং "শ্রীপরশুরাম" ছদ্মনামে 'বেনু' পত্রিকায় 'নূতন প্রোগ্রাম' নামে একটি প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন। 'শ্রীকান্ত' বইটা যখন 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে বের হচ্চিল, তখন নাম ছিল "শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী", লেখক ছিলেন ' শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা।" এ ছাড়াও তিনি 'যমুনা'য় ১৩২০ সালের মাঘ মাসে একটি রম্যরচনা লেখেন, তার নাম "ক্ষুদ্রের গৌরব", লেখকের নাম ছিল "শ্রী-চট্টোপাধ্যায়।

ছদ্মনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমবাবুও কম দক্ষ ছিলেন না। সাহিত্য সৃষ্টি ধারার বিভিন্ন সময়ে তাকেও বিভিন্ন ছদ্মনামে দেখা গেছে। যেমন—খোসনবীশ জুনিয়র, ভীষ্মদেব খোসনবীশ, শ্রীঅষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদর্পনারায়ণ পুতিতুণ্ড, শ্রীব, চ, চ, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে সাড়া জাগানো ছদ্মনাম "কমলাকান্ত"। এই

"কমলাকান্ত" ছদ্মনাম নিয়ে তিনি বঙ্গদর্শনের পাতায় যে রস পরিবেশন করেছেন তা যে বাঙালীর মন জয় করেছিল তা তাঁর মৃত্যুর পরে বেশ বোঝা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পর কমলাকান্তের খ্যাতি দিন দিন বাড়তে থাকে, এমনকি ষ্টাইল বা ঢঙটারও অনুকরণের একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। বঙ্কিম পার্ষদ রাজকৃষ্ণ, অক্ষয়চন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানাঙ্কুরে' যা করেছিলেন পরবর্তীকালে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা) 'প্রবাসী'র প্রথম দ্বিতীয় বৎসরে (১৩০৮-৯) তা কৃতিত্বের সঙ্গে করতে পেরেছিলেন। তিনিই কমলাকান্তী ষ্টাইল বা ঢঙের পুনঃ প্রবর্তন করেন। পরে চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়ও (কমলাকান্ত) এই ঢঙে লিখেছিলেন। আবার প্রমথনাথ বিশী (কমলাকান্ত শর্ম্মা) বর্তমান আনন্দবাজার পত্রিকায় কৌতুকরস পরিবেশন করেন তা নিশ্চয় সবাই জানেন। রবীন্দ্রনাথ 'ব্যঙ্গকৌতুকে' ("কি লিখিব ?" প্রবন্ধের অনুকরণে) এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' ("একা" প্রবন্ধের অনুকরণে) কমলাকান্তীয় ঢঙ ব্যবহার করেছিলেন।

"বীরবল" যে প্রথম চৌধুরীর ছদ্মনাম তা হয়তো জানেন। এই "বীরবল" ছদ্মনাম নেওয়ার ছোট্ট একটা ইতিহাস আছে। "আমি সেদিন দিল্লী গিয়ে আবিষ্কার করে এসেছি যে আর্যাবর্তে আমি "বীরবল" ব'লে পরিচিত, অবশ্য শুধু প্রবাসী বাঙালীদের কাছে। এ আবিষ্কারে আমি উৎফুল্ল হয়েছি কি মনঃক্ষুন্ন হয়েছি, বলা কঠিন। লেখক হিসেবে আমি যে বাংলার বাইরেও পরিচিত, এ তো অবশ্য আহ্লাদের কথা; কিন্তু আমার ধার-করা নামের পিছনে যে আমার স্বনাম ঢাকা পড়ে গেল, এইটিই হয়েছে ভাবনার কথা। কারণ আমি স্বনামেও নানা কথা ও নানা রকম জিনিস লিখি। এরপর আমি যে কেন ও-নাম আত্মসাৎ করেছি ও বীরবল লোকটি যে কে ছিলেন, সংক্ষেপে তার পরিচয় দেওয়াটা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আমি যখন বালক, তখন আমার পিতার কর্মস্থল ছিল বেহার। আমার বয়েস যখন এগারো বৎসর, তখন একবার আমি শীতকালে মজঃফরপুর যাই। সঙ্গে ছিলেন আমার একটি ভ্রাতা ও একটি ভগ্নী। আমি ছিলুম সবচাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। দিনটে এক রকম খেলাধুলায় কেটে যেত। সন্ধের পর বাড়ির জন্য মন কেমন করত। বাবা তাই ঘরের ভিতর একটা আংটি জ্বালিয়ে তার চারপাশে আমাদের বসিয়ে একখানি উর্দু বই থেকে আমাদের কেচ্ছা পড়ে শোনাতেন। এর অধিকাংশ কেচ্ছাই এই বলে শুরু হত 'আকবর বীরবলনে পুছা', আর শেষ হত বীরবলের উত্তরে।

"আমি তখন তারিণীচরণের ভারতবর্ষের ইতিহাসে পারঙ্গম হয়েছি, সুতরাং আকবর শাহের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল; অর্থাৎ তিনি যে জাহাঙ্গীরের বাবা ও হুমায়ুনের ছেলে, এ কথা আমার জানা ছিল। কিন্তু বীরবল লোকটি যে কে, হিন্দু কি মুসলমান, বাদশাহের মন্ত্রী কি ইয়ার, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম; কারণ তারিণীচরণ তাঁর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি।

"কিন্তু সেইসব উর্দু কেচ্ছা শোনাবার ফলে আমার মনে বীরবলের নাম বসে যায়। আকবরের প্রশ্নের উত্তরে বীরবলের চোখা চোখা জবাব শুনে আমি মনে মনে তাঁর মহাভক্ত

হয়ে উঠলুম। প্রশ্ন করতে পারে সবাই, কিন্তু উত্তর দিতে পারে কজন? আর যে পারে, আমার বালকবুদ্ধি তাকেই প্রশ্নকর্তার চাইতে উঁচু আসনে বসিয়ে দিলে। * * * বছর কুড়ি আগে আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবেচিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম। এ নামের দুই স্পষ্ট গুণ আছে: প্রথমতঃ নামটি ছোট, দ্বিতীয়তঃ শ্রুতি মধুর।

"পরশুরাম" যে রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম তা হয় তো নতুন করে কাউকে বলতে হবে না। কিন্তু "পরশুরাম" ছদ্মনাম নেওয়ার একটা সুন্দর কাহিনী আছে তা বোধহয় অনেকেই জানেন না! তখন তিনি থাকেন পার্শিবাগানের বাড়িতে। "সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" গল্পটা লিখেছেন। তাঁদের উৎকেন্দ্র সংঘে সেটি পড়া হল। তখন এটি একটি কাগজে ছাপার কথা উঠল, সে কাগজ অবশ্য জলধর সেন সম্পাদিত ভারতবর্ষ। নিজের নামে লেখা ছাপানোয় তাঁর সংকোচ ছিল। তাই একটা নামের খোঁজ করছিলেন সকলে মিলে। "দৈবক্রমে সেই সময় তারাচাঁদ পরশুরাম নামে এক কর্মকার কোম্পানীর অন্যতম পার্টনার পরশুরাম সেখানে উপস্থিত হয়। হাতের কাছে তাকে পেয়ে তাঁর নামটা নিয়ে নেওয়া হল। এই নামের পিছনে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নেই। পরে আরো লিখব জানলে ও নাম হয়তো নিতাম না।"

সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আজ সবাই জানেন! কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নামটা কেউ জানেন কি? সে নামটা প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এই প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কি করে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন। মাণিক বাবুর নিজের মুখে শুনুন।

"একদিন কলেজের কয়েকজন বন্ধু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছে। শৈলজানন্দ, প্রেমেন, অচিন্ত্য, নজরুল এদের নিয়ে সম্প্রতি হৈ চৈ পড়ে গেছে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে· সাহিত্যের দুর্গরক্ষী সিপাইরা কাঠের বন্দুক উঁচিয়ে দুমদাম চীনা ফটকা ফাটিয়ে লড়াই সুরু করেছে। আলোচনা গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকল মাসিকপত্রের সম্পাদকদের বুদ্ধিহীনতা, পক্ষপাতিত্ব, দলাদলি প্রবণতা ও উদাসীনতায়।

"নাম করা লেখক ছাড়া ওরা কেউ লেখা ছাপায় না। দলের লেখক হলে ছাপায়— ব্যাস্। অন্য কেউ পাত্তা পাবে না। একজনের তিনটি লেখা মাসিকের আপিস থেকে ফেরত এসেছিল। সে সম্পাদকদের কুৎসিৎ একটা গাল ছিল—কলেজের ছেলেরা যা দেয়, সম্পাদকদের না হোক অন্যদের আমিও সে ধরণের গাল গায়ের জ্বালায় কম বয়সে দিয়েছি।

তর্কে আমার চিরদিন বিতৃষ্ণা। অবিবেচক ছেলেটার অন্যায় মন্তব্যে বড় রাগ হল।

বললাম, 'কেন বাজে কথা বকছ? ভাল লেখা কি এত সস্তা যে, হাতে পেয়েও সম্পাদকেরা ফিরিয়ে দেবেন? মাসিকগুলিতো পড়ো, মাসে কটা ভাল গল্প বেরোয় দেখেছ? সম্পাদকেরা নিশ্চয় সাগ্রহে সেটা ছেপে দেয়।'

খানিক তর্কের পর প্রশ্ন হল : 'তুমি কি করে জানলে, প্রবোধ ?' প্রবোধ ? প্রবোধ আবার কে ? পুরানো দিনের কথা বলার কি বিপদ ! এখানে আবার বলে নিতে হবে যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল, অফিসিয়াল নাম ছিল শ্রীপ্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—মাণিক নামে তাকে ডাকত শুধু বাড়ীর লোক। ডাক নামের কাছে কি করে আসল নাম হার মানল পরে বলছি।

প্রশ্ন শুনে ভাবলাম, তাই তো ! সাধারণ বুদ্ধিতে যা মনে হয়, সেটা তো প্রমাণ নয় ! কোনদিন মাসিক বা মাসিকের সম্পাদকের ত্রিসীমানায় যাইনি—কি করে এদের বোঝাব যে সম্পাদকেরা ভাল গল্প পেলেই আদর করে ছাপেন—এমন কি চলনসই গল্প পর্যন্ত ! বললাম, 'আমি জানি।' অনেক কথা কাটাকাটির পর বাজী রাখা হল। কি বাজী রাখা হয়েছিল বলব না—আপনারা হয়তো ভাববেন কলেজে পড়বার সময় ছেলেগুলো এমন বখাটে হয় ! বাজি হলো এই। আমি একটি গল্প লিখে তিন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ, প্রবাসী বা বিচিত্রায় ছাপিয়ে দেবো। যদি না পারি—সে কথা আর কেন ?

ক্রমশ:

Pseudonymns in Bengali literature
: Ratan Kumar Das

পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য শিক্ষক নির্বাচন সম্পর্কে

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক নির্বাচন করা হইয়া থাকে। এজন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইতেছে যাহা হইতে অতঃপর প্রয়োজনানুসারে শিক্ষক নির্বাচন করা হইবে। গ্রন্থাগারিকতায় যুক্ত যে সকল ব্যক্তি পরিষদে শিক্ষণকার্যে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবরণসহ লিখিতভাবে পরিষদ কর্মসচিবকে জানাইয়া আগামী ৩১ জুলাই তারিখের মধ্যে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

লেনিন ও গ্রন্থাগার

গীতা মিত্র

অক্টোবর বিপ্লবের তের বছর এবং মহান নেতা লেনিনের মৃত্যুর ছয় বছর পরে ১৯৩০ সালে 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বকে সম্মানিত করেছে।" শিক্ষার বিশাল ব্যপ্তিতে, বৈষম্যের আঘাতে দলিত, অসাম্যের অপমানে আহত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে, লেনিন রাশিয়ার জনগণকে সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছিলেন। নিরক্ষরতার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাশিয়াকে, লেনিন সাক্ষরতার আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। তিনি জানতেন যে শিক্ষাই, রাশিয়ার নিঃস্ব, নিরন্ন, নিপীড়িত জনগণের একমাত্র হাতিয়ার—অশক্তের একমাত্র শক্তি। তাই তিনি প্রথম থেকেই শিক্ষাবিস্তারের দিকে জোর দিয়েছেন,—যে শিক্ষা তাদের দেবে অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শান্তি। Klara Zetkin এর My recollection of Lenin গ্রন্থপাঠে জানা যায়, লেনিন গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষরতা দুরীকরণকে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। শ্রীমতী ক্লারার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দেশের পুনর্গঠনের কাজে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যহীন। জনগণের জন্য ব্যাপক বিস্তৃত শিক্ষা ও অনুশীলনই, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে জয় করার ও নিশ্চিহ্ন করার একমাত্র নিশ্চিত উপায়। শিশু-শিক্ষার প্রতি অবহেলাকে তিনি একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন যে, কোটি কোটি শিশু কোনরকম শিক্ষা না পেয়েই কৈশোরে পদার্পণ করছে এবং তাদের পিতা-মাতাদের মতনই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত থাকছে। এর ফলে কত প্রতিভার মৃত্যু ঘটছে এবং জ্ঞানালোকের কত আকাঙ্ক্ষা পদদলিত হচ্ছে। একটি উদীয়মান জাতির সুখ-সুবিধার কথা যদি আমরা ভাবি তবে এটা একটা জঘন্য অপরাধ। শ্রীমতী ক্লারার সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনায় তিনি বারংবার জনগণের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য তাঁর আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ১৯২১ সালে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রচার বিভাগের এক ভাষণে তিনি রাশিয়ার উন্নতির তিনটি শত্রুর মধ্যে নিরক্ষরতাকে দ্বিতীয় শত্রু বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে নিরক্ষরতা আছে ততদিন পর্যন্ত রাজনীতির কথা বলা অনাবশ্যক। "An illiterate person stands outside politics, he must first learn his ABC. Without that there can be no politics; without that there are rumours, gossips, fairy tales and prejudices, but not politics." (V. 33, 78 p.) রুশ জনগণের নিরক্ষরতার কলঙ্ককে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য তিনি কেবলমাত্র ভাষণ ও আলাপ আলোচনার মধ্যে তাঁর কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেন নি। দেশবাসীর অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য তিনি

অন্যান্য উপায়ের মধ্যে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণকে অবশ্য প্রয়োজনীয় রূপে গণ্য করেছিলেন।

তিনি তাঁর আজীবনের সঙ্গিনী দক্ষিণ হস্তস্বরূপিনী শ্রীমতী ক্রুপস্কায়াকে শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ পদের দায়িত্ব দিয়ে অশিক্ষা দূর করা ও বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের ভার অর্পণ করেন। শ্রীমতী ক্রুপস্কায়ার লেখা 'Reminiscences of Lenin' এবং N. N. Kolesnikovaর লেখা "He taught us to see future" গ্রন্থে নিরক্ষরতা দূরীকরণে লেনিন গ্রন্থাগারকে যে ভাবে কার্যকরী করেছেন তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ কমিটিতে গ্রন্থাগারিকেরাও প্রতিনিধিত্ব করতেন। যে বিরাট শিক্ষক ও সাংস্কৃতিকবাহিনী নিয়ে 'নিরক্ষরতা নিপাত যাক" অভিযান সুরু হয়েছিল তার মধ্যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকেরা বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রতি জেলায় শিক্ষাপ্রচারের ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে কি ভাবে কাজে লাগান যেতে পারে সে বিষয়ে শ্রমিক, কৃষক ও গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে আলোচনা করা হতো। অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে বা তার অব্যবহিত পরে এ প্রচার অভিযান সুরু হলেও এর কাজ মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। শতকরা আশিভাগ অশিক্ষিত গ্রামবাসী কাগজের দুষ্প্রাপ্যতায়, সংবাদপত্রের অভাবে বৃহৎ পৃথিবী থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। গ্রন্থ সরবরাহও তখন হতাশাব্যঞ্জক। কেন না বইএর দোকানগুলি বিচ্ছিন্ন। সীমান্তে যুদ্ধরত লালফৌজ তখন শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় রত, গ্রামাঞ্চলে শুধু নিরক্ষর বৃদ্ধ, মহিলা, শিশু। যাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বই, লেখবার কাগজ পেন, পেন্সিল সব কিছুই দুর্মূল্য। নিঃস্ব দরিদ্র রাশিয়ানরা সেদিন সব কিছুরই অপ্রতুলতায় পীড়িত। সেই সময় কি করে জ্ঞানের আলোকে শতাব্দীর অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করা যায়? লেনিন বললেন যে আমাদের দৃষ্টি অবশ্যই গ্রামাঞ্চলের দিকে দিতে হবে। তিনি নির্দেশ দিলেন যে প্রত্যেক গ্রামে পাঠগৃহ ও গ্রাম্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে একটি করে সুসংবদ্ধ প্রশ্নোত্তর বিভাগ (Enquiry desk) খোলা হোক। এই গ্রামীণ পাঠকেন্দ্রে পুস্তিকা, পোষ্টার ইত্যাদি পাঠান হবে। সেখানে কৃষক তার অবসর সময় এসে কৃষি সম্পর্কিত কাগজ পড়তে পারে, বই পড়তে পারে, অথবা শুধু গল্পগুজবও করতে পারে। Enquiry desk এর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে মৌখিক ও লিখিত সমস্ত রকম প্রশ্নের জবাব, বিনা চাঁদায় নিরক্ষর ও অন্যান্যদের রবিবার ও ছুটির দিনও নিয়মিত বই দেওয়ার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে পরবর্তীকালে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাহিনীর কর্মীরা চলমান পড়ার ঘর তৈরী করে বিভিন্ন যৌথ খামার, শ্রমিক কেন্দ্র ও অফিসে গিয়ে বই পড়তে দিতেন এবং বিভিন্নভাবে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করতেন। লেনিনের নির্দেশমত প্রতিষ্ঠিত এই পাঠকেন্দ্রগুলি এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থযান জনগণের অজ্ঞতা দূর করার কাজে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। বিশেষ করে সদ্য সাক্ষর ও শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যাওয়া, অজ্ঞতার অন্ধকূপে নিক্ষেপিত হওয়ার অভিশাপ থেকে চিরতরে মুক্ত করেছিল এই পাঠকেন্দ্র। শ্রীমতী ক্রুপস্কায়া তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে এই কাজের ফলে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন এবং

গ্রামাঞ্চলে এই সময় তাঁদের প্রভাব লক্ষনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

লেনিন বুঝেছিলেন যে এখনই সমস্ত দেশে স্থায়ীভাবে গ্রামীণ পাঠকেন্দ্রের জাল বিস্তার করা সম্ভব হবে না। সেইজন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যে সমস্ত কুঁড়ে ঘর মালিক কর্তৃক বহুদিন পরিত্যক্ত এবং তারা শহরে বাস করছেন, সেইসব ঘরগুলিতে স্থানীয় শাসনকর্তার অনুমোদনে গ্রামীণ পাঠকেন্দ্র স্থাপিত করা হবে এবং সেই সঙ্গে গ্রামের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ঠিক করা দরকার যিনি পাঠকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। লেনিন সব সময়ই গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের পাঠান পত্রগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং কোথায় কতগুলি পাঠকেন্দ্র খোলা হয়েছে, এবং গ্রন্থাগারিকরা কি ভাবে কাজ চালাচ্ছে তার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। শীতকালে তিনি জানতে পারলেন প্যারাফিনের অভাবে আলো জ্বালতে না পারায় বহু পাঠকেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হচ্ছে! লেনিন অবিলম্বে প্যারাফিন সরবরাহকারী ব্যবসায়ীদের এক সভা আহ্বান করলেন। এর ফল স্বরূপ, প্রতিটি পাঠকেন্দ্রে মাসে তিন গ্যালন প্যারাফিন সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। এই ঘটনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে লেনিন ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত রাশিয়ার ভাবী সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, যে সংস্কৃতির উপর রাশিয়ার সমৃদ্ধি ও উন্নতি নির্ভরশীল, তার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে গ্রামে এবং সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ় করতে হলে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতেই তার শিলান্যাস করতে হবে।

শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অপরিহার্য বলে মনে করেছিলেন বলে বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার গ্রন্থাগারগুলির প্রতি তদানীন্তন সরকারের মনোভাব তাঁকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছে। শ্রীমতী ক্রুপস্কায়া "শিক্ষা মন্ত্রকের নীতি" প্রবন্ধে নিম্নলিখিত অবস্থা বর্ণনা করেন। 'সভ্য দেশে নিরক্ষরতার কার্যতঃ অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেককে স্কুলের শিক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় সব রকমে উৎসাহ দেওয়া হয়।......আমাদের মন্ত্রীদপ্তর স্কুল লাইব্রেরীগুলি দ্রুত ধ্বংস করেছেন। পৃথিবীর কোন সভ্য দেশ লাইব্রেরির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য বিশেষ নিয়মকানুনের বা আমাদের রাষ্ট্রীয় সেন্সারের মতো জঘন্য ব্যবস্থার গর্ব করতে পারে না। আমাদের দেশে সংবাদপত্রের উপর চলতি দমন—পীড়ন এবং সাধারণভাবে গ্রন্থাগার বিরোধী বর্বর নিয়মকানুন ছাড়াও, সাধারণ গ্রন্থাগারের বিরুদ্ধে নিয়মকানুন বের করা হচ্ছে যা আরো শতগুণ বিধিনিষেধাত্মক। জনগণের অজ্ঞতা বাড়িয়ে দেশকে পশুবৎ করার জমিদারদের এ এক লজ্জাস্কর নীতি।......"
—(V. 41, 323, 24 P.) অপর একটি প্রবন্ধ, "জনশিক্ষার জন্য কি করা যায়"—সেখানেও তীর্যক ভঙ্গিতে, তীব্র ভাষায় জার শাসিত রাশিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে লেনিন আক্রমণ করেছেন। পশ্চিমের আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নীতিগুলি যে রাশিয়ায় প্রচলিত নেই, তার জন্য তিনি শ্লেষের ভঙ্গীতে বলেছেন যে পশ্চিমী ঐ সব বস্তাপচা কুসংস্কার থেকে তাঁদের পবিত্র রুশ জননী মুক্ত। যাঁরা আমাদের সতর্ক প্রহরায় রাখেন তাঁরা আমাদের এই সব কুসংস্কারের হাত থেকে অতি যত্নের সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমাদের সমৃদ্ধ সাধারণ পাঠাগারগুলিকে

কুৎসিত জনগণের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।" (Lenin on youth, 40 P.) (এই রচনাটির পূর্ণ বয়ান গ্রন্থাগারের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার ওহেদোর রচিত 'রাষ্ট্রনায়ক ও গ্রন্থাগার' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।—গ্রঃ সঃ)

জার শাসিত রাশিয়ার গ্রন্থাগারগুলির শোচনীয় অবস্থা, দেশের শিক্ষা প্রসারকে কি ভাবে ব্যাহত করেছিল সেটা লেনিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন ; তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণে সচেষ্ট হন। কাউন্সিল অফ্ পিপলস কমিসরিয়তের বিভিন্ন প্রস্তাবে, জনশিক্ষা বিভাগকে বিভিন্ন নির্দেশে, শিক্ষাবিভাগের নেতৃস্থানীয় বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত চিঠিপত্রে এবং শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন সভার ভাষণের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিস্তার ও উন্নতির জন্য তিনি অনলস চেষ্টা করেছেন। ১৯১৮ সালে জুন মাসে কাউন্সিল অফ পিপলস কমিসরিয়তে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি পর্যাপ্ত দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না বলে, জনশিক্ষা বিভাগকে কঠোর ভৎর্সনা করা হয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে "to take immediate and energetic measures, first to centralise the library business in Russia, second to introduce the Swiss-American System." এই ক্ষেত্রে কি কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে মাসে দুবার রিপোর্ট পাঠাতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। (V. 42, 96-97 P,) ১৯১৯ সালে জানুয়ারী মাসে গ্রন্থাগার পর্ষদকে, পূর্বেকার আদেশ কতখানি কার্যকর করা হয়েছে, গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের সংখ্যা কি রকম বিস্তার লাভ করেছে, এবং জনগণের মধ্যে গ্রন্থ সরবরাহের পরিমাণ কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে—এই সকল বিষয়ের সংখ্যা-তথ্যমূলক সংবাদ প্রতি মাসে পিপলস কমিসরিয়তে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (V. 42, 123-24 P.) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারের জন্য জনশিক্ষা কমিসরিয়তের নিকট একটি চিঠিতে P. I. Surkov এর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটিকে জনগণের সম্পত্তি হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার জন্য, সেটি দখল করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। P. I. Surkov-কে চারশ বই তার পছন্দমত রাখতে দেবার অনুমতি দিয়ে, এই সমৃদ্ধ গ্রন্থভাণ্ডার স্থানীয় শ্রমিক পাঠকেন্দ্রে দান করা হয় এবং তাকে আরও সমৃদ্ধ করার আদেশও লেনিন দিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে মে মাসে All Russia Congress on Adult Education এ প্রথম সভায় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে তিনি যে ভাষণ দেন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। "When another question was dealt with in the Council of People's Commissars, that of the libraries, I said that the complaints we are constantly hearing about our industrial backwardness being to blame, about our having few books and being unable to produce enough—these complaints, I told myself, are justified. We have no fuel, of course, our factories are idle, we have little paper and we cannot produce books All this is true, but it is also true that we cannot get at the books that are available. Here we continue to suffer

from peasant simplicity and peasant helplessness ; when the peasant ransacks the squire's library, he runs home in the fear that somebody will take the books away from him, because he cannot conceive of just distribution, of state property that is not something hateful, but is the common property of the workers and of the working people generally. * * When the peasant took the library and kept it hidden, he could not do otherwise, for he did not know that all the libraries in Russia could be amalgamated and there would be enough books to satisfy those who can read and to teach those who can not. At present we must combat the survivals of disorganisation, chaos, and ridiculous departmental wrangling. This must be our main task. We must take up the simple and urgent matter of mobilising the literate to combat illiteracy. We must utilise the books that are available and set to work to organise a net work of libraries which will help the people to gain access to every available book ; there must be no parallel organisations, but a single, uniform planned organisation. This small matter reflects one of the fundamental tasks of our revolution. If it fails to carry out this task, if it fails to set about creating a really systematic and uniform organisation in place of our Russian chaos and inefficiency, then this revolution will remain a bourgeois revolution……(V 29, 337-38 P.) লেনিন বিপ্লব ও জনশিক্ষা প্রসারকে একত্রীভূত করে দেখেছিলেন। বিপ্লব মানেই জনশিক্ষার প্রসার, আর জনশিক্ষার প্রসার মানেই বিপ্লব। সেই জনশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ব্যাপক বিস্তৃত গ্রন্থভাণ্ডারের উন্নতি ও সুষ্ঠু পরিকল্পিত গঠন ব্যবস্থার প্রতি তিনি সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

আত্মীয়বর্গের কাছে লিখিত বিভিন্ন চিঠিপত্রে ও অন্যান্য রচনার মধ্যে আদর্শ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে লেনিনের মতামত জানা যায়। তিনি মনে করতেন গ্রন্থাগারটি অবশ্যই বাসস্থানের কাছে হবে, সেখানে অবশ্যই অধুনা প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র থাকবে। বিভিন্ন প্রকার রেফারেন্স বই থাকবে, এবং পুরোন সাময়িক পত্রিকার সমস্ত খণ্ড গুলি পাওয়া যাবে। [১৮৯৭ সালে, তাঁর বোন Mariaকে একটি চিঠিতে তিনি Ydin এর একটি স্থানীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলছেন ' it is an excellent collection of books, There are for example, Complete set of journal (the most impo tant) from the end of the eighteenth century up to date," (V 37, 94P.)]. এ ছাড়া গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে, সমস্ত শ্রেণীর লোকেরই সেখানে অবাধ অধিকার থাকবে এ কথা মনে করতেন লেনিন। সবচেয়ে বেশী করে তিনি জোর দিয়েছেন কত সংখ্যক বই বাড়িতে পড়ার জন্য দেওয়া হয়, জনসাধারণের মধ্যে কি পরিমাণ বই বিলি হচ্ছে এবং জনসাধারণের অধিকাংশের জন্য কতটা সুবিধা আছে। (What can be

done for public education প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য).

পেট্রোগ্রাও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, যেটা পরবর্তীকালে পেট্রোগ্রাও পাবলিক লাইব্রেরী বলে অভিহিত, ১৯১৭ সালে উক্ত লাইব্রেরীর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি যে নির্দেশ দেন, সেই নির্দেশের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের দায়িত্ব সম্পর্কে তার ধারণা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন যে এই সাধারণ গ্রন্থাগার পেট্রোগ্রাও ও প্রদেশের অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে এবং বিদেশের যথা ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন ইত্যাদি গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে গ্রন্থ আদানপ্রদান করবে। এক গ্রন্থাগার থেকে অন্য গ্রন্থাগারে বই পাঠানোর কাজ আইন অনুসারে বিনা ডাকমাশুলে করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ প্রত্যহ সকাল আটটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত রবিবার ও ছুটির দিন সহ খোলা থাকবে। এই কাজের জন্য যত লোক প্রয়োজন তা আসবে শিক্ষামন্ত্রকের বিভিন্ন সরকারী থেকে যেখানে দশভাগের নয়ভাগ লোক শুধু যে অপ্রয়োজনীয় তা নয়, রীতিমত ক্ষতিকর কাজে নিযুক্ত, তাদেরকে এই সাধারণ গ্রন্থাগারে অবিলম্বে বদলি করা হবে। বিশেষ করে মহিলাদেরই পাঠান হবে, কেননা সৈন্যবাহিনীতে পুরুষের প্রয়োজন। (V 26, 352P.)।

গ্রন্থাগারকে নিরক্ষর ও সাক্ষর উভয় শ্রেণীর লোকের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় করে তোলার জন্য গ্রন্থ সংখ্যা বৃদ্ধির অপরিহার্যতাকে গুরুত্ব দিয়ে লেনিন গ্রন্থ সরবরাহ বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হন। ১৯২১ খৃঃ একটি প্রস্তাবে মস্কোর গ্রন্থব্যবসায়ীদের গুদামে যত বই আছে তা গণনা করে, গ্রন্থাগারের জন্য যত বই দরকার সমস্তই অবাধে তাদেরকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। অশ্লীল রচনা ও ধর্ম সক্রান্ত বইএর বিক্রয় নিষিদ্ধ করে, সেগুলি বাজে কাগজ হিসাবে কাগজ-শিল্প-সংস্থাকে প্রত্যার্পণের নির্দেশ দেন। বিদেশী গ্রন্থেরও অবাধ বিক্রয়ের তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব পরে নাকচ হয়ে যায়। (V. 42, 343P.)। গ্রন্থাগারে রেফারেন্স গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে শ্রীমতী ক্রুপস্কায়ার শিক্ষা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি অভিধান প্রকাশের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী ক্রুপস্কায়ার ভ্রাতাকে তিনি পত্র লিখছেন "With increase in the number of readers and the broader circles involved, there is now a quickly growing demand for encyclopaedias, and similar publications. A properly compiled Pedagogical Dictionary or Pedagogical Encyclopaedia will become a handbook and go ghrough a number of editions" (V. 37, 537 P.) শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন কর্মকর্তা A. V. Lunarchasky কে ১৯২০ সালে একটি চিঠিতে তিনি Classical Russian Language Dictionary সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে অনুরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে বেশী হৈ চৈ না করে অবিলম্বে যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদের সঙ্গে আলাপ করে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এ কথাও জানিয়েছেন তিরিশ জন বিশেষজ্ঞকে লাল

কৌজের জন্য নির্দিষ্ট রেশন থেকে জীবিকার সংস্থান করে অভিধান সঙ্কলনের কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তক সহজ ভাষায় রচনা করা এবং কোন কোন প্রয়োজনীয় বই পাঠকেন্দ্রে রাখা দরকার সে সম্বন্ধেও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

লেনিনকে তার জীবনের অনেকখানি কাটাতে হয়েছে রাশিয়ার বাইরে, নির্বাসনে বা শত্রুর হাত এড়াবার জন্য। কিন্তু ঘর ছেড়ে দেশে বা বিদেশে যেখানেই তিনি গেছেন গ্রন্থাগারে গিয়ে পড়াশুনা তিনি চালিয়ে গেছেন। মা, বোন ও আত্মীয়বর্গের কাছে লেখা প্রতিটি চিঠির মধ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কিছু না কিছু তিনি লিখতেনই। ১৮৯৭ সালে মাকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন "Again about libraries", অর্থাৎ সব কথার শেষে লাইব্রেরী সংক্রান্ত কিছু কথা তিনি জানাবেনই। আর্থিক কষ্ট তাকে গ্রন্থ কেনার প্রলোভন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছিল, সেইজন্য তিনি বেশী করে গ্রন্থাগারের দিকে ঝুঁকেছিলেন। যেখানেই তিনি গেছেন তাঁর বাসস্থানের কাছে একটি পাঠকেন্দ্র তিনি খুঁজে বের করেছেন এবং সেখানকার পুস্তক সম্ভার কি রকম অনুসন্ধান করেছেন। সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে লেখা একটি চিঠিতে মাকে লিখছেন যে তাঁর নতুন বাসস্থান খুবই সন্তোষজনক, কেননা, "not fai from the centre (only some 15 minutes' walk from the library)…" (V. 37, 65 P.) মস্কো থেকে সাইবেরিয়ার নির্বাসনে যাওয়ার পথে Rumyantsev Museum লাইব্রেরী, Yudin এর স্থানীয় গ্রন্থাগার, বার্লিনে, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, জেনেভায় Societe de lecture এর ক্লাব লাইব্রেরী, লণ্ডনে বৃটিশ মিউজিয়াম—ইত্যাদি বহু গ্রন্থাগারে, তিনি দেশে ও বিদেশে যেস্থানেই গেছেন, তাঁর মূল্যবান সময়ের অনেকখানি অংশ অতিবাহিত করেছেন। নির্বাসিত জীবনে যখন গ্রন্থাগার ব্যবহার করা একান্ত দুঃসাধ্য ছিল, তখনও তিনি ডাক মারফৎ বই দেওয়া-নেওয়া করে লাইব্রেরীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর বহু চিঠিতে লাইব্রেরীর ব্যবহারিক সুবিধা অসুবিধার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। ১৯১৪ সালে Karkow থেকে লেখা এক চিঠিতে বলছেন, here the library is a bad one and extremely inconvenient, সুইজারল্যাণ্ড থেকে লিখছেন 'the libraries here are good" অথবা 'the libraries was convenient and life was less nerve-racking and time wasting" গ্রন্থ রচনার জন্য লেনিনের প্রচুর বই, নতুন প্রকাশিত পত্রিকার প্রয়োজন হতো। কিন্তু সব গ্রন্থাগারে বই তিনি পেতেন না বিশেষ করে রাশিয়ান ভাষায় সদ্য প্রকাশিত পুস্তক, পুস্তিকা বা পত্রিকার তিনি বিশেষ অভাব অনুভব করতেন, সেইজন্য তাঁর প্রতি চিঠিতে তাঁকে বই পাঠাবার জন্য, একটি গ্রন্থ-তালিকা থাকত।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারকে মহানায়ক লেনিন সব সময়ই বিশেষ মতবাদের উর্দ্ধে রাখতেন। রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই তিনি উদার মনে বিদেশী গ্রন্থ অবাধ বিক্রয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন যদিও তাঁর প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। লেনিনের নিজস্ব পাঠকক্ষটির দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তবে দেখব, সেখানে পরস্পর বিরোধী বহু মতবাদের বিচিত্র সমাবেশ।

'ধর্ম' সম্বন্ধে লেনিনের বিরূপ মনোভাব ছিল। মহেন্দ্র প্রতাপের উপহার প্রদত্ত তাঁর "প্রেমধর্ম" বইটি তিনি সমালোচনা করে বলেছিলেন "ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে পারে সংগ্রাম, ধর্ম নয়", তবুও সেই বই ও মহেন্দ্র প্রতাপের লেখা আর একখানি গ্রন্থ "পৃথিবীর ভবিষ্যৎ: সমাজতন্ত্র ও ধর্মকে কি ভাবে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, (ক্রুপস্কায়ার হাতে লেখা মন্তব্য সহ) তাঁর গ্রন্থাগারে তিনি সযত্নে রেখেছিলেন। টলষ্টয়, হারজেন, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি বহু মনীষীদের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য সর্বজনবিদিত। তবুও তিনি তাঁদের রচনা, ভারতের সমকালীন নেতৃবৃন্দের ভাষণ—কংগ্রেসের প্রস্তাব ইত্যাদি সমস্ত কিছুই সংগ্রহ করে পাঠকক্ষে রেখেছিলেন। হারজেন সম্পর্কে লেনিন বলেছেন "শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির উচিত হারজেনের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা—কারণ তিনি রুশ বিপ্লবের পথকে পরিষ্কার করার জন্য তাঁর লেখার মাধ্যমে বিরাট অবদান রেখে গেছেন, যদিও তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি বিপ্লব বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন। যাঁরা আজ অন্য মতবাদের গ্রন্থ বা গ্রন্থাগার ধ্বংস করে বিপ্লবের পথ করতে চাইছেন তাদের পক্ষে এই উক্তিটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। এই প্রসঙ্গে কবিগুরুর একটি উক্তিও স্মরণীয়। "এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিষ তলিয়ে গেছে এ কথা সত্য, কিন্তু টিকে রয়েছে, ভার উঠেছে মুাউজিয়ম, থিয়েটার, লাইব্রেরী, সংগীতশালা।" পরস্পর বিরোধী সমস্ত "ইসমের" উর্দ্ধে লেনিন গ্রন্থাগারকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাশিয়ার পথে পথে জ্ঞানালোক বর্তিকারূপে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন।

মাতৃভূমির সর্ববিধ উন্নতি সাধনে যে বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা মহান বিপ্লবী করেছিলেন সেই সাধনায় অশিক্ষার বিষময় প্রভাব থেকে তাঁর দেশ চিরতরে মুক্ত হয়েছে। শিক্ষা প্রসারের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, তার কার্যকারীতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি তাঁর বহু রচনা চিঠিপত্র, ভাষণ ও নির্দেশের মধ্যে বারংবার উল্লেখ করেছেন—তার সমস্ত বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। লেনিনের নামাঙ্কত গ্রন্থাগারটি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৃহত্তম গ্রন্থাগার হিসাবে সমৃদ্ধ করে লেনিনের দেশবাসী গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর অবদানকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। তাঁর মহান কর্মপ্রচেষ্টাকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী ক্রুপস্কায়া Chito pistal i govoril Lenin o bibliotekakh, or what Lenin wrote and said about libraries. 1956—এই গ্রন্থের মধ্যে অমর করে রেখেছেন। আমাদের দেশেও আমরা মহান নেতাদের নামে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ি, কিন্তু সেইগুলির কার্যকারীতা সেই সব নেতাদের শ্রদ্ধা জানায় না তাঁদের স্মৃতিকে কলঙ্কিত করে, সেটা যাঁরা নামকরণ করেন তাঁরাই বলতে পারেন। মাত্র তের বছরে রাশিয়ার জননায়ক, সারা দেশে মুাজিয়ম, গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ ও তথ্যকেন্দ্রের জাল বিস্তার করে জনগণের নিরক্ষরতাকে শূন্যের কোঠা থেকে বহু উর্দ্ধে তুলে ধরেছিলেন। আর স্বাধীনতার তেইশ বছর বাদে আমরা সেই দেশে লেনিনের জন্মশত-বার্ষিকী পালন করছি, যে দেশে, প্রতি তিনজনের দুইজন নিরক্ষর, যে দেশের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়করা বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না, যে দেশের

শিক্ষাবিদ, জ্ঞানীগুণীজনেরা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সঙ্গে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বা গ্রন্থাগার আইন চালু করাকে বাতুলতা মনে করেন, যে দেশে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে, গ্রন্থাগার প্রসারের আবশ্যকতা জানানোর জন্য, গ্রন্থাগারিকদের পথে বসতে হয়। লেনিন সুস্থ মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন "একটা সুস্থ মানুষ যদি ক্ষুধার্ত হয়, তবে সেই ক্ষুধাটা বোধ করে তীব্রভাবে······আর কাউকে যদি যে ঘৃণা করে তবে তা হবে সত্যিকার ঘৃণা—বলিষ্ঠ এবং অনমনীয়।" আমরা যদি লেনিনের সেই সুস্থ মানুষ হই, তবে আমাদের গ্রন্থাগারিকদের কর্তব্য কি হবে? যারা গ্রন্থাগার ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন, যে সব সমাজতন্ত্রবাদী নেতা শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত ব্যক্তিরা, নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার কথায় কোষাগারের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেন, যাঁরা শুধু সভা, সমিতি, সম্মেলনে ভাষণ ও প্রস্তাবের কাগজের স্তূপে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্তব্য সমাধা করেন, তাঁদের প্রতি আমাদের ঘৃণা যেন হয়, লেনিনের ভাষায় "বলিষ্ঠ ও অনমনীয়।"

নির্দেশিকা :

Lenin : Collected works—V. 26, 29, 33, 35, 37, 41, 42.
N. K. Krupskaya : Reminiscences of Lenin.
Klara Zetkin : My Recollection of Lenin.
Lenin : Comarade and Man.
Lenin : On Youth.

এ. ভি. রাইকভ : লেনিনের পাঠকক্ষ ও গ্রন্থাগারে ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থ, কালান্তর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাশিয়ার চিঠি।

Lenin & Library
Gita Mitra

স্বর্গীয় নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী স্মরণে

প্রমীলচন্দ্র বসু

শত শত লোকের মধ্যে কখন কখন এমন দু'একজন লোকের সাক্ষাৎ মেলে যাঁরা চরিত্রের দৃঢ়তায়, উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতায় এবং নিরলস কর্মচাঞ্চল্যে সহজে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের গ্রন্থাগারিক, হুগলী জেলার দ্বারহাট্টায় ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি, ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনে সুপরিচিত পরলোকগত নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন এই বিরল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একজন। তরুণ বয়সে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত নারায়ণচন্দ্র নানা পথ অতিক্রম ক'রে অবশেষে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন করেন একথা তাঁর নিজের কাছেই শোনা। ভারত সরকারে তাঁর প্রথম জীবনের সহকর্মীদের কেহ কেহ কর্মক্ষেত্রে উন্নতির

আশায় আকৃষ্ট হ'য়ে অবলম্বিত বৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে সরকারের বিভাগান্তরে যোগদান করেন এবং সেখানে উচ্চপদে উন্নীত হন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে আকৃষ্ট শ্রী চক্রবর্তী সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে পথে অগ্রসর হননি। ফলে কর্মক্ষেত্রে বেতনে ও সরকারী কর্মের পদমর্যাদায় তিনি তাঁর পূর্ববর্ণিত সহকর্মীদের নীচেই থেকে যান, কিন্তু সেজন্যে তাঁর মনে কোন আপশোষ ছিল না—গ্রন্থাগারিকের বৃত্তির প্রতি আকর্ষণই তার হেতু।

বাল্যকাল থেকে সমাজ সেবামূলক কাজে লিপ্ত থাকায় তাঁর আনন্দ ছিল। সেজন্য কর্মজীবনে দিল্লীতেও নানা সেবামূলক কাজে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন একথা তাঁর বন্ধুবর্গ অবগত আছেন। কৈশোরে নারায়ণচন্দ্র পূর্ববঙ্গে এক বিদ্যালয়ের যখন ছাত্র তখন বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক নিজ গৃহ থেকে দূরে কর্মস্থলে কঠিন রোগে আক্রান্ত হ'য়ে আত্মীয় বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। দুরন্ত রোগগ্রস্ত, সর্বজন পরিত্যক্ত এই শিক্ষক যখন অসহায় অবস্থায় নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন তখন নারায়ণচন্দ্র অগ্রসর হ'য়ে শিক্ষকের সেবা ও পরিচর্যার দায়ভার স্বেচ্ছায় নিজে গ্রহণ করলেন এবং অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে বহু দূরবর্তী পল্লীগ্রামে শিক্ষকের নিজ বাড়ীতে তাঁকে পৌঁছিয়ে দিলেন। সেই শিক্ষক আজও জীবিত আছেন কিন্তু নারায়ণ চন্দ্র আর ইহজগতে নেই।

প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাতের পূর্বে পত্রের মাধ্যমেই আমাদের তাঁর সাথে প্রথম পরিচয়—যদিও তাঁর গল্প পূর্বেই জানা ছিল। এই পরিচয়ের উদ্যোগ অবশ্য শ্রী চক্রবর্তীর দিক থেকেই ছিল। গ্রন্থাগার বৃত্তি সম্পর্কীয় বিষয় নিয়েই তিনি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির প্রতি ছত্রে গ্রন্থাগারিক বৃত্তির উন্নতিকল্পে প্রয়াসের আন্তরিকতার পরিচয়ে মুগ্ধ হই। অতঃপর দিল্লীতে কোন এক সেমিনার উপলক্ষে তাঁর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। প্রথম সাক্ষাৎ ও আলোচনায় আকারে ছোটখাট, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, বিরল কেশ এই মানুষটিকে উৎসাহ ও কর্মোদ্দীপনার আকর ব'লেই ধারণা হয়। পরে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে সে ধারণার আর পরিবর্তন হয়নি।

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সেমিনার, সম্মেলন ইত্যাদি তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব দ্বারা এবং পরিচালনা নৈপুণ্যে সফল হ'ত। প্রকাশ্য অধিবেশনে অল্প অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে মজলিসী আলোচনায় তাঁর সরস বাচ্যভঙ্গী পরিবেশকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতো। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রতিপক্ষের মতকে যত্ন ক'রে নিজের মতকে দৃঢ়ভাবে উপস্থিত করতে তিনি দ্বিধা ক'রতেন না। কিন্তু বাস্তব অবস্থার উপলব্ধিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংহতিকে বিনষ্ট করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। একবার সর্বভারতীয় কোন গ্রন্থাগার সম্মেলনের সময়ে নির্বাচন সম্পর্কীয় ব্যাপারে কোন কোন শক্তিশালী সভ্যের কার্যকলাপ ও আচরণ অনেকের কাছে নিন্দনীয় ও অবাঞ্ছিত মনে হয়েছিল। শেষোক্ত ব্যক্তিরা কার্যতঃ ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন এবং বিবদমান দলগুলি থেকে দূরে থাকেন। শ্রী চক্রবর্তী নিজে ঐ সকল অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ পছন্দ করেন নি এবং সুযোগমত ঐ সকল কাজের প্রতিবাদও করেছিলেন; কিন্তু নিজেকে নির্বাচন বা নির্বাচন

সম্পর্কীয় আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি। ব্যক্তিগত ভাবে এ বিষয়ে আলোচনাকালে নিজের কাজের সমর্থনে তিনি বলেছিলেন এ সময়ে সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সরে এলে সেটা সংস্থার পক্ষেই ক্ষতিজনক হবে। পরবর্তীকালে তাঁর সিদ্ধান্তই ঠিক ছিল ব'লে অনেকে উপলব্ধি করেছিলেন। কাজেই নিষ্ঠা, সততা ইত্যাদি তাঁর চরিত্রগত গুণ হ'লেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রকৃত কল্যাণে একান্ত প্রয়োজনবোধে সমঝোতার নীতি গ্রহণের বিরুদ্ধে তাঁর কট্টর মনোভাব ছিল না।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অন্যায় বা অনুচিতভাবে বাঙালীর প্রাধান্য স্থাপনে শ্রী চক্রবর্তী সচেষ্ট ছিলেন না; কিন্তু অন্যায় এবং অনুচিতভাবে উপযুক্ত বাঙালীকে উপযুক্ত স্থান থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপপ্রয়াসের তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন। সম্ভব ও সুযোগমত উপযুক্ত বাঙালী যাতে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন বা মর্যাদা লাভ করতে পারেন সেজন্য তিনি সর্বদা তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করতেন।

ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তীর কাজকর্ম এবং অবদান উপেক্ষার বিষয় নয়। গ্রন্থাগার ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা, ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে পুস্তিকা প্রণয়ন, বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্রের সম্পাদনা, গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় সরকারী কমিটিতে কার্যাদি ভারত সরকারের গ্রন্থাগারিকদের পরিষদ গঠন ও গ্রন্থাগার বৃত্তি শিক্ষাদানের দায়িত্বমূলক কাজ সম্পাদন, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদে তাঁর কাজকর্ম প্রভৃতি এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর অবদানের স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর পরলোক গমণ ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক অপূরণীয় ক্ষতি। ভগবান তাঁর আত্মার শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন।

শ্রী চক্রবর্তীর কথা স্মরণকালে একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে কর্তব্যে ত্রুটি থেকে যায়। শ্রীমতী চক্রবর্তী শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তীর উপযুক্ত সহধর্মিনী ছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীমতী চক্রবর্তীর সহযোগিতা, সমর্থন এবং উৎসাহ না পেলে নারায়ণ বাবুর পক্ষে তাঁর গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া দুরূহ ব্যাপার হ'ত। তাঁর দিল্লীর বাস-ভবন বাঙালী অবাঙালী সকল সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগারিকদের মিলন ক্ষেত্র ছিল। অসুস্থ শরীরেও শ্রীমতী চক্রবর্তী সমবেত গ্রন্থাগারিকদের সর্বদা হাসিমুখে যেভাবে আদর, অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করতেন তা' আতিথেয়তা পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীমতী চক্রবর্তীর শোকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা কারও নেই। শুনেছি বীরোচিতভাবে তিনি এই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছেন। ভগবান তাঁর সহায় হোন।

In memory of Narayan Chandra
Chakravarty
: Pramil Chandra Bose

বাঙলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিবৃতি ঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মীরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার বহ্ন্যুৎসব ছাড়াও আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিষ পত্রের ক্ষতি করা হচ্ছে। আমরা এই ধরণের কাজের নিন্দা করছি। এর ফলে গ্রন্থাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং জনসাধারণ ও ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়ছে। গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার ক্ষতি সাধন করা, কোন মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সঠিক পথ নয়। এই ধরণের প্রচেষ্টা হয়েছিল হিটলারের নাৎসীবাদী জার্মানীতে নাৎসীবাদ বিরোধী গ্রন্থ পুড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। আমাদের দেশেও ১৯৬২-৬৩ সালে চীন-ভারত সঙ্ঘর্ষের সময় চীন ও মার্ক্সবাদ সম্পর্কিত গ্রন্থের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে এই ধরণের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। গ্রন্থাগার কর্মী হিসেবে আমরা মনে করি যে সঠিকভাবে পুস্তক নির্বাচন করে সব পথ ও মতের গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা গ্রন্থাগারে রাখা বাঞ্ছনীয়। ঐ গ্রন্থসমূহ পাঠ করে পাঠকেরাই তাদের নিজ মত ও পথ ঠিক করবেন।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলি আর্থিক অস্বচ্ছলতাহেতু সীমাবদ্ধতার মধ্যে জনসাধারণকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। এই ধরণের ক্ষয়ক্ষতির ফলে গ্রন্থাগারগুলি আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে—জনসাধারণকে সেবা করার ক্ষমতা আরও হ্রাস পাবে। অধিকন্তু এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের দ্বার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুলিশের অনুপ্রবেশ ঘটছে ও পুলিশের ক্যাম্প বসছে। অথচ এই অবস্থাগুলি হল শিক্ষা কার্য ও শিক্ষা জীবনের পরিপন্থী। আমরা তাই সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের অনুরোধ জানাচ্ছি তারা অগ্রণী হয়ে এইসব যুবক ও ছাত্রবন্ধুদের বোঝান যাতে এই ধরণের কাজ থেকে তারা বিরত থাকেন, জনসাধারণকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারগুলি খোলা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পুলিশের অপসারণ এবং গ্রন্থাগারগুলি খোলার ব্যাপারে তাঁরা তৎপর হোন।

৩৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২০, সংখ্যা ২ } ১৩৭৭, জ্যৈষ্ঠ

॥ গ্রন্থাগার কর্মী ও বেতন কমিশন ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেতন কমিশনের সুপারিশ সমূহ প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার নিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে বেতন কমিশনের সংশ্লিষ্ট সুপারিশ সমূহ বর্তমান গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হল। প্রথম দর্শনে বেতন কমিশনের সুপারিশ সমূহ দেখে অনেকেই পুলকিত হবেন সন্দেহ নেই, এবং পরিষদও সামগ্রিকভাবে এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়।

কিন্তু এইসব স্বাগত জানানো আর আনন্দ প্রকাশকালে এই বেতন কমিশনের সুপারিশের অন্তরালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যে অপরিহার্য ভূমিকা ছিল সে কথাও সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনাদি নিয়ে কোন বেতন কমিশন ইতিপূর্বে আলোকপাত করেননি। বিভিন্ন সময়ে বেতন কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত থেকে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থাকে তুলে ধরেছেন পরিষদ। গণডেপুটেশন, বিশেষ সাক্ষাতকার, এবং বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর লিখিত উত্তরদানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সামগ্রিক অবস্থাকে বেতন কমিশনের আওতায় আনতে পরিষদকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। অবশ্য এই পরিশ্রমের মর্যাদা পূর্ণ হবে তখনই যখন এই পরিশ্রমের ফলশ্রুতি সামগ্রিকভাবে সেবা করবে গ্রন্থাগার কর্মীদের।

তাই প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীর কর্তব্য বেতন কমিশনের সুপারিশবলীর অংশ সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কর্মীর প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে কিনা তা সমীক্ষা করা। সেই সমীক্ষার ফলাফল পরিষদকে যত শীঘ্র সম্ভব জানালে উপযুক্ত সংশোধন বা পরিবর্ধন সহ সুপারিশ সমূহকে আরও প্রয়োজন ভিত্তিক করে তোলার চেষ্টা করা হবে। কেবলমাত্র বেতন কমিশনের সুপারিশের সংশোধিত সুপারিশ পাঠালেই গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যার সমাধান হবে না—এরজন্য প্রয়োজন প্রত্যেকের সামগ্রিক সহযোগিতা। সুপারিশ সমূহকে কার্যকর করে তুলতে প্রয়োজন গ্রন্থাগার কর্মীদের আরও আত্মসচেতন হওয়া। দীর্ঘ কয়েক

বছরের চেষ্টার ফলে কেবলমাত্র সুপারিশই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এই সুপারিশ সমূহকে কার্যকর করে তোলার দায়িত্ব আজও কেউ গ্রহণ করেননি। বিশেষ পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা বর্তমান—কিন্তু এ ব্যবস্থার মেয়াদ কতদিন তা কেউ জানে না। এই সুপারিশ সমূহের পরিণতি সম্পর্কেও কোন আভাস পাওয়া যায়নি। তাই আমাদের আর নীরব দর্শক হয়ে ঘটনার গতিতে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না, আমাদের দাবীকে সোচ্চার করে তুলতে হবে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীদের যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেকথা আরও স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে। আমরা চাই আমাদের কার্যের মূল্যায়ণ, গ্রন্থাগার কর্মী কোন অনভিপ্রেত সুবিধার প্রত্যাশী নয়—এ কথা জোরদার করে বলতে, গ্রন্থাগার আন্দোলনের হোতা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পাশে এসে দাঁড়ানোই বর্তমান সন্ধিক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের আশু কর্তব্য।

The Library Workers & the Pay Commission

: Editorial

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (২৪)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৫ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার বিকালে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধনী অধিবেশন হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় পরিষদের বার্ষিক কার্যাবলীর বিবরণ পাঠ করেন। নীচে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

'আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্যের সংখ্যা বেশ লক্ষণীয় পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রতিষ্ঠান সভ্যের সংখ্যাও বাড়তির মুখে। অনেক মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয়, প্রকাশন প্রতিষ্ঠান এবং সার্বজনীন গ্রন্থাগার আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। প্রতিষ্ঠান-সভ্যের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, মহাবোধি সোসাইটি ও গৌরাঙ্গ বৈষ্ণব সম্মিলনীর নাম করা যাইতে পারে। সমাজের প্রায় সকল বিভাগ হইতেই পরিষদে প্রতিনিধি পাঠান হইয়াছে। পুস্তক বিক্রেতারা এতদিন দূরে সরিয়া ছিলেন। তাহারাও এখন হইতে সভ্য হইবার জন্য আগাইয়া আসিতেছেন। ইহাতে আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে এবং ইহা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের শুভ সূচনা করিতেছে।

গত সভার পরে আমরা মেদিনীপুরে প্রদর্শনী সহ এক গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলাম। চাঁদাবিহীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নয়নকে কেন্দ্র করিয়া সম্মেলনে আলোচনা চলে। সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং নানাভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি স্থানীয় লোকের আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবিনয় রঞ্জন সেনের অক্লান্ত চেষ্টায়ই এই সাফল্য সম্ভব হইয়াছে।

যেখানে বর্তমানে পরিষদের কোন শাখা নাই সেখানে শাখা স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। আমি আশা করি স্থানীয় গ্রন্থাগারমনা ব্যক্তিরা শীঘ্রই এই বিষয় তৎপর হইবেন। গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার ও সাফল্য জিলা শাখাসমূহে উপর নির্ভর করে। আমি দেখিয়া সুখী হইলাম যে বহু জিলায় জিলা কর্তৃপক্ষ জিলা শাখা গঠনের ব্যাপারে বেসরকারী চেষ্টাকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করিতেছেন।

গ্রন্থাগার সমীক্ষার কাজের দিকে আমরা বিশেষ নজর দিয়াছি। কলিকাতা ও হাওড়ার গ্রন্থাগার সমূহের সমীক্ষা গত বৎসর শেষ হইয়াছে। জিলার গ্রন্থাগার সমূহের সমীক্ষার কাজে অর্থাভাবের দরুন হাত দেওয়া যায় নাই। গ্রন্থাগার আন্দোলনে গ্রন্থাগার সমীক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বৃটেনে এবং পাশ্চাত্ত্যের যে যে স্থানে আমাদের গ্রন্থাগার

ব্যবস্থা থেকে অনেক বেশী ভাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে সেখানেও বর্তমান অবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে উন্নত করার জন্য গ্রন্থাগার সমীক্ষাকে অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করা হইতেছে।

পরিষদের কাউন্সিল-এর সভায় একটি নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতি অধিবেশনের শেষে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে। গত সাধারণ সভার পরে 'বইয়ের বাজার', 'কিশোর সাহিত্য' এবং 'গ্রন্থাগার আইন' সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে।

গত সম্মেলনের সময় শ্রীওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কলিকাতার পৌরসভা গ্রন্থাগারের অভাব সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমাদের উৎসাহী যুবক সহকারী সভাপতি ডঃ নীহার রঞ্জন রায় কলিকাতা রোটারি ক্লাব-এ চাঁদাহীন পৌরসভা গ্রন্থাগারের দাবী পেশ করিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন। শ্রীওয়ার্ডসওয়ার্থের ষ্টেটস্‌ম্যান ও ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এ লিখিত প্রবন্ধ কলিকাতা পৌরসভা গ্রন্থাগার স্থাপনের অনুকূলে জনমত গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছে। আমি দেখিয়া সুখী হইলাম যে পৌরসভার সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের অনুরোধে দি এষ্টেট্‌স অ্যাণ্ড জেনারেল পারপাসেজ কমিটি এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে।

আমাদের গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ চক্র সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ-এ গত ১লা মে হইতে গ্রন্থাগারিকদের যে গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে তাহার পাঠক্রম একেবারে পরিবর্তন করা হইয়াছে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ আরও দশদিন বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ২৫শে জুনের স্বল্পমেয়াদী পরীক্ষায় পঁচিশ জন ছাত্র পাশ করিয়াছে। তাহাদিগকে আজই প্রশস্তিপত্র দেওয়া হইবে। যে স্থান হইতে পরীক্ষার্থীরা আসিয়াছে সেই স্থানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উন্নত করিতে পরিষদের প্রশিক্ষণ অনেক পরিমাণে সহায়তা করিবে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থাগার কর্মীরাই একমাত্র এই প্রশিক্ষণ শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক অনাথনাথ বসু গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম স্থানাধিকারী পরীক্ষার্থীকে একটি পুরস্কার দিয়াছেন।

এক বৎসরের মধ্যে পরিষদ দুইটি প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিল—একটি কলিকাতায়, অপরটি মেদিনীপুরে। প্রদর্শনীতে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত জিনিস এবং বর্গীকরণ, কার্ডের তালিকাকরণ ও পুস্তক সন্নিবেশ পদ্ধতির প্রক্রিয়া হাতেকলমে দেখাইলে গ্রন্থাগারের আঙ্গিক কলাকৌশল ও পরিচালনের বিষয়ে গ্রন্থাগারমনা ব্যক্তিদের একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মিয়াছিল। যে সকল গ্রন্থাগারের সহিত তাহারা সংশ্লিষ্ট সে সকলেও এই ধরণের প্রশিক্ষণ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হইক এই আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনে জাগিয়াছে।

এই সম্পর্কে লিলুয়ার পূর্ব রেলপথের ইনষ্টিটিউট এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বইকে জনপ্রিয় করা এবং বই পড়ার রুচি জাগাইবার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য দেশের মত

বই-এর মেলা করা হউক এই পরামর্শ দিতেছি।

কিশোরদের উপযোগী ভাল পুস্তক প্রকাশে উৎসাহ দিতে হইলে অদূর ভবিষ্যতে এই উদ্দেশ্যে ভাল পুস্তক লেখাইবার জন্য বেশ অর্থাগম হয় এমন পুরস্কার লেখকদিগকে দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে।

পরিষদের গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নতি হইতেছে। গ্রন্থাগারের ব্যয়সঙ্কোচ, পরিচালনা এবং অন্যান্য আঙ্গিক কলাকৌশল সংক্রান্ত বইয়ের সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর বাড়িতেছে। আশা করা যাইতেছে যে কলিকাতা পৌরসভা ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের সহায়তায় এই গ্রন্থাগার শীঘ্রই এই নগরে গ্রন্থাগারের আঙ্গিক কলাকৌশল সম্পর্কিত একটি বিশেষ গ্রন্থাগারের স্থান অধিকার করিবে।

যে সকল উপযুক্ত স্থানে গ্রন্থাগার নাই সেখানে ইহা স্থাপন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ইহার আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রন্থাগার স্থাপনের চেষ্টা আমরা করি না। আমি দেখিয়াছি কলিকাতা নগরে একই অঞ্চলে একই ধরণের বহু গ্রন্থাগার আছে এবং তাহাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সহযোগিতা নাই। ইহা দুঃখের বিষয়। পাশ্চাত্যে গ্রন্থাগার দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাহাতে অধিকতর ভাল কাজ পাওয়া যাইতে পারে সেইজন্য ছোট ছোট অঞ্চলের গ্রন্থাগারসমূহকে একত্রে সম্বদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে চলন্ত গ্রন্থাগারের প্রবর্তনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই বৃহৎ কাজ হাতে লওয়ার মত আমাদের আর্থিক সম্বল সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের থেকে পর্যাপ্ত অনুদান না পাইলে এবং জিলা ও গ্রামমণ্ডল আন্তরিকতার সহিত সহযোগিতা না করিলে বাস্তবিক পক্ষে কিছু করা যাইবে না। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু পড়ার অভ্যাসকে বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে বই যোগাইবার ব্যবস্থা না করিলে পুনরায় লোকে অবশ্যই লেখাপড়া ভুলিয়া যাইবে। চলন্ত গ্রন্থাগার স্থাপনের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য আমি সরকার ও স্থানীয় জনসংস্থাসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা স্থাপন করিলে দেশময় সুদূরবর্তী গ্রামসমূহের লোকদের নিকট বই পৌঁছান যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে বর্তমানে এই আঞ্চলিক পরিকল্পনার একান্ত প্রয়োজন।

এখানে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। এখনই উহার উদ্বোধন হইবে। পৃথিবীর সর্বস্থানের গ্রন্থাগার আন্দোলন এই প্রদর্শনীতে দেখান হইবে। গ্রন্থাগারের আধুনিক সাজসরঞ্জাম যথা নকসা, চার্ট, ছবি প্রভৃতি প্রদর্শনীর জিনিসের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বলিখিত ও তাঁহার সম্পর্কে লিখিত ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু, গুরুমুখী বই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ।

রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অনুগ্রহপূর্বক উহার গ্রন্থাগার ভবন ব্যবহার করিতে দিয়াছে। এইজন্য উহাকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫ জন। ২২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শ্রীকালীপদ মজুমদার ও

শ্রীসুবোধচন্দ্র বসু কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রশস্তিপত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীকালীপদ মজুমদার শ্রীঅনাথ নাথ বসুর প্রদত্ত পুরস্কারও পাইয়াছিলেন।

শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগার' এবং রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি-র সাধারণ সম্পাদক শ্রীজোহান ভ্যান ম্যানেন বাংলাদেশের 'বিশেষ গ্রন্থাগার' সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে চন্দ মহাশয় বলেন, 'আমাদের প্রদেশে যে শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহাতে গ্রন্থাগারের স্থান অতি নগণ্য। আমাদের প্রদেশে ছাত্রদিগকে কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সেই বিষয় সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান কতটুকু তাহার পরীক্ষা নেওয়া হয়। ছাত্রদিগকে বাস্তব বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করিতে এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিজের ধারণা গড়িয়া তুলিতে বলা হয় না। এমতাবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যতটুকু বলা যায় তাহাতে শিক্ষকের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি না আনিতে পারিলে আমি তাহাদের থেকে বেশী কিছু আশা করি না। ইহা না আনা পর্যন্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার আন্দোলন কাগজে-পত্রেই থাকিয়া যাইবে।

শ্রীম্যানেন বলেন, 'বিশেষ গ্রন্থাগার নানা রকমের আছে। বিশেষ গ্রন্থাগার হইবে বাস্তব দিক দিয়া কার্যকরী এবং নির্দিষ্ট বিষয়াশ্রয়ী। দ্বিতীয়ত উহার রূপ হইবে যাদুঘর ও সরকারী দপ্তরখানার মত। সেখানে তৎসংক্রান্ত যে কোন তথ্য সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইবে তাহাই অনায়াসে মিলিবে। কলিকাতায় গীতা গ্রন্থাগার নামক সরকারী দপ্তরখানার ধাঁচের একটি বিশেষ গ্রন্থাগার আছে। সেখানে গীতাবিষয়ক যে কোন গ্রন্থ রাখিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে।' কলিকাতা পৌরসভার সদস্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতায় চাঁদাহীন পৌরসভা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক ভাষণ দেন এবং তিনি জানান যে এই বিষয়ে কলিকাতা পৌরসভার বরাবরে এক প্রস্তাবও উত্থাপন করা হইয়াছে। সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

অতঃপর শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী এই উপলক্ষে আয়োজিত গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনী তিন দিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

এই দিনই সন্ধ্যার সময় পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে। বরাবরের মত এই সভায় পরিষদ সংক্রান্ত কার্যাবলীর আলোচনা চলে। ইহাতে একানব্বই জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এই সভায় কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি, শ্রীতিনকড়ি দত্ত সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিভিন্ন সমিতির মধ্যে কারা গ্রন্থাগার সমিতি, বিশেষ গ্রন্থাগার সমিতি ও হাসপাতাল গ্রন্থাগার সমিতি নামক তিনটি সমিতি গঠন এই অধিবেশনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে দেশময় সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতে থাকার দরুন বহু স্বাধীনতার সৈনিকদিগকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহারই ফলে বন্দীদের বই পড়ার সুবিধার জন্য এই কারা গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

এই বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব কয়টি গৃহীত হইয়াছিল :

১ কারাগারে যাহাতে বন্দীরা বই পড়ার সুবিধা পায় সেই জন্য উপায় উদ্ভাবন করার উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক একটি কারা গ্রন্থাগার সমিতি গঠিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীবিনয়ভূষণ বসু

২ বাংলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারসমূহকে অনুদান দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগামী বরাদ্দে অধিবেশনে যাহাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় ধার্য করা হয় তাহার জন্য সরকারের সমীপে আবেদন করা হউক।

প্রস্তাবক—মৌলভী মহম্মদ কাশেমআলী রসুলপুরী

৩ নিষিদ্ধ পুস্তকের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া পরিষদের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে বিনামূল্যে উহা সরবরাহ করিবার জন্য সরকাবকে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—মৌলভী মহম্মদ কাশেমআলী রসুলপুরী

৪ পরিষদকে উপযুক্ত পরিমাণ অনুদান দেওয়ার জন্য সরকারের সমীপে আবেদন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৫ কলিকাতা পৌরসভার কয়েকজন সদস্য কেন্দ্রীয় পৌরসভা গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা এই পরিষদ সর্বান্তকরণে সমর্থন করিতেছে এবং ইহা আশা করে যে পৌরসভা সত্বর গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

প্রস্তাবক—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ইতিমধ্যে অন্তরাষ্ট্রীয় মহলে যে একটু মর্যাদা লাভ করিয়াছিল নিম্নলিখিত পত্রখানা হইতে উহার পরিচয় মিলিবে। চীন-জাপান যুদ্ধের সময় জাপানী সৈন্যদের বোমার আক্রমণে বহু সহর বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ফলে অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার ধ্বংসের মুখে পড়িয়াছিল। নিজেদের সংস্কৃতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চীনের গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহকমণ্ডলীর সভাপতি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ৯ই পৌষ, শুক্রবার চীনে পুস্তক ও সাময়িক পত্র পাঠাইবার আবেদন জানাইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতির নিকট এক চিঠি লিখিয়াছিলেন। উক্ত চিঠির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
সভাপতি মহাশয়ের সমীপে,

প্রিয় মহাশয়,

জাপানী সৈন্যদের আক্রমণে চীনের বহু অংশ বিধ্বস্ত হইয়াছে। সেই অংশসমূহের বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে নির্মম বোমা নিক্ষেপ ও উহাকে ইচ্ছাপূর্বক ধ্বংস করার কথা পাশ্চাত্যের বিদ্বজ্জন সমাজ নিশ্চয়ই জানিয়াছেন। নিশ্চয়ই তাহাদের ভীতি এবং ক্রোধেরও সঞ্চার হইয়াছে। উত্তরে সুইইউয়ান এবং দক্ষিণে ক্যান্টন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১৩২৯-৩০ বঙ্গাব্দে টোকিও সহরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার থেকে জাপানী আক্রমণজনিত ক্ষতি শতগুণ বেশী।

এই চিঠি লিখিবার সময় যে জরীপ করা হইয়াছে তাহাতে বহু সাস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার ছাড়া পঁয়ত্রিশটি জাতীয় ও বেসরকারী বিদ্যালয় হয় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে না হয় তচনচ হইয়াছে। বহু প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ও যন্ত্রাগার একেবারেই ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় এইগুলিকে ঠিকভাবে চালাইতে না পারিয়া বহু প্রতিষ্ঠান জাপানীদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চল হইতে ইহাদিগকে সরাইয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই নূতন করিয়া ইহাদিগকে কাজ আরম্ভ করিতে হইতেছে।

সকল সুস্থমস্তিষ্কের লোকই মানবজাতির পরিবারে এই অস্বাভাবিক অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। আমরা নিশ্চিত যে এই দুঃসময়ে তাহারা আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংরক্ষণের বৃহৎ কাজে সাহায্য করিবার জন্য আগাইয়া আসিবেন। এই গ্রন্থাগারসমূহের স্বার্থেই আমরা সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আপনাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

ইহা নিঃসন্দেহ যে ভারতের বহু গ্রন্থাগারে দুই প্রস্থ বই আছে। এই কাজের জন্য উহারা একপ্রস্থ ইচ্ছা করিলেই দিতে পারে। আর ব্যক্তিবিশেষও তাহারা নিজস্ব সংগৃহীত পুস্তক দিতে ইচ্ছুক হইতে পারে। আমরা আশা করি আমাদের গ্রন্থাগারে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলার গ্রন্থাগারসমূহের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে আপনারা আমাদের চেষ্টায় প্রয়োজনীয় সহায়তা করিবেন।

এই অঘোষিত যুদ্ধের সমাপ্তির পর চীনে বই পাঠাইবার জন্য আপাতত ভারতের প্রদত্ত বই ও সাময়িক পত্রিকা একটি কেন্দ্রীয় স্থানে জমা করা যাইতে পারে। আমরা আশা করি দানের বই সংগ্রহ করার জন্য আপনারা বাংলার একটি বড় গ্রন্থাগারের নাম করিতে পারেন।

আমরা এই আশা করিতে পারি কি যে আপনাদের পরিষদের সদস্যদের সদাশয়তা

জাতির এই সঙ্কটকালে আমাদিগকে নূতন উৎসাহ ও অধিকতর কর্মোদ্যম লইয়া কাজে অগ্রসর হইবার শক্তি যোগাইবে ?

আপনাদের বিশ্বস্ত
স্বাঃ পি. সি. তুয়ে
কার্যনির্বাহক মণ্ডলীর সভাপতি

এই চিঠি পাওয়ার পর পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া উহার নকল উক্ত সভাপতির বরাবরে তাঁহার অবগতির জন্য পাঠান হইয়াছিল। প্রস্তাবের বঙ্গানুবাদ এই :

এই পরিষদ জাপানী সৈন্যদের দ্বারা চীনের গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নির্মম ধ্বংস সাধনের কথা জানিয়া শঙ্কা ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

এই পরিষদ চীনাদের এই দুরদৃষ্টে পূর্ণ ও আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছে এবং জাপানীদের এই জঘন্য কাজকে সভ্যতা ও সংস্কৃতিবিরোধী ভ্যানড্যালদের অনুরূপ বিনাশক কাজ বলিয়া মনে করিতেছে।

আরও প্রস্তাব করিতেছে যে পুস্তক সংগ্রহের আবেদনটি দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হউক এবং পরিষদের সংবাদপত্রিকায় প্রকাশ করা হউক।

ক্রমশঃ

Library movement in Bengal (24) : Gurudas Bandyopadhyay

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম (২)

রতনকুমার দাস

"মনে পড়ল পূর্ববঙ্গের এক স্বামীস্ত্রীর কথা। বাস্তব জীবনে নাটকীয় প্রেমের চরম অভিজ্ঞতা ওদের দেখেই আমি পেয়েছিলাম। স্বামী বাঁশী বাজাতেন। বাঁশের বাঁশী নয়, ক্ল্যারিওনেট। প্রায় পায়ে ধরে তাঁকে আসরে বাজাতে নিয়ে যেতে হত—গিয়েও খুশী হলে বাজাতেন, নইলে বাজাতেন না। বাড়ীতে বাজাতেন—শুধু স্ত্রীকে শ্রোতা রেখে। বছরখানেক আমি শুনেছিলাম। বেশীক্ষণ বাজালে তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়ত।

এদের অবলম্বন করে এক ঘোরালো ট্র্যাজিক প্লট গড়ে তুলে গল্প লিখলাম। নাম দিলাম অতসী মাসী। ভাবলাম, এই উচ্ছ্বাসময় গল্প, এই নিছক পাঠকের মন ভুলানো গল্প, এতে নিজের নাম দেব না। পরে যখন নিজের নামে ভাল লেখা লিখব, তখন এই গল্পের কথা তুলে লোকে নিন্দে করবে। এই ভেবে, বন্ধু ক'জনকে জানিয়ে, গল্পের নাম দিলাম ডাকনাম—মাণিক। কল্পনাশক্তি একটা ভাল ছদ্মনামও খুঁজে পেল না।

বাংলা মাসের মাঝামাঝি। বিচিত্রা অফিসে গিয়ে গল্পটা দিয়ে এলাম। কার হাতে জানেন? বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের হাতে। তিনি তখন বিচিত্রায় ছিলেন। আমি অবশ্য তখন চিনতেও পারিনি—পরিচয় হয় পরে।

তারপর দিন গুণছি। বিশ্বাস ঠিক আছে, তবু ভাবছি কবে গল্পটা পিয়ন ফেরৎ দিয়ে যায়!

মাসের মাঝামাঝি গল্প দিয়েছি—পরের মাসের কাগজে অবশ্যই বার হবে না। তবু ভাবছি, কলেজ যাব কি যাব না। একজন ভদ্রলোক বাড়ীতে এলেন।

তিনি বিচিত্রার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্পর্কে পরে শত মতবিরোধ সত্ত্বেও যিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমায় স্নেহ করেছেন, বন্ধু হয়ে থেকেছেন।

আমি অবশ্য চিনতাম না। নিজেই পরিচয় দিলেন। এবং আমার অতসী মাসী গল্পের জন্য পারিশ্রমিক বাবদ নগদ টাকা হাতে তুলে দিয়ে দাবী জানালেন, আর একটি গল্প চাই।

তারপর সব ওলোটপালট হয়ে গেল। সব ছেড়ে দিয়ে আরম্ভ করলাম লেখা।

আজকের দিনে সাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটকের নাম শোনেন নি বা জানেন না এমন লোক খুঁজলে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ! ১৩৫৬ সালের মাসিক বসুমতীতে যখন "আকাশ পাতাল" উপন্যাসটি বেরোয় তখন লেখক ছিলেন "ওয়াকে-নবীশ"। যদিও ঐ ছদ্মনামের দ্বিতীয় শব্দটি "নবীশ" তাই বলে লেখক বাংলা সাহিত্যে "নবীশ" নন। সম্পাদক মহাশয় বলেছেন, "এই কাহিনীর লেখক বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগত নহেন। তথাপি তাহার ইচ্ছানুযায়ী রচনাকারের নাম হিসাবে ছদ্মনাম ব্যবহৃত হইল। ঐ একই

আকাশ-পাতাল উপন্যাসের দ্বিতীয় সংখ্যায় লেখক নতুন নাম নিলেন "অ, আ, ই" এইখানে লেখক ছোট একটি ভূমিকায় বলেছেন যে, "দেশ-প্রেমের তাগিদে খেতাব ধারীরা যেমন তাদের টাইটেল কাগজ মারফৎ ত্যাগ করেন আমিও তেমনি বাঙলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি হেতু আমার নবাবী ছদ্মনাম পরিত্যাগ ক'রে বাঙলা স্বরবর্ণের প্রথম তিনটি আক্ষর নাম হিসাবে গ্রহণ করলাম—আমাদের পাঠকগোষ্ঠী অবগত হোন এই অনুরোধ।" আবার কয়েকটা সংখ্যা পরে আকাশ পাতাল উপন্যাসে তিনি নিজের নামটাই প্রকাশ করেন, তার কৈফিয়তে তিনি বলেছেন।—"প্রকাশক 'আকাশ-পাতাল' পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়ে বিজ্ঞাপনে যখন আমার নামটাই প্রকাশ ক'রে দিলেন, তখন আর ছদ্মনামে লেখা উচিত বোধ করলাম না। 'আকাশ-পাতাল' দু'খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, যদিও প্রতি খণ্ড একেকটি সম্পূর্ণ উপন্যাসরূপে পড়তে অসুবিধা হবে না।" 'রত্নমালা' যখন মাসিক বসুমতীতে বের হচ্ছিল তখন লেখকের নাম ছিল "অভীজিৎ"। কয়েকটা সংখ্যা পরে লেখকের নাম পালটে গেল, নতুন নাম নিলেন "পঞ্চানন শর্মা"। কেন তাও লেখক বলেছেন, "পাঠক-পাঠিকা, নাম জাল হয় জানিতাম। ছদ্মনামও জাল হইতেছে। কলিকাতার বাজারে অনেকানেক অভিজিতের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে। আমি অদ্বিতীয় থাকিতে মনস্থ করি। সেই কারণে উক্ত নাম লইতেছি জানিবেন।"

আরও কয়েকটা সংখ্যা পরে লেখক নিজ নামে উদয় হলেন। নিজ নাম প্রকাশ করার সময় ছোট একটি ভূমিকায় বলেছেন, "পাঠক-পাঠিকা, স্থির করিয়াছিলাম আত্ম-প্রকাশ করিব না। অবশেষে বাধ্য হইয়া স্বনাম ব্যক্ত করিলাম। কলিকাতা শহরের যত্র-তত্র দেখিতেছি চতুরানন, পঞ্চানন, ষড়ানন ও দশাননের কৌতুক-যৌতুক। একটি শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ একমুখে ব্যক্ত করা যায় না, সেই হেতু উক্ত নাম লই। তাহাতে অনেকানেক কথার সূত্রপাত হয়। তজ্জন্য স্বনামের ব্যবহার শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। রত্নমালার বুনন-কার্য্য শেষ হইলে সাহায্যপ্রাপ্ত অভিধানাদির নাম সসম্মানে প্রকটিত হইবে।"—সংগ্রাহক। প্রায় কুড়ি বছর আগে মাসিক বসুমতীতে "আপনি কি জানেন" এই শিরোনামায় প্রাণতোষ ঘটক প্রশ্ন ও উত্তর লিখিতেন অবশ্য ছদ্মনামে, সেই ছদ্মনামগুলি সংখ্যায় অনেক—যেমন, অ, আ, ই ; অভিমন্যু ; ওয়াকে-নবীশ ; ক, খ, গ ; বিদ্যাসুন্দর ; শ্রীধর ; শ্রীহর্ষ ; এই ছদ্মনামগুলি সবই প্রাণতোষ ঘটকের, এ ছাড়া "উদয়ভানু" ছদ্মনামে মাসিক বসুমতীতে 'রাজায় রাজায়' উপন্যাসটিও তিনি লেখেন।

'তিন পুরুষ' নামে যে উপন্যাসটি মাসিক বসুমতীতে বের হচ্ছিল তার লেখক ছিলেন "ইন্দ্রসেন" এই "ইন্দ্রসেন" নামটিও প্রাণতোষ ঘটকের।

১৩৭৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দুইজন প্রশ্ন তুলেছেন যে "শ্রীবাসব" কি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ? "শ্রীবাসব" ছদ্মনামে আরও একজন সাহিত্যিক ছিলেন তিনি ৺রাসবিহারী মণ্ডল, গত ১৩৭৩ সালে তিনি মারা গেছেন। "শ্রীবাসব" ছদ্মনামেও যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন তা "চলাচল" বইয়ের ভূমিকাটি পড়লেই বুঝতে পারবেন।

"এর আগে কখনো ভূমিকা লেখার প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু নানা কারণে নীচের বিবৃতিটুকু অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে বলে মনে করি।

"লেখকের মধ্যে নামের বিভ্রাট নতুন নয়। কিছুকাল আগেও একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক নামের আগে 'শ্রী' বর্জন করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। আমি বরাবরই 'শ্রী' হীন ছিলাম কিন্তু সম্প্রতি সাহিত্য ক্ষেত্রে একই নামের আরো দু'চারজন 'শ্রী' হীন আগন্তুকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ উপন্যাস রচয়িতা, কেউ রোমাঞ্চকর লেখক, কেউ বা কবি। ফলে দু'চারজন সহৃদয় বন্ধুজনের পত্রগুচ্ছে কৌতুকাভাস দেখা গেছে। কোন মাসিকপত্র থেকে 'রাশিয়া' নামে গুরুগম্ভীর কবিতার সমালোচনার ছিন্নাংশ ডাকে পাঠিয়ে একজন অজ্ঞাত শুভার্থী ছোট্ট কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন, কেন কবিতা লিখতে গেলাম। কবিতা এবং সমালোচনা পড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছি, 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ 'রতন'— রাশিয়া কত দূর?

'নামের আগে এবার 'শ্রী' জুড়ে দিয়ে 'শ্রীমান' হব? কিন্তু এই নামে 'শ্রী' সম্পন্ন একজন কমার্সিয়াল-গাইড প্রণেতারও সাক্ষাৎ পেয়েছি। অতএব, হে অর্জুন, বিশ্বের সকল কর্মকে নিজের কর্ম বলিয়া গ্রহণ কর। আধ্যাত্মিকতার এই তুহিন শিখরে আরোহণের পূর্বে একটা চেষ্টা বাকী আছে। গোড়ায় গোড়ায় আমার কিছু কিছু রচনা "শ্রীবাসব" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে নামের মোহে 'শ্রীবাসব'কে বর্জন করেছিলাম। এবার থেকে টাইটেল পৃষ্ঠায় নামের পরে সেটুকুই আবার যোগ করে দিচ্ছি। আমার সকল লেখা সম্বন্ধেই সুধী পাঠকজনের কাছে এই নির্দেশটুকু থাকল।"

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (শ্রীবাসব)

এবার যাঁর ছদ্মনামের কথা বলব তিনি হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী। "পত্রনবীশ" ছদ্মনামটা তাঁরই। কিন্তু তিনি তাঁর 'শুভদৃষ্টি' নামক প্রবন্ধ পুস্তকে "পত্রনবীশ" নিয়ে সুন্দর কুয়াশা জাল বুনেছেন। 'শুভদৃষ্টি' বইটার আগে ছদ্মনামের কথা অনেকে কিছু কিছু বলেছেন। সম্ভবত, তিনি ছদ্মনামের কথা বলতে গিয়ে তাতে সাহিত্যের রস সঞ্চার করেছেন। ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কাহিনী সরস করে তিনি লিখেছেন। হয়ত তাঁর কাছ থেকে গৌড়জন পূর্ণাঙ্গ ছদ্মনামের একটি পুস্তক ভবিষ্যতে আশা করেন। এখানে বিনয়ের সঙ্গে উল্লেখ করি যে আমি ছদ্মনাম সংগ্রহ করতে শুরু করার আগে তাঁর "শুভদৃষ্টি" পড়ে মুগ্ধ হই। এখন আমি যা করছি তা "ছদ্মনাম" সংকলণ। তাঁর মতো সাহিত্য সৃষ্টি আমার সাধ্য নয় বলেই পাঠক পাঠিকা আমাকে যেন ক্ষমা করেন।

এ সম্পর্কে রমাপদ চৌধুরী বলেন, "ছদ্মনাম সংগ্রহের একটি সহজতম উপায় সকলের উপকারার্থে জানিয়ে দেওয়াই বিধেয়। অতএব আমার নিজের অভিজ্ঞতাটাই জানিয়ে দিই। আমি প্রথমেই একটি মোটা-সোটা অভিধান নিয়ে বসেছিলাম। তারপরে তুরীয় ভাবগ্রস্ত সন্ন্যাসীর মত দু'চোখ বুজে হঠাৎ মাঝখানের একটি পাতা খুললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতাও। তারপর বাম ও দক্ষিণের পৃষ্ঠায় প্রত্যেকটি শব্দ দেখে গেলাম। থাম, থুৎনি, থুৎকার,

দংশ, দক্ষ, দক্ষজা, দক্ষসাবর্নি, দগ্ধশলাকা ইত্যাদি শব্দগুলি পেলাম। মনে হ'ল এর মধ্যে যে কোন শব্দই দগ্ধশলাকা হয়ে দেখা দিতে পারে! অতএব পুনরায় অভিধান বন্ধ করা, পুনরায় তুরীয় ভাব, পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার প্রথম শব্দ পেলাম 'রাজনামা'। ইউরেকা বলার আগেই অর্থটুকুও চোখে পড়লো—পটোল। এর পরই যে শব্দটি পাওয়া গেল, তা হ'ল রাজযক্ষ্মা'। অতএব পুনরায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এইভাবে ট্রাই ট্রাই এণ্ড ট্রাই করে গেলে ফললাভ অবশ্যই হবে। যদিচ বিখ্যাত ছদ্মনামীরা এ পথ অবলম্বন করেন নি।

"ছদ্মনামী হ'লেই যে লেখক পাঠকের ঔৎসুক্য অর্জন করেন, তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু বিখ্যাত হন তাঁরাই, যাঁদের ছদ্মনামের পেছনে কোন ঘটনা আছে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, আমার ক্ষেত্রে ঠিক এই মুহূর্ত পর্যন্ত অভিধান যেমন সাহায্য করতে রাজী হ'ল না, তেমনি কোন অভাবনীয় ঘটনাও রূপোর রেকাবিতে পানের খিলির বদলে একটি ছদ্মনাম তুলে ধরলো না। গোয়াবিয়ার যাদুকর ফাউষ্টও শয়তানের চর মেফিস্টোফিলসের সঙ্গে করমর্দন করেছিল, কিন্তু ভাগ্য আমার সঙ্গে দেখছি রাজী নয়।

"না, এম্ববিধ অবস্থায় একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। রচনাটি প্রায় শেষ করে এনে যখন ভাবছি—কি নামে সম্পাদকের দরবারে পাঠানো যায়, সেই মুহূর্তে সত্যিই একটি ঘটনা ঘটে গেল। কোলকাতা শহরের শ্রেষ্ঠ ইংরেজী দৈনিকের লালরঙা নাম প্লেট ঝোলানো সাইকেলের পিয়ন এসে কলিং বেল টিপলে। উড়ে চাকরটা ছুটে গেল, নিয়ে এলো একখানা চিঠি। এযাবৎ একটিও বাঙলা রচনা না লিখে যে বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিকটিতে শুধুই বেনিয়া ব্রিটিশের মাতৃভাষায় চটকদার প্রবন্ধ লিখে এসেছি সেই পত্রিকার সম্পাদক কশ্চিৎ পাঠিকার লেখা একটি চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাঠক, বিশেষ করে পাঠিকাদের প্রশংসাপত্রে আমার অরুচি ধরে গিয়েছে, প্রথম প্রথম খুশি হয়ে উত্তর দিতাম, তারপর শুধুই খুশি হতাম—উত্তর দিতাম না, বর্তমানে খুশি হই, কিন্তু পড়ে দেখি না। তা সত্ত্বেও এ চিঠিখানি আমি পড়তে বাধ্য হলাম, কারণ চিঠিটা ছোট, ঠিক হ্যাণ্ড গ্রেনেডের মত। বিস্ফোরণও তাই বেশী। পাঠিকা লিখেছেন, 'আপনার ইংরেজী প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হয়েছি এই ভেবে যে, আপনি বাঙলায় লেখেন না। এরপর আপনি যদি ইংরেজিতেও না লিখে বোর্নিও বা আইসল্যাণ্ডের ভাষায় লেখেন, তাহ'লে আরও খুশি হবো। ও দুটি ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকায় আপনার লেখার সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে না। খুশি হবার কথা নয় কি?

নীচে নাম সই। পদবী পত্রনবীশ।

"চট্ করে পদবীটা কুড়িয়ে নিলাম। 'পত্রনবীশ'—চমৎকার ছদ্মনাম। 'পত্রনবীশের চিঠিপত্তর' নাম দিয়ে বেশ একখানা রম্য রচনার বই লেখা যাবে, আর ভূমিকাটা একটু জড়িয়ে লিখলেই বেলে লেটার্স বা জার্নাল বলে চালাতে এতটুকু অসুবিধে হবে না। ফরাসী নামে পাঠকরা আজকাল একটু মজে বেশি। ভাবলাম, কে জানে, আজকে এই

ছদ্মনামধারী 'পত্রনবীশ' অদূর ভবিষ্যতে বাংলার সাহিত্যারণ্যে হয়তো কোন বনস্পতি বিশেষ হয়ে উঠবে। বনস্পতি শব্দ মারফৎ আমি অবশ্য ঘৃতের ছদ্মবেশে স্বনামপ্রসিদ্ধ সামগ্রীটুকুই বোঝাতে চেয়েছি। বর্ত্তমান দিনের সব রম্যরচনাই সেই বস্তু কিনা!

"মন বললো, ভায়া হে, ইংরেজীতে বলে—ওয়েল বিগান ইজ্ হাফ্ডান্। অর্দ্ধেক রাজত্ব যদি জয় করলে তো রাজকন্তে রইলো কেন বাকী?

বললাম, কথাটা ঠিক। ছদ্মনাম খুঁজে পেয়েছি, আর সেই গুণেই যুদ্ধের প্রথম রাউণ্ডে জিত হয়েছে এ অধম লেখকের। লেখাটা পড়ার আগেই নয়, পড়ার পরও 'পত্রনবীশ' লোকটা কে জানতে চাইবেন অনেকেই। এমন কি তারিফও করে ফেলবেন কেউ কেউ। প্রকাশকের উদ্দেশ্যে এক তাড়া চিঠি, ডজন-দুই টেলিফোন, জন-পাঁচেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মৌখিক উৎসাহ নিশ্চয়ই এসে পৌঁছবে। আর কেউ কেউ হয়তো অনুরোধ করবেন, আরো লিখুন, হবে আপনার। অর্থাৎ গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! গাছে ওঠার পর কাঁদতে হবে কিনা ঠাওর হচ্ছে না ঠিক ঠিক।"

"পত্রনবীশ" ছদ্মনামটি কুমারেশ ঘোষ মহাশয়ও ব্যবহার ক'রে থাকেন। তবে সাহিত্য রচনার জন্য নয়। তিনি 'যষ্টি-মধু' পত্রিকায় চিঠি-চাপাটির উত্তরদান প্রসঙ্গে অথবা বলা যায় 'চিঠি-চাপাটি'র কলমের পরিচালকরূপে "পত্রনবীশ" নাম গ্রহণ করেছেন। "পত্রনবীশ" নামে দুজন লেখক আছেন একথাটা বললেও বলা যায়। বলাই উচিত বলেই মনে হয় আমার।

ছদ্মনামের তালিকা

ছদ্মনাম আসল নাম

১ অ—অমিয় কুমার সেন
২ অ-আ-ই—প্রাণতোষ ঘটক
৩ অ-কু-রা—অধর কুমার রায়
৪ অ-কু-রা—অধীর কুমার রাহা
৫ অ কৃ-ব—অজিত কৃষ্ণ বসু
৬ অ চ—অমিতাভ চৌধুরী
৭ অ-দত্ত—অরুণ দত্ত
৮ অকিঞ্চন দাস—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
৯ অগ্নিদূত—প্রকাশ কুমার নন্দী
১০ অগ্নি মিত্র—অনিল কুমার সেনগুপ্ত
১১ অঘোরানন্দ স্বামী—শরৎচন্দ্র কুণ্ডু
১২ অচ্যুত গোস্বামী—অচ্যুতানন্দ গোস্বামী

ছদ্মনাম আসল নাম

১৩ অজাত শত্রু—অমলেন্দু চক্রবর্তী
১৪ অজাত শত্রু—শ্রীকৃষ্ণ দাস
১৫ অজ্ঞাত—নীরদচন্দ্র চৌধুরী
১৬ অঞ্জলি দাস—নিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১৭ অতীন্দ্রিয় পাঠক—শ্যামল কুমার ধর
১৮ অনর্গল রায়
—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১৯ অনামিকা— অন্নপূর্ণা গোস্বামী
২০ অনামী—ইন্দুভূষণ দাস
২১ অনিলা দেবী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২২ অনুপমা দেবী—অনুরূপা দেবী
২৩ অনুপমা দেবী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছদ্মনাম আসল নাম

২৪ অনুসন্ধানী—নরেন্দ্রচন্দ্র রায়

২৫ অপরাজিতা দেবী—রাধারাণী দেবী

২৬ অপরাজিতা দেবী
" —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৭ অপরূপা মুখোপাধ্যায়
—কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

২৮ অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯ অপ্রকাশ গুপ্ত
—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৩০ অপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরূপা দেবী

৩১ অপ্রকাশ শর্মা
—করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩২ অবধূত - কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী

৩৩ অভয়ঙ্কর—ভবানী মুখোপাধ্যায়

৩৪ অভিজিৎ—সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

৩৫ অভিমন্যু—প্রাণতোষ ঘটক

৩৬ অভিযাত্রী—অলোকনাথ চক্রবর্তী

৩৭ অভীজিৎ প্রাণতোষ ঘটক

৩৮ অভেদানন্দ শ্রীমৎ স্বামী
—কালীপ্রসাদ চন্দ্র

ছদ্মনাম আসল নাম

৩৯ অমরু—সুশীল রায়

৪০ অমলা দেবী (শ্রী)—ললিতানন্দ গুপ্ত

৪১ অমিত চৌধুরী—অমলেন্দু দত্ত

৪২ অমিত রায়—প্রমথনাথ বিশী

৪৩ অমিত সেন—সুশোভন সরকার

৪৪ অমিতাভ—বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

৪৫ অমিতাভ—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

৪৬ অমিতাভ ঘোষ—বিমলচন্দ্র ঘোষ

৪৭ অরসিক রায়—সজনীকান্ত দাস

৪৮ অরুণাকুমারী রায়—অরুণ কুমার রায়

৪৯ অরূপ—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

৫০ অরূপ—স্বামী প্রেমঘনানন্দ

৫১ অরূপ কুমার—সরোজরঞ্জন চৌধুরী

৫২ অলকা মুখোপাধ্যায়
—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

৫৩ অলীক বাবু—বিশ্বমোহন সান্যাল

৫৪ অশ্রু দেবী—আনন্দ দেবী

৫৫ অশোক ভাই—অশোক মুখোপাধ্যায়

৫৬ অসীমানন্দ সরস্বতী স্বামী
—অন্নদা চক্রবর্তী

ক্রমশঃ

Pseudonyms in Bengali literature : Ratankumar Das

Report of the West Bengal Pay Commission and our Future Task

The Report of the West Bengal Pay Commission (1967-69) regarding library workers has been published in this issue of "Granthagar". This Pay Commission was appointed by the First U.F. Government. The library workers of this state organised a powerful movement to include all categories of library workers within the terms of reference of the Pay Commission. As a result, the then U.F. Government included library workers within the perview of the Pay Commission. The Commission was headed by Shri K. K. Hazra and other members were : Sarvashri K. G. Bose, Kapil Bhattacharya, D. L. Sengupta, Dr. M. M. Chakraborty, Dr S. N. Sen, P. K. Bose & J. L. Kundu (Secretary). The Bengal Library Association submitted a comprehensive memorandum containing proposals of the Association for improvement of Pay & Status of all categories of library staff who are directly (Govt. controlled) or indirectly (Sponsored, aided etc.) associated with the State Govt. The Association also replied the questionnaire supplied by the Commission and appeared before the Commission to satisfy their queries. Sponsored library workers also submitted a memorandum in the same line with the Association. The report has been published now. It is a five volume publication.

The Association has been organising a powerful movement for last 10-12 years for improvement of Pay & Status of all categories of library workers. It has organised numerous meeting and deputations, including three big mass deputations and demonstrations of library workers to the State Govt. and the Legislative Assembly. As a result of this movement the Pay Commission has given recognition to the library profession in its report, though their recommendations are not above criticism in all cases. This is no doubt a victory of united actions of library workers. The second phase of our movement will now start to implement the recommendations with modifications to be suggested by the Association.

The Association likes to draw the attention of library workers and sympathizers on following points :

(a) Extracts from the report regarding library workers has been published in this issue of Granthagar with volume & page reference. Original volumes are kept in library of the Association for consultation

(not to be lent out). Annexure tables regarding existing pay scales & designations have not been printed.

(b) In some cases we find two recommendations are there. One by the Chairman of the Commission (Shri K. K. Hazra) and another by Sarvashri K. G. Bose, Kapil Bhattacharya, D. L. Sengupta, Dr. M. M. Chakraborty and Dr. S. N. Sen. We have quoted both the recommendations here.

(c) Library workers and sympathizers are requested to review this report and to give their suggestions, individually or collectively, within 15 days from the receipt of this issue of Granthagar. While reviewing they should concentrate on following points :

(1) Whether different categories of library workers and different cadres are covered or not. What are the categories and cadres not covered.

(2) What are the libraries and cadres not properly treated in the report. To which cadre proper justice was not done.

(3) In which cases do you think that we should demand modifications and what are those modifications.

(4) What are the cadres and scales that we should demand immediate implementation.

(5) What are other points that we should demand alternations and additions.

(6) Any other matter related to the report.

(d) All these suggestions should be forwarded to Shri T. K. Sanyal, Secretary, Pay & Status Sub-Committee of the Association. On receiving these suggestions Pay & Status Sub-Committee will meet, the recommendations of which will be finally approved by the Executive Committee of the Association.

The Association likes to organize a powerful movement of library workers & sympathizers in collaboration with other organisations on following issues :

(a) Implementations of the report of the Pay Commission with modifications suggested by the Association.

(b) Introduction of Free Primary education upto Class Eight standard.

(c) Increase of the allocation for education in the state budget (30% of the total budget) and increase of the allocation for libraries (2·5% of the education budget).

(d) Introduction of Free library service in the State under library legislation.

(e) Introduction of library service in each and every high and higher secondary school of the State.

(f) Abolition of Sponsored library system.

(g) Introduction of M. Lib. Sc. Course in West Bengal.

We must organise a powerful movement in the state containing above mentioned seven demands. Before that we must finalise our views on the report of the Pay Commission and we must set our organisation in proper position.

P. RAYCHAUDHURY,
Secretary, Bengal Library Association.

A Library workers serving under W. B. Govt. (V.1, p.291—297)

Librarians and Library Attendants :

Here also there is hardly any rational basis for the differences in some of the pay scales. There are cases where pay scales differ though the prescribed qualifications are the same. Then, again, there is a difference in pay scales according to the number of books in a Library. The number of books in a library may certainly be taken into account in determining the number of Librarians and Assistant Librarians required but it should not be the determining facter in fixing pay scales.

A striking case of discrimination is the case of the Secretariat Library as compared with the State Central Library. The Secretariat Library has been thoroughly re-organised and it is not only not inferior to the State Central Library but also superior to it in some respects.

Sectt. Library, State Central Library & College Library

In the opinion of the Commission the Secretariat Library, the State Central Library which is under the Education Department and libraries of Colleges should be placed in the same category. The pay scales of Librarians and Assistant Librarians of these libraries who hold a Master's Degree and a Diploma in Librarianship should be the same as the pay scales of Assistant Professors of Colleges[1] If the number Librarians in any of these libraries be not less than four, the seniormost

---

Assistant Professors :

(a) Rs. 500-35 850-50-1400 (Shri K. K. Hazra)

(b) Rs. 475-25-600-35-950-EB-50 1200 (Shri K. G. Bose & others)

Librarian, if he satisfies the qualifications prescribed by the University Grants Commission should be allowed the scale of pay admissible to Professors[2]. Librarians and Assistant Librarians in any of these libraries who do not hold a Master's Degree but are Graduates with Diplomas in Librarianship should be allowed the scale of Rs. 450-15-600-EB-25-825.

School Library

As regards libraries attached to schools, the scale of pay of Librarians and Assistant Librarians, if any, who hold a Librarianship Diploma, the scale of pay should be the same as the scale of pay of Assistant Teachers[3]. For those who do not have any Librarianship Diploma, the scale of pay should be the same as the scale of pay admissible to Lower Divison Clerks in District offices[4].

Departmental Libraries

As regards Librarians attached to Secretariat Departments' Directorates, Regional or District offices and other libraries, the scale of pay of librarians and Assistant librarians who hold a Librarianship Diploma should be the same as the scale of pay admissible to Upper Division Clerks of the offices concerned[5]. For others the scale of

---

2. *Professors* :
   (a) Rs. 850-50-1200-60-1800 (Shri K. K. Hazra)
   (b) Rs. 850-40-1050-45-1500-50-1700 (Shri K. G. Bose & others)
3. *Assistant Teachers* :
   (a) Graduate Teachers Rs. 450-15-600 EB-25-825 (all agreed)
   (b) Under Graduate Teachers Rs. 350-10-450-15-600 (all agreed)
4. *Lower Division Clerks* :
   (a) Rs. 250-5-300-7½-375-10-425 (In Sectt, Directorates, Regional offices, Disrtict and other offices—Acc. to Shri K. G. Bose & other Members).
   (b) Rs. 300-10-450 (In Sectt.—Acc. to Shri K. K. Hazra)
   (c) Rs. 250-5-300-10-350 (In Directorates, Regional offices, District and other offices—Acc. to Shri K. K. Hazra)
5. *Upper Division Clerks* :
   (a) Rs. 375-10-475-15-550 (In Sectt, Directorates, Regional offices, District & other offices—Acc. to Shri K. G. Bose & others)
   (b) Rs. 425-10-475-15-700 (In Sectt.—Acc. to Shri K. K. Hazra).
   (c) Rs. 350-10-410-15-500 (In Directorates, Regional offices, District and other offices—Acc. to Shri K. K. Hazra).

pay should be the same as the Lower Division Clerks. Holders of posts of Librarians in these offices should be eligible for promotion to higher posts.

LIBRARY BEARERS :

Library Bearers in the more important libraries like the Secretariat Library, the State Central Library and College Libraries should be treated differently from Class IV employees. They have to be literate, intelligent and it is they who locate books, required by readers, in different racks and almirahs and bring them to the service counter and they have also to replace such books in their proper place when done with. It is recommended that Library Bearers in the Secretariat Library, the State Central Library and College Libraries be redesignated as Library Attendants and allowed the revised scale of pay recommended for Record Suppliers.[6]

FILM LIBRARIAN :

Recommendations of the Chairman (Shri K K. Hazra) (V. 2, p. 700)

The existing scale of pay is Rs. 225-475 (with D.A. Rs. 371-639). This post has a peculiar history. When the post was first created, the scale recommended was Rs. 200-450 but the scale which was sanctioned was Rs. 150-300. It was subsequently revised to Rs. 200-350. The previous Pay Committee revised the scale to Rs. 200-400 when the previous scale with dearness allowance amounted to Rs. 225-420. There was thus reduction in the scale. The scale was subsequently revised to Rs. 225-475. The prescribed qualification is a degree with sufficient knowledge and experience of handling films and film projectors. The Film Librarian is in charge of the film library and valuable equipments. He has occasionally to impart Audio-Visual Training and deliver lectures on Audio-Visual Education. The scale of pay seems to be inadequate. The revised scale recommended is Rs. 425-10 475-15-700.

Recommendations of Sarvashri K. G. Bose, Kapil Bhattacharya. D. L. Sengupta; Dr. M. M. Chakrabarty, Dr. S. N. Sen (V. 2, P. 754).

The existing scale is 225-475. We have observed that the incum-

---

6. *Record Suppliers* :
   (a) Rs. 200-4-240-5-250 (Acc. to K. K. Hazra)
   (b) Rs. 225-5-275 (Acc. to K. G. Bose & others).
   (c) In the opinion of P. K. Basu, the scale should be the same as the Central Govt. Scale.

bent of the post was allowed a lower scale of pay by the previous Pay Committee than what he was drawing at that time including D. A. The prescribed qualification is a degree with sufficient knowledge and experience of handling film and film projectors. The film Librarian is in charge of film library and valuable equipments. He can impart training and deliver lectures also. We recommend the revised scale of Rs. 450-15-600-EB-25-825.

STATE CENTRAL LIBRARY AND OTHER CENTRAL LIBRARIES

Recommendations of the Chairman (V. 2, p. 708)

The cases of library staff have been dealt with separately along with the cases of such staff in all other libraries.

Recommendations of K. G. Bose & others (V. 2, p. 760)

The cases of Library staff have been dealt with separately and recommendations therein shall apply in these cases also.

SANSKRIT COLLEGE

Recommendations of the Chairman (V. 2, p. 717)

Descriptive Cataloguer and Calligraphist.

The first post is on the scale of Rs. 200-400 (with D. A. Rs. 322-560) and the second post is on the scale of pay Rs. 200-300 (with D. A. Rs. 322-446). The incumbents of both the posts hold Tirtha titles. The Calligraphist has to read and decipher old manuscripts. According to the principal, Sanskrit College, the work of the Descriptive Cataloguer is also of an important nature. The revised scale recommended for both these posts is Rs. 525 10-565-15-700.

Collector of Manuscripts and Card Cataloguer

The holder of the first post is on a fixed pay of Rs. 150/- and that of the second is on the scale of Rs. 125-200. The holder of the first post should have a regular scale of pay. The revised scale recommended for both these posts is Rs. 250-5-300 10-350.

Recommendations of K. G. Bose & others (V. 2, p. 765)

Descriptive Cataloguer and Calligraphist.

The scale of pay of the first post is Rs. 200-400/- and of the second post is Rs. 200-300/-. The revised scale recommended for both these posts if Rs. 450-15-525-20 625-25-700/--

Collector of Manuscripts and Card Cataloguer

The holder of the first post is on a fixed pay of Rs. 150/- and that

of the second is on the scale of Rs- 125-200/-. The revised scale recommended is Rs. 250-5-300-7½-375-10-425/-.

WEST BENGAL SECRETARIAT LIBRARY

Recommendations of the Chairman, (V. 2, p. 1101)

Librarian : Senior Technical Assistants :

Junior Technical Assistants and Assistant Librarians :

The existing scales of pay are extremely inadequate and should be imporved. The Secretariat Library has grown in importance. The Senior Technical Assistants and the Junior Technical Assistants are virtually Assistant Librarians. The scale of pay recommended for Librarians and Assistant Librarians elsewhere will apply to these posts. The Special pay of Rs. 100/- for the Librarian and Rs. 40/-for two of Senior Technical Assistants and Rs. 25/- for one Junior Technical Assistant should be abolished in view of the improved scales of pay recommended.

Upper Division Assistant, and

Supervisor (Binding Section) :

The scale of pay of these posts is Rs. 200-300/-. The revised scales recommended for Upper Division Assistants in the Secretariat will apply to these posts.

Cataloguers : Non-Technical Assistants :

Reference Assistant : and Typist :

The scale of pay of Cataloguers is Rs. 150-250/- and that for the others is Rs. 125-200/-. The revised scale recommended for Lower Division Assistants in the Secretariat will apply to all these posts. The special pay of Rs. 15/- for one Cataloguer may be abolished.

Mohorrir and Mender-cun-Treater :

The scale of pay is Rs. 100-140/-. The revised scale recommended for Mohorrirs on a similar scale of pay elsewhere will apply to these posts.

Peon : Farash : Orderly : Sweeper :

The scale of pay is Rs. 60-75/-. The revised scale recommended for these categories on a similar scale of pay elsewhere will apply to these posts.

Notes Recorded by Shri K. G. Bose and others (V. 2, p. 1102)

Librarian : Senior Technical Assistants :

Junior Technical Assistant and Assistant Librarians :

The scale of pay recommended for Librarians and Assistant Librarians elsewhere by us will apply to these posts. The special pay be abolished in view of the improved scales of pay recommended.

Upper Division Assistant and Supervisor (Binding Section)

The scale of pay of these posts is Rs. 200-300/-. We recommend the revised scale of Rs. 375-10-475-15-550/-.

Cataloguers : Non-Technical Assistants

Reference Assistants and Typists :

The scale of pay of Cataloguers is Rs. 150-250/- and that of others is Rs. 125-200/-. These two scales be amalgamated as recommended elsewere i.e. the revised scale of Rs. 250-5-300-7½-375-10-425/- be allowed. The special pay be abolished. These categories of staff may be borne in the list of Secretariat staff and be made eligible for promotion to higher posts.

Mohorrir and Mender-cum-Treater :

The existing scale of pay is Rs. 1C0-140/-. The revised scale recommended for Mohorrirs on a similar scale of pay elsewhere will apply to these posts.

Peons : Farash : Orderly : Sweeper :

The scale of pay is Rs. 60-75/-. The revised scale recommended for these categories i.e., Rs. 160-2-180-3-210-5-230/- apply to these posts.

CALCUTTA INFORMATION CENTRE

Librarian & Assistant Librarian : (V. 3, p. 1273)

The revised scales recommended for same or similar posts elsewhere be allowed to the posts.

CENTRAL LIBRARY : DISTRICT JUDGES' COURT, 24-PARGANAS

(V. 3, p. 1338)

Librarian :

The scale of pay is Rs. 175-325/-. The prescribed qualification is Diploma in Librarianship. The revised scale recommended for a Librarian with similar qualification and on a similar scale of pay elsewere may be allowed for this post.

OFFICE OF THE OFFICIAL RECEIVER AND ASSIGNEE

(V. 3, p. 1347)

Librarian :

The scale of pay is Rs. 125-200/. The revised scale recommended for the Librarians of the same category elsewhere will apply to this post.

LAND & LAND REVENUE DEPT.

Assistants to Librartan : (V. 3, p. 1447)

The scale of pay is Rs. 125-200/-.

The posts are generally filled from the ranks of Mohurrirs and Record Suppliers. Some Assistant Librarians are on the same scale of pay. As recommended in the case of Assistant Librarians on such scale of pay who do not possess librarianship Diploma or any other special qualification, the revised scale should be the revised scale admissible to lower division clerk of the office concerned. such posts should be included in the category of lower devision clerks and incumbents should be elegible for promotion to superior posts like other clerks.

Note recorded by Shree K. G. Bose and others.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Librarian-cum-Museum Curator : (V. 3, p. 1499)

There are two scales of pay namely, Rs. 175-325 (with D. A. Rs. 297-471) and Rs. 125-200 (with D. A. Rs. 223-322). The former scale is allowed to the holder of a Diploma in Librarianship. The existing scale may be revised having regard to the revised scale recommended for Librarians elsewhere

W. B. LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY

Recommendations of the Chairman (K. K. Hazra) (V. 3, p. 1685)

Librarian :

The scale of pay is Rs. 275-650/-. The revised scale recommended is the same as the revised scale recommended for a Librarian having similar qualifications and the same scale of pay in the West Bengal Central Library, the Secretariat Library and other libraries.

Recommendations of K. G. Bose, Kapil Bhattacharya, D. L. Sengupta, Dr. M. M. Chakrabarty, Dr. S. N. Sen (V. 3, p. 1689)

Librarian :

The existing scale is Rs. 275-650/-. The revised scale recommended for Librarians on similar scale and having similar qualifications be allowed in this case also.

HIGH COURT

(V. 3, p. 1701)

Librarians :

The scale of pay is Rs. 275-650/-. The present incumbent of the post attached to the Court Library not being a qualified librarian is allowed the scale of Rs. 350-525/- Librarians in the Centenary Library have two scales of pay, namely Rs. 175-325/- for diploma holders and Rs. 125-200/- for others. The revised scales racommended for librarians with similar qualifications and on the same scales of pay in the State Central Library, the Secretariat Library and other libraries under the Government may be allowed to the librarians. (all agreed)

B GOVT. SPONSORED LIBRARIES

Recommendations of the Chairman : (V. 5, p. 31—36)

The classes of libraries, their number, particulars of the staff employed and the Scales of pay will appear from the annexed tables. (Not printed here).

There are District Libraries (18), Sub-Divisional and Town Libraries (20), Area Libraries (24) and Rural Libraries (529). Apart from sponsored libraries there appear to be some special types of libraries under the management of voluntary organisations which receive grants from Government. The staff of such libraries get a fixed pay and dearness allowance.

It appears that there are three scales of pay for Librarians, namely, Rs. 210-450 for those possessing a Master's Degre or an Honours' Degree with Diploma in Librarianship, Rs 167-317 for those possessing a Bachelor's degree with Diploma in Librarianship and Rs. 150-180 for those who have passed the School Final Examination or its equivalent and have training in Librarianship. Having regard to the nature, status and degree of development attained by these libraries, the following revised scales are recommended—

(1) Librarians possessing Master's Degree or an Honours' Degree together with Diploma in Librarianship.—Rs. 350-10-450-15 600.

(2) Librarians possessing a Degree together with Diploma in Librarianship —Rs. 300-10-450.

(3) Librarians who are under Graduates.—Rs. 250-5-300-10-350.

(4) Library Assistants who have passed the Matriculation or School Final Examination and have had Librarianship training or possess Librarianship Certificate.—Rs. 250-5-300-10-350.

(5) Other Library Attendants at present on the scale of Rs. 80-105.—Rs. 200-4-240-5-250.

(6) Motor Car Drivers—The same as the lowest revised scale recommended for Motor Car Drivers in Government office.

(7) Class IV Staff —The same revised scale as has been recommended for such staff in Government offices.

The practice of fixing scales of pay according to the number of books in a library should be discontinued.

It has been represented that Librarians should be exempted from furnishing security. It does not appear to be unreasonable to demand security as Librarians being custodians of valuable books should be accountable for loss or damage through negligence. Abolition of the system is not recommended.

B Recommendations of K. G. Bose & others (V. 5, p. 105)

While agreeing with the introductory observations made by Sri Hajara, we recommend the following revised scale—

(1) Librarians possessing Master's Degree or an Honours' Degree together with Diploma in Librarianship.
—Rs. 450-15-600-EB-25-825.

(2) Librarians possessing a Degree together with Diploma in Librarianship. —Rs. 350-10-450-15-600.

(3) Librarians who are Under Graduates, Library Assistants who have passed the Matriculation or School Final Examination and have had Librarianship Training or possess Librarianship Certificates. —Rs. 250-5-300-7½-375-10-425,

(4) Other Library Attendants at present on the scale of Rs. 80-105. —Rs. 175-3-220-5-250.

(5) Motor Car Drivers. —Rs. 200-5-280-7-350.

(6) Class IV Staff. —Rs. 160-2-180-3-210-5-230.

ASIATIC SOCIETY

Recommendations of the Chairman : (V. 5, p. 37—38)

The Asiatic Society has many functions. The Commission is concerned only with the library part of the Society. The Society gets a fixed Grants of Rs. 30,000/ annually from the Government for the library. The library staff does not get dearness allowance at the same rate as Non-Teaching staff of Teaching Institutions.

The following revised scales are recommended—

(1) The scales of pay are Rs. 300-650, Rs. 265-550 and Rs. 175-350 respectively. The revised scales should be the same as the revised scales recommended for similar staff with similar qualifications in the State Central Library and College Libraries.

(2) *Superintendents*—

The scale of pay is Rs. 300-600. The revised scale recommended is Rs. 450-15-600-25-825.

(3) *Assistant Accountant : Cashier and Publication Assistant*—

The scale of pay is Rs. 175-350. The revised scale recommended is Rs. 350-10 410-15-500.

(4) *Stenographer and Senior Technical Assistant*—

The scale of pay of both these posts is Rs. 170-330. The Stenographer may be allowed the revised scale recommended for Stenographers of the Basic Grade in Government Offices. The Senior Technical Assistant may be allowed the same revised scale as has been recommended for the Assistant Accountant : Cashier and publication Assistant.

(5) *Junior Assistant Typist and Junior Technical Assistant*—

The Scale of pay is Rs. 135-235. The revised scale recommended is Rs. 250-5-300-10-350.

(6) *Liftman*—

The Liftman is not attached to the Library but to the general office. No recommendation for revision of pay scale is, therefore, called for.

(7) *Jamadar : Library Attendant : Daftry and Bearer*—

The scales of pay are Rs. 75-105 and Rs. 65-85. The revised scale

recommended for the Library Attendant is the same as the revised scale recommended for Library Attendant in Government Libraries and College Libraries. The revised scale recommended for the other posts is Rs. 150-2-170-3-200-4-220 with higher initial start at Rs. 170/- for the Jamadar.

(8) *Fixed Pay Posts—*

There are some posts on fixed pay. The Publication Supervisor gets Rs. 225/-, the Senior Technical Assistant (Preservation) gets Rs. 110/- and the Bill Collector gets Rs. 30/-. If these be whole-time posts, there should be regular scales of pay and the Publication Supervisor may be allowed the revised scale recommended for the Publication Assistant and the Senior Technical Assistant (Preservation) may be allowed the revised scale recommended for the other Senior Technical Assistant. The remuneration of the Bill Collector may be increased to Rs. 50/-.

Recommendations of K. G. Bose & others (V. 5, p. 106)

While agreeing with the introductory observations made by Sri Hajra we make the following recommendations regarding scales of pay—

(1) *Librarian : Deputy Librarian and Assistant Librarian—*

The revised scales should be the same as the revised scales recommended by us for similar staff with similar qualifications in the State Central Library and College Libraries.

(2) *Superintendents—*

We recommend the revised scale of Rs. 450-15-600-EB-25-825.

(3) *Assistant Accountant : Cashier and Publication Assistant—*

Rs. 350 10-450-15-600.

(4) *Stenographer and Senior Technical Assistant—*

We agree with Sri Hajra that the Stenographer may be allowed the revised scale recommended by us for the Stenographers in Basic Grade in Government office.

The Senior Technical Assistant may be allowed the same revised scale as has been recommended by us for the Assistant Accountant, Cashier and Publication Assistant.

(5) *Junior Assistant : Typist and Junior Technical Assistant—*

Rs. 250-5-300-7½-375-10-425.

(6) *Liftman—*

Although the Liftman is not attached to the Library but he has to carry the Library staff and also the Readers who come to the Library. He should be attached to the Library Section and we recommend the revised scale of Rs. 160-2-180-3-210-5-230.

(7) *Jamadar : Library Attendant : Duftry and Bearer—*

We agree with Sri Hajra but, the scale recommended by us for Library Attendants as well as Class IV Staff be allowed. We also agree that a higher initial start at Rs. 170/- in the scale of Rs. 160/- -230 be allowed to Jamadars.

(8) *Fixed Pay Posts :*

We agree with the observations of Sri Hajra but the revsied recommendation scale by us will apply.

The remuneration of Bill Collector may be increased to Rs. 50/-.

DAY STUDENT'S HOME

Recommendations of the Chairman (V. 5, p. 39—40)

The posts and the scales of pay attached thereto will appear from the annexed table. (Not printed here).

It appears that there are four each such Homes. They are all Sponsored Establishments. There are no compareable establishments directly under the Government and these establishments cannot be compared with ordinary hostels. These establishments provide students not only with facilities for study in quiet and congenial atmosphere by maintaining libraries but also with meals at moderate prices.

The following revised scales are recommended—

(1) Warden. —Rs. 450-15-600-25 825

(2) Superintendent of Reading Room-cum-Libray. -Rs 350 10 450-15-500

(3) Reading Room Assistant ; Office Assistant ; Typist and Canteen Supervisor. —Rs, 250-5-300-10-350

(4) Head Clerk —Rs. 300-10-450

(5) Reading Room Attendant —Rs. 200-4-240-5-250

(6) Class IV Staff. —Rs. 150-2-170-3-200-4-220

Part-time employees may be absorbed in the Categories of whole-time employees of comparable ranks.

Recommendations of Sri K. G. Bose & others (V. 5, p. 107)

While agreeing with the introductory observations made by

Sri Hajra, we recommend the following revised scales of pay—

(1)	Warden.	—Rs. 450-15-600-EB-25-825
(2)	Superintendent of Reading Room-cum-Library.	—Rs. 350-10-450-15-600
(3)	Reading Room Assistant : Office Assistant, Typist and Canteen Supervisor.	—Rs. 250-5-300-7½-3-75-10-425
(4)	Head Clerk.	—Rs. 375-10-475-15-550
(5)	Reading Room Attendant.	—Rs. 175-3-220-5-250
(6)	Class IV Staff.	—Rs. 160-2-180-3-210-5-230

We agree with Sri Hajra that the Part-time employees should be absorbed in the categories of whole-time employees of comparable ranks.

E POLYTECHNICS

Recommendations (all agreed) (V. 5, p. 41-64 & 108-110)

It appears that there are in all 24 Polytechnics including the School of Printing Technology, Jadavpur, Calcutta. These are all Sponsored Institutions.

...Having regard to the revised scales recommended for posts in Government Polytechinic, the following revised scales of pay are recommended for the staff of these Polytechnics.

Librarians and Library Assistant :

The same revised scales as have been recommended for similar categories of staff with similar qualifications in Government Colleges.

F COLLEGES (PRIVATE & SPONSORED)

Non-Teaching staff of Degree Colleges : (V 5, p. 71-74-112)

The Non-Teaching staff of Degree Colleges, as far as it has been possible to ascertain, may be classified under the following heads—

(1) Office Superintendent, (2) Head Clerk, (3) Senior Clerk, (4) Accountant, (5) Stenographers, (6) Clerks and Typists, (7) Librarians, (8) Assistant Librarians, (9) Laboratory Assistants, (10) Electricians, Mechanics, Instrument Keepers and Carpenters, (11) Laboratory attendants, (12) Store Keepers, (13) Skilled Bearers, (14) Drivers, (15) Darwans, Bearers, Sweepers, Malis and Night Guards.

Recommendations (all agreed)

...(6)	Librarians and Assistant Librarians.	The same revised scale as has been recommended for similar Posts in Government Colleges.
(8)	Laboratory Attendants & Library Attendants.	(a) Rs. 200-4-240-5-250 (Chairman) (b) Rs. 175-3-220-5-250 (Other members)

বার্তা-বিচিত্রা

রবীন্দ্র সদন গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

কবি গুরুর জন্মদিনে কলকাতায় রবীন্দ্র সদনের দোতলায় রবীন্দ্র-সাহিত্য ও চিত্রকলা সংক্রান্ত একটি গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার উদ্বোধন হয়েছে। গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের চালু ও দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড ও রবীন্দ্রনাথের লেখা বই থাকবে। এখানে যে সমস্ত রেকর্ড থাকবে সেইগুলি সভ্যদের শুনতে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এখানে ৫০০ রেকর্ড যোগাড় হয়েছে তার মধ্যে স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এক বংশধর ২০০ খানি দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড দান করেছেন। এখানে যে রেকর্ড আছে তার মধ্যে ছয়খানা রেকর্ডের গান ও ছয়খানা রেকর্ডে আবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কণ্ঠের। আর যাঁরা আছেন গানে সাহানা দেবী ও আবৃত্তিতে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি রেকর্ড আছে ১৯২৯ সালের। এটি মূলতঃ রেকর্ড লাইব্রেরী হবে এবং এটি চালু করতে এক লাখ টাকা খরচ হয়েছে এবং প্রতি বছর ১৫/২০ হাজার টাকা গ্রন্থাগারের জন্য খরচ হবে। আশা করা যায় রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চা ক্ষেত্রে এই গ্রন্থাগার বিশেষ সহায়ক হবে।

উর্দু ভাষায় বাঙ্গালীর পুরস্কার

উর্দু ভাষায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মের জন্য বাঙালী লেখক শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র পেয়েছেন। শ্রী ভট্টাচার্য তার "উর্দু ও বঙ্গাল" এই বইটির জন্য পুরস্কার পেয়েছেন।

সাহিত্যকৃতির জন্য বিভিন্ন পুরস্কার

আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যানডার্ড কর্তৃক প্রদত্ত ১৩৭৭ সালের প্রফুল্লকুমার সরকার পুরস্কার পান শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এবং সুরেশচন্দ্র পুরস্কার পান গৌরকিশোর ঘোষ অমৃতবাজার ও যুগান্তর কর্তৃক প্রদত্ত শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার পান কাজী আবদুল ওদুদ, এবং মতিলাল পুরস্কার পান পরিমল গোস্বামী। মৌচাক প্রদত্ত সুধীর চন্দ্র সরকার পুরস্কার দেওয়া হয় সতীকান্ত গুহকে এবং উল্টোরথ পুরস্কার পান তরুণ সান্যাল।

রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার

১৯৬৯ ৭০ সালের বিজ্ঞানে রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কারের জন্য দুই বাংলা বিজ্ঞানের বইএর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এই দুটি হলো-ননীমাধব চৌধুরীর "ভারতবর্ষের অধিবাসী পরিচয় ; এবং দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের "মানব কল্যাণে রসায়ণ"।

ইংরাজীতে ভারতীয় কবিতার সঙ্কলন

"রূপম্বরা" পত্রিকার সম্পাদক স্বদেশ ভারতী ইংরাজীতে ভারতীয় কবিতা সংকলন

প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। মারাঠি ও তেলেগু ভাষায় দুটি পত্রিকা সঙ্কলন প্রকাশ হয়েছে। মারাঠি কবিতার অনুবাদক হচ্ছেন প্রভাকর মাকওয়ে। তেলেগু সঙ্কলনে যে সমস্ত কবিতা নেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছজন কবি ছদ্মনাম নিয়েছেন। যেমন নগ্নমুনি, নিখিলেশ্বর, জ্বালামুখী ইত্যাদি, এবং এরা ভিড়ের রাস্তায় রিক্সাওয়ালা, হোটেল বয়, ভিখারিণী, ইত্যাদিদের দিয়ে কবিতার বই উদ্বোধন করেন। স্বদেশ ভারতী একটি আন্তর্জাতিক সংখ্যা প্রকাশ করেছেন তাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন শুধু হিন্দী কবিতা।

আন্তর্জাতিক পুরস্কার

'বুক্স অ্যাবরড' পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কার এবার লাভ করেছেন প্রখ্যাত ইতালিয়ান কবি উনগারেত্তি। তাঁর এবং মনতালের মাধ্যমেই আধুনিক ইতালীয় কাব্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে। মাত্র কয়েক বছর আগে তার কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হয়।

ভেরা নেভিকোভার রবীন্দ্র পুরস্কার

রুশ সমালোচক ভেরা নেভিকোভা এবছর তাঁর "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : তাঁর জীবন ও সৃষ্টি" রুশ ভাষায় লেখা বইখানির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পাবেন। কোন বিদেশী এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার পাননি। বইখানিতে তিনি অনেক নূতন কথা বলেছেন। বইটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। বাংলা ভাষায় শ্রীমতী নেভিকোভার অনুরাগ সুদীর্ঘ কালের। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকা কালে পালি এবং সংস্কৃত শেখেন। পাঁচ বছরের একটি বৃত্তি নিয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিখতে থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করেন। শান্তিনিকেতনেও কিছুকাল পড়াশুনা করেন। দেশে ফিরে থিসিস লেখেন বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন নিয়ে এবং এজন্য লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ক্যাণ্ডিডেট অফ সায়েন্স' উপাধি দেন। পঁচিশ বছর বাংলা ভাষায় অধ্যাপনা করার পর এখন ডিপার্টমেণ্ট অফ ওরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজের প্রধান অধ্যাপিকা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর পঞ্চাশের ওপর বই বেরিয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখ-যোগ্য : উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতা, বাংলা কবিতার সংকলন, রুশ বাংলা অভিধান, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি।

উর্দু নাটক সংকলন

২৬শে মে লাহোরের এক অনুষ্ঠানে বিখ্যাত নাট্যকার ও সমালোচক শ্রীইমতিয়াজ আলী তাজ কর্তৃক সঙ্কলিত ৩০ খণ্ডের একটি উর্দু ক্লাসিকাল নাটকের গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়েছে। এই ধরণের সঙ্কলন এই প্রথম বলে দাবি করা হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি নির্ভর সাইক্লোষ্টাইল পত্রিকা

তেজেশ্‌ অধিকারীর সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে 'পঁচিশে বৈশাখ' নামে একটি পত্রিকা বাহির হয়েছে। উদ্যোক্তারা দাবী করেন : 'এটি হবে বিশ্বের প্রথম শুদ্ধ পাণ্ডুলিপি

নির্ভর সাইক্লোষ্টাইল রীতির পত্রিকা।' সম্পাদকের মতে 'এই সঙ্কলন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশালার স্থান পাবে।

বিষুব মিলন উৎসব

ওড়িশায় সাহিত্য আন্দোলনে 'বিষুব মিলনে'র একটি অবদান আছে। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির দিনে ওড়িশার সাহিত্যিকদের সমাবেশে নানারকম আলাপ আলোচনা হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব। এবারের ২১তম বিষুব মিলন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য আকাদেমির সহসভাপতি ডঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। তিনি তাঁর ভাষণে ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন—"ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা না থাকলে এইসব সাহিত্য নোবেল পুরস্কারের মত বিশ্ব-স্বীকৃতি লাভ করত।"

গুজরাটি ভাষায় শব্দ কোষ

বোম্বাইর-সর্দার বল্লভভাই বিশ্ববিদ্যালয় গুজরাটি ভাষায় সাত খণ্ডে একটি শব্দকোষ প্রকাশিত করেছেন। বর্তমানে এর এক হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এর কয়েকখণ্ড এরমধ্যে অনূদিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে শিক্ষিতের হার

সংবাদে প্রকাশ ভারতে শিক্ষাবাবদ মাথাপিছু ব্যয় মাত্র ১৭ টাকা আর আমেরিকায় প্রায় ১২০০০। তথ্যটি পরিবেশন করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ভি. কে. আর. ভি রাও। অপরদিকে অন্য একটি খবরে প্রকাশ যে, ভারতে প্রতি ৩ জনের ২ জন নিরক্ষর। বর্তমান বয়স্ক শিক্ষা পর্ষদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী একথা জানিয়েছেন যে ১৯০১ সালে আমাদের শিক্ষিতের হার ছিল ৬·২% ১৯৬৯ সেই হার হয়েছে ৩৩% এর মধ্যে শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা ১৩% এবং গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত লোকসংখ্যা ১৯%।

সঙ্কলনে : মিনতি চক্রবর্তী

Notes & News

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ঃ জরুরী বিজ্ঞপ্তি ঃ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভারত সরকার নিয়োজিত তৃতীয় বেতন কমিশনের নিকট ভারত সরকারের অধীনস্থ গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে স্মারকলিপি পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পরিষদের পক্ষ থেকে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেও এই বিষয়ে অনুরোধ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সম্পর্কে বক্তব্য পরিষদের কর্মসচিবের নিকট বর্তমান মাসের মধ্যেই পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পি-১৩৪, সি, আই, টি স্কীম নং-৫২ — কর্মসচিব

কলিকাতা-১৪ — বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

উত্তরায়ণ সাধারণ পাঠাগার, কলিকাতা-২

গত ২৬শে এপ্রিল '৭০ উত্তরায়ণ সাধারণ পাঠাগারের বাৎসরিক অধিবেশন ও নির্বাচন সম্পন্ন হয়। কার্যকরী সমিতিতে আছেন :—

সর্বশ্রী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি) প্রভাসকুমার মিত্র (সম্পাদক) শৈলেন সিন্‌হা (কোষাধ্যক্ষ) প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল বসু (গ্রন্থাগারিক) শৈলেন বসু (হিসাব পরীক্ষক)।

কাশীপুর ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা

১লা এপ্রিল '৭০ নিম্নলিখিত সদস্য লইয়া এই গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। তাঁহারা হলেন :—

সর্বশ্রী পুলিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) জীবনকৃষ্ণ মিত্র (সহ: সভাপতি) বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ) সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় (ঐ) চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) হীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত (সহ-সম্পাদক) ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (ঐ) অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ) গৌর সামন্ত (কোষাধ্যক্ষ) তরুণ মজুমদার (গ্রন্থা:) শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, মোহনলাল রায়চৌধুরী, গোপাল দে (সদস্য) অতিরিক্ত সদস্য বিজয় ভট্টাচার্য, তারানাথ ভট্টাচার্য।

নজরুল পাঠাগার, ৪৭।১ সূর্যসেন স্ট্রীট, কলি-৯

২৬শে এপ্রিল নজরুল পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আইমুল হক খাঁ সাহেবের মৃত্যুতে পাঠাগারে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়। হক সাহেব দীর্ঘকাল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি পাঠাগারেরও সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৫ খৃ: প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটির অবদান বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎকালে বহু পণ্ডিত ও বিদগ্ধজন, সাহিত্যসেবী ও সমাজকর্মী এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। '৪৬-এর দাঙ্গার পর সমিতি এবং তার পাঠাগার বন্ধ হয়। প্রধানতঃ হক সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ১৯৫১ সালে ঐ পাঠাগারটি পরিবর্তিত হয়ে নজরুল পাঠাগার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সহঃ সভাপতি জনাব কাইয়ম খাঁ। এছাড়াও সভায় আলোচনা করেন সহঃ সভাপতি ডাঃ আবুল আহ্‌সান সহঃ সভাঃ ডাঃ শীতাংশু মৈত্র, শৈলেন্দ্র কিশোর দে প্রভৃতি। সভায় এক শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ '৭৭ কবির ৭১তম জন্মজয়ন্তী উৎসব ও পাঠাগারের ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন সকালে পাঠাগারের কিছু সদস্য কবির বাসভবনে গিয়ে কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আসেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হলে (রাজাবাজার) কবির জন্মজয়ন্তী ও পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

এই সভায় কবি শ্রীকৃষ্ণ ধর সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে কবি শ্রীমণীন্দ্র রায় বলেন, নজরুল শুধুমাত্র একজন কবি নন। তিনি বিদ্রোহী কবি এটাই তাঁর বড়ো পরিচয়। কবির বিদ্রোহ কাব্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। সভাপতির ভাষণে কবি শ্রীকৃষ্ণ ধর বলেন, নজরুল পাঠাগার দুই দশক ধরে কবি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। আর্থিক অপ্রতুলতা সত্বেও এই পাঠাগারের কর্মীরা যেভাবে এই প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা প্রশংসার যোগ্য। সভায় ৩য় বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ হয়।

প্রাচ্যবাণী, কলিকাতা-৯

গত ২৮শে এপ্রিল বিকালে মহাজাতি-সদনে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে 'প্রাচ্যবাণী'র সপ্তবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। সভান্তে ডঃ রমা চৌধুরী বিরচিত সংস্কৃত নাটক "পল্লী-কমলম্" ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

বাগবাজার রিডিং রুম ও লাইব্রেরী, কলিকাতা-৯

এই লাইব্রেরীর ৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৬শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যগণ :—

সর্বশ্রী বিশ্বনাথ বসু (সভাপতি) শ্যামসুন্দর বন্দ্যোঃ, অমিয়কুমার গুহ, রবীন্দ্রনাথ রায়, ধীরেন্দ্র কুমার বসু (সহঃ সভাপতি) নারায়ণ বসু (সম্পাঃ) সমীর কুমার চট্টোঃ (সহঃ সম্পাঃ) সনৎকুমার গঙ্গোঃ (গ্রন্থাগারিক) বাদলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাইচরণ সরকার (সহঃ গ্রন্থাঃ) মণীন্দ্রনাথ দাস (কোষাধ্যক্ষ) রামেন্দু মুখোপাধ্যায় (হিসাব রক্ষক)।

শান্তি ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা-১২

১৪ই বৈশাখ ইনষ্টিটিউটের ৫৩তম শুভ প্রতিষ্ঠা দিবসে পতাকা উত্তোলন করেন শিক্ষাবিদ্ শ্রীনকুল রায়। এই উপলক্ষে ৩রা মে শশিভূষণ দে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীমুরারীমোহন দত্ত এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ডঃ রমা চৌধুরী।

চব্বিশ পরগণা

সাধুজন পাঠাগার, বনগ্রাম, ২৪ পরগণা

সাধু পাঠ মন্দিরের বিরামকুঞ্জে এই পাঠাগারের ১০৯তম রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান ২৫শে ও ২৬শে বৈশাখ অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে বৈশাখ কবিগুরুর আবাহনে অনুষ্ঠান সুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস। অপরাহ্নে রবীন্দ্রজয়ন্তী সভায় সভাপতিত্ব করেন কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ২৬শে বৈশাখ প্রাতে রবীন্দ্ররচনা পাঠ করেন কবি শ্রীসোমেন পাল। ১১শ বার্ষিক মহকুমা কবি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু এবং স্বাগত জানান কবি শ্রীশংখদাস ভারতী, কবিতা মেলার ষষ্ঠ বার্ষিক 'বনমর্মর' গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

নদীয়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার, কাঁদোয়া, নদীয়া

৯ই ও ১০ই ফাল্গুন '৭৬ পাঠাগারের পরিচালনায় বিংশ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন নাকাশীপাড়া ব্লকের বি. ডি. ও., শ্রী ডি. আর. সেন এবং প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন জয়েন্ট বি. ডি. ও., সেখ ইদ্রিস। পুরস্কার বিতরণ করেন সুখসাগর সমাজসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী জ্ঞানানন্দ।

৯ই বৈশাখ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া পাঠাগারের নূতন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হন, অনিলকুমার সাহা (সভাপতি), নিতাইচন্দ্র মণ্ডল (সহঃ সভাপতি), ধর্মদাস বিশ্বাস (সম্পাক), গোপালচন্দ্র বিশ্বাস (সহ-সম্পাদক), বিশ্বচরণ বিশ্বাস (গ্রন্থাগারিক), ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, সদানন্দ সরকার, শম্ভুনাথ বিশ্বাস, স্মরজিৎ বিশ্বাস, সমাজশিক্ষা সংগঠক, নাকাশীপাড়া (সভ্য)।

বর্ধমান

নজরুল একাডেমী, চুরুলিয়া, বর্ধমান

গত ১১ই ও ১২ই জ্যেষ্ঠ '৭৭ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মভিটা (চুরুলিয়া)-য় স্থাপিত নজরুল একাডেমীর উদ্যোগে কবির ৭১তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বর্ধমান জেলা তথা সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ ও নজরুল অনুরাগী শিল্পীবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উভয়দিনে নাটক ও গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্ধমান

গত ১লা বৈশাখ '৭৭ মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীতে নববর্ষ উৎসব পালিত হয়। নববর্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে পাঠ করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ক্রীড়া ও শক্তিসংঘের এই লাইব্রেরীর সভ্যগণ বিভিন্ন ব্যায়াম ও ক্রীড়া অনুশীলন করেন।

২৬শে বৈশাখ এই লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবৈদ্যনাথ গোস্বামী। রবীন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅলোকনাথ ঘোষ বলেন, এই উৎসবের মূল লক্ষ্য দেশব্যাপি ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও শিল্পকলার সমৃদ্ধি প্রভৃতি।

বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার, বর্ধমান

২৫শে বৈশাখ পাঠাগার ভবনে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ডঃ দেবরঞ্জন মুখার্জী।

শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি, শ্রীখণ্ড বর্ধমান

গত ৭ই মে হইতে ১০ই মে সমিতির রজতজয়ন্তী ও বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। সমিতির নিজস্ব গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা সম্প্রতি রূপায়ণের চেষ্টা চলছে।

শ্রীরামপুর তরুণ সংঘ সাধারণ গ্রন্থাগার, বর্ধমান

গত ৯।৫।৭০ তাং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস এবং গ্রন্থাগারের ১৫শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকানাইলাল সামন্ত। সভায় আলোচনা করেন শ্রীমদনমোহন ঘোষ, শ্রীকিরণশঙ্কর ঘোষ, শ্রীকান্ত ঘোষ এবং মহাদেব ঘোষ।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল, বীরভূম

২৫শে বৈশাখ সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্র পাঠাগার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে রামরঞ্জন পৌরভবনে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের অধ্যাপক ডঃ প্রবোধরাম চক্রবর্তী। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল সেন।

১৯শে এপ্রিল এই গ্রন্থাগারে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর প্রতিকৃতি স্থাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

মুর্শিদাবাদ

জলঙ্গী কিশোর সংঘ পাঠাগার, জলঙ্গী

গত ১৩ই মে জলঙ্গী কিশোর সংঘ পাঠাগার কর্তৃক কবিগুরুর একশত নবমতম জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন সাদিখাঁন দেয়ার বিদ্যানিকেতনের সহকারী প্রধান শিক্ষক রাধাচরণ চৌধুরী মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগের ১ম, ২য়, ৩য় স্থানাধিকারীকে "ব্রজেন্দ্র স্মৃতি" পুরস্কার দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীসুনীলকুমার ধাড়া ও শ্রীঋষিপদ মিস্ত্রী মহাশয়। শেষে পাঠাগারের সম্পাদক (বিভাগীয়) শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ দিয়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫শে, সোমবার জলঙ্গী কিশোর সংঘ পাঠাগার কর্তৃক বিপ্লবী মহান নেতা রাসবিহারী মহাশয়ের ৮৫তম জন্মতিথি উদযাপন করা হয়। উক্ত দিনেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭১তম জন্মতিথি উপলক্ষে গান ও আবৃত্তির মধ্য দিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন স্থানীয় ডাঃ বীরেন্দ্রকুমার মুখার্জি।

মেদিনীপুর

জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

২৫শে বৈশাখ ১৩৭৭ তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে ১০৯তম রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন ও রবীন্দ্র রচনাবলী পাঠ যজ্ঞের বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সারা বছরে প্রতি দিনই রবীন্দ্র রচনাবলীর অংশবিশেষ পাঠ, আবৃত্তি ও সঙ্গীতানুষ্ঠান বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। বৎসরব্যাপী এই রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চার পরিচালনা করেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন

ভট্টাচার্য। এই পাঠযজ্ঞে পৌরহিত্য করেন স্বনামখ্যাত রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা মুখার্জী। তিনি তাঁর ভাষণে তমলুক জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃক সারা বৎসরব্যাপী এই পাঠযজ্ঞের প্রশংসা করেন এবং বলেন তমলুকবাসী এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

সন্ধ্যায় একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সভায় পৌরহিত্য করেন শ্রীসত্যগোপাল চক্রবর্তী ও প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন স্বনামধ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঋষি দাস।

* * * *

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে গত ২৫শে মে, ১৯৭০ সোমবার সন্ধ্যায় বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী একটি সুচিনিষ্ঠ ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যপক শ্রীসত্যগোপাল চক্রবর্তী। গান, আবৃত্তি ও কবির জীবন দর্শন সভায় আলোচিত হয়। জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্যের সময়োচিত আলোচনাও হৃদয়গ্রাহী হয়।

ঐদিন সকালে জেলা গ্রন্থাগার রাসবিহারী জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্র পাঠাগার, মহিষাদল, মেদিনীপুর

প্রতি বছরের মত এবছরেও পাঠাগারে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, প্রবন্ধ ও রবীন্দ্র প্রতিকৃতি অঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের নানা অপ্রকাশিত ঘটনার কথা বলেন। শিক্ষা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ দত্ত রবীন্দ্রনাথের "বিজ্ঞানী মেজাজ" সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার চক্রবর্তীও ভাষণ দেন। সভান্তে সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র মণ্ডল সমবেত সুধীজনকে ধন্যবাদ জানান।

চন্দনপুর অগ্রণী পাঠাগার (গ্রামীণ) মেদিনীপুর

চন্দনপুর অগ্রণী পাঠাগার (গ্রামীণ) পরিচালিত গত ১লা চৈত্র '৭৬ হইতে ৫ই চৈত্র পর্যন্ত রামনগর ১নং উন্নয়ণ সংস্থার কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, স্বল্প সঞ্চয়, পশুপালন, সমবায় প্রভৃতির বিরাট প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

কোন্নগর সাধারণ পাঠাগার, শিশুবিভাগ

কোন্নগর সাধারণ পাঠাগারের শিশুবিভাগ আয়োজিত গল্পবলা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২৬ এপ্রিল পাঠাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিশুসাহিত্যিক শ্রীমতী নলিনী দাশ ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শিশুসাহিত্যিক শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর।

সঙ্কলনে : মিনতি চক্রবর্তী

News from the Libraries

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২০, সংখ্যা ৩ } { ১৩৭৭, আষাঢ়

সম্পাদকীয়

সাময়িকী 'মিনি'

বাঙলা সাহিত্যে সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়; কিন্তু এর সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিকটি হল—এইসব পত্রিকার অকালমৃত্যু। আজ পর্যন্ত যতগুলি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে সমীক্ষা করলে দেখা যায় তার মাত্র এক তৃতীয়াংশ টিঁকে রয়েছে, অনেকগুলির অবস্থা আবার মুমূর্ষু। অনেক সময়েই দেখা যায় পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের অবর্তমানে পত্রিকাটিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এ ছাড়াও রয়েছে নানা কারণ যাতে নিশ্চিতভাবে কোন পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হবে কি না তার কোন গ্যারান্টি কেউই দিতে পারেন না। হঠাৎ উৎসাহের ঝলকানিতে একদা প্রকাশিত পত্রিকা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ব্যাঙের ছাতার মতই নিঃশেষিত হয়। এর পরিণাম সম্পর্কে যে ধারণাই থাকুক না কেন এই অকালমৃত্যুর ঘটনা সাহিত্য তথা সৃজনী শক্তির এক বেদনাদায়ক চিত্র!

নতুন পত্রিকা প্রকাশের উৎসাহের আগুনে কিছুদিনে ধরে জোর বাতাস লেগেছে। পশ্চিম দেশের অনুকরণে শুরু হয়েছে 'মিনি'র প্রচলন। অবশ্যই সাহিত্যে তথা পুস্তক ও পত্রিকাতে। প্রগতিশীল চিন্তা ধারায় নতুন সৃজনী প্রতিভাকে কেউ অস্বীকার করবে না ঠিকই, কিন্তু ভয় হয় প্রাথমিক উৎসাহের আগুনে শেষ পর্যন্ত সমিধ যোগান হবে তো? বিশ্বের প্রথম মিনি পত্রিকা হিসাবে দাবী করা হয়েছে 'পত্রানু'কে; আর এই হিসাবে বেরিয়েছে 'মিনি বুক'। এইসব পত্রিকার কেবলমাত্র আকারই ক্ষুদ্র নয়, প্রকাশিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদির আকারও 'মিনি'। সবদিক থেকে 'মিনি' পত্রিকা বোধহয় বর্তমানে 'খেয়া', জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক দাবী করেছেন মাত্র 'তিন মিনিটের পরিকল্পনায় আড়াই ঘণ্টায় ছাপা' হয়েছে। বর্তমান গতির যুগে এই ক্ষুদ্রতম সাহিত্য প্রচেষ্টা নতুন 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরই' নামান্তর। আজকের যেসব লেখকেরা গতানুগতিক লেখার ধারাকে বদলে দিতে চান, তাঁদের এই একটা সুযোগ ছিল, কাউকে তোয়াক্কা না করে

নিজের লেখা ও চিন্তাধারা সরাসরি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। গণ সাহিত্য করার যাঁরা পক্ষপাতী তাঁরাও পারতেন তাঁদের চিন্তানুযায়ী আদর্শ গণ সাহিত্য সৃষ্টি করে ব্যাপক ভাবে প্রচার করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় কিছুই হয়নি। সেই নির্বাচিত নামী লেখকদের লেখায় পরিপুষ্ট কতকগুলি অপরিকল্পিত তথাকথিত-সাময়িক পত্রের এ এক বিকারগ্রস্ত আত্মপ্রকাশ।

এই অণু সাহিত্যের কিছু সংখ্যক প্রকৃতিতে সাহিত্য মর্যাদারও অযোগ্য। এমন কিছু লেখা তাতে রয়েছে যা ঘটনার সঙ্গে কাহিনীর বক্তব্য সম্পৃক্ত হয়নি এবং সর্বশেষে বক্তব্যও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাই কবিতার বদলে হয়েছে 'লিমেরিক' আর গল্পের বদলে 'গল্প-সংকেত' এবং সবচেয়ে যে ভয় হয়েছিল তাই ঘটছে। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রকাশিত মিনি পত্রিকার খুব সামান্য অংশই আছে যা আজও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এক সময় 'দৈনিক কবিতার' হুজুগ এসেছিল আজ তা গল্পকথায় এসে দাঁড়িয়েছে। মাঝখানে কিছুদিন দেওয়ালে দেওয়ালে 'পোষ্টার কবিতা'ও প্রকাশিত হতে শুরু করল, কিন্তু তার পরিণামও কারো অজানা নয়। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে এক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে কোন কিছু সৃষ্টি করা সব সময়েই আদরণীয় কিন্তু তার এই বেদনাদায়ক পরিণাম কেউই কামনা করেন না। তাই আজকের মিনি পত্রিকার পথিকৃৎদের অনুরোধ করব, যে কোন পত্রিকাই প্রকাশিত হোক না কেন তার সাহিত্যিক মূল্য যেমন থাকা প্রয়োজন তেমনি তার স্থায়িত্ব সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন। সাহিত্য সাহিত্যই, তার এক চিরন্তন মূল্য থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র আকার প্রকারের চাকচিক্য দেখিয়ে সাহিত্যের নামে বস্তাপচা রাবিশ মাল চালান করার কোন মানে হয় না। বরং সম্পূর্ণ অব্যবসায়িক উদ্যোগে এই সমস্ত পত্রিকা যখন জনপ্রিয় হচ্ছিল, তখন একে অবলম্বন করে সত্যিকারের নতুন সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে এক পারস্পরিক প্রতিযোগিতাই শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিতে এইসব মিনি পত্রিকার উদ্যোক্তারা এক অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। এমনকি 'ত্রিভুবনে প্রথম' মিনি বইয়েরও প্রকাশ ঘটেছে। আর তাতে সম্পাদকের উক্তি, "মিনি মহোদয়গণ, বেশী বিশ্ব দেখাবেন না। বিশ্ব দেখালেন বলে আমিও ত্রিভুবন দেখালাম।" জানিনা এর পরিণতি কোথায়! 'মিনি'র এই মিনি যুদ্ধের পরিবর্তে সত্যিকারের সাহিত্যের প্রসারই সুধীজনের কাম্য।

Mini Magazine : Editorial

গ্রন্থাগার ও সাময়িক পত্রিকা

যোগেশচন্দ্র বাগল

কয়েক বৎসর হইল গ্রন্থাগার আন্দোলন ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে বৎসরের ভিতরে সভা-সমিতি-সম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকগণ বিদেশে গমনান্তর তথাকার গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং গ্রন্থাগারের সাধারণ প্রয়োজনীয়তাও স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। সরকারের সামাজিক শিক্ষা বিভাগ সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের একটি প্রকৃষ্ট উপায় রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এই গ্রন্থাগারকে। প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন জেলায়—সহরে ও পল্লীতে যে সকল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাদের অর্থ সাহায্যও করিয়া আসিতেছেন। আজিকার দিনে জনশিক্ষাকল্পে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে।

জনশিক্ষা ও সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ব্যপদেশে গ্রন্থাগার যেমন প্রয়োজন, তেমনি আর একটি ব্যাপারেও ইহার আবশ্যকতা অত্যধিক। বিভিন্ন দেশের জ্ঞানভাণ্ডার যে সব গ্রন্থে বিধৃত তৎসমুদয়ের সমাবেশ হয় এখানে। জ্ঞান ত্রিবিধ—কালজ্ঞান, দেশজ্ঞান ও লোকজ্ঞান। এই ত্রিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার এই গ্রন্থাগার। আবার এই ত্রিবিধ জ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্রও হইল এই স্থল। কাজেই শিক্ষার্থী ও গবেষক উভয়েরই তীর্থস্থান স্বরূপ গ্রন্থাগার বিরাজ করিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে ইহা কতখানি উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। গবেষণা ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা কত তাহারই কিঞ্চিৎ অভাস এখানে দিতে প্রয়াস পাইব।

বাংলাদেশে কতগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে তাহরে মধ্যে ন্যাশনাল লাইব্রেরী বাদে অতি অল্পই শতবর্ষের পুরাতন। এই সকল গ্রন্থাগারের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ের মধ্যে কতগুলি পারিবারিক গ্রন্থাগারও গড়িয়া উঠে। পারিবারিক গ্রন্থাগারের পক্ষে উত্থান ও বিলয় যত দ্রুত ও স্বাভাবিক, সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে তেমনটি সচরাচর ঘটে না। এইজন্য পারিবারিক গ্রন্থাগারের মূল্যবান গ্রন্থাদি যত তাড়াতাড়ি সাধারণ গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হয়, ততই মঙ্গল। আবার যে সকল পুরাতন গ্রন্থাগার আছে তাহারও পরিমার্জন ও সংগঠন এবং সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। নহিলে এতদিন যে রকম হইয়াছে, সেইরূপই বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথিপত্র বিনষ্ট হইবে। বাংলার এবং বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ লইয়া গবেষণা ও অনুসন্ধানের একটি প্রকৃষ্ট উপায় আমাদের হাতছাড়া হইয়া যাইবে। এরূপ আশঙ্কার কারণগুলি আগে নিবেদন করি।

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-সস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহকরূপে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রসিদ্ধি। তিনি ঐ সময়ে বহু প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের পুরোভাগে ছিলেন। প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী বলিয়া পরবর্তীকালে তাহার ভাগ্যে নিন্দা প্রশংসা দুই-ই

জুটিয়াছে তিনি যদি আর কিছু নাও করিতেন। একমাত্র শব্দকল্পদ্রুমের সংকলয়িতারূপেই তিনি অমর হইয়া রহিতেন। রাজা রাধাকান্ত স্বকীয় গ্রন্থাগারে সে যুগের ইংরাজী-বাংলা সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, সমসাময়িক ইংরাজী বাংলা, সংস্কৃত পুস্তক এবং বহু অমুদ্রিত পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজে যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাহার মুদ্রিত বিবরণ তো রাখিতেনই, উপরন্তু ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সভায় কার্যবিবরণের নকল দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ ব্যক্তিগণকে তিনি যে সকল পত্র লিখিতেন তাহার প্রতিলিপি প্রভৃতিও নিজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে—কলিকাতায় দেড়শত, সওয়া শত বৎসরের পুরোণো বহু প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু এই দু তিনটি বাদে তাহাদের কার্যবিবরণী মুদ্রিত বা অমুদ্রিত অবস্থায় কোথাও আছে বলিয়া জানি না। কাজেই নানা কারণে গ্রন্থাগারটি অষ্টাদশ ও উনবিংশ বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহাসিক উপকরণের খনিবিশেষ। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এখান হইতে এ বিষয়ে আশাতীত উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থাগারটি বাঙালী জাতির একটি বিশেষ সম্পদ। •

কিন্তু পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে আমরা প্রথম যখন এখানে যাতায়াত আরম্ভ করি তখনই ইহার ভগ্ন দশা। ইহার পূর্বে কোন কোন সুধী ব্যক্তি এখানে যাতায়াত করিতেন কিন্তু তাঁহারা এখানকার এতাদৃশ উপকরণ প্রাচুর্য সম্বন্ধে হয়ত ততটা অবহিত ছিলেন না। গ্রন্থাগারটি প্রধানতঃ এক বেয়ারার তত্ত্বাবধানে থাকিত। সপ্তাহান্তে দ্বার খুলিয়া সে ঝাড়পোঁছ করিত। গ্রন্থাগারিকও একজন ছিলেন। প্রতি রবিবার তিনিও হাজিরা দিতেন। কিন্তু হাজিরা পর্যন্ত। তিনি একবার দেখা দিয়াই বড়শীর ছিপ হস্তে প্রাঙ্গনের পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে চলিয়া যাইতেন। গ্রন্থাগারটির পশ্চিম দিকে পুষ্করিণী, তাহার পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। গ্রন্থাগারের বরান্দা হইতে একনাগাড়ে অনেকদূর দৃষ্টি যাইত। আমরা পুরাতন বই পত্রাদি ঘাঁটিয়া দ্বিপ্রহরে চলিয়া আসিতাম। গ্রন্থাগারিকের বড়শির ছিপ কিন্তু অবিরাম মৎস্যকুলকে আকর্ষণ করিয়াই চলিত। আমাদের চোখের সামনেই খেলার মাঠ তুলিয়া দেওয়া হইল, পুষ্করিণী বুঁজিয়া গেল। * * পঁচিশ বৎসর পূর্বে আর পরে এ স্থানের কি অদ্ভুত পরিবর্তন তবে গ্রন্থাগারটির অবশেষ এখনও সেখানে আছে। কত বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু গ্রন্থাগারিকের একবার দর্শন দিয়াই মাছ ধরিতে বসিবার দৃশ্য এখনও চোখের সামনে যেন ভাসিতেছে।

দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রিকাদির খোঁজে একবার কাশিমবাজারে যাই। মহারাণী স্বর্ণময়ী একটি সুন্দর গ্রন্থাগার নিজ প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে যুগের বহু সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা এবং পুস্তক—বাংলা দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় আজ যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এখানে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত ছিল। ভক্তিভাজন স্বর্গত মৃণালকান্তি ঘোষের মুখে শুনিয়াছি যে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম দিককার ফাইল নষ্ট

হইলে মহারাণী স্বর্ণময়ী নিজস্ব গ্রন্থাগার হইতে ইহার এক একটি দান করিয়াছিলেন। বহু আশা করিয়া কাশিমবাজারে গিয়াছিলাম। কিন্তু গিয়া কি শুনিলাম! গ্রন্থাগারটির মূল্যবান পুঁথিপত্র আর পাইবার উপায় নাই, প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। * *

ইহার কিছুকাল পূর্বে স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহরমপুরের রামদাস সেনের লাইব্রেরীতে পুস্তকাদির খোঁজে যাই। সে লাইব্রেরীটি ও বেশ সমৃদ্ধ। একটি প্রকোষ্ঠের আলমারী খুলিয়া দেখা গেল, উই আর ইদুর পাল্লা দিয়া বই পত্র নষ্ট করিতে লাগিয়া গিয়াছে। একখানির পাতা খুলিয়া দেখিলাম মুখার্জিস ম্যাগাজিন। সে যুগের বিদ্বান মনীষী ও সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই সাময়িক পত্রখানি বাঙালীর সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ থাকিত। ঐ সময়কার সামাজিক ইতিহাস রচনায় এখানির আবশ্যকতা কে অস্বীকার করিতে পারে? রামদাস সেনের এই গ্রন্থাগারটি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দান করা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।

কলিকাতা হইতে তের মাইল দক্ষিণে চাংড়ীপোতার বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীতে বহুবার যাইতে হইয়াছে। গ্রন্থাগারটি ছোট। কিন্তু একটি বিষয়ে এর প্রয়োজনীয়তা ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ চাংড়ীপোতার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, 'সোমপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। সে সময়ের প্রচলিত সংবাদপত্র হইতে এখানির নতুন সুর, নতুন আদর্শ, ভাষার পরিপাট্য ততোধিক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশেই নাকি তিনি এখানি প্রকাশ করেন। সাপ্তাহিকখানি দীর্ঘকাল নানাভাবে স্বদেশের সেবায় নিরত ছিল অন্যান্য পত্রিকার মতন এখানির ফাইলও দুষ্প্রাপ্য মাত্র চাংড়ীপোতার বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীতেই সোমপ্রকাশের বহু বৎসরের ফাইল রক্ষিত আছে। তবে প্রথম কয়েক বৎসরের ফাইল এখানেও পাওয়া যাইবে না। সোমপ্রকাশের অমূল্য ও দুর্লভ ফাইলগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হইলে, এগুলিও বেশীদিন হয়ত থাকিবে না।

চুঁচুড়ার ভূদেব লাইব্রেরীর কথাও এই প্রসঙ্গে একটু বলি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় শুধু উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং শিক্ষাবিদই ছিলেন ছিলেন না, তিনি ছিলেন চৌখোস সাংবাদিক। তৎ সম্পাদিত শিক্ষা দর্পণও একখানি অভিনব ধরণের সাপ্তাহিক ছিল। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, সাহিত্য নানা বিষয়ে তাহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ নিবন্ধ ইহাতে স্থান পাইত। * * সমালোচনা ব্যপদেশে সংবাদপত্র, সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তাহাকে অবশ্যই পাঠ করিতে হইত। এইরূপ কতকগুলি পত্র পত্রিকার ফাইল ভূদেব লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল। এ ছাড়া ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস, সংস্কৃতিমূলক বিস্তর পুস্তকও এখানে রহিয়াছে। এ লাইব্রেরীর পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা হইতে বহু নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, বহু অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত বিষয়ের উপরে আলোকপাত করা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে এই অত্যাবশ্যক অমূল্য গ্রন্থাগারটি তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে। চুঁচুড়া

হইতে বঙ্কিম পর্বদ ও শিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধারণী' সম্পাদনা করিতেন। এই পত্রিকাখানির সম্পূর্ণ ফাইল চুঁচুড়াতেই তাঁহার পুত্রের আনুকুল্যে ব্যবহার করিতে পাইয়াছি। শ্রীরামপুর কলেজ গ্রন্থাগারেও এখনও পর্য্যন্ত এমন সব অমূল্য আকর-গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা রহিয়াছে যাহা সে যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির গবেষকদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

সংবাদপত্র প্রসঙ্গে আরও দুই-একটি কথা বলিয়া রাখি। কেননা বহুস্থানে যে সব পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল্ দেখিয়াছি যে-কোন গ্রন্থাগারের পক্ষে অমূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সে যুগের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা কৃষ্ণদাস পালের কলিকাতাস্থ বাসভবনে তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হিন্দু পেট্রীয়টের বহু বৎসরের ফাইল বিশেষ অনাদৃত অবস্থায় দেখিয়াছি। কৃষ্ণকুমার মিশ্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী'র প্রায় সম্পূর্ণ ফাইল তাহার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পুত্রের তত্ত্বাবধান আছে। কিন্তু এমনি আর কতদিন জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। বিখ্যাত সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌত্রের হেপাজতে তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গলী' হিন্দু পেট্রীয়ট, এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'এর ফাইল রহিয়াছে। এগুলি দেখিবার সুযোগ বড় একটা ঘটে না। শুনিয়াছি মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের পারিবারিক গ্রন্থাগার দুর্লভ পুস্তক সমৃদ্ধ। কিন্তু ব্যবহারের সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিতেছে। কোন কোন উৎসাহী গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পূর্বোক্ত সংবাদপত্রের ফাইলগুলি উদ্ধারে সচেষ্ট হইতে পারেন। অনেককাল পূর্ব পর্যন্ত পত্র-পত্রিকার ফাইলও এখন পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে।

পাঠক-পাঠিকা হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন একটি বিষয়ের উপর আমি জোর দিতেছি এবং গুরুত্ব প্রদান করিতেছি। কোন যুগের ইতিহাস রচনা করিতে গেলে সমসাময়িক পুস্তক-পুস্তিকা আবশ্যক। কিন্তু সে সময়কার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলি হইতে সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে তথ্য সম্ভার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় পাই এমনটি আর কিছু হইতে পাওয়া সম্ভব নয়। একজন মনিষী বলিয়াছেন, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস লিখিতে হইলে লণ্ডনের "টাইমস্" পত্রিকার ফাইল না ঘাঁটিয়া উপায় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দী যেমন বিশ্বের পক্ষে, তেমনি ভারতের পক্ষেও একটি গৌরবময় যুগ। পরাধীন অবস্থায়ও যুগ প্রবর্তক রামমোহন হইতে কত প্রতিভাবান শক্তিশালী সমাজ-সংস্কারক সাহিত্য বিজ্ঞান সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক এবং রাজনৈতিক কর্মীর যে উদ্ভব হইয়াছিল আগেকার দিনে, এই স্বাধীন পরিবেশের ভিতরেও ভাবিতে বিস্ময় লাগে। এই সকল নেতার উৎসাহে উদ্যোগে বহু শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, এবং সর্বশেষে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ জাতির রেনেসাঁ বা পুনরুজ্জীবনের যুগ। পরবর্তী প্রচেষ্টাসমূহ জাতিকে অধিকতর সঞ্জীবিত এবং সর্বপ্রকারে শক্তিশালী করিয়া তোলে। এই সকল আয়োজন-উদ্যোগের তথ্যপূর্ণ কাহিনীর পরিচয়

মিলে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায়। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় তথা ভারতীয় সমাজ-জীবনের ধারাবাহিক যথাযথ ইতিহাস রচনায় সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা একেবারে অপরিহার্য।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী এইদিক হইতে আমাদের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক ও বিশেষ মূল্যবান প্রতিষ্ঠান। গত শতাব্দীর সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র—বিশেষতঃ ইংরেজী পত্র-পত্রিকাগুলি এখানে সংগৃহীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। তবে এ বিষয়েও যে সময়ে সময়ে কতকটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষার পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুব্যবস্থা এখানে ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় লাইব্রেরী সমৃদ্ধ হইলেও কোন কোন পত্রিকার ফাইল ধারাক্রমে কচিৎ পাওয়া যাইবে তথাপি একটি বিষয়ে সুবিধা আছে। ১৮৫০-৬০ সনের মধ্যেকার পত্র-পত্রিকায় বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করা এক সময়ে বর্তমান লেখকের প্রয়োজন হইয়াছিল। ঐ সময়কার প্রয়োজনীয় ইংরেজী সংবাদপত্র কোন একখানি ধারাবাহিকভাবে পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন পত্রিকার সাহায্যে উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ সম্ভবপর হইয়াছিল। আপনি 'বেঙ্গল হরকরা' বা 'ইংলিশম্যানের' সব ফাইল পাইবেন না, তবে ঐ সময়কার 'মর্নিং ক্রনিকল', 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', 'হিন্দু পেট্রিয়ট' 'সিটিজেন' প্রভৃতি এবং বাংলা কোন কোন পত্রিকার দ্বারা ফাঁক পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন।

সময়ে সময়ে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থাগার ভারাক্রান্ত হয়। তখন স্থান সংকুলানে বা যত্নপূর্বক সংরক্ষণে ব্যাঘাত ঘটে। তখন কর্তৃপক্ষ কাজেই কিছু বই বাদ দিতে বা ছাড়কাট করিতে বাধ্য হন। ইংরেজী ভাষায় ইহাকে 'Weed out' বলে। কি কি বই বাদ দিতে হইবে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত কর্মীর মর্জির উপর ইহা কমবেশী নির্ভর করে। হয়ত একসময়ে যাহা অপ্রয়োজনীয় মনে হইয়াছে, পরে অনেকে তাহা অতি প্রয়োজনীয় বোধ করিতে পারেন। এইরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া যাহা একদা বিবেচিত হইয়াছিল কালে আবার তাহা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বোধ হওয়া বিচিত্র নয়। এইজন্য কোন একটি সাধারণ নীতি বা মান সম্মুখে রাখিয়া ঝাড়াই বাছাই করিলে অতটা বিপদে পড়িতে হয় না। কর্তৃপক্ষের বিচার-বিবেচনার কিরূপ ভ্রান্তি ঘটিতে পারে কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা এখানে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কয়েকটি ইংরেজী পত্র-পত্রিকার (যেমন, সাপ্তাহিক 'এন্‌কোয়ারার', মাসিক 'ইণ্ডিয়া রিভিয়ু') উল্লেখ ১৯০৪ সনের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ক্যাটালগে আছে। ঐ সময়কার সমাজ-জীবনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এগুলি দেখার বিশেষ প্রয়োজন হয়। কিন্তু খোঁজ করিয়া জানিলাম—এগুলি এখন আর পাওয়া যাইবে না, কারণ 'weed out' করা হইয়াছে। সে যুগের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিবরণ এবং সভ্যগণ কর্তৃক পঠিত বা কথিত থাকিত। সদস্যগণের তালিকা ও কোন কোনটিতে নাম-ঠিকানা-পেশা সমেত রিপোর্ট বা প্রবন্ধ পুস্তকের শেষে দেওয়া হইত। সে

যুগের একটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের একত্রে বাধানো তিন বৎসরের রিপোর্ট ও প্রবন্ধ-পুস্তক এসিয়াটিক সোসাইটিতে ছিল এবং তাহা হইতে প্রচুর 'নোটস্' লিখিয়া লইয়া পুস্তকে ও প্রবন্ধে ব্যবহারও করিয়াছি। কিন্তু এখন আর এ অমূল্য বস্তুটির খোঁজ মিলিতেছে না। বাঙালীর জাতীয় সম্পদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কথাও এই প্রসঙ্গে একটু বলি। বাংলার উচ্চ শিক্ষার ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া বুঝিয়াছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিক্‌কার মিনিটস্ ও ক্যালেণ্ডারগুলির প্রয়োজনীয়তা কত অধিক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত ঐ সকল মিনিটস্ ও ক্যালেণ্ডার সাহিত্য-পরিষদে ছিল; কিন্তু এক সময়ে কর্তৃপক্ষ উহা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া 'weed out' করিয়াছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসর হইতেই এগুলি সেখানে ছিল। বিভিন্ন ব্যাপারে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে এবং পরিষদের কোন কোন কর্তৃপক্ষকে নানাস্থানে ইহার জন্য অনুসন্ধানও করিতে হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরী ব্যতীত অন্য কোন স্থানে প্রথমাবধি ঐগুলি পাইবার উপায় নাই। সরকারী ভূতত্ত্ববিভাগের পক্ষ হইতে শতাব্দী যাবৎ ভারতের খনিজ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-অনুসন্ধান চলিয়াছে। এই সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুসন্ধানের কথা বিভিন্ন প্রবন্ধাকারে বিভাগীয় Records বা পুস্তকে বিধৃত। সাহিত্য-পরিষদে ইহার এক সেট এক সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু স্থানাভাবের ওজুহাতে কর্তৃপক্ষ 'weed out' করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অথচ কিছুদিন পূর্বে এ বিষয়ে খোঁজ করিতে গিয়া ঐ কথাই শুনিতে পাই। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না।

বাংলাদেশে জাতীয়-শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির লিখিত উপকরণ বিশেষভাবে সংগৃহীত রহিয়াছে কলিকাতার চারিটি প্রতিষ্ঠানে—এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এবং সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদে। ন্যাশনাল লাইব্রেরী বাদে অন্য তিনটির কোনটিই শুধুমাত্র নিছক গ্রন্থাগার নহে। আমরা এখানে শুধু গ্রন্থাগার অংশের কথাই বলিতেছি। এই চারিটি প্রতিষ্ঠানই ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের সমাজ-জীবন আলোচনা-গবেষণার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পল্লী গ্রন্থাগারগুলির (কলিকাতা ও মফস্বলের) কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি না। এসব স্থলেই আলোচনা-গবেষণার বহু তথ্য বা উপকরণ হয়ত মিলিবে। কিন্তু এমন কতকগুলি সর্বজনগম্য কেন্দ্র আবশ্যক, যেখানে স্নাতক পরবর্তীকালে যুবকগণ ঐ সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে রত থাকিতে পারেন। বিভিন্ন দিক হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠান চতুষ্টয়কে শক্তিমান ও সক্রিয় করিয়া তোলা জাতির এবং রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর 'ন্যাশনাল' কথাটি নানা কারণেই সার্থক হইয়াছে। কিন্তু জাতির দিক হইতে এই সার্থক প্রতিষ্ঠানটির কার্য আরও ব্যাপকতর ও গভীরতর করা একান্ত প্রয়োজন। ন্যাশনাল লাইব্রেরী ব্রিটিশ মিউজিয়ামের আদর্শে পুনর্গঠিত হওয়া উচিৎ। বহু শতাব্দী ধরিয়া জগতের বিভিন্ন অংশ হইতে পুঁথিপুস্তক এবং শিল্প-দর্শনাদি সংগ্রহ পূর্বক ইংরেজ জাতি ইহাকে বিশ্ব-জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছে। অনেকে হয়ত জানেন না, কার্ল মার্কস এই

বৃটিশ মিউজিয়ামে নিয়মিত অধ্যয়ন দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে আমরা মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুস্তকে সম্পূর্ণ দেখিতে চাই। রিপোর্ট পুস্তিকা বা পত্রিকা তাহা যত ক্ষুদ্র বা অকিঞ্চিৎকরই হউক, সবই এখানে সংরক্ষিত থাকিবে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে 'weed out' এর কোন প্রশ্ন থাকিবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, কি সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের আদর্শ সম্যক অনুসৃত হইলে উভয়ই ক্ষুদ্রতর আকারে হইলেও আমাদের জাতীয় ভাষা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির একটী প্রকৃষ্ট পরিচয়-কেন্দ্ররূপে গণ্য হইতে পারে। অমুদ্রিত পুঁথির বিষয় এখানে অন্য কিছু বলিব না। ইহার গুরুত্বও যে কত তাহা বর্তমানে বিশেষ উপলব্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে পারিবারিক গ্রন্থাগারগুলিতে, বহুতর অপচয় সত্ত্বেও এখনও যে অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার অবশিষ্ট আছে তাহা গবেষকগণের সহজ লভ্য করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সরকার আইন বলে যেমন সুরা দ্রব্যাদি সংরক্ষণের ভার লইয়া থাকেন সেইরূপ আইন করিয়া দুর্লভ পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার আগার পারিবারিক গ্রন্থাগারগুলি সাধারণগম্য ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিতে পারে না ?

Library & Periodicals : Jogesh Chandra Bagal

গ্রন্থাগার ও গবেষণা নামে আশ্বিন ১৩৬২, মন্দিরায় প্রকাশিত, লেখকের অনুমতিক্রমে গ্রন্থাগার ও সাময়িক পত্রিকা নামে পুনর্মুদ্রিত।

পত্রিকা সমাচার : বাংলাদেশ

সারা ভারতে প্রকাশিত ১০,০১৯ পত্র-পত্রিকার মধ্যে ৬৪২টি পত্র-পত্রিকা বাংলায় প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে ৬০১টি পত্রিকা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয় আর অবশিষ্টাংশের মধ্যে আসাম থেকে ১৮টি, ত্রিপুরা থেকে ১০টি, বিহার থেকে ৪টি, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লী থেকে ৩টি করে পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সারা ভারতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১৭টি ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ৬২৫টি তার মধ্যে ১৫৬টি সাপ্তাহিক।

বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১৯৬৮ সালে ১,১৩০টি, তার মধ্যে দৈনিক ৩৬টি, সাপ্তাহিক ২২০টি এবং অন্যান্য ৮৭৪টি। তার মধ্যে ৬০১টি প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায়, ইংরাজিতে ৩০৫টি এবং হিন্দীতে ৮৭টি।

প্রতি বছরই বাংলাদেশে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬৮ সালে ১২.৮৯ লক্ষ, তার মধ্যে দৈনিক পত্রিকা ৪.৮২ লক্ষ। সাপ্তাহিক 'দেশের' প্রচার সংখ্যা সর্বাধিক। বাংলাদেশে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন পত্রিকা হলো মুর্শিদাবাদ হিতৈষী ও চিনসুরীয়া বার্তাবহ (সাপ্তাহিক)। ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলা সংবাদপত্রের বেশীর ভাগই প্রকাশিত হয় কলিকাতা থেকে। ৫৭.৯% ভাগ।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সাময়িক পত্রের বিভাগ

প্রীতি মিত্র

আজকের দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতি যে ভাবে এগিয়ে চলছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলা সত্যই কষ্টকর। এই দ্রুত অগ্রগতির সংবাদ বৈজ্ঞানিক ও গবেষকদের জানতেই হয়। তা না হলে তাদের গবেষণা সফল হবে কি করে? একজনের পক্ষে কোন বিষয়েরই সব খবর রাখা সম্ভব নয়। কোন একটা বিষয়ে নতুন কোন মতবাদ বের হলে বা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হলে সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণাঙ্গ একটা বই প্রকাশিত হয় না- দেরী হয়। সবচেয়ে নতুন খবর জানার প্রধান উপায় হচ্ছে পত্রপত্রিকার। বর্তমান জগতে জ্ঞানের অগ্রগতি, বিশেষ করে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ব্যাপকতর সাক্ষী হল বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী। এই কারণে গ্রন্থাগারগুলিতে বিশেষ করে বিশেষ গ্রন্থাগারগুলিতে পত্রিকার প্রয়োজন বেড়েই চলছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি জাতির প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। সেইজন্য এখানে পত্রিকার চাহিদাও বেশী। কিন্তু পত্রিকার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদাও পূরণ করবার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থার দরকার কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই চাহিদার অনুমোদন সাপেক্ষে কিছু করণীয় আছে।

বাজেট—গ্রন্থাগার যে ধরণের সেই হিসাবে পত্রিকা কেনার বাজেট করতে হয়। নিয়মিত পত্রিকার দামের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও, তাদের জন্য নির্দিষ্ট টাকা বরাদ্দ রাখতে হয়। এই নির্দিষ্ট টাকা বাদ দিয়ে বাকী টাকায় গ্রন্থাগারের উপযুক্ত কতগুলো সাধারণ পত্রিকা বাছাই করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বিভাগীয় গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট টাকা বরাদ্দ থাকে। কোন একটী নতুন পত্রিকা গ্রহণ করতে হলে বিশেষতঃ কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে সর্বদাই টাকার পরিমাণের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে।

পত্রিকা নির্বাচন—বই নির্বাচনের নিয়মের মত পত্রিকাও সেই নিয়মে নির্বাচন করা হয়। গ্রন্থাগার কমিটী, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ও গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ মত পত্রিকা বাছাই করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পত্রিকা বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত বাছাই করা হয়।

Acquisition (সংগ্রহ)– পত্রিকা বাছাই এর পর, কি উপায়ে এটা সংগ্রহ করতে হবে তা দেখা যাক।

১) স্থানীয় বিক্রেতাদের নিকট হতে বা এজেন্টের মাধ্যমে।

২) সরাসরি প্রকাশকের কাছ থেকে নেওয়া।

৩) কোন সোসাইটীর সভ্য।

৪) প্রকাশকের কাছ হতে দান।

৫) এক গ্রন্থাগারের সহিত অন্য গ্রন্থাগারের পত্রিকা বিনিময়।

বইএর থেকে পত্রিকা সংগ্রহের ব্যবস্থা আরও কষ্টকর। আরও কষ্টকর কেননা পত্রিকা আকারে, আখ্যাতে বদলায় আবার কখনও কখনও তাদের সংখ্যার ভুল সংখ্যা হয়। আবার কখনও কখনও সংখ্যার মাঝখানে বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কবে কোন পত্রিকাকে চিঠি দিতে হবে যাতে নিয়মিত পত্রিকা পাওয়া যায়। তাই গ্রন্থাগার কর্মীদের নির্ধারণ করতে হয় কোন পত্রিকার কোন একটা সংখ্যা কত কত তারিখের মধ্যে না পৌঁছালে প্রকাশক বা এজেন্টের কাছে এ বিষয়ে জানতে হবে। ঐ তারিখ নির্ধারণের জন্য পত্রপত্রিকার কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। প্রকাশ কাল, প্রকাশ স্থান, প্রকাশের মোটামুটি সময় এবং পত্রিকাটী প্রকাশকের কাছ হতে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, পত্রিকাটী চাঁদার বিনিময়ে—না বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে প্রকাশকের সহযোগিতার স্মারক হিসাবে। এইগুলি রেকর্ড থেকে দেখে নিয়ে আমাদের কাজ সেইমত সারতে হবে। বিদেশী পত্রিকাগুলোর ক্ষেত্রে প্রাপ্তি তারিখ নির্ধারণ না করা গেলেও প্রাপ্তি সপ্তাহ নির্ধারণ করা যায়। প্রত্যেক পত্রিকার প্রাপ্তি সপ্তাহের মধ্যে না এলে তাকে চিঠি দিতে হবে। বিদেশী পত্রিকাগুলো এজেন্টের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে, যে এজেন্টের বিদেশে কোন শাখা আছে।

বিভিন্ন দেশে অনেক এজেন্ট আছেন, যারা বিশেষভাবে এই সমস্ত কাজের উপযুক্ত। খুব কমই গ্রন্থাগার আছে যারা বিদেশী পত্রিকা নেয়। সাধারণত গ্রন্থাগারে পত্রিকাগুলো সরাসরি প্রকাশকদের কাছ থেকে না নিয়ে কোন স্থানীয় বিক্রেতা বা কোন এজেন্টের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর সুবিধা, অসুবিধা দুইই আছে। (১) যে সব পত্রিকা যথা সময়ে না পাওয়া যায় তখন এজেন্টের কাছে একটী চিঠি দিয়ে তাঁকে যথাযথ ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু যদি সরাসরি প্রকাশকদের কাছ থেকে নেওয়া হয় তবে তাদের প্রত্যেককেই চিঠি দিতে হবে। (২) কবে কোন পত্রিকার চাঁদার মেয়াদ শেষ হবে, কবে নতুন বছরের চাঁদা পাঠালে নতুন বছরের সংখ্যাগুলো ঠিক সময়ে পাওয়া যাবে ইত্যাদি খবর এজেন্টরা যোগাড় করে দেয়। তবে এর অসুবিধাও আছে। কারণ এজেন্টদের কাছে বার বার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও এজেন্টরা প্রকাশকদের কাছে পত্রিকা না পাওয়া সম্বন্ধীয় চিঠি দিতে ভয়ানক দেরী করেন। ফলে অনেক পত্রিকা যথাসময়ে পাওয়া যায় না। অনেক সময় এজেন্টরা কতগুলো পত্রিকার কমিশন গ্রহণ করে এবং তারপর প্রকাশকদের সরাসরি গ্রন্থাগারে সরবরাহ দিতে ব্যবস্থা করে। এই অবস্থায় পত্রিকা আসতে ভয়ানক দেরী হয়।

বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে সরাসরি প্রকাশকদের কাছে অর্ডার পেশ করা হয় এবং প্রকাশক তিনটি ইনভয়েস পাঠান। তবে এই অর্ডার পেশ করার আগে পত্রিকাটির (১) বর্তমান দাম (২) বিভাগীয় গ্রন্থাগার অনুযায়ী Requisition (৩) কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত চিঠির কপি দেখে নিতে হয়।

অর্ডার কার্ড তিনভাবে রাখা হয়। একটা বিভাগ অনুযায়ী অর্থাৎ যে বিভাগীয় গ্রন্থাগারের জন্য পত্রিকাটি নির্দিষ্ট থাকে (তাতে অর্ডার নম্বর, তারিখ ও কোথা থেকে কেনা

হয়েছে, লেখা থাকে), ২য়টী পত্রিকার নামানুসারে, ৩য়টি এজেন্টের নামানুসারে সাজানো থাকে। কোন সংগঠনের বার্ষিক সভ্য থাকলে বিনা চাঁদায় যথাসময়ে পত্রিকা পাওয়া যায়। কোন কোন সংগঠন আবার তাদের প্রকাশিত পত্রিকার প্রচারের জন্য বিনামূল্যে পত্রিকা পাঠান।

রেকর্ডস—সমস্ত পত্রিকার প্রাপ্তির হিসাব রাখার জন্য বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রাপ্তির হিসাব রাখার উপর সমস্ত কিছু নির্ভর করে থাকে। অনেক গ্রন্থাগার kardex বা ভিজিবল পিরিওডিকাল রেকর্ড ব্যবহার করে।

ভিজিবল পিরিওডিকাল রেকর্ডে ষ্টীলের ট্রে থাকে। এই প্রত্যেক ট্রেতে মোটা ধরনের কাগজ লাগানো থাকে। এগুলোকে কার্ড হোল্ডার বলা হয় এগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে প্রত্যেক হোল্ডারের একদিকের প্রায় সিকি ইঞ্চি দেখা যায়। সে অংশটা সাধারণত প্লাষ্টিকে মোড়া থাকে যাতে তলার অংশটা দেখা যায়। এই হোল্ডারগুলোতে দুরকমের কার্ড ব্যবহার করা হয়। একটাতে থাকে পত্রিকার নাম, প্রকাশের সময়, প্রকাশকের নাম, সরবরাহকারীর নাম ঠিকানা, চাঁদার হার, বিল নম্বর, জমা দেবার তারিখ ইত্যাদি। এই কার্ডটা কার্ডহোল্ডারের উল্টোদিকে লাগানো থাকে। এ কার্ডকে টপ কার্ড বলা হয়। অন্য কার্ডে পত্রিকার নাম, প্রকাশ কাল তারিখ দেখা যায়। কাজের সুবিধার জন্য অনেকে বিভিন্ন রংএর কার্ড ব্যবহার করেন; দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলোর জন্য বিভিন্ন রং এর কার্ড ব্যবহার করা হয়। রেজিষ্ট্রি কার্ডে চৌকা চৌকা ঘর কাটা থাকে, কোন একটা সংখ্যা পেলে পর ঐ চৌকো ঘরে (√) চিহ্ন দিয়ে অনেকে এই হিসাব রাখার কাজ করেন বা সেই সংখ্যার প্রাপ্তির তারিখটা লিখে রাখা হয়। এই সব ট্রেতে কার্ডগুলো সাজানো থাকে বর্ণানুক্রমিকভাবে। ভিজিবল পিরিওডিকাল রেকর্ডারের অনেক অসুবিধা আছে। বারে বারে এইগুলি পরীক্ষা করতে হবে, কোন পত্রিকা কোন সময়ে আসছে, এই সমস্ত অসুবিধার জন্য রঙ্গনাথন Three card system চালু করেছেন।

Three card system এ তিনটী কার্ডের প্রয়োজন। (১) রেজিষ্টার্ড কার্ড (২) চেক কার্ড (৩) classified ইনডেক্স কার্ড। পত্রিকা আসার সঙ্গে সঙ্গেই রেজিষ্টার্ড কার্ড তুলে নিয়ে বিশেষ স্থানে পত্রিকার নাম, সরবরাহকারীর নাম, সরবরাহের জন্য যে চিঠি দেওয়া হয়েছে তার নম্বর আর তারিখ, প্রকাশকাল, কবে চাঁদা দেওয়া হল আর কতদিনের জন্য। এর দ্বারা পত্রিকা কোন সময়ে যদি বন্ধ থাকে, তবে তারিখ দেখে প্রকাশককে reminder পাঠানো যায় চেককার্ডের কাজ হচ্ছে যে সব পত্রিকা যথা সময়ে গ্রন্থাগারে এসে পৌছায়নি সেগুলো সম্বন্ধে গ্রন্থাগার কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এখানে পত্রিকার বর্ষ, সংখ্যা, প্রাপ্তি তারিখ, সরবরাহকারীর কাছে কোন সংখ্যা না পাওয়া সম্বন্ধে পাঠানো চিঠির তারিখ লেখার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকটা পত্রিকার জন্য একটী করে চেক কার্ড করা থাকে। এই চেককার্ডগুলো ১টা ট্রেতে রাখা থাকে। এই ট্রেতে ৫২টা গাইড কার্ড থাকে। প্রতিটি সপ্তাহের জন্য ১টী গাইড কার্ড পাবেন। ১টা চেককার্ড, যে guide card এর পিছনে

থাকে, সেই পত্রিকা যদি সে সপ্তাহে না আসে তবে কার্ডটা পরের সপ্তাহের guide cardএর পিছনে রাখতে হবে। এইভাবে যদি সময়ের মধ্যে পত্রিকা না এসে পৌছায় প্রকাশককে চিঠি দিতে হবে। অনেক সময় একাধিকবার চিঠি দিতে হয়। চিঠিগুলো একটা ফাইলে তারিখ অনুসারে রাখা হয়। এভাবে তারিখ অনুসারে রাখলে সপ্তাহে একবার চিঠিগুলো পরীক্ষা করে দেখলেই হবে কোন পত্রিকার জন্ম চিঠি পাঠাবার আর দরকার আছে কিনা? classified index কার্ড এর মূল কাজ হচ্ছে কোন বিষয়ে কি কি পত্রিকা গ্রন্থাগারে আছে, সেটার সম্পূর্ণ একটা হিসাব রাখা। তবে এই Three card system এর অনেক অসুবিধা আছে। অনেকের মতে এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে Kardex এর সঙ্গে চেক কার্ড ট্রে পদ্ধতি নিয়ে কাজ চালনো হয়। যাই হোক কলেজ গ্রন্থাগারে এ সবের প্রয়োজন হয় না। প্রথম পত্রিকার সংখ্যা কম, দ্বিতীয় সব কিছু যত সহজ সাধারণের মত হয় তাই করা হয়।

Display Work

পত্রিকা সাজানোর জন্ম বিশেষ এক display self দরকার। উপরে current পত্রিকাগুলো রাখা হয়। সেগুলো খাড়াভাবে থাকে। ভিতরে back volume গুলো display করা হয়। আবার কখনও কখনও স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের আবরণের মধ্যে পত্রিকাটী display করা হয়। এগুলো সাধারণতঃ নূতন কপি এলেই পুরানোটির পরিবর্তে নতুনটাকে display করা হয়। পত্রিকার কোন একটি সংখ্যা কখনও পাঠকের বাড়ীতে ব্যবহারের জন্ম দেওয়া উচিত নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গবেষকদের চাহিদামত কখনও কখনও একটি সংখ্যাই দেওয়া হয়ে থাকে।

পত্রিকা বাঁধাই—পত্রিকার বর্ষ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাঁধানো দরকার নতুবা বিছিন্ন সংখ্যা হারিয়ে যেতে পারে। যখন পত্রিকার সব সংখ্যাই গ্রন্থাগারে থাকে তখন গ্রন্থাগার কর্মীকে মাস হিসাবে সাজিয়ে বাঁধানোর জন্য পাঠাতে হয়। তারপর সূচীকরণ হয়। তখন এই বাঁধানো সংখ্যাগুলোকে বইএর মত ব্যবহার করা হয় এবং এইগুলোকে বইএর সঙ্গে একসঙ্গে classified orderএ না রেখে পত্রিকাকে আলাদাভাবে রাখা বিশেষ সুবিধাসূচক।

পত্রিকা বাঁধাইএর জন্য কর্মী—প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নিজস্ব দপ্তরীভাগ থাকা উচিত। বিশেষ করে যেখানে পত্রিকা অনেক। মনে রাখা দরকার পত্রিকার সংবাদ অতি আধুনিক ও গবেষকদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই কারণে পত্রিকার বাঁধানোর কাজ দ্রুততর করার জন্য নিজস্ব দপ্তরী থাকা দরকার। পত্রিকার সংখ্যা অনুযায়ী দপ্তরী বিভাগে কর্মী নিয়োগ করা দরকার। প্রতিটী পত্রিকা বাঁধানোর পূর্বে তার সম্পূর্ণ সূচীপত্র আছে কিনা দেখে নেওয়া দরকার। যদি কোন কারণে সূচীপত্র না থাকে তবে পত্রিকা বিভাগের কর্মীদের দিয়ে একটী সূচী তৈরী করে তবে বাঁধান উচিত। সূচীপত্রহীন বাঁধান পত্রিকা পাঠকদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। প্রতিটী স্পাইনে অবশ্যই পত্রিকার নাম, খণ্ড ও বর্ষ,

কোন মাস থেকে কোন মাস পর্যন্ত লেখা থাকা উচিত এবং যদি কোনও সংখ্যা না থাকে তারও উল্লেখ থাকা উচিত। পত্রিকাটীকে গ্রন্থের মতন বহনযোগ্য করার জন্য খণ্ড খণ্ড করে বাঁধানো যেতে পারে। সুষ্ঠু সুন্দর ও পাঠকের পক্ষে প্রয়োজনীয় করে প্রতিটী পত্রিকা বাঁধানোর জন্য দপ্তরী বিভাগ অবশ্যই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দক্ষ কর্মীর কর্তৃত্বাধীনে রাখা উচিত।

পত্রিকার সূচীকরণ ও বর্গীকরণ খুব সহজ৹ সরল হওয়া দরকার। অনেক কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে বাঁধানো পত্রিকা বর্ণানুক্রমিকভাবে রাখা হয়, যদি কোন পত্রিকা কয়েক মাসের মধ্যে তার নাম বদলায় তাহলে দুটো নামেই পত্রিকার সূচীকরণ করা উচিত। পত্রিকার সূচীকরণ দেখেশুনে করা দরকার কেননা সম্পাদক, প্রকাশ স্থানের বার বার পরিবর্তন হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে classified orderএ পত্রিকাগুলো shelf এ রাখার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

Bibliographical approach ছাড়া স:গৃহীত পত্রিকার সুষ্ঠু ও ব্যাপক ব্যবহার কোন মতেই সম্ভব নয়।

Bibliographical approach মানে (১) নির্ঘণ্ট (Index) (২) সংক্ষিপ্তসার (Abstracts) (৩) Union lits (৪) প্রত্যেক গ্রন্থাগারের পত্রিকার তালিকা (৫) বুলেটিন (৬) Documentation.

নির্ঘণ্ট—প্রত্যেক বিষয়কে যাতে ভালভাবে ও সহজভাবে জানতে পারা যায় তার জন্যই এই সূচী রাখা হয়। কতকগুলো বিশেষ বিষয়ের উপর প্রবন্ধ সম্বন্ধে তথ্যগুলো সাজানো থাকে। কোন তথ্য খুঁজতে গেলেই নির্ঘণ্টের উপর নির্ভর করতে হয়। (১) একটী বিষয়ের উপর কি কি পত্রিকা প্রকাশিত হয় (২) বিভিন্ন বিষয়ের উপর কি কি প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ও বিষয় নিবন্ধ প্রকাশন সম্পর্কে তথ্য গবেষকদের সামনে তুলে ধরা হয় সূচী পত্রিকা ও সংক্ষিপ্তসার পত্রিকার মাধ্যমে।

সংক্ষিপ্তসার হল কোন একটি গ্রন্থ বা পুস্তিকা বা প্রবন্ধের বিবরণ। কোন একটি বস্তু বিষয় বা একাধিক বিষয়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সারাংশ।

সংক্ষিপ্তসার নির্দেশমূলক বা তথ্যপূর্ণ হতে পরে নির্দেশকমূলক সংক্ষিপ্তসার পাঠককে আসল প্রবন্ধটী দেখতে হবে কিনা তা ঠিক জানিয়ে দিতে পারে। এই ধরণের সংক্ষিপ্ত সার কোন প্রকাশন বা প্রবন্ধের প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্রের পরিধি সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ বক্তব্য পেশ করে। এই সংক্ষিপ্তসার দক্ষ গ্রন্থাগার কর্মীরা তৈরী করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এই সব করা উচিত তাতে পাঠক সমাজ খুবই উপকৃত হবেন। তথ্য পূর্ণ সংক্ষিপ্তসার হল সব প্রয়োজনীয় এবং সংশ্লিষ্ট যুক্তি, বক্তব্য, তথ্য, সিদ্ধান্তের সারাংশ। এই ধরণের সংক্ষিপ্তসার বিশেষজ্ঞেরা তৈরী করে থাকেন কারণ বিষয়ের উপর অধিকার না থাকলে এই ধরণের সংক্ষিপ্তসার করা যায় না।

Union lists—সমস্ত পত্রপত্রিকার বিষয়, কোথায় কোন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় তার জন্য সংগ্রহ তালিকা এই সমস্ত কাজের জন্য প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীর চেষ্টা করা উচিত। এতে পাঠক সমাজকে অহেতুক সময় নষ্ট করতে হয় না, এর দ্বারা তারা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে, জানা থাকলে, বইটা পেতে পারেন।

প্রত্যেক গ্রন্থাগারের নিজস্ব পত্রপত্রিকার মুদ্রিত তালিকা রাখা উচিত। প্রত্যেকের নিজস্ব তালিকা থাকলে Union list তৈরী করাও সহজ হোত।

বুলেটিন=প্রত্যেক গ্রন্থাগারে কি কি নতুন পত্রিকা আসছে তার হিসাব কিছুদিন অন্তর বুলেটিনে প্রকাশ করা উচিত।

ডকুমেণ্টেশন—জ্ঞানের যে কোন ক্ষেত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সংগ্রহ, শ্রেণী বিন্যাস ও সুসংবদ্ধ উপস্থাপনকেই ডকুমেণ্টশন বলা হয়। তথ্য সরবরাহ সহজ ও স্বল্প সময় করার জন্য ডকুমেণ্টেশনের বিভিন্ন স্তরে যন্ত্রের অধিক ব্যবহার হচ্ছে ও ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তথ্যের সরবরাহে যান্ত্রিকতা যথেষ্ট অগ্রসর হচ্ছে। মাইক্রো ফিল্ম, মাইক্রো কার্ড এর কয়েকটী ধাপ মাত্র। আজকাল thermofan যন্ত্রে একই সঙ্গে মাইক্রোফিল্ম পড়া ও সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠার হুবহু অনুলিপি পাওয়া যায়। জিরোগ্রাফীও একটী নুতন সংযোজন।

কিন্তু আমাদের দেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পত্রিকাগুলি ব্যবহারের সুযোগ আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। কটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে যে এই সমস্ত যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে পারে? জানি না আমরা কতদিনে আমাদের মনোমত কাজ করবার সুযোগ পাব!

Periodical Section of College & University
: Priti Mitra

সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধের সূচী ও চুম্বক প্রস্তুতকরণ

জীমূত বাহন রায়

সূচী ও চুম্বক প্রস্তুতকরণ একটি আধুনিক সমস্যা বলে বিবেচিত হলেও জিনিষটি পুরোনো। বৈদিক যুগেও এই সমস্যা বর্তমান ছিল এবং তখন সূচী ও চুম্বক প্রস্তুত করার ব্যবস্থাও ছিল। বৈদিক সাহিত্যে সুপণ্ডিত আর্থার ম্যাকডোনেল, উইন্টারনিট্‌জ, ম্যাকস্‌মুলার এবং অন্যান্যরা বৈদিক সংহিতার অনুক্রমণিকাকে আধুনিক সূচী ও চুম্বকের আদিরূপ বলে স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন মন্ত্রের বিভিন্ন তথ্যাদি এই অনুক্রমণিকায় পাওয়া যায়। মহাভারতের অনুক্রমণিকাও এই বিরাট মহাকাব্যের সূচীভিন্ন আর কিছু নয়।[1]

কোন একটি বই বা গ্রন্থমালার সূচী তৈরীকরণ খুব সহজসাধ্য না হলেও বিরাট সমস্যা নয়। বর্তমান যুগের বিরাট সমস্যা হলো অগণিত সাময়িক পত্রিকা আর তার প্রবন্ধাবলী। সবদেশেই বিভিন্ন বিষয়ে পত্রপত্রিকার সংখ্যা দিনে দিনে অসম্ভব রকম বেড়ে চলেছে। কোন কোনও বিষয়ের পত্রপত্রিকার সংখ্যা সবশুদ্ধ বিশ হাজারকেও ছাড়িয়ে গেছে। এগুলোর প্রতিটি প্রবন্ধই ভবিষ্যত গবেষকদের জন্য মূল্যবান তথ্যাদিতে পূর্ণ। কাজেই সবগুলোই সূচী ও চুম্বকীকরণের উপযুক্ত। কিন্তু এরজন্য যে বিরাট যজ্ঞশালার প্রয়োজন তা আমাদের দেশ তো দূরের কথা, পৃথিবীর কোনও একটি দেশের পক্ষে সম্ভব কিনা জানি না।

তবে পৃথিবীর সবদেশ জুড়ে বিভিন্ন বিষয়ে যে সব সাময়িক পত্রপত্রিকা বার হচ্ছে সেগুলোকে বিষয়ানুযায়ী ভাগ করে নিয়ে তাদের চুম্বক প্রকাশের ব্যবস্থা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। এবিষয়ে Biological Abstracts, Chemical Abstracts, কৃষি ও চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন চুম্বক পত্রিকার অবদান উল্লেখযোগ্য। গবেষকদের সুবিধার জন্য প্রতিটি বিশেষ গ্রন্থাগারে তাদের প্রয়োজনীয় এজাতীয় পত্রিকা রাখা অপরিহার্য। তৎসত্ত্বেও এসব গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পত্রিকাগুলোর প্রবন্ধাবলীর নিজস্ব সূচী ও চুম্বক প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা আছে নানা কারণে।

এই কারণগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান কারণ হলো—আমাদের দেশের সমস্ত পত্রিকা, বিশেষত: স্থানীয় সমসাময়িক পত্রপত্রিকার প্রবন্ধাবলীর চুম্বক আন্তর্জাতিক চুম্বক পত্রিকা-গুলোতে প্রকাশিত হয় না। এগুলোতে স্থানলাভ করে শুধু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকাগুলোর প্রবন্ধাবলী। কাজেই অন্যান্য দেশের মত, আমাদের দেশেরও, ছোটখাটো পত্রিকাগুলো এদের আওতার বাইরে। কিন্তু স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে যে বিষয়ের স্থানীয় সমস্যাগুলো নিয়েই বেশীরভাগ আলোচিত হয়। বাংলা দেশের আখ উৎপাদনের সমস্যার সঙ্গে বাংলার অর্থনীতি, বাংলার মাটীর গঠন প্রকৃতি (soil condition) জড়িত। বাংলা দেশে প্রকাশিত পত্রিকাতেই সাধারণতঃ এর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়। আন্তর্জাতিক পত্রিকায় সাধারণতঃ যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার আন্তর্জাতিক মূল্য বেশী। বংলাদেশে যাঁরা আখের চাষ নিয়ে গবেষণা করবেন তাঁদের কাছে স্থানীয় পত্রিকার মূল্যই বেশী।

আন্তর্জাতিক চুম্বক পত্রিকাগুলোতে এই প্রবন্ধগুলোর খবর পাওয়া যায় না বলেই নিজেদের গ্রন্থাগারে এসব পত্রিকার প্রবন্ধের সূচী ও চুম্বক প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও ভবিষ্যত গবেষণার দিকে নজর রেখে যদি নিজেদের গ্রন্থাগারের দেশী বিদেশী সমস্ত পত্রিকার প্রবন্ধগুলোর সূচী ও চুম্বক প্রস্তুত করা যায় তবে সেগুলোকে সময়কালে খুঁজে বার করার জন্য আন্তর্জাতিক চুম্বক পত্রিকাগুলোর পেছনে অনাবশ্যক সময় ব্যয় করার প্রয়োজন হয় না, যদিও তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। গ্রন্থাগারের নিজস্ব সূচী ও চুম্বক হাতের কাছের প্রবন্ধগুলো পেতে সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক পত্রিকা আর union catalogue সাহায্য করে বাইরে থেকে অন্য প্রয়োজনীয় প্রবন্ধগুলো সংগ্রহ করতে।*

গ্রন্থাগারের সংগৃহীত সাময়িক পত্রের প্রবন্ধাবলীর সূচী ও চুম্বক প্রস্তুত করাও খুব সহজ সাধ্য নয়। একাজের প্রধান অন্তরায় লোকবল ও অর্থবল। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভাবও বিরাট বাধা। বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন দিকে জ্ঞানের প্রসারতা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। কোনও একজন পণ্ডিতের পক্ষে তাঁর বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে পুরোপুরি খোঁজ রাখা আজ অসম্ভব। কাজেই বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছাড়া একাজ করা সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারে নিজস্ব সূচী ও চুম্বক তৈরী করার রেওয়াজ এখনও চালু হয় নি। তবে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে। সে সব দেশের গ্রন্থাগারিকরাও তাঁদের বিশেষজ্ঞ-পাঠকদের সাহায্যে পত্রিকার প্রবন্ধগুলোর সূচী ও চুম্বক তৈরী করে থাকেন।

পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যা গ্রন্থাগারে পৌঁছানোমাত্র পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার যত রকম পদ্ধতি চালু আছে তার মধ্যে wholesale or group routing পদ্ধতি অবলম্বন করলে গ্রন্থাগার ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই সুবিধা।[২]

এই পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে সহজে ও অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় প্রবন্ধগুলোর সূচী ও চুম্বক তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে।

মনে করা যাক একটী গ্রন্থাগারে কোনও এক বিষয়ের বিভিন্ন শাখার জন্য 'অ' থেকে 'ঔ' পর্যন্ত নানা রকম পত্রিকা আসে। তারমধ্যে 'আ' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক 'গ', 'চ' ও 'শ'—এই তিনজন বিশেষজ্ঞ, 'ই' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক 'চ', 'ম', 'প' ও 'ন'—এই চারজন বিশেষজ্ঞ। এভাবে সমস্ত পত্রিকার নিয়মিত বিশেষজ্ঞ-পাঠকের তালিকা গ্রন্থাগারে তৈরী থাকে, যার ফলে সেই পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যা আসামাত্র সেটী তালিকাভুক্ত নিয়মিত পাঠকদের কাছে আগে পৌঁছে দেওয়া যায়। গ্রন্থাগারিকের সুবিধের জন্য নিম্নোক্ত স্লিপ তৈরী করে নেওয়া হয়—

---

*গ্রন্থাগারের নিজস্ব চুম্বক আর আন্তর্জাতিক চুম্বক পত্রিকাগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

পত্রিকার নাম—			
খণ্ড	সংখ্যা	মাস	সাল
পাঠকের নাম	পাঠকের প্রাপ্তির তারিখ	প্রবন্ধের পৃষ্ঠাঙ্ক	পাঠকের স্বাক্ষর

'আ' পত্রিকার কোন সংখ্যা গ্রন্থাগারে পৌঁছালে উপরোক্ত স্লিপে পত্রিকার বিবরণ ও তালিকাভুক্ত নিয়মিত পাঠকদের নাম লিখে সেটাকে মলাটের বাঁদিকে জুড়ে দেওয়া হয়। এই পাঠকের নামের ক্রমানুসারে পত্রিকাটী যথাক্রমে 'গ', 'চ' ও 'শ' এর কাছ থেকে ঘুরে আসে। তাঁদের কাছে পত্রিকা পৌঁছালে তাঁরা প্রবন্ধগুলো পড়ে যদি কোন প্রবন্ধ তাঁদের ভবিষ্যৎ কাজের উপযুক্ত মনে করেন তবে সেই প্রবন্ধটীর পৃষ্ঠাঙ্ক ওপরের স্লিপটীতে তাঁর নামের পাশে লিখে দেন। সেই সঙ্গে প্রবন্ধটীর শিরোনামায় এমন শব্দগুলোর নীচে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দেন যেগুলো সূচী প্রস্তুত করণে সাহায্য করতে পারে। প্রবন্ধের মধ্যেও প্রয়োজনীয় এমন অংশগুলোর নীচেও পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দেন যেগুলোর সাহায্যে প্রবন্ধটীর একটী চুম্বক খাড়া করা যায়। এভাবে সবক'জন পাঠকের হাত ঘুরে পত্রিকাটী গ্রন্থাগারে ফেরৎ এলে গ্রন্থাগারিক শুধু ওপরের স্লিপটীতে নজর দিলেই বুঝতে পারেন যে এই সংখ্যাটীতে ক'টী প্রবন্ধ সূচী ও চুম্বক তৈরী করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই পৃষ্ঠাগুলো খুললে দেখতে পান এইসব বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে তাঁর সূচী ও চুম্বক তৈরী করার কাজও এগিয়ে আছে। এর পরবর্তী কাজ তাঁর পক্ষে বিশেষ কঠিন নয়।

আগেই বলেছি, প্রাচ্যের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগারের গ্রন্থাগারে এভাবে সূচী ও চুম্বক তৈরী করা হচ্ছে। আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি যদি আমরা এদিকে আকর্ষণ করতে পারি আর সেই সঙ্গে কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও সমর্থন পেলে আমাদের দেশেও আমরা এভাবে নিজেদের গ্রন্থাগারের পত্রিকাগুলোর প্রবন্ধের সূচী ও চুম্বক প্রস্তুত করতে পারি।

REFERENCES—

1. Sharma, J. S. (1968) Indexing and abstracting services in India. *Indian Librarian. 23* : 111.
2. Davinson, D. E. (1264) *Periodicals*, London, Andre' Deutsch p. 91.

Preparations of indices and abstracts from periodical articles : Jimut Bahan Roy.

পুরুলিয়া জেলার সাময়িক পত্রিকা

সুশান্ত হাজরা ও প্রণত মুখোপাধ্যায়

সাময়িক পত্রিকা সমসাময়িক জন-মানবের প্রতিচ্ছবি সমকালীন চিন্তার বাহক। শুধু সমাজ জীবন নয় রাজনীতি, অর্থনীতি কলাকৃষ্টি এক কথায় জন জীবনের সকল দিকই সাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রতিবিম্বিত। তাই সাময়িক পত্র পত্রিকা সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগারেরই বিশিষ্ট ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। গবেষণার ক্ষেত্রে সাময়িকী অপরিহার্য। পুরুলিয়া জেলাকে সম্যকরূপে জানতে হলে তার সাময়িক পত্র পত্রিকা ও সংবাদপত্রগুলি আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমানে যে সব পত্র পত্রিকায় পুরুলিয়ার মানস লোক বিবৃত হচ্ছে তা এই—

১)	মুক্তি—	সম্পাদক	অরুণচন্দ্র ঘোষ।
২)	পুরুলিয়া গেজেট	,,	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
৩)	মর্ম্মবীণা—	,,	ভবানীচরণ সরকার।
৪)	গ্রন্থাগার কর্মী—	,,	প্রণত মুখোপাধ্যায়।
৫)	নিরাময় —	,,	যুগল কিশোর সেনগুপ্ত।
৬)	সংহতি—	,,	সাধুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭)	পুরুলিয়া প্রভাকর—	,,	চিত্তরঞ্জন দত্ত।
৮)	ধ্রুবতারা—	,,	যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৯)	জনতার ডাক—	,,	খোদাবক্স আনসারী।
১০)	সংগঠন—	,,	নন্দদুলাল চক্রবর্তী।
১১)	মন্দির—	,,	ঐ
১২)	সন্ধান —	,,	স্বামী বিরজানন্দ ভারতী।
১৩)	সমবায়ের কথা —	,,	অশোক চৌধুরী।
১৪)	যুক্ত আন্দোলন —	,,	মহাদেব মুখোপাধ্যায়।
১৫)	কেতকী—	,,	মোহিনীমোহন গাঙ্গুলি।
১৬)	বিচিত্রা—	,,	কালিপদ কোঙার ও কমল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭)	শিক্ষাসত্র—	,,	অজিত মিত্র
১৮)	অযান্ত্রিক—		রঘুনাথপুর হইতে প্রকাশিত।
১৯)	নবারুণ—		চিত্তদাশ কর্তৃক বলরামপুর হইতে প্রকাশিত।
২০)	লাল পলাশের রং—	,,	ঐ

প্রচার সংখ্যা ভিত্তিতে যেগুলি Registration হয়েছে সেগুলি হচ্ছে (১) মুক্তি (২) নিরাময় (৩) সমবায়ের কথা (৪) গ্রন্থাগার কর্মী (৫) যুক্ত আন্দোলন (৬) মন্দির (৭) সংগঠন।

মুক্তি, ধ্রুবতারা ও সংহতি লোকসেবক সঙ্ঘ, জনসঙ্ঘ ও এস. ইউ, সি রাজনৈতিক দলের মুখপত্র। গ্রন্থাগার কর্মী পশ্চিমবঙ্গ Sponsored গ্রন্থাগার কর্মীদের মাসিক প্রথম মুখপত্র। যুক্ত আন্দোলন পত্রিকাটি সর্বস্তরে সরকারী বেসরকারী শিক্ষক অশিক্ষক শ্রমিক কর্মচারীদের যুক্ত আন্দোলন কমিটির মুখপত্র। নিরাময় একটি হোমিও জার্নাল। প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। মন্দির ও সন্ধান মাসিক ধর্মীয় পত্রিকা। মন্দির পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ৺কিরণচাঁদ দরবেশ মহারাজ। তাঁরই দেহরক্ষার পর বর্তমান সম্পাদক মহাশয়ের পিতা স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী ইহার সম্পাদনা করতেন। বর্তমানে তিনিও দেহরক্ষা করেছেন। কেতকী, বিচিত্রা, অযান্ত্রিক, নবারুণ শিক্ষাসত্র বুলেটিন ও লাল পলাশের রং সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা। অন্যান্যগুলি নিরপেক্ষ সংবাদ পত্রের মধ্যে পড়ে। বর্তমানে যতগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ও নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে মুক্তি পত্রিকা। ১৯২৫ সালে ঋষি নিবারণ দাসগুপ্ত ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকা জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে কারাবরণ করতে হয়। সংগঠন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অসীমানন্দ সরস্বতী। ইহার গুরুত্ব ও ভূমিকা মুক্তি পত্রিকার মতই।

এই জেলায় ১৯০১ খৃঃ থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। সঠিক কোন তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হইনি। কারণ এই জেলা বিহার থেকে বাংলাদেশে আসার সময় বিহার সরকার প্রায় সমস্ত Record ধানবাদে নিয়ে যান। তাই পুরাতন পত্রিকার কোন সংবাদ জানা যাচ্ছে না। দুইএকজন বর্ষীয়ান ভদ্রলোক যারা জীবিত আছেন তাঁদের কাছে শুনলাম ৺বগলা চট্টোপাধ্যায় ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম দুইটি পত্রিকা একটি বাংলা ও অন্যটি ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। তাদের নামও দুঃখের বিষয় তাঁরা বলতে সক্ষম হননি। তবে উক্ত পত্রিকা দুইটিই যে সর্বপ্রথম এই জেলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তা বলা সঠিকভাবে শক্ত। যাই হোক ঐ গুলি যে প্রাচীন পত্রিকা সে বিষয়ে সকলেই একমত হবেন।

যাই হোক ১৯৩০ সাল হতে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত ইংরাজী হিন্দী ও বাংলা সমসাময়িকী পুরুলিয়া জেলায় প্রকাশিত হত তাদের নাম নীচে দেওয়া হল। এইগুলি বর্তমানে প্রকাশিত হয় না।

১। ছোটনাগপুর টাইমস্—৺ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্ষীরোদ কুমার রায়।
২। রাইটার্স জার্ণাল—শ্রী নির্মল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দী

৩। নিরালা—লক্ষ্মীশংকর ত্রিবেদী
৪। প্রগতি— ঐ
৫। নির্মাণ—ঋষিকেশ শর্মা

৬। প্রজাতন্ত্র—সন্তোষ উপাধ্যায়

৭। জনসেবক—শ্যামলাল সুরেখা।

৪ থেকে ৭ নং পত্রিকার জন্ম হিন্দী প্রচারের উদ্দেশ্যে। এই পত্রিকাগুলি বিহার সরকারের সময়' উগ্র হিন্দী প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত বলে জন' সাধারণের ধারনা। তাই পুরুলিয়া বাংলাদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই পত্রিকাগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়।

নিরালা পত্রিকাটি হিন্দী সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা। ইহাও বেশী দিন টিকে থাকতে পারে নাই। জনসেবক পত্রিকাটির নাম পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি ক্রয় করিয়া লন এবং ইহা পরে অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের সময়ে দৈনিক বাংলা পত্রিকা রূপে আবির্ভূত হয়।

হিন্দী ও বাংলা

(৮) জন জাগরণ (৯) জন বিদ্রোহ। এই দুইটির সম্পাদক সত্যনারায়ণ চৌধুরী।

বাংলা

(১০) ব্রহ্মস্পর্শ—ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্ষীরোদ কুমার রায়।

(১১) পল্লী—জহরলাল বসু।

(১২) মানভূম সমিতি—ঐ

(১৩) কল্যান বার্ত্তা—জীমূত বাহন সেন।

(১৪) পল্লী সেবক—সুনীতি কুমার পাঠক।

(১৫) পুরুলিয়া বার্ত্তা— ঐ

(১৬) তরুণ শক্তি— ঐ

(১৭) পুরুলিয়া কথা—প্রবীর কুমার মল্লিক।

(১৮) অগ্রগামী—প্রফুল্ল কুমার মাহাত।

(১৯) অগ্রদূত—শিশির কুমার মাহাত।

(২০) তুফান—নকুল মাহাত ও চিত্ত রঞ্জন দত্ত।

(২১) জেলা হিতৈষী—শিব শংকর বক্সী।

(২২) জন আহ্বান—দেবেন্দ্র নাথ মাহাত।

(২৩) জয় যাত্রা - মৃগাঙ্ক মুখোপাধ্যায়।

(২৪) তপোবন—করালি কুমার কুণ্ডু।

(২৫) ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড গেজেট—

(২৬) পুরুলিয়া জেলা সমাচার—অরূপ কুমার পাঠক।

(২৭) মজলিশ—হরিপদ সরকার।

(২৮) অনাগত—অশোক চৌধুরী।

(২৯) দীপ্তি—সুনীতি পাঠক।

(৩০) অর্চ্চনা—অরুণ প্রসাদ সিংহ।

(৩১) মধুপর্ণী—সুধীন করণ।

(৩২) রবীন্দ্র পরিষদ পত্রিকা—অপূর্ব্ব সান্যাল।

(৩৩) ফাল্গুনী—কিরীটি হালদার।

এ ছাড়াও প্রতি বৎসর প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে তাদের নিজস্ব বাৎসরিক ম্যাগাজিন। সব থেকে উল্লেখ যোগ্য এই বৎসর সর্বপ্রথম প্রকাশিত এই জেলার মানবাজার অঞ্চলের হাট বিরি প্রাইমারি স্কুলের ছোটদের ছোট্ট পত্রিকা।

দেখা যাচ্ছে আমাদের জেলায় বত্রিশটি পত্রিকার মৃত্যু ঘটেছে। এদের মধ্যে ২।৪টি ছাড়া অধিকাংশ পত্রিকাই শৈশবেই মৃত্যুর কবলে পড়েছে। কোন রকমে পাঁচ বৎসর অধিক হলে দশ বৎসরও তারা সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে পারে নাই। দেখা গেছে এর পিছনে নানা কারণ প্রথমতঃ পত্রিকা গুলির প্রকাশনের সময় সম্পাদক মহাশয় পত্রিকাগুলির স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করার অবকাশ পান না। নিতান্ত হুজুগে কিছু দুঃসাহসী ও অতি উৎসাহী ব্যক্তি একক প্রচেষ্টায় এইগুলি প্রকাশ করেন। ফলে দীর্ঘদিন তার পক্ষে এই খরচের বোঝা বহন করা সম্ভব হয় না এবং পত্রিকাগুলির মৃত্যু ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ সরকার ও ব্যবসায়ীরা সমস্ত পত্রিকাতেই বিজ্ঞাপন দেননা। কংগ্রেস সরকারের সময়ে যে পত্রিকাগুলি কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ করতেন তারা কোন বিজ্ঞাপন সরকার থেকে পেতেন না। কয়েকটি ধামা ধরা পত্রিকা ছাড়া অন্যগুলি এই সুযোগ লাভে বঞ্চিত হত। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার বিরোধী পত্রিকা গুলিতে নিজেদের বিজ্ঞাপন দিতে সাহস করতেন না বা দিতেন না। তাছাড়াও পুরুলিয়ার জন সাধারণের আর্থিক অবস্থা এমনিতেই শোচনীয়। সুতরাং এইভাবে একক প্রচেষ্টায় পত্রিকা চালান সম্ভব হত না বলেই অধিকাংশ পত্রিকা দীর্ঘ জীবন লাভ করতে সমর্থ হয় নাই বলে আমাদের ধারনা। পুরুলিয়ায় কোন শিল্পও নেই, খুব বড় বড় ব্যবসায়ীও নেই, তাই বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা সরকারী আনুকূল্য ব্যতিরেকে প্রায় অসম্ভব। এছাড়াও বিহার সরকার প্রায় সমস্ত বাংলায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলিকে সুনজরে দেখতেন না বলে এগুলি টিঁকে থাকতে পারেনাই।

তৃতীয়তঃ যাঁরা পত্রিকাগুলির সম্পাদক ছিলেন তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, দন্দ্ব ও দুরদর্শিতার অভাব পত্রিকাগুলির অপমৃত্যুর অন্যতম কারণ। পত্রিকার standard এর দিকে লক্ষ্য না রেখেই অনেকেই পত্রিকার জন্ম দিয়েছেন হয়ত এর পিছনে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও নিজের নাম প্রচার করাই নিছক তাদের উদ্দেশ্য বলে আমাদের মনে হয়। ফলে সেগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নাই।

সাহিত্য পত্রিকা গুলিও একক প্রচেষ্টায় ও একটি মাত্র ব্যক্তির উদ্যম ও সাময়িক প্রবল ইচ্ছার ফল। এই সমস্ত পত্রিকার পিছনে কোন গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের সমর্থন ও সহ যোগিতা না থাকায় এগুলির মৃত্যু অল্পসময়েই ঘটে। বহুল প্রচারিত পত্রিকা বা সম্পাদক যদি নিজে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর না হন এবং তাঁরা যদি জনপ্রিয় না হন তাহলে বিজ্ঞাপন

জোগাড় করা কঠিন। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন দাতাগণ সকল সময়েই লাভ না দেখে বিজ্ঞাপন দেবেন না অর্থাৎ কোন কিছুর বিনিময়ে, সম্পাদক যদি তাঁদের কিছু সাহায্য করার মত কোন কাজ করেন বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর সমর্থক হন যা ব্যবসায়ীদের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা বা বিজ্ঞাপন না দিলে সম্পাদক ক্ষতি করতে পারেন এরূপ সম্ভাবনা থাকে তাহা হলেই বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। নতুবা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এই জেলার পত্রিকা গুলির ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত দেখাগেছে কোন এক ব্যক্তির বিশেষ চেষ্টায় কোন পত্রিকা প্রকাশিত হত হঠাৎ তাঁর মৃত্যু বা অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা হয়ত কিছু ছাত্র বিশেষ চেষ্টায় কোন পত্রিকা প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যে কিছু উৎসাহী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য অন্যত্র গমনের ফলেও পত্রিকাটির মৃত্যু ঘটেছে। এদের সংখ্যা কম হলেও নগণ্য নয়।

রাজ নৈতিক পার্টির পত্রিকা ছাড়া অন্যান্য নিরপেক্ষ পত্রিকাগুলি যদি সরকারের ধামাধরা না হয় তাহলে একক প্রচেষ্টায় পত্রিকা চালান প্রায় অসম্ভব। তাই মনে হয় যে কোন পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাকরে আবেগ উচ্ছ্বাসের বশবর্তী না হয়ে ধীর স্থির ভাবে এই কাজে নামা উচিত। কোন কাজ একলা হয় না। তাই পত্রিকার পিছনে অনেকের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন। সুতরাং ভেবে চিন্তে যদি বেশ কয়েকজন মিলে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় তাহলে হয়ত অল্পদিনেই তার মৃত্যু ঘটবেনা বলে বিশ্বাস।

দুঃখের বিষয় এই জেলায় কোন সাহিত্য বিষয়ক ভাল পত্রিকা বর্তমানে নেই। এই জেলার সর্বস্তরে জন সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকগণ যদি সমবেত ভাবে সকলকে নিয়ে একটি কমিটি করে ইহা প্রকাশ করেন তাহলে মনে হয় ইহা প্রকাশ করা অসম্ভব হবে না। হয়ত প্রথমে দুই একজনকে এর জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

Periodicals of Purulia District

: Susanta Hazra & Pranata Mukhopadhyay

১২৬৪ বঙ্গাব্দের একটি পত্রিকা

রচনা রত্নাবলী

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

আজ বাংলা দেশে পত্র-পত্রিকার অভাব নেই। ষ্টলগুলো ঘুরে দেখলে বোঝা যায় কত বিচিত্র ধরণের পত্রিকা ষ্টলের শোভা বর্ধন করছে। কোনোটা ক্ষণস্থায়ী, কোনোটা বা দীর্ঘজীবী। তবে অকাল মৃত্যুর সংখ্যাই বেশি। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটিয়ে যেগুলো বেঁচে থাকছে তাদের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু গত শতকে এত রকমের পত্রিকা প্রকাশ—চিন্তাই করতে পারতো না কেউ। তাই বলা যেতে পারে, সে যুগে বিদ্যালয়ে পাঠরত কয়েকজন কিশোর ছাত্রদের সম্পাদনায় 'রচনা-রত্নাবলী'র প্রকাশ পত্রিকা জগতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

'রচনা-রত্নাবলী' ১২৬৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে কলকাতার হিন্দু স্কুলের কয়েকজন ছাত্রের প্রচেষ্টায় এবং সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে স্কুলের ছাত্রদের সম্পাদনায় কোনো পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা নেই। আজ থেকে একশ' দশ বছর পূর্বে কিশোরদের প্রচেষ্টায় সাহিত্য সম্পর্কীয় মাসিক পত্রিকার প্রকাশ খুবই আশ্চর্যের। পত্রিকাটি ২৪ পৃষ্ঠার। সম্পাদক ছিলেন হিন্দু স্কুলেরই একজন ছাত্র। নাম—প্রাণনাথ দত্ত। এ সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের ২য় সংখ্যার (১২৬৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে) শেষ পৃষ্ঠায় একটি বিজ্ঞাপণ ছিল : 'হিন্দু বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এই পত্রিকার অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সর্বশ্রী বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ দত্ত, ভবানীচরণ গুহ, নারায়ণচন্দ্র ধর, বৈদ্যনাথ চন্দ্র, শ্যামচাঁদ বসু, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গুরুদাস বসু।'

পত্রিকাটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো। প্রথম সংখ্যায় এ বিষয়ে একটি ঘোষণা ছিল : 'বর্ত্তমানে বঙ্গভাষায় নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক, পত্রিকা ও সমাচার পত্রাদি প্রকাশিত হওয়াতে এতদ্দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে বটে, কিন্তু অপর সাধারণ লোকের উপকারার্থে বিনামূল্যে কোন মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয় না। অতএব, আমরা কয়েক বন্ধু একত্র হইয়া বিনামূল্যে এই মাসিক পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহাতে নানা বিষয়িণী গদ্য পদ্যময়ী রচনা প্রকাশিত হইবেক'।

এখানে উল্লেখযোগ্য ১২৬৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৬৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' এই পত্রিকাখনির একটি সমালোচনাও প্রকাশিত হয় : '…কতিপয় সুপথগামি সুজন যুবকের প্রণীত 'রচনা-রত্নাবলী' নাম্নী একখানি বিনামূল্যের মাসিক পত্রিকার ১ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠপূর্বক পরমানন্দ লাভ করিলাম। ইহার পদ্য গদ্য উভয় রচনাই সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং অতি সুমধুর হইয়াছে।'

২য় সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর সম্ভবত পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ ২য় খণ্ডের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে ১২৬৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে। এবারকার সম্পাদক মণ্ডলীও ছাত্র, তবে স্কুলের নয়, কলেজের—প্রেসিডেন্সী কলেজের। এই সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি লক্ষণীয়: 'কিয়ন্মাস পূর্ব্বে হিন্দু বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র মিলিত হইয়া রচনা-রত্নাবলী নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ পত্রিকার সমস্ত কার্য্যভার পাঠদ্দশা বিশিষ্ট একজন বালকেব হস্তে পড়িয়াছিল, আর কেহই সাহায্য করেন নাই, সুতরাং ঐ পত্রিকা কেবল চকিতের ন্যায় সাধারণের নয়ন পথারূঢ় হইয়া অনতিবিলম্বেই অদৃশ্য হয়। যাহা হউক এক্ষণে প্রেসিডেন্সী কালেজীয় আমরা কয়েকজন একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, এবং সেই অভীষ্ট সাধনার্থে যাহা ব্যয় হইবে তাহা নিম্নলিখিত আমরা কয়েকজন প্রদান করিব।

সর্বশ্রী বাবু ভবানীচরণ গুহ, প্রাণনাথ দত্ত, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অতুল্যচরণ মল্লিক (সম্পাদক) ও নবীনচন্দ্র বড়াল (সহ সম্পাদক)।'

২য় খণ্ডের সম্পাদক মণ্ডলীর মধ্যে প্রাণনাথ দত্তের নাম থাকলেও প্রধান সম্পাদক হলেন অতুল্যচরণ মল্লিক। পূর্ববর্তী সম্পাদক মণ্ডলীর মধ্যে তিনজন বর্তমান সম্পাদক মণ্ডলীর মধ্যে আছেন। পত্রিকার নামের পরিবর্তন করা হয়নি। কারণ, 'পূর্বপ্রকাশিত রচনা-রত্নাবলী পত্রিকার অধ্যক্ষগণের মধ্যে তিনজন আমাদিগের এই পত্রিকারও অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য ইহার নাম রচনা-রত্নাবলীই দেওয়া গেল।'—একথা সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল।

২য় খণ্ড থেকেই পত্রিকাটির মূল্য ধার্য করা হয়েছিল প্রতি সংখ্যা আধ আনা। অর্থাৎ পুরোনো দু'পয়সা। কারণ পূর্ববর্তী রচনা-রত্নাবলী বিনামূল্যে দেওয়াতে অনেকেই তা গ্রহণ করতে চান নি। তাই মূল্য সম্পর্কে স্থির হলো: 'ইহা পূর্বে বিনামূল্যে প্রদত্ত হওয়াতে অনেকানেক ভদ্রবংশীয়েরা গ্রহণ করেন নাই তজ্জন্য আমরা ইহার প্রত্যেক খানির মূল্য অৰ্দ্ধ আনা নিরূপিত করিলাম।'

উল্লিখিত কয়েকজন কিশোর যুবকের মনে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য যে কি ছিল তাও তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা বললেন: 'এই পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা গ্রন্থ কর্তা-নাম লাভ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে. দেশের উপকার ও আপনাদিগের দেশীয় ভাষায় রচনা শক্তি উৎপাদন করাই আমাদিগের মূল অভিপ্রায়।'

মাতৃভাষার প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসার নিদর্শনও তাঁদের বক্তব্যে পরিস্ফুট: 'ইংরাজী বিদ্যালয় মাত্রেই বঙ্গভাষার অনাদর ও ইংরাজী ভাষার অধিক আদর হয়, সুতরাং তথাকার বালকসকল বঙ্গভাষা অত্যল্পই জানেন, তদর্থে, আমাদিগের এ প্রকার মাতৃভাষার মুখোজ্জল করণ চেষ্টা সন্দর্শনে বিদ্যালয়স্থ আর আর বালকবৃন্দ মাতৃভাষা বঙ্গভাষার আলোচনায় প্রবর্ত্ত হইবেন।'

সম্পাদক মণ্ডলীর কয়েকজনের রচনাই মাত্র (গদ্য ও পদ্য) পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হতো।

সবুজ পত্র

গীতা মিত্র

"ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"

২৫শে বৈশাখ ১৩২১ সাল, প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজ পত্রের প্রথম আত্মপ্রকাশে কবিগুরুর সবুজের অভিযানের নবীনের আহ্বান।

বিংশ শতাব্দীর ২য় দশক। ইউরোপের দিকে দিকে প্রথম মহাযুদ্ধের রণোন্মাদনা। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবল আঘাতে প্রাচীন অনুশাসনে বন্দী বাঙালীর মনন শীলতা যুগসঞ্চিত সংস্কারেরর লৌহ শিকল ভাঙ্গার জন্য ব্যগ্র, বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নতুন ও পুরাতন ভাবধারার সংঘাত। রাজনীতিতে চরম ও নরম পন্থীদের বিরোধ, সাহিত্যে চলতি ও সাধু ভাষার দ্বন্দ্ব। প্রাচীন ধর্মীয় অনুশাসনে আবদ্ধ রক্ষণশীল বাঙালী সভ্যতা সংস্কৃতি, এই সময় বৈজ্ঞানিক দর্শন ও যুক্তিবাদের নির্মম কুঠারাঘাতে ক্রমশ পরিবর্তনশীল, সেই ঐতিহাসিক বিবর্তনের যুগে 'সবুজ পত্রের' প্রথম প্রকাশ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবুজপত্র শুধু যে, সেই ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সার্থক চিত্র তার প্রতি পৃষ্ঠায় তুলে ধরেছে তা নয়, তাকে উপযুক্ত দিকে প্রবহমান করতে সাহায্য করেছে।

প্রমথ চৌধুরী নিজেই তাঁর পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুখপত্রে বলেছেন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায় বাঙালী জাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, "একটা নতুন কিছু করো।" সেই নতুন কিছু কথার জন্য তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশ কিছু এমন চমকপ্রদ, নতুন কাজ নয়, বিশেষ সেই সময় সাহিত্য জগতে রথী মহারথী পরিচালিত অনেক বিখ্যাত পত্র পত্রিকা ছিল। আসলে পত্রিকার উদ্দেশ্যের মধ্যে যে নতুনত্ব, ও তাঁর সাহিত্য সাধনায় যে নতুন ব্রত সেটাই সবুজ পত্র প্রকাশের মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের পরামর্শ রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। "একটা নতুন কিছু করবার" জন্য নয় বাঙালীর জীবনে যে নতুনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করার জন্য পত্রিকার প্রকাশ।" ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্পর্কে বাঙালী মানসিক ও ব্যবহারিক জীবন যে জড়তা থেকে মুক্ত হয়েছে, সেই মুক্তির আনন্দে, যে নব সাহিত্যের ফুল ফুটবে তাকে চাষ করাই সবুজ পত্রের উদ্দেশ্য।

"আমাদের নবজীবনের নবশিক্ষা দেশের দিকে ও বিদেশের দিকে উভয় দিক থেকেই সহায়। এই নবজীবন যে লেখায় প্রতি ফলিত হয় সেই লেখাই সাহিত্য বাদ বাকি লেখা কাজের নয়, বাজে।" সুতরাং অন্যান্য পত্রিকার মতন আগাছা পরগাছাকে বাড়িয়ে না তুলে শুধু যে সব লেখায় নবজীবনের আদর্শ প্রতিফলিত হবে তাকেই সযত্নে সবুজ পত্রাধারে রক্ষিত করা হবে। "দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান। এই দুইটি প্রাণ শক্তির

বিরোধ নয়। মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যত নির্ভর করছে।" এই সাহিত্য সাধনায় ব্রতী এই ক্ষুদ্র পত্রিকার স্বল্প পরিসর স্থান তাই কোন শিক্ষা প্রচার বা অসংযত মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যয় করা হবেনা।

লেখককে তার সীমার মধ্যে তার মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংযত করার চেষ্টা করতে হবে। নব্য লেখকদের এই সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হতে আহ্বান জানিয়ে সম্পাদক তার পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। "আমাদের বাংলা ঘরের খিড়কি দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতি গলাবার চেষ্টা করতে হবে, আমাদের গৌড় ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ করতে চেষ্টা করতে হবে।" স্বজাতির মুক্তির জন্য এই কঠিন সাধন পদ্ধতি সে দিন সবুজপত্র গ্রহণ করেছিল, যে সাহিত্য সাধনা অন্যান্য সাময়িক সাহিত্য থেকে ভিন্নতর।

ক্যালকাটা উইকলি নোটসের ছাপাখানায় ছাপা হতো সবুজপত্র। উইকলি নোটসের অফিসই ছিল পত্রিকা-অফিস। প্রথম দিকে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় পরে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শেষে সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় সবুজপত্র দেখাশুনা করতেন। অন্য দুজনের নাম যদিও সবুজ পত্রে উল্লেখিত হয় নি, তবে ৮ম বর্ষে, সুরেশ চক্রবর্তীর নাম সহ সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম এর প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল চার আনা, বার্ষিক ২ টাকা ছয় আনা। প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮৭, পরবর্তীকালে এই সংখ্যা গড়ে ৬০ থেকে ৮০ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ ছিল। মাসিক সাময়িক পত্রিকা হিসাবে এই এই পৃষ্ঠার সংখ্যা কমই বলা যায়। নাম ও প্রচ্ছদে সবুজপত্র তার বৈশিষ্ট্য সমভাবে বজায় রেখেছিল। নন্দলাল বসু প্রচ্ছদচিত্র চিত্রিত করেছিলেন, তারুণ্যের ধর্ম করেছিলেন গাঢ় সবুজ রঙের উপর সাদা তালপত্র চিত্রিত মলাট। আর পাঠ্যাংশের প্রারম্ভে ছিল প্রাণ-ধর্মের 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' এই বাণী— যা ছিল পত্রিকার মূলমন্ত্র। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য দ্যোতক তালপত্র, আর সবুজের মাঝে নব জীবনের বাণী—এই দুইএর মিশ্রণে সবুজপত্রের প্রচ্ছদচিত্র ছিল বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জক। এত রং থাকতে সবুজ রংটি কেন নেওয়া হলো সে বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী নিজেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন "সবুজ হচ্ছে এই বর্ণমালার মধ্যমণি এবং নিজগুনে সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে। * * অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম।" সজীবতা ও সরসতাই হচ্ছে বাঙালী মনের নৈসর্গিক ধর্ম। সেই ধর্মকে অক্ষুন্ন রাখার জন্যই সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠা, তাই তার প্রচ্ছদ গাঢ় সবুজ রঙে রাঙানো।

বাংলা সাময়িক পত্রিকার জগতে সবুজপত্র স্বতন্ত্র ও একক। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাকে তৎকালীন অন্যান্য পত্রিকাগুলি থেকে পৃথক করেছে। সবুজ পত্রিকায় কোন ছবি, অলঙ্কার, বিজ্ঞাপন বা নয়নরঞ্জন কোন ফিচার ছিল না। অর্থাৎ পত্রিকা বাজারে পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য বহুবর্ণ চিত্র, সচিত্র গল্প, উপন্যাস, রহস্যোপন্যাস, কার্টুন, ইত্যাদি দেওয়া হতো এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঠকের কাছে কম চাঁদা নিয়ে শুধু খরচ নয় মোটা একটা

লাভের অংশও তুলে নেওয়ার যে চেষ্টা সাময়িক পত্রিকায় করা হতো—এই সব কোন প্রচলিত নিয়ম সবুজপত্রে অনুসরণ করা হয়নি। ব্যবসায়িক লাভক্ষতির টানাটানির মধ্যে নব্যতন্ত্রী সাহিত্য সাধনার গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। রচনার বিষয়, নাম, বক্তব্য ও প্রকাশ ভঙ্গী সমস্তই ছিল আধুনিক চিন্তাধারা বাণীবাহক এবং অভিনব। প্রবন্ধই ছিল সবুজপত্রের উপজীব্য। কবিতা গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস ও টিকাটিপ্পনি দিয়ে মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। চমকপ্রদ রহস্যপোন্যাস, ন্যাকা কান্নার ছোটগল্প ব্যঙ্গের নামে কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর চেষ্টা, যৌবনের উগ্র নির্লজ্জ প্রকাশ বা বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদ প্রচার—যেগুলো ছিল তৎকালীন যুগের অধিকাংশ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য তার কোন চিহ্নই ছিল না সবুজপত্রে। এখানে প্রকাশিত বিদগ্ধ ও যুক্তিবাদী প্রবন্ধের প্রাচুর্য প্রতিটি কবিতায় জীবনের গভীরতর সৌন্দর্যানুভূতির প্রকাশ ও নতুনত্বের আস্বাদন। প্রতি গল্প ও উপন্যাসে সামাজিক ও সাংসারিক সমস্যার বলিষ্ঠ রূপ সমকালীন চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবি জনমানসে আলোড়ন এনেছিল।

সবুজপত্র চলতি ভাষায় সাহিত্যসাধনার অন্যতম পথিকৃৎ। বাংলা ভাষা আন্দোলনের সুযোগ্য সারথিরূপে নব্য লেখকদের কথ্য ভাষায় দুরূহ ও জটিল বিষয়গুলি সহজ ও সরল ভাবে প্রকাশিত করে, সাধু ভাষার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আহ্বান জানিয়েছিল। চলতি ভাষায় বাণীর আরাধনা করার এই প্রচেষ্টা সাহিত্য জগতে সবুজপত্রকে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রমথ চৌধুরীর স্বনামে ও ছদ্মনামে, রবীন্দ্রনাথ, সুরেশ চক্রবর্তী বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রচনায় চলতি ভাষা ব্যবহারের সমর্থনে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

সমাজ ও সংস্কৃতি সেই সময় রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীল ভাবধারায় যে সংঘর্ষ, তার সংগ্রামী নেতৃত্ব গ্রহণ সবুজ পত্রের অন্য আর একটী বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী নাটক, 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস, 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ অথবা অন্যান্য দার্শনিক ও শিক্ষামূলক প্রবন্ধগুলি ও পত্রাবলী, সংস্কারপন্থীদের খাঁচার দরজা ভেঙ্গে ফেলে নবযুগের প্রতিষ্ঠায় যৌবনকে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী নতুন ও পুরাতন, বরদাচরণ গুপ্তের 'নতুন কিছু", সুরেশ চক্রবর্তীর 'নতুন ও পুরাতন,' ইত্যাদি বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ, রূপক ছোট গল্প, কবিতা ইত্যাদি, ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত করে জনমানসকে যুক্তি ও প্রগতির দিকে পরিচালিত করেছিল।

বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রকৃত কারণ ও তার ভয়াবহ পরিণাম, যুদ্ধোত্তর ভঙ্গুর সমাজ ও ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতাকে সবুজপত্র তার বিভিন্ন প্রবন্ধ ও অনুবাদের মধ্যে রূপ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'লড়াইএর মূল', অতুলগুপ্ত ও প্রমথ চৌধুরীর, যুদ্ধ সম্পর্কিত পারস্পরিক আলোচনা, ইন্দিরা দেবী অনুদিত 'লেখকের প্রার্থনা' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সবুজপত্র যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার চিত্র তুলে ধরেছে।

সবুজপত্রের যুগে ভারতের তথা বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন ভাবধারা ও বিভিন্ন ঘটনাবলীর

সংঘাতে রাজনৈতিক ইতিহাসে যুগ পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ভারতের রাজনীতিতে স্বায়ত্ত শাসন ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম, অসহযোগ আন্দোলন, চরকা আন্দোলন, ইত্যাদি এবং এই সব নিয়ে নরম ও চরম পন্থীদের সংঘর্ষ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দুর্বলতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা, রাজনীতিতে কপটতা ও মিথ্যাচার—এই সমস্ত বিষয়ের উপরেই সবুজপত্রে বলিষ্ঠ ও নির্ভিক মতামত প্রকাশিত হয়েছে। গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের দিকে দিকে জনগণের যে সংগ্রাম, তার পরিচয় তুলে ধরে বাঙালী জনমানসে এই নব ভাবধারার অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা হয়েছে। কয়েক মাস বন্ধ থাকার পর পত্রিকা যখন পুনরায় প্রকাশিত হলো, তখন সম্পাদক নিবেদন করছেন "সবুজপত্র পুনঃ প্রকাশের অপর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বর্তমানে যে দেশ ব্যাপী আন্দোলন চলছে, দেখতে পাই যে বাংলার প্রায় সকল মাসিকপত্র সে সম্বন্ধে নীরব। এ মৌনতা স্বাভাবিক নয়। ...সুতরাং আমার অনুরোধ বাংলার সাহিত্যিকরা বর্তমান স্বরাজ আন্দোলনের আলোচনা করুন, বিচার করুন।"

সবুজপত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ের সাহিত্যিক বিতর্ক সবুজপত্রে স্থান পেত। সবুজপত্রে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনাও পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রবীন্দ্রনাথের "চরকা"র উপর তীব্র বাদানুবাদ। সম্পাদক নিজেই ঘোষণা করেছেন বিরুদ্ধ মতকে বয়কট না করে তাকে সবুজপত্রে স্থান দেওয়া সবুজপত্রের ধর্ম। বিষয়-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পত্রিকার বারবার অন্য পত্রিকার থেকে পুর্নমুদ্রণ, অনুবাদ ও পরিভাষার অভাবে বা অতিরিক্ত পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকায় বহু ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সবুজপত্রে যে সব পত্রাবলী স্বনামে ও ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে, অথবা বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে আদান-প্রদান হয়েছে তার প্রত্যেকটি বিভিন্ন বিশেষ বিষয়ের উপর যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ আলোচনায় সমৃদ্ধ এবং তার মধ্যে দিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমকালীন যুগ সম্পর্কে চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব পত্রাবলীর যে শুধু সাহিত্যিক মূল্য আছে তা নয়, বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই পত্র সাহিত্য সবুজপত্রের নিজস্ব, সমকালীন অন্যান্য পত্রিকায় এই ধরনের পত্র সাহিত্য দেখা যেত না।

নতুন প্রকাশিত কোন পুস্তক বা পত্রিকার গতানুগতিক পুস্তক সমালোচনা সবুজপত্রে করা হতো না। প্রবন্ধাকারে গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর ব্যপক বিশ্লেষণ করা হতো। প্রমথ চৌধুরীর, 'পূর্ব ও পশ্চিম' 'ভারতবর্ষের ঐক্য', 'গড্ডালিকা', ননীমাধব চৌধুরীর 'চীন ও ইউরোপ', সতীশ ঘটকের 'একতারা', ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মাসিক পত্রিকা প্রকাশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেছিলেন "তোমার পত্রিকার একটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থাকা চাই অর্থাৎ অন্যের প্রতি নিজের ব্যবহারেও তার তপস্যা থাকবে, নিজের প্রতি অন্যের ব্যবহারকেও সে সৃষ্টি করে তুলবে।" সবুজপত্রের আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি রবীন্দ্রনাথের উক্তির যথার্থ রূপদানের চেষ্টা করেছে।

সবুজপত্রের আবির্ভাব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছায়। নতুন কাগজ প্রকাশের চিন্তায় উদগ্রীব হয়ে তিনি প্রথম চৌধুরীকে লিখেছেন। "সেই কাগজটার কথা চিন্তা করো। যদি সেটা বের করাই স্থির হয়, তা হলে শুধু চিন্তা করলে হবে না কিছু লিখতে শুরু কোরো। কাগজটার নাম যদি কণিষ্ঠ হয় ত কি রকম হয়?" পত্রিকার নাম 'সবুজপত্র' হয়েছে শুনে উৎফুল্ল হয়ে আবার লেখেন—"সবুজপত্র উদ্গমের সময় হয়েছে—বসন্তের হাওয়ায় সে কথা চাপা রইল না– অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই। আমি ফাঁক পেলেই লিখতে চেষ্টা করব।"

শুধু লেখা দিয়ে নয়, ঘন ঘন পত্রাঘাতে তিনি সবুজপত্র সম্বন্ধে ইতি কর্তব্য নির্দেশ করে দেন এবং সম্পাদককে সবুজ পত্রের ধ্বজা উড়িয়ে সাহিত্যে জয়রথ চালিয়ে নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছেন। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবুজ পত্রের পার্থ সারথী আর প্রমথ চৌধুরী ছিলেন পার্থ। সবুজপত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য লেখক গোষ্ঠী সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। সাহিত্য জগতে এই দুই রথী মহারথীর লেখাই সবুজপত্রের সবটুকু জুড়ে থাকত। রবীন্দ্রনাথ সসংকোচে পত্র দিয়েছিলেন। "সবুজপত্রে কেবলমাত্র সম্পাদক এবং একটিমাত্র লেখক যদি সব লেখা লেখে তবে লেখক বলবে কি? একে ত সেটা দেমাকের লক্ষণ মনে করে ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকবে—তার পরে হয় ত বৈচিত্র্যের অভাবেও দুঃখ বোধ করতে পারে।" তিনি তাই পরামর্শ দিলেন "যত পার নতুন লেখক টেনে নাও লিখতে লিখতে তারা তৈরী হয়ে যাবে। কাগজের আদর্শ সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়া হলে নিষ্ফল হতে হবে।" নতুন লেখক তৈরীর জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে বারবার তাগিদ এসেছে—তারই জন্য ব্রাইট ষ্ট্রীটের কমলাভবনে সবুজপত্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল নবীন লেখক গোষ্ঠীর সবুজ সভা। আর সেই সবুজ পত্রীদের কেন্দ্রে অধিনায়ক-রূপে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের একান্ত আগ্রহকে পূর্ণ করেছিলেন। এই সবুজ পত্রীদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সতীশচন্দ্র ঘটক, সরলা দেবী চৌধুরাণী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কিরণ শঙ্কর রায়, হৃষিকেশ সেন, হারিতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত প্রমুখ নবীন লেখকরা সবুজপত্রের নব্য আদর্শকে তাঁদের লেখনীতে মূর্ত্ত করে তুলেছিলেন। সতীশ ঘটকের সরস, সহজ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সুনীতি কুমারের বাংলাভাষা সংক্রান্ত তথ্যপূর্ণ আলোচনা, প্রিয়ম্বদা দেবী অনূদিত ঝিলে জঙ্গলে শিকার, কিরণশঙ্কর রায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যার উপর রূপক, কান্তিচন্দ্র ঘোষের ওমর খৈয়াম, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনামে লেখা মানিকগঞ্জের মৌখিক ভাষার রচনা...দানি, অর্থনীতি ও সঙ্গীতের উপর বিভিন্ন লেখকের রচনা। তাদের প্রকাশ ভঙ্গীর নতুনত্বে ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যপূর্ণ মতামতের বলিষ্ঠ প্রকাশে সেদিনের সাহিত্য জগতে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল প্রথম বছরে চৈত্র সংখ্যায় ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণে—রবীন্দ্রনাথের বসন্তের পালা ও যে

বর্ষে Manchester Guardian পত্রিকায় লিখিত প্রমথ চৌধুরীর Indian literature প্রকাশিত হয়। সবুজপত্র মণ্ডিত সাহিত্যের নবশাখায়, বাংলা সাহিত্যের ভোবের পাখীদের সম্পাদক যে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন সেই আহ্বান ব্যর্থ হয়নি এবং বাংলা সাহিত্যের গতি পরিবর্তনে এই সবুজপত্রীদের অবদান উল্লেখযোগ্য।

সবুজপত্র ছিল সাময়িক পত্রের সমাজের প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম - তার বিশেষ ভাবাদর্শ ও ভাষাদর্শকে সাময়িক পত্রের রক্ষণশীল সমাজ সহ্য করতে পারেনি। সরোষ আক্রমণ, তীব্র ব্যঙ্গ, এমনকি ব্যক্তিগত কটূক্তি পর্যন্ত সবুজপত্রের উপর বর্ষিত হয়েছিল। সবুজপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপের কষাঘাত করেন আর্য্যাবর্ত, নারায়ণ, যমুনা, সাহিত্য ভারতবর্ষ বসুমতী এমনকি মানসী পর্যন্ত। সবুজপত্রের পরিচালক ও প্রবর্তককে অত্যন্ত বিলাতিপ্রিয়, সবুজকে কাঁচা ও অপক্ক বলে ব্যঙ্গ করে 'আর্য্যাবর্ত' লিখছেন "পূর্ববর্ত্তীদিগকে 'অতিকায়' আখ্যায় আখ্যাত করিয়া এই সবুজ—এই কাঁচা ত বিদ্রোহের বিষাণ বাজাইয়া বাংলার আসরে দেখা দিয়াছে। সে বিদ্রোহ সমাজের বিরুদ্ধে—সে বিদ্রোহ ভাষার বিরুদ্ধে।" * * * "যে ভাষায় সবুজপত্রের 'সুসমাচার' প্রচারিত হইয়াছে, সে ভাষা কি সম্পাদকের কল্পিত আদর্শানুগ হইয়াছে?" 'রবীন্দ্র বাবুর' সবুজের অভিযানকে বহু অসংলগ্ন ভাবের সমষ্টি বলে অভিহিত করে আর্য্যাবর্ত বলছেন তবে একটি ভাব উল্লেখযোগ্য 'ভুলগুলো সব আকারে বাছা বাছা'—ভুলের জন্য এত আগ্রহ আমরা কখনও দেখি নাই।" আর্য্যাবর্ত সবুজপত্রের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে একে সম্পাদকের এক দাম্ভিক খেয়াল বলে মনে করেছেন।

'সাহিত্য', পত্রিকায়, প্রকাশিত রমাপ্রসাদ চন্দ সবুজ সাহিত্য প্রবন্ধে সম্পাদকের মুখবন্ধের তীব্র সমালোচনা করেছেন। অতীত ও বর্তমানের মিলনের প্রস্তাব ও ভাষা সংস্কারের উপর আক্রমণ করে লিখছেন "বীরবলের রচনা বিশেষ কষ্টপ্রসূত সাধু ভাষার অসাধু অনুবাদ মাত্র। তাহার এই আটপৌরে ভাষাটা নেহাত তৈরী জিনিষ। তাই তিনি মনে করেন সাধু ভাষাটাও তেমনি তৈরী।' মানসী প্রমথ চৌধুরী লিখিত 'অলঙ্কারের সূত্রপাত' প্রবন্ধটি সমালোচনা করেন এবং ইংরাজি গদ্যের অনুকরণ ও অনুবাদ থেকে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি বীরবলের এই মতের বিরোধিতা করেন। শরৎচন্দ্র সম্পাদিত 'যমুনা' ১৩২৩ চৈত্র সংখ্যায় লিখছে "সবুজপত্রের দশা এমন হইল কেন? যেন পোড়া পোড়া, তাঁবাটে তাঁবাটে, শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে না ত? ক্রমাগত দুই, তিন, সংখ্যায় শুধু গান ও সুর লইয়া মারামারি, তেমন গল্পগুজব, রসসাহিত্যের আলোচনা কিংবা কাব্যকুজন কিছুই নাই, যা আছে তা কেবল ফাঁকি।"

—অসিতবরণ সিংহ

সবুজপত্রের সব চেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত 'নারায়ণ' যাঁর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। রবীন্দ্র অনুসারী সমাজের ব্রাহ্মধর্ম ও প্রগতিবাদের বিরুদ্ধেই রবীন্দ্র বিরোধী পত্রিকারূপে নারায়ণের আত্মপ্রকাশ চলতি ভাষার

প্রচলন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্য বলিষ্ঠ প্রচার—এই দুইএর বিরুদ্ধেই তীব্র আক্রমণ করা হয়েছিল। 'নারায়ণে' প্রকাশিত বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্যের আক্রমণের উত্তরে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। 'নতুন ও পুরাতনে' বিপিন পাল লিখছেন যার হাতে কলম, দোয়াত-কালি ও যার পয়সা আছে, 'জীবন্ত ভাষা বলিয়া এই জীবনের অজুহাতে সেই যে বাঙলা ভাষাটাকে যা তা পরিবর্তন করিয়া চালাইয়া দিবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে, ইহার প্রশ্রয় দিলে চলিবে না।" ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে ও নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকার করেও তিনি লিখছেন" কোন ভাষার মূল গঠন ও প্রকৃতিকে উলট-পালট করিয়া দিবার অধিকার কাহারও নাই।" ব্যকরণের নিয়মকে উলট-পালট করার স্বাধীনতাকে তিনি স্বেচ্ছাচারিতা বলে মনে করেছেন।

সবুজপত্রের প্রতি আক্রমণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সজাগ ছিলেন "সবুজপত্রের উচিত হবে খুব একচোট গাল খাওয়া। সেইটেই একটা লক্ষণ যে ওর কথাগুলো মর্মস্থানে গিয়ে লাগচে" অথবা "সাহিত্যে তোমার প্রতিষ্ঠা যতই ক্ষয় হতে থাকবে ততই তোমার উপর ধাক্কা বেশী পড়বে—যারা মাঝারি মানুষ তাদের সুবিধা এই যে তাদের মাথার অনেক উপর দিয়ে তুফান চলে যায়।" মানসীতে 'কৈফিয়ৎ' নামে রচনায় প্রমথ চৌধুরী সমালোচনার জবাবে পাল মহাশয়ের 'যৌবনে কৃষ্ণকথা' ও স্বরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' পাশাপাশি তুলে দিয়েছেন। "পাল মহাশয়ের ন্যায় খ্যাতনামা ব্যক্তি যার লেখা আলোচনার যোগ্য মনে করেন, তার কলম ধরা সার্থক, কেননা ওতেই প্রমাণ হয় যে তার লেখার প্রাণ আছে, যা মৃত একমাত্র তাই নিন্দা-প্রশংসার বহির্ভূত। * * * অসাধু ভাষার বিপদ যেমন এই বানানের দিকে সাধু ভাষারও তেমনি বানানের দিকে। ও ভাষায় লিখতে বসলে যখন পাল মহাশয়ের চাঁচা কলমের মুখ ফসকে 'আমরণ' পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিল এইরূপ বাক্য বেরিয়ে পড়ে—তখন আমাদের কাঁচা কলমের উপর ভরসা কি? এহেন সাধু হস্ত হতে মুক্তিলাভ না করলে বঙ্গ সরস্বতী আমরণ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া নয় মরিয়া থাকিবে।"

বাংলার সাময়িক সাহিত্যে সবুজপত্রের মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। যে হৃদয় ধর্মকে উপজীব্য করে তৎকালীন বহু পত্র-পত্রিকা পাঠক সমাজকে করুণ রসে আপ্লুত করেছিল, সবুজপত্র ছিল তার বিপরীত। প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন "করুণ রসে স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। ·· হৃদয়ের দোহাই দিলে এদেশে নির্বুদ্ধিতার সাতখুন মাপ।" হৃদয়কে তিনি কোন দিনই মস্তিষ্কের উপর স্থান দেন নি। অন্ধ হৃদয়ের যুক্তিবিহীন উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যাকুলতার কোন পরিচয় সবুজপত্রে নেই। বুদ্ধির দীপ্ত আলোকে, যুক্তির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে, ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় যাচাই করে নেওয়াই ছিল সবুজপত্রের ধর্ম।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য জীবন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল কলকাতার নাগরিক সভ্যতার মধ্যে। তাই বাংলার সবুজপল্লীর স্নিগ্ধ আমেজ থেকে অনেক দূরে, বিচিত্র পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য কৃতিতে প্রতিফলিত

হয়েছিল—তারই সবুজপত্র। কিন্তু সেই যন্ত্রচালিত, আধুনিক যে জনমানস তার সমস্ত দিক কিন্তু সবুজপত্রে ফুটে উঠেনি "নাগরিক মানুষের বহু বিচিত্র আলেখ্য তার লেখনিতে ফুটে উঠেনি, ফুটে ওঠেনি সবুজপত্রে ধনীর বিলাস কক্ষের বহু বহু নীচে, কাণাগলির মধ্যে কুলি মজুরের ডেরায় যে দুর্নীতি ও ব্যভিচার, নীচতা ও দীনতা জমে থাকে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে তা চিত্রিত হয় নি। মেহনতী জনতার থেকে অনেক দূরে, নাগরিক আভিজাত্য ও কঠিন বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলনের মাঝে যন্ত্র-শিল্প যুগের যন্ত্র দানবের পীড়নে পিষ্ট হৃদয়ের কাতর আর্তনাদ তার পত্রিকায় ধ্বনিত হয় নি, রূপ পায়নি কঠিন নির্মম দারিদ্র্য। "শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি এক শ্রেণীর মানুষের জীবনের এক ভগ্নাংশই সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে" এবং সেই এক শ্রেণীর মানুষের জীবন যাত্রাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্রিত হয়েছে প্রমথ চৌধুরী পত্রিকায়। যদিও সেই শ্রেণীর সাহিত্য গতানুগতিকতার উর্ধে যুক্তিবাদী, শিক্ষিত সংস্কৃতবান ব্যক্তিদের সাহিত্য।

"সবুজপত্র যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগের বিদ্রোহী সন্তান। তাই তার আচরণ ও বাগ-বিন্যাসেও এই বিদ্রোহের বক্র তির্যক ভঙ্গিটী স্পষ্ট রেখায় স্বাক্ষরিত।" সবুজপত্রের সমালোচক 'আর্য্যাবর্ত' লিখছে "বৈশাখের সবুজপত্রে সর্বত্র এই বিদ্রোহের বিকাশ। কি প্রবন্ধে, কি গল্পে সর্বত্র এই বিদ্রোহের পরিচয়। * সমাজের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ, যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মহিমা কীর্তনে ও ভাষার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ সে বীরবলী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।" প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়ে রবীন্দ্রযুগের মধ্যপথে তার আবির্ভাব। তার সঙ্গে মিল হয়নি রবীন্দ্রানুসারীদের। কেননা সে অন্ধ রবীন্দ্র-স্তাবক ছিল না। তার মিল হয়নি রবীন্দ্রবিরোধীদের সঙ্গে এবং তার মিল হয়নি উত্তর কালের 'কালিকলম', 'কল্লোল', 'ধূমকেতু', 'শনিবারের চিঠি', 'পরিচয়'—এই সব একান্ত বাস্তববাদী প্রগতিশীল পত্রিকার সঙ্গে। কথ্য ভাষায় দুরূহ বিষয় ও চিন্তাধারাকে সহজ ও সরল ভাবে প্রকাশ করেও সবুজপত্র জনপ্রিয় কাগজ হয়নি! প্রবন্ধবহুল নীতি ও তর্কের বিদগ্ধতা সাধারণ জনগণকে আকর্ষণ করতে পারে নি, তার পাঠকসমাজ ছিল সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সবুজপত্রের ভাবলেশহীন নির্বিকার মননশীলতা, বাঙ্গালী পাঠক অনেকদিন পর্যন্ত তাকে স্বীকার করতেই পারে নি। সন্দেহ, সংশয়, নৈরাশ্য, নাস্তিকতা নির্মম বাস্তবমুখিতার মধ্যে সবুজপত্রের বুদ্ধিদীপ্ত আবেগরহিত সংকল্প-কঠোর জীবন সাধনা মুছে গেল। 'শরৎচন্দ্রের হৃদয়াবেগ, কালিকলমের-কল্লোলের আবেগপ্রধান অতি তরল তারুণ্যের কাছে সবুজপত্রের অতি প্রবল মননশীলতা ব্যর্থ হলো"। প্রমথ চৌধুরী নিজেই দুঃখের সঙ্গে বলছেন "আমি বাঙালী জাতির বিদূষক মাত্র। তবে রসিকতাচ্ছলে সত্য কথা বলতে গিয়ে ভুল করেছি। কারণ নিত্য দেখতে পাই যে, অনেকে আমার সত্য কথাকে রসিকতা বলে আর রসিকতাকে সত্য কথা বলে ভুল করেন।"

বিরুদ্ধবাদীদের প্রবল আক্রমণ ও অনবরত আর্থিক অপ্রতুলতা পাঠক সমাজের ক্ষীণতা প্রমথ চৌধুরীর মনে পত্রিকার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে হতাশা এনেছিল। বিভিন্ন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে

ও রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবন' পড়লে জানা যায়। প্রায় প্রথম বর্ষের শেষাশেষি থেকেই সবুজপত্রের নাভিশ্বাস উঠেছিল। পবিত্র বাবুকে ডেকে তিনি 'সবুজপত্র' বন্ধ করে দেবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিঠি প্রমথ চৌধুরীকে আবার উৎসাহিত করেছে "সবুজপত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বই কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রংকে বেশ পাকা করে দেবার পূর্বে তোমার নিষ্কৃতি নেই। —প্রবীণতার বর্ণহীন, রসহীন, চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাকে সর্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী হাওয়াতেও মেরে ফেলতে না পারে।" জনপ্রিয়তা না হওয়ার জন্য চিন্তিত হতে বারণ করে কবি লিখছেন "তোমার কাগজ লোকের মনোরঞ্জন করে লোকপ্রিয় হবে—এই জীবন্মৃতের দুর্ভাগ্য হতে তোমার সৃষ্টিকে বিধাতা রক্ষা করুন।" তবুও সবুজপত্রকে নিয়ে পুনরায় চিন্তা দেখা দিয়েছিল। এবং আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তিনি কখন কখন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করেছেন। ৭ম বর্ষে বিজ্ঞাপন দেখা যায়। তিনি পবিত্র বাবুকে জানিয়েছিলেন নতুন নতুন চিন্তার বাহন না হলে সবুজপত্রকে টিকিয়ে রেখে কোন লাভ নেই। সবুজপত্রের যোগ্য লেখা লিখতে আলস্য বোধ করছেন। তার নিজেরও অবসাদ এসেছে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও কোন ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রমথ চৌধুরীর নিজের মুখে 'সবুজপত্র' বন্ধ করে দেওয়ার কারণ ব্যক্ত করলেও তবু এই কারণে সবুজপত্র বন্ধ হয়নি। নরেন্দ্র দেব সবুজপত্রের ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্বন্ধে বলছেন 'যদি পত্রিকাখানি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি কারণ ব্যবসা-বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে এ কাগজেরও কারবার শুরু হয়নি। নিছক সাহিত্য প্রীতিই ছিল এর মূলধন। একছত্র কোন বিজ্ঞাপনও সবুজ-পুঁথির পাতাকে সাহিত্য পত্র গোষ্ঠির মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। বাংলাদেশ যদিও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তখনও অনেক পিছিয়ে ছিল, তবু একটি মাত্র বিজ্ঞাপন না নিয়ে, কেবলমাত্র রসিকজনের প্রীতির ভরসায় কোন উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতন প্রমথ চৌধুরীকে পরাস্ত করেছিল সবুজপত্রের প্রকাশ ক্রমশঃই অনিয়মিত হতে থাকে, পত্রিকার নিয়ম লঙ্ঘন' করে ৮ম বর্ষ ১৩২৮-২৯, ৯ম বর্ষ ১৩৩২-৩৩, ১০ম বর্ষ ১৩৩৩-৩৪ ধরে প্রকাশিত হয়। দশম বর্ষের শেষ সংখ্যায় জন্মদাতা নিজেই সবুজপত্রের অকালমৃত্যু ঘোষণা করলেন সবুজপত্রকে যদি যথার্থই একখানি মাসিক পত্রিকা করতে পারি তাহলে এ পত্র আবার প্রকাশ করব। কবে তা করতে পারব, সে কথা সবুজপত্রের গ্রাহকদের সময় থাকতেই জানাব। 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া কারো মনোরঞ্জন করা নয়"—এই মহান আদর্শবাদিতা সবুজপত্রের জীবন রক্ষা করতে পারেনি। সবুজপত্রের ব্যর্থতার বেদনা মূর্ত হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর 'ব্যর্থ জীবনের' মধ্যে

"পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।

ক্ষণস্থায়ী সবুজপত্রের সেঠো জনপ্রিয়তা ছিল না, কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য সাময়িক

পত্রের জগতে সবুজপত্র নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। সবুজপত্রকে ঘিরে আবেগপ্রবণ ও যুক্তিপ্রবণ ভাবধারার মধ্যে যে প্রবল সংঘর্ষ, তার রেশ পরবর্তীকালে তার উত্তর সূরীরা বহন করেছে। কথ্য ভাষায় লেখবার যে প্রেরণা তিনি দিয়েছিলেন সেই প্রেরণা তাঁর পরবর্তীদের অনুপ্রাণিত করেছে। সংস্কার ও আচার সর্বস্বতায় আবদ্ধ বুদ্ধিজীবি সমাজকে তার ঝিমুনি থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিস্বাধীনতার যে আস্বাদন তিনি এনে দিয়েছিলেন এবং সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে, সব কিছু বিচার করার যে নিশানা তিনি দিয়েছিলেন, তাকেই আরও অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছিলেন তার উত্তর সাধকরা। যে মৌলিকতা নিয়ে সবুজপত্র সাময়িক পত্রিকা জগতে তার একটি বিশিষ্ট আসন সংরক্ষিত করেছে, সেই মৌলিক অবদানেই সবুজপত্র আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল।

নির্দেশিকা

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড
২। রবীন্দ্রনাথ রায় : বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী
৩। জীবেন্দ্র সিংহ রায় : প্রমথ চৌধুরী
৪। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : বীরবল ও বাংলা সাহিত্য
৫। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় : চলমান জীবন, ১ম ও ২য় পর্ব
৬। ঐ : প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র
৭। প্রমথ চৌধুরী জন্ম শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি : সম্পাদনা—অশোক কুণ্ডু
৮। আর্যাবর্ত—১৩২১, জ্যৈষ্ঠ
৯। নারায়ণ—১৩২১, অগ্রহায়ণ
১০। মানসী—১৩২১, আশ্বিন, ১৩২২, মাঘ
১১। যমুনা—১৩২৩, চৈত্র
১২। রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা—১৩৭৫, কার্তিক—পৌষ
১৩। সাহিত্য—১৩২১, জ্যৈষ্ঠ
১৪। সবুজপত্র—১ম খণ্ড—১০ম খণ্ড।

সবুজপত্রের দশটি খণ্ডের সম্মিলিত প্রবন্ধসূচী

সঙ্কলনে : গীতা মিত্র ও প্রীতি মিত্র

[বাংলার ১৩২১ সাল থেকে ১৩৩৪ সাল পর্যন্ত দশটি খণ্ডে সবুজপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই দশটি খণ্ডের গল্প, উপন্যাস-কবিতা বাদে অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের প্রবন্ধ সূচী এখানে প্রকাশ করা হলো। প্রবন্ধ সূচীটি দুটি ভাগে বিভক্ত—একটি লেখক সূচী ও ২য়টি বিষয় সূচী। লেখক সূচী বর্ণানুক্রমিক। প্রত্যেক সূচী অংশে লেখকের নাম, প্রবন্ধের আখ্যা, সাল, কোন বর্ষ এবং কোন পৃষ্ঠা থেকে কোন পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয় সূচী পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

সবুজপত্র, দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা। এই সূচী প্রস্তুত করার জন্য যে সব গ্রন্থাগারে এই পত্রিকার কিছু খণ্ড পাওয়া গেছে তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

১। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

৩। চন্দননগর গ্রন্থাগার

৪। জাতীয় গ্রন্থাগার

৫। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

৬। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

৭। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অফ কালচার]

Cumulative index of the Sabujpatra
Compiled by : Gita Mitra & Preeti Mitra

ভ্রম সংশোধন

৬১ পৃঃ শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ১ হাজার টাকা পেয়েছেন।

৬৩ পৃঃ আমেরিকার শিক্ষা বাবদ মাথা পিছু ব্যয় ১,২০০ টাকা।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২০, সংখ্যা ৪-৫ } { ১৩৭৭, শ্রাবণ-ভাদ্র

সম্পাদকীয়

সাম্প্রতিক বন্যা ও গ্রন্থাগার

প্রাকৃতিক দুর্যোগ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে আবার এক অভিশাপ রূপে আবির্ভূত হয়েছে। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে অনেক মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণী। সাধারণ নাগরিক জীবনে ঘটেছে দারুণ বিপর্যয়। উদ্বাস্তু হয়েছে কয়েক লক্ষ মানুষ, ক্ষতি হয়েছে কয়েক কোটি টাকার সম্পদ। সহায় সম্বলহীন এই সব বন্যার্তদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং সর্বোপরি সরকার। জীবন ধারনের জন্য মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন, মাথা গোঁজার ঠাঁই, আর ক্ষুধার অন্ন। এ সবেরই ব্যবস্থা হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। কিন্তু কেবল মাত্র অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানই সর্বশেষ প্রয়োজন নয়, মানুষের শারীরিক ক্ষুধা মেটাতে অপরিহার্য হলেও; অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান মানুষের মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তির সহায় হবে না।

তখনই প্রয়োজন হবে জ্ঞান ভাণ্ডারের বা গ্রন্থাগারের। সর্বগ্রাসী বন্যা মানুষের সব রকমের সম্পদকেই অপহরণ করেছে, গ্রন্থাগারও বাদ পড়েনি; বা বলতে গেলে গ্রন্থাগারই সর্বাগ্রে বন্যার কবলে তছনছ হয়েছে। ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রাণ বাঁচানোর পর; কিন্তু জনসাধারণের সম্পত্তি গ্রন্থাগার সমূহকে রক্ষার কাজে এগিয়ে আসার অবসর পাননি কেউই, কারণ আকস্মিক বন্যার তাড়নে প্রাণ বাঁচাতেই সকলের হয়েছে প্রাণান্ত। তাই অমূল্য গ্রন্থরাজির সলিল সমাধি ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

বন্যার তাণ্ডব নৃত্য থেমে যাবে একদিন, গৃহহারা মানুষ আবার ফিরে পাবে আপনার গৃহ, কিন্তু তিল তিল সঞ্চয়ে গড়ে তোলা বৃহৎ জ্ঞান ভাণ্ডারই বহন করবে সবচেয়ে নিদারুণ অপূরণীয় ক্ষতি। কৈশোরের প্রারম্ভিক প্রাণ চাঞ্চল্যে যাঁরা এককালে গড়ে তুলেছিলেন

সাধারণ গ্রন্থাগার, তাঁদেরই আজ বার্ধক্যের সোপানে বসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি দোষারোপ করা ছাড়া আর কোন পথ হয়তো আজ আর খোলা নেই। কোন এক মহানুভবের দানে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগারকে জীইয়ে তুলতে হয়তো কেউ আসবে না 'জীয়ন কাঠি' হাতে নিয়ে। তাই এ ক্ষতি অপূরণীয়, এ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলার যুগ এ নয়, আমরা পৌঁছেছি প্রগতির যুগে। নিয়তির সাথে পাল্লা কষতেই আমাদের বাহাদুরী। ক্ষতি যা হয়েছে তা ক্ষতিই, কিন্তু সেই ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের এগিয়ে আসবে হবে। যে উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে একদিন গড়ে উঠেছিল অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার, দ্বিগুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সেই হৃত জ্ঞানভাণ্ডারকে পুনরোদ্ধার করতে হবে। সুধীজনের কাছে তাই আবেদন, মুক্ত হস্তে দান করে গ্রন্থাগার সমূহকে নতুন প্রাণশক্তি ফিরিয়ে দিতে অগ্রণী হোন। পরিশেষে সরকারের নিকট প্রস্তাব, যে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে এক বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করা হোক। দেশের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার প্রচেষ্টার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও সম্প্রসারণ প্রয়োজন, এ কথা অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগার সম্প্রসারণকে উপেক্ষা করে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করলে উদ্দেশ্যের মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে। পুস্তক এবং পুস্তকাগারের মধ্যে রয়েছে এক গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক। শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের এই পারম্পর্য বজায় রাখতেই প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন।

পশ্চিমবঙ্গে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে গ্রন্থাগার গ্রহণ করবে মুখ্য ভূমিকা। শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণের স্বীকৃতিদানের ফলশ্রুতিই হল গ্রন্থাগার আইন পাশ। আইনের বলে সরকারী প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠবে নতুন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার তখন পরিগণিত হবে জাতীয় সম্পত্তিরূপে, আর সে সম্পত্তিরক্ষার দায়িত্ব বর্তাবে প্রত্যেকের উপরেই, বিশেষ করে সরকারের উপর। জ্ঞানের পাদপীঠ তখন হয়তো আর মরবে না, "নিষ্ফল মাথা কুটে।"

The recent flood and the Library : Editorial.

বিশেষ ঘোষণা

আগামী ২রা অক্টোবর **বিশেষ সাধারণ সভার** পরিবর্তে পরিষদ ভবনে অপরাহ্ন ৪-৩০ মিনিটে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (২৫)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের, (১৩৪৪-৪৫ বঙ্গাব্দের) বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট, (১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ২৭ শ্রাবণ), শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পরিষদের সভাপতি কুমার মণীন্দ্র রায় মহাশয়। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের প্রস্তাবক্রমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংবিধান পরিবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিষদের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত সম্পাদকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করায় ডঃ নীহার রঞ্জন রায় সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন।

এই বার্ষিক সাধারণ সভার প্রারম্ভিক অধিবেশন হয় উক্ত তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে। ইহাতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ 'শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের স্থান' সম্বন্ধে প্রারম্ভিক অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেন, বর্তমানে গ্রন্থাগারকে যে মূল্য দেওয়া উচিত তাহা দেওয়া হয় না। বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের কাজ ত্রিবিধ—প্রথম পাঠস্পৃহা জাগান ও গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া, দ্বিতীয়, উৎকৃষ্ট গ্রন্থপাঠের রুচি সৃষ্টি করা, এবং তৃতীয় বিশেষ বিষয়ে আকর গ্রন্থ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ সরবরাহ করা। বর্তমানে গ্রন্থাগার এই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে এই কথা বলা যায় না। বিশেষত বড় বড় গ্রন্থাগার ছাড়া এমন গ্রন্থাগার মেলা ভার যাহাতে আকর গ্রন্থ অনায়াসেই পাওয়া যায় আর বিশেষ বিষয়ের বইর তো কথাই নাই। পাঠস্পৃহা জাগাইতে ও গবেষণায় উৎসাহ দিতে হইলে গ্রন্থাগারকে যতটা সম্ভব পাঠকদের সহজ নাগালের মধ্যে পৌছাইয়া দেওয়া চাই। গ্রন্থাগারকে সহজপ্রাপ্য করার পক্ষে বাধা হইল অর্থাভাব। ছাত্ররা এখনও নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে নাই। খোলা তাকে বই রাখিলে উহা খোয়া যায় এরূপ দেখা যায়। আলমারিতে বই আবদ্ধ করিয়া না রাখিয়া খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও ইহা ব্যবহার করিতে দেওয়াই অধিকতর ভাল বলিয়া মনে হয়। প্রাথমিক পর্যায় হইতে উপরের স্তর পর্যন্ত বই পড়ার আবাধ সুযোগ দেওয়া হইলে ছাত্ররা এই পরিবেশে বই ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত হইয়া উঠিবে এবং বই খোয়াও অনেকটা কমিয়া যাইবে।

উৎকৃষ্ট বই পড়ার রুচি সৃষ্টি করা কঠিন কাজ। উৎকৃষ্ট বই পড়িতে পড়িতেই রুচির সৃষ্টি হয়। এই রুচি সৃষ্টি করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সরবরাহ করার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। বাংলা দেশের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের কাজে সময় বেশী দেওয়ায় ছাত্ররা ইচ্ছামত গ্রন্থাগারের বই পড়িবার সময় পায় না, তাহাদের উৎসাহও থাকে না। গম্ভীর সাহিত্যপাঠে উৎসাহ দিতে হইলে বোধ হয় শুধু গ্রন্থাগারে

বসিয়া উহা পড়ার জন্যই ব্যবস্থা করা উচিত। লঘু সাহিত্য পড়িবার জন্য ছাত্ররা বাড়ীতে বই নিয়া যাইতে পারিবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের দিকে কোন নজরই দেওয়া হয় না। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে পাঠস্পৃহা জাগাইবার জন্য শিক্ষকদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের দেশে শিশুভুলান ছড়া অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষার দিক দিয়া শিশু ভুলান ছড়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। শিশুদের কল্পনা শক্তিকে জাগাইতে হইলে তাহাদিগকে রূপকথা শুনাইতে হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী এবং অত্যাশ্চর্য ঘটনার গল্প বলার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি সকলকে অবহিত হইতে বলেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে, (১৩৪৬ বঙ্গাব্দে) যে সকল ছাত্র গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রশস্তিপত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় বত্রিশ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে আঠাশ জন কৃতকার্য হয় এবং শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় গুণানুসারে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া অনাথনাথ বসু মহাশয়ের প্রদত্ত ফিরোজ কুমারী বসু পুরস্কার লাভ করেন। ডঃ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সভাপতির ভাষণে বলেন যে পরিষদ হইতে প্রশিক্ষণকালের মেয়াদ মাত্র ছয় সপ্তাহ নির্দিষ্ট হওয়াতে এই অল্প দিনের শিক্ষায় একজন অশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক নিজেকে যোগ্য ও শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক রূপে তৈয়ারী করিয়া তুলিতে পারে কিনা এই বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। কাজেই তিনি পরিষদকে ভবিষ্যতে এই প্রশিক্ষণকালের মেয়াদ বাড়াইবার ও প্রশিক্ষণের পাঠক্রমের মান উন্নত করিবার পরামর্শ দেন। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের সদব্যবহার হয় না বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি চন্দ মহাশয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে নীরস ও চিত্তবিকর্ষক বই গ্রন্থাগারে স্থান পাওয়ার ফলেই ছাত্ররা তাহা পড়িবার জন্য কোন আগ্রহ দেখায় না।

১৯৩৯ ও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদকের অবসর গ্রহণ ও সংবিধানের পরিবর্তন সাধনের আয়োজনাদি করার দরুন কোন সম্মেলন আহ্বান করা হয় নাই।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর, (১৩৪৭ বঙ্গাব্দের, ৮ই অগ্রহায়ণ), রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে পরিষদের সংবিধান পরিবর্তন ও গ্রহণের জন্য এক বিশেষ সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে পরিবর্তিত সংবিধান গৃহীত হইয়াছিল। এই সভা হওয়ার পূর্বে গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রশস্তিপত্র বিতরণের জন্য এক সভা হয়। ইহাতে শ্রীওয়ার্ডসওয়ার্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শানুসারে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ, (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) হইতে প্রশিক্ষণ কালের মেয়াদ ছয় সপ্তাহ হইতে বাড়াইয়া তিন মাস করা হয় এবং ১লা মে, (১৮ই বৈশাখ), বুধবার হইতে ৩১ জুলাই, (১৫ই শ্রাবণ), বুধবার পর্যন্ত প্রশিক্ষণকার্য চলে।

এই বৎসর পঁচিশ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে পনের জন উত্তীর্ণ হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই বৎসর চারজন মহিলা সর্বপ্রথম প্রশিক্ষণ শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিল। গুণানুসারে শ্রীহিরন্ময় গুপ্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ফিরোজ কুমারী বসু পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। এছাড়া দুইজন উত্তীর্ণ মহিলার মধ্যে যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহাকেও একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। তাহার নাম কুমারী প্রভাতী ঘোষ।

এই প্রশস্তিপত্র বিতরণের উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেন যে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা আজ ইহা উপলব্ধি করিয়াছে যে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির পক্ষে ভাল গ্রন্থাগার একটি অত্যবশ্যক অঙ্গ। একটি সুসজ্জিত গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকের হেপাজতে রক্ষিত বই জনগণের কাজে লাগাইতে পারে এমন শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক না থাকিলে কোন সহরকেই ভালভাবে গড়িয়া তোলা যায় না। গ্রন্থাগারের সদ্ব্যবহারের কাজ ভারতবর্ষে নূতন জিনিষ। গ্রন্থাগারে শুধু বই থাকিলেই চলিবে না, কি ভাবে বই গুলি জনগণের কাছে আসে তাহা দেখিতে হইবে। এখানেই রহিয়াছে পরিষদের সার্থকতা। ইহা কিছু কাজ করিতেছে। গ্রন্থাগারিকের কাজকে বিদ্বজ্জনের পেশারূপে গণ্য করা হউক এই মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইহা চেষ্টা করিতেছে। এই প্রথম উদ্যোগের কাজে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। পরিষদের যাঁহারা স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করিতেছেন এবং যাঁহারা পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছেন তাঁহাদের স্তুতিবাদ করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

নূতন পরিবর্তিত সংবিধান ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের, (১৩৪৭ বঙ্গাব্দে) বলবৎ হইল। ইহাতে বিধান ছিল যে প্রতি বৎসর মার্চ মাসে বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকিতে হইবে। তাই ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ, (১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৭ই চৈত্র), শুক্রবার এক বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন বসে। ইহাতে ১৯৩৯ ও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করা হয় এবং যথারীতি সর্বপ্রকার নির্বাচনপর্বও সাঙ্গ হয়। অপর দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ফলে পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হইয়া পড়ায় পরিষদের সম্পাদক ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের উপরই সর্বপ্রকার কার্যের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করা হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে, (১৩৫০ বঙ্গাব্দে) বঙ্গীয় সরকার ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের, (১২২৫ বঙ্গাব্দের) তিন আইন অনুসারে ডঃ নীহার রঞ্জন রায়কে গ্রেপ্তার করিলে এই বৎসরের ১৮ই সেপ্টেম্বর, (১লা আশ্বিন), শনিবার পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন বসে। ডঃ নীহার রায়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নূতন কর্মকর্তাদের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সম্পাদকের কাজ চালাইয়া যাইবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। এই সভায় ১৯৪১',৪২ ও ডঃ নীহার রায়ের গ্রেপ্তার পর্যন্ত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী উপস্থিত করা হয়।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে, (১৩৪৮-৪৯ বঙ্গাব্দে) পরিষদের উল্লেখযোগ্য কাজ হইল 'বেঙ্গল লাইব্রেরী ডিরেকটরি' নামক গ্রন্থ প্রকাশ। ইহাতে বাঙ্গলাদেশের কোথায় কোথায় গ্রন্থাগার আছে এবং কত রকমের গ্রন্থাগার আছে তাহার সম্পর্কে নানাবিধ তথ্যাদি সরবরাহ করা

হইয়াছিল। এছাড়া পরিষদের প্রতিষ্ঠান-সভ্য বালীগঞ্জ ইনস্টিটিউট হইতে 'পাঠাগার' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইলে পরিষদ ইহাকে নিজস্ব মুখপত্রের মর্যাদা দেয় এবং ইহার প্রকাশের অনেকটা ব্যয়ভার বহন করে। এই পত্রিকাটি প্রথমত কিছুদিন ছিল পাক্ষিক। পরে ইহাকে মাসিকে পরিণত করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধকালীন কাগজ নিয়ন্ত্রণের দরুন ইহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে পরিষদের কার্যাবলীর কথা প্রকাশ করিবার জন্য বৎসরে দুইবার ইংরাজীতে 'বুলেটিন' ছাপান হইত। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে, (১৩৪৭ বঙ্গাব্দে) কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও অর্থাভাবের দরুন আর বুলেটিন প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে, (১৩৪৮ বঙ্গাব্দে) গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ শ্রেণীর কাজ নির্দিষ্ট তিন মাসের থেকে এক মাস কম চালান হয়। এই পরীক্ষায় বিশ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে শ্রীপঙ্কজ কুমার রায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে, (১৩৪৯ বঙ্গাব্দে) পরিষদের অর্থাভাব বশত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে, (১৩৫০ বঙ্গাব্দে) পুনরায় এই ব্যবস্থা চালু করা হইলে ১৮ই সেপ্টেম্বর, (১লা আশ্বিন), শনিবার যে বার্ষিক অধিবেশন বসিয়াছিল তাহাতে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রশস্তিপত্র বিতরণ করা হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীওয়ার্ডসওয়ার্থ। কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় প্রশিক্ষন পাঠক্রম সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিলে শ্রীওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার ভাষণে প্রকাশ করেন যে ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রসারের ব্যাপারে গ্রন্থাগার একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই বৎসরের পরীক্ষায় ষোল জন ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

ক্রমশঃ

Library Movement in Bengal (25)
: Gurudas Bandyopadhyay

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (৩)

বিমলকান্তি সেন

: (কোলন) চিহ্ন

আলোচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত চিহ্নগুলোর মধ্যে এই চিহ্নটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। চিহ্নটি প্রধানতঃ সম্বন্ধ ব্যঞ্জক। যখনই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বর্গসংখ্যা প্রকাশনের অন্তর্গত বিষয়বস্তুকে বোঝাবার জন্য যুক্ত করার প্রয়োজন পড়ে, তখনই আমাদিগকে এই চিহ্নটির শরণাপন্ন হতে হয়। একটি বিষয়ের সঙ্গে আর একটি বিষয়ের সম্বন্ধ নানাভাবে সূচিত হতে পারে। একটি বিষয়ের উপর আর একটি বিষয়ের প্রভাব, একটি বিষয়ের প্রতি আর একটি বিষয়ের গতি (bias), একটি বিষয়ের সঙ্গে আর একটি বিষয়ের তুলনা, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য সবই সম্বন্ধের বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি। সম্বন্ধ যেভাবেই সূচিত হউক না কেন, সর্বপ্রকার সম্বন্ধ জ্ঞাপনের জন্য কোলন চিহ্নেরই প্রায় একচেটিয়া অধিকার।

Norman Kaplan-এর Science and Society বইটির কথা আগে একবার বলেছি। সমাজের উপর বিজ্ঞানের প্রভাবই হচ্ছে বইটির বিষয়বস্তু। বিজ্ঞান ও সমাজের বর্গসংখ্যা যথাক্রমে 5 এবং 301। অতএব বইটির বর্গসংখ্যা হবে 5 : 301। কোলন সহযোগে গঠিত বর্গসংখ্যা ঘুরিয়ে লিখে বর্গীকৃত সূচীতে অতিরিক্ত সংলেখ see reference হিসাবে দেওয়া চলে। যেমন উপরের বর্গসংখ্যাটিকে ঘুরিয়ে লিখে 301 : 5 থেকে একটি see reference দেওয়া যায়। এর ফলে এই সুবিধে হয় যে, বইটি যেদিক থেকেই অন্বেষিত হয়, সেদিক থেকেই বইটি পাঠকের নজরে আসে।

বাংলা এবং হিন্দি সাহিত্যের তুলনা যদি কোন প্রকাশনের বিষয়বস্তু হয়, সেক্ষেত্রেও কোলন চিহ্নের ব্যবহার দ্বারাই বর্গসংখ্যা তৈরী করতে হবে। ফলে প্রকাশনটির বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 891.43 : 891.44 [891.43—হিন্দি সাহিত্য ; 891.44—বাংলা সাহিত্য] এবং অতিরিক্ত সংলেখ থাকবে 891.44 : 891.43 থেকে।

নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠকের কথা মনে রেখে রচিত হয়ে থাকে বহু বই। যেমন Mathematics for Engineers ; Chamistry for Agriculturists ইত্যাদি। এসব বইয়ের ক্ষেত্রেও কোলন চিহ্ন ব্যবহার করেই বর্গসংখ্যা গঠিত হয়ে থাকে। তাই উপযুক্ত বই দুটোর বর্গসংখ্যা যথাক্রমে দাঁড়ায় 51 : 62 এবং 54 : 63। এবং অতিরিক্ত সংলেখের বন্দোবস্ত করতে হয় যথাক্রমে 62 : 51 এবং 63 : 54 থেকে।

অনেক সময় একাধিক বর্গসংখ্যা দ্বারা কোন প্রকাশনের বিষয়বস্তু অভিব্যক্ত হলেও; ঐ বর্গসংখ্যাগুলোর মধ্যে কোন বিশেষ ধরণের সম্বন্ধ সূচিত হয় না। যেমন Bibliography of Agriculture। এখানে Bibliography এবং Agriculture এই দু'টি বিষয়ের

মধ্যে কোন বিশেষ ধরণের সম্বন্ধ সূচিত হয় নি। এই ধরণের সম্বন্ধকে আমরা সাধারণ সম্বন্ধ হিসাবে পরিগণেত করতে পারি এবং আগের মতই এ ক্ষেত্রেও কোলন চিহ্নের সাহায্যেই এ সম্বন্ধ বর্গসংখ্যায় দর্শাতে পারি। **Subject Bibliography** এবং **Agriculture**-এর বর্গসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে 016 ও 63। সুতরাং **Bibliography of Agriculture**য়ের বর্গসংখ্যা হবে 016 : 63 এবং **see reference** থাকবে 63 : 016 থেকে। অনুরূপভাবে **Medical Engineering**-এর বর্গসংখ্যা হবে 61 : 62 [61—Medicine ; 62 Engineering], **Trade statistics**য়ের বর্গসংখ্যা হবে 38 : 31 [Trade—38 ; Statistics—31] এবং অতিরিক্ত সংলেখ থাকবে যথাক্রমে 62 : 61 এবং 31 · 38য়ে।

এখানে একটি কথা মনে রাখবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দুই বিষয়ের সম্মিলনে গড়ে উঠা অসংখ্য বিষয়ের বর্গসংখ্যা তালিকায় পূর্ব থেকেও দেওয়া আছে। যেমন 523.03 **Astrophysics** ; 523.07—**Astrobiology** ; 550.3—**Geophysics** ; 577.1—**Biochemistry** ইত্যাদি। এসব বিষয়গুলোর বর্গসংখ্যা কোলন চিহ্ন ব্যবহার করে যে গড়ার দরকার নেই; তা বলাই বাহুল্য। এই ধরণের দোআশলা বিষয়ের প্রকাশন হাতে পড়লেই তালিকার পাতা উল্টে দেখে নিতে হবে বিষয়টির বর্গসংখ্যা পূর্ব থেকেই তালিকায় বিরাজ করছে কি না।

কোথাও কোথাও কোলন চিহ্ন অন্য চিহ্নের বিকল্প হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন **Biography of scientists**-য়ের সাধারণভাবে বর্গসংখ্যা হল 5(092) [5—বিজ্ঞান ; (092) হচ্ছে **biography**]। এই বর্গসংখ্যায় **form division** (092)-এর পরিবর্তে : 92 বসিয়ে বর্গসংখ্যাটিকে লেখা চলে 5 : 92। **English language grammar**-এর বর্গসংখ্যা 802.0—5 [802.0—English language, —5 হচ্ছে **grammar**-এর **special anxiliary** 801.5-এর 801 বাদ দিয়ে] হতে পারে। তেমনি কোলন চিহ্ন ব্যবহার করে 802.0 : 801.5 ও হতে পারে। **Lung diseases of children**য়ের বর্গসংখ্যা যেমন 616.24-053 2 [616 24-lung diseases; -053.2-2-এর **special auxiliary**] হতে পারে আবার কোলন চিহ্ন ব্যবহার করে 616,24: 616-053.2 ও হতে পারে।

অন্য চিহ্ন ব্যবহার করে বর্গসংখ্যা গড়ার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কোলন চিহ্ন ব্যবহারের বিকল্প ব্যবস্থা কেন, এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগতে পারে। এর কারণ হল, অন্য চিহ্ন ব্যবহার করে বর্গসংখ্যা গঠন করলে, সেই বর্গসংখ্যাটিকে ঘুরিয়ে লিখে বর্গীকৃত সূচীতে অতিরিক্ত সংলেখের বন্দোবস্ত করার কোনও উপায় থাকে না। যা কোলন ব্যবহার করলে অতি সহজেই করা সম্ভব। যেমন **Biography of scientists** য়ের বর্গসংখ্যা 5(092) বলে শুধু 5(092) তেই একটি সংলেখ থাকবে। কিন্তু 5:92 হলে 5:92 তে একটি সংলেখ তো থাকবেই, তা ছাড়াও 92:5 থেকে একটি **see reference** দেওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে

বইটি 5 অথবা 92 যেদিক থেকেই অন্বেষিত হোক, পাওয়া যাবে। কোলন চিহ্ন ব্যবহারের এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সুবিধা। প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে যে আর কোন চিহ্নের ব্যবহার দ্বারা এই সুবিধা পাওয়া যায় না।

দুটি সরল বর্গসংখ্যা নিয়ে যখন কোলন সহযোগে প্রকাশনের বর্গসংখ্যা গঠিত হয়, তখন একটি মাত্রই **see reference** দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে ঘুরিয়ে লেখা বর্গসংখ্যাটি থেকে কোলন সহযোগে গঠিত মিশ্র বর্গসংখ্যা যখন দুটির বেশী সরল বর্গসংখ্যা স্থান পায়, তখনই বেশ কিছুটা ঝামেলা বাঁধে **see reference** দেওয়ার ব্যাপারে। কারণ ৩, ৪ বা ৫টি সরল বর্গসংখ্যাবিশিষ্ট মিশ্র বর্গসংখ্যাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যথাক্রমে ৬, ২৪ এবং ১২০ ভাবে লেখা যেতে পারে। একটি প্রকাশনের জন্য এতগুলো সংলেখে বন্দোবস্ত করলে বলাই বাহুল্য অল্পদিনেই সূচী ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। সূচীকরনিকের সময় নষ্ট হয় আর তাছাড়া কার্ড তো খরচ হয়ই। কাজেই অতিরিক্ত সংলেখের সংখ্যা কমাতে হবে এবং বেশ ভেবে চিন্তে ঠিক করতে হবে কোন কোন ঘুরিয়ে লেখা বর্গসংখ্যা থেকে **see reference** দিতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। **Book selection in medical libraries**—প্রকাশনটির বর্গসংখ্যা হবে **026 : 61 : 025.21 [026—Special libraries; 61—Medicine; 025.21—Book selection]**। এখন এই বর্গসংখ্যাটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিম্নোক্ত পাঁচ ভাবে লেখা চলে।

1. **026: 025.2I: 61**
2. **61: 025.21: 026**
3. **61: 026: 025.21**
4. **025.21: 026:61**
5. **025.21: 61: 026**

এবার আমরা প্রত্যেকটি বর্গসংখ্যাকে বিশ্লেষণ করে স্থির করবো উপরোক্ত পাঁচটি বর্গসংখ্যার মধ্যে কোনটি কোনটি থেকে **see reference** দেওয়া চলে।

প্রথম বর্গসংখ্যার দুটি অর্থ হতে পারে। ১—**Book selection libraries related to medicine**। বলাই বাহুল্য, বাস্তবে এই ধরনের গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব নেই। ২—**Medical book selection in special libraries**। এ ব্যাখ্যাটি নিঃসন্দেহে অর্থবহ। কিন্তু মূল প্রকাশনের বিষয়বস্তু এ নয়। কাজেই প্রথম বর্গসংখ্যাটি থেকে **see reference** দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

দ্বিতীয় বর্গসংখ্যাটির একটি অর্থ হতে পারে : **Medical book selection in special libraries**এর থেকেও **see reference** দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেহেতু প্রকাশনের বিষয় বস্তু এ নয়।

তৃতীয় বর্গসংখ্যাটির একমাত্র হচ্ছে **Book selection in medical libraries**। প্রকাশনের বিষয়বস্তুও নাই। তবুও এর থেকে **see reference** দেওয়ার খুব একটা

প্রয়োজন পড়বে না এই কারণে যে 61 য়ের দিক থেকে বইটির অন্বেষিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

চতুর্থ বর্গসংখ্যাটি **Book selection in medical libraries**ই বোঝাচ্ছে। এবং এর থেকে একটি see reference দেওয়া অত্যাবশ্যক। কারণ 025.21 অর্থাৎ Book selection হচ্ছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এদিক থেকে বইটীর অন্বেষিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এখানে প্রশ্ন তুলতে পারেন: এই বর্গসংখ্যাটীর অর্থ তো Book selection in special libraries in relation to medicine ও হতে পারে। না, তা হবে না। কারণ 026 হচ্ছে special libraries। এর সঙ্গে কোলন সহযোগে অন্য বিষয়ের বর্গসংখ্যা জুড়ে বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাগারের বর্গসংখ্যা গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই 026 য়ের পর কোলন দিয়ে যে কোন বর্গসংখ্যা [02 য়ের বিভাগগুলি বাদে] জুড়ে দেওয়া হউক না কেন, সে বিষয়ের গ্রন্থাগার ছাড়া আর কিছু বোঝাবে না।

পঞ্চম বর্গসংখ্যাটীও দ্ব্যর্থবোধক। অর্থাৎ Medidal book selection in special libraries এবং Book selection in medical libraries দুইই বোঝাচ্ছে। এখানে দ্বিতীয় অর্থটী আলোচ্য প্রকাশনের বিষয়বস্তু, প্রথমটী নয়। তাই দ্বিতীয় অর্থটীর কথা চিন্তা করে বর্গসংখ্যাটী থেকে একটী see reference দেওয়ার কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে তাতেও বিপদ আছে। আলোচ্য বর্গসংখ্যাটী 025.21:61 (Medical book selection) এর পরে স্থান পাবে। ফলে বর্গসংখ্যাটীকে 025.21:61 এর একটী বিভাগ বলেই মনে হবে এবং অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। কাজেই পঞ্চম বর্গসংখ্যাটী থেকেও see reference দেওয়া যাচ্ছে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মূখ্য বর্গসংখ্যাটীকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাঁচ ভাবে লেখা গেলেও চতুর্থ বর্গসংখ্যা ছাড়া আর কোন বর্গসংখ্যা থেকে see reference দেওয়া যাচ্ছে না।

যোগ চিহ্ন ব্যবহারের বেলায় যেমনি, কোলন চিহ্ন ব্যবহারের বেলাতেও ঠিক তেমনি সমস্যা দেখা দেয় মিশ্র বর্গসংখ্যায় কোন সরল বর্গসংখ্যাটী অগ্রাধিকার পাবে তা নিয়ে। যোগ চিহ্নের আলোচনা কালে এ সমস্যা যে ভাবে সাধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে নির্দেশে এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

একাধিক বর্গসংখ্যা যখন প্রকাশনের বিষয়বস্তুর দ্যোতক, তখন যোগ ও কোলন এই দুটী চিহ্নই ব্যবহৃত হচ্ছে মিশ্র বর্গসংখ্যা গঠন করার জন্য। প্রশ্ন জাগতে পারে কোন ক্ষেত্রে যোগ চিহ্ন আর কোন ক্ষেত্রে কোলন ব্যবহৃত হবে তা নিয়ে। একটী সহজ উদাহরণের সাহায্যে এ চিহ্ন দুটীর পার্থক্য দর্শাবার চেষ্টা করছি। দুটী বইয়ের কথা ভাবা যাক: Introduction to Agriculture and Botany এবং Introduction to Agricultural Botany। প্রথমোক্ত বইটীর বিষয়বস্তু হচ্ছে Agriculture এবং Botany, দুটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। কাজেই বইটীর বর্গসংখ্যা গঠন করতে গিয়ে ব্যবহার করতে হবে যোগ চিহ্ন।

ফলে বইটার বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 63+58। আর শেষোক্ত বইখানি হচ্ছে Agriculture এবং Botanyর সম্মিলনে গড়ে উঠা একটা বিষয়। কাজেই এখানে ব্যবহার করতে হবে কোলন। ফলে বইটার বর্গসংখ্যা দাঁড়বে 63:58।

[ ] (তৃতীয় বন্ধনী)

কোলন চিহ্নের আলাচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, কোলন সহযোগে গঠিত মিশ্র বর্গসংখ্যাকে ঘুরিয়ে লিখে see reference দেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু যে বর্গসংখ্যায় বইটার অন্বেষিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট কম বা নেই, সেখানে see reference দেওয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না। পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট একাধিক বর্গসংখ্যা যখন একটা প্রকাশনের বিষয়বস্তুর দ্যোতক হয়, এবং সেই বর্গসংখ্যাগুলোকে ঘুরিয়ে লিখে যদি see reference দেওয়ার প্রয়োজন না থাকে, কখনই কোলন চিহ্নের পরিবর্তে তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Medical libraries এর বর্গসংখ্যা কোলন চিহ্নের ব্যবহার করলে দাঁড়ায় 026 : 61। মূখ্য সংলেখ 026 : 61 য়ে ফাইল করে 61 : 026 থেকে একটি see reference দেওয়া দেওয়া যায়। এবার প্রশ্ন 61 : 026 থেকে see reference দেওয়ার কি কোন সার্থকতা আছে? Medical libraries সংক্রান্ত প্রকাশনের খোঁজ করবেন কারা? নিশ্চয়ই গ্রন্থাগারিকেরা। এবং তারা খোঁজ করবেন 026 : 61য়ে। 61 : 026য়ে নয়। কারণ, 61 অর্থাৎ চিকিৎসা বিদ্যা তাঁদের বিষয় নয়। কাজেই এ কথা অনস্বীকার্য যে বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারেই 61 : 026য়ে see reference দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যদি see reference দেওয়ার কোন প্রয়োজন না পড়ে, তবে কোলন চিহ্নের পরিবর্তে তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহার করাই সঙ্গত। তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহার করলে আলোচ্য প্রকাশনের বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 026 [61] এবং Book selection in medical librariesয়ের বর্গসংখ্যা দাঁড়িয়ে যাবে 026[61] : 025·21। যার see reference দেওয়া যাবে 325·21 : 026[61] থেকে।

আলোচ্য চিহ্নটির গুরুত্ব কতটা এবারে তাই দেখা যাক। কোলন চিহ্নের সাহায্য নিয়ে যখন আমরা Book selection in medical librariesয়ের বর্গসংখ্যা তৈরী করেছিলাম, তখন আমরা দেখেছি যে sec referenceয়ের জন্য মূখ্য বর্গসংখ্যাটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখলে বর্গসংখ্যাগুলো এমন কতকগুলো বিষয়ের দ্যোতক হয়, যার সঙ্গে প্রকাশনের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক আদৌ নেই। আর তাছাড়া কোন কোন বর্গসংখ্যা আবার দ্ব্যর্থবোধকও হয়ে পড়ে। সেই একই বর্গসংখ্যা যখন একটি তৃতীয় বন্ধনীর সাহায্য নিয়ে গড়া হয়েছে, তখন কিন্তু ঘুরিয়ে লেখা বর্গসংখ্যা প্রকাশনের বিষয়বস্তু থেকে ভিন্ন কোন বিষয়ের দ্যোতক হয় নি এবং দ্ব্যর্থবোধকতার সৃষ্টিও করেনি

এই চিহ্নটির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে হচ্ছে চিহ্নটির intercalate করার অর্থাৎ একটি সরলবর্গসংখ্যার পাশাপাশি অবস্থিত যে কোন দুটি অংকের মধ্যে একটি বর্গসংখ্যাকে বসিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা।

Analysis of sodium compounds through Raman spectra—কোলন সহযোগে এর বর্গসংখ্যা হয় 543·424 : 546·33। তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহার করে বর্গ-সংখ্যাটিকে নিম্নলিখিত যে কোন উপায়ে লেখা যায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনানুসারে।

1. 543 424[546·33]—Analysis through Raman spectra : Sodium compounds.
2. 543·42[546·33]4—Spectrum analysis : Sodium compounds : Raman spectra.
3. 543·4[546·33]24—Optical analysis : Sodium compounds : Spectrum analysis : Raman spectra.
4. 543[546·33] 424—Analysis : Sodium compounds : Optical methods : Spectrum analysis : Raman spectra.
5. 54[546·33]3·424—Chemistry : Sodium compounds : Analysis Optical methods : Spectrum analysis : Raman spectra

এবারে গ্রন্থাগারে যদি spectrum analysis সংক্রান্ত সমস্ত প্রকাশন এক জায়গায় রাখবার প্রয়োজন পড়ে, তৃতীয় বন্ধনী সহযোগে বর্গসংখ্যা তৈরী করে অনায়াসেই তা করা যায়। যেমন:

1. 543 42[546·33]2·5—Analysis of sodium compounds through visible spectra.
2. 543·42[546·33]2·8—X-ray analysis of sodium compounds.
3. 543·42[546·33]4—Analysis of sodium compounds through Raman spectra.
4. 543·42[546·33]6—Fluorescence analysis of sodium compounds.
5. 543·42[546·41]4—Analysis of calcium compounds through Raman spectra.
6. 543·42[546 56]2·8—X-ray analysis of copper compounds.

কোলন সহযোগে বর্গসংখ্যা তৈরী করেও প্রকাশনগুলোকে এক জায়গায় আনা সম্ভব। কিন্তু তাতে বর্গসংখ্যা অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়ে। কোলন সহযোগে বর্গসংখ্যা তৈরী করে উপরোক্ত প্রকাশনগুলোকে এক জায়গায় আনতে হলে বর্গসংখ্যাগুলো নিম্নরূপ দীর্ঘকার ধারণ করবে।

1. 543·42 : 546·33 : 543·422·5
2. 543·42 : 546·33 : 543·422·8
3. 543·42 : 546·33 : 543·424
4. 543·42 : 546·33 : 543·426
5. 543·42 : 546·41 : 543·424
6. 543·42 : 546·56 : 543·422·8

(ক্রমশঃ)

Universal Decimal Classification (3)—Bimalkanti Sen

শিশুগ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা

মনোরঞ্জন জানা

শিশু মাত্রেরই জ্ঞানোন্মেষের পর মুহূর্ত হতে তার আন্তরসত্তা জ্ঞান আহরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই ব্যাকুলতা, এই আকুলতা সকলের ক্ষেত্রে সমান নহে। তবে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির একটা নিবিড় যোগ তথা সাযুজ্য রক্ষা করার জন্য শিশুমন সর্বদাই অধীর হয়ে ওঠে। এই বৈচিত্র্যময়তার সঙ্গে প্রত্যেক অভিভাবক বা অভিভাবিকার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হওয়া দরকার। এজন্য অভিভাবক বা অভিভাবিকারূপে আপনি যদি শিশুর অঙ্গসৌষ্ঠবের সঙ্গে সঙ্গে মনের সৌকর্য বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য না করেন তাহলে সমাজের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই আপনি আপনার পুত্র-কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে শিশু গ্রন্থাগারে আসুন। সেখানে রয়েছেন গ্রন্থাগারিক, যিনি কল্যাণ ব্রতে, সেবা ব্রতে, ত্যাগ ব্রতে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনিই আপনার সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে উপযুক্ত আদর্শে নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে সাহায্য করবেন। কিন্তু হায়! আমাদের দেশ এ বিষয়ে অনেক পিছনে পড়ে আছে। তবু—তবুও আজ আর আমাদের বসে থাকলে চলবে না—বাঁচতে হলে বাঁচার মত বাঁচতে হবে—সব রকম পঙ্গুতা, জড়তাকে দূর করে ফেলতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের মত যদি বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারি তবেই জগতে সম্মানের আসন পাওয়া যাবে। জ্ঞানে-গরিমায় অর্থাৎ মানসিক উৎকর্ষে বলীয়ান হতে হবে—এই মানসিক বল সঞ্চয়ের প্রধান উপাদান হল জ্ঞান। আর এই জ্ঞান আহরণের প্রথম এবং প্রধান স্থান হল গ্রন্থাগার।

প্রকৃতপক্ষে শিশু তার মা বাবার কাছ হতে যা কিছু শেখে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সে যতটুকু শেখে সেটা তার জীবনে যতখানি প্রতিভাত হয়, গ্রন্থাগারের সংস্পর্শে এসে সে তার সুপ্ত সত্তাকে জাগ্রত করতে পারে। সে যেন আকাশছোঁয়া এক অসীমতার সন্ধানে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বিশ্বসৌন্দর্যের দিকে ধাবিত হয়। এর মধ্যে শিশুচিত্তে যে আনন্দ পরিবেশিত তা কখনও সাধারণভাবে পাওয়া যায় না। এমনিভাবে বিশ্বজ্ঞান-ভাণ্ডারের যাবতীয় তথ্য অনুসন্ধান করতে করতে শিশু যতই কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্যের বেলাভূমিতে পৌছতে থাকবে ততই তার অসীমতার, দুরধিগম্যতার পরিধি জগৎ পারাবারের তীরে উপনীত হবে।

মাননীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব এই যে, তারা যেন মনে রাখেন যে "The creation in the child of intellectual interests which is furthered by a love of books, is an urgent national need; which it is the business of the school to foster the desire to know, it is the businees of the library to give adequate apportunity for the satisfaction of this desire, library work with children ought to be the basis of all other library work, reading

room should be provided in all public libraries, where children may read books in attractive surroundings with ihe sympathetic and tactful help of trained children's librarians ; but such provision will be largely futile except under the conditions which experience has shown to be essential to success."

আমাদের দেশে ধনীর সংখ্যা এমন খুব অল্প নহে। যদি সেই সমস্ত সদাশয় মহাশয়ের কাছে আমরা আমাদের দেশের শিশুদের মনোজগতের উন্নতির জন্য দান প্রার্থনা করি তাহলে হয়তো নিরাশ হব না। এজন্য একটা বলিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ সংগঠন দরকার। আসুন আমরা সেই সংগঠন গড়ে তুলি—যাতে আগামী দশ বছরে আমরাও পাশ্চাত্য জাতির সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারি। এই সব শিশুদের সামনে নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলো তুলে ধরবে আদর্শের প্রতীক। আসুন আমরা আমাদের সম্মানীয় সাহিত্যিকদের কাছে দরবার করি যে তাঁরাও যেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। সত্যকারের সৎ শিশুসাহিত্য রচনায় তাঁদের লেখনী শতধারে শতবর্ণে উৎসারিত হ'য়ে উঠুক।

জাতিকে যদি তার গভীর হতে গভীরতর দুঃখের হাত হতে রক্ষা করা না যায় তাহলে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই সর্বতোভাবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে শিশুদের আশা-আকাঙ্খাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারি।

ভারতের বরোদারাজ্য শিশুগ্রন্থাগার স্থাপনের পথপ্রদর্শক। বংলাদেশে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের সঙ্গে এক শিশুবিভাগ সংযুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগারের মত বড় গ্রন্থাগারে ও সবুজ গ্রন্থাগারের মত ছোটখাট গ্রন্থাগারেও শিশুবিভাগ আছে। কিন্তু তাতে কি হবে? সত্যিকারের স্বয়ংসম্পূর্ণ শিশুগ্রন্থাগার স্থাপনই আসল কথা—যেখানে শিশুমন অবাধে বিচরণ করতে পারবে। সমসাময়িক বস্তুতন্ত্রের পলকহীন চক্ষুর প্রথম দৃষ্টি হতে নিষ্কৃতি পাবে, যেখানে প্রবেশ করা মাত্রই শিশুরা পরশ পাবে পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-বর্ণ ও স্পর্শের, উপলব্ধি করবে এক অফুরন্ত জীবনসৌন্দর্য, অফুরন্ত রত্নরাজি যা আজীবন চর্চায়ও নিঃশেষ হবার নয়। শিশুমনের এই ভাব, ভাষা, আশা-আকাঙ্খা স্ফুরণের কেন্দ্র হবে এই সব নবগঠিত গ্রন্থাগার।

সমস্যা আছে অনেক—কিন্তু সেই গুরু সমস্যা সমাধানের জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা ধরে তাদের সুপথে পরিচালিত করার মাধ্যমেই আসবে প্রকৃত সাফল্য তথা সার্থকতা। দেশ যখন চরম দুর্দশার সীমায় এসে গেছে, জাতীয় জীবন যখন মরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে তখন হয় মৃত্যুবরণ না হয় নবজাতি গঠন—এই দুটোর মধ্যে যেটা শ্রেয় সেটাই গ্রহণীয়।

Necessity of Children Library
: Manoranjan Jana

গ্রন্থাগার বিকেন্দ্রীকরণ

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবেশক

আজকালকার স্ফীতকলেবর গ্রন্থাগার বিকেন্দ্রীকরণ প্রকল্পকে এক আবশ্যিক উৎপাত হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যায়। বিষয় নির্বিশেষে সমস্ত গ্রন্থসম্পদ একই গ্রন্থগৃহে সীমাবদ্ধ থাকবে অথবা বিভিন্ন বিষয়ানুকূল সংগ্রহশালায় পরিব্যপ্ত হবে তা নিয়ে নানাবিধ অনুকূল প্রতিকূল বিচারে বিশ্লেষণে ব্যাপারটি সমস্যায়িত। গ্রন্থসেবীদের সুবিধা অসুবিধার প্রসঙ্গ যেমন আছে তেমনি রয়েছে পাঠকদের ব্যবহারিক সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন। কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণের এক প্রান্তে আর্থিক সমস্যা অন্য প্রান্তে ব্যবহার যোগ্যতার সমস্যা। তার সঙ্গে যুক্ত পরিচালনার সমস্যা। এই দৃষ্টিকোণত্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির পূর্বাপর শুভাশুভের আলোচনা সঙ্গত। আর্থিক সমস্যা দ্বিবিধ। এক, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থভবন সৃষ্টি এবং কর্মী নিয়োগ; দুই, একই পুস্তকের একাধিক প্রস্থ সংগ্রহ। পাঠকদের সমস্যা প্রয়োজনীয় বই হাতের কাছে পাবার এবং/অথবা এবাড়িতে ওবাড়িতে ছুটাছুটি করবার হয়রানির। পরিচালনার মাথা ব্যথা বই কেনা ও বিলি করা, যোগাযোগ রাখা, তালিকা প্রণয়ন, পাঠক-সহায় ইত্যাদি। এই সকল সমস্যার সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিবিধান কিভাবে হতে পারে এবং কতদূর পর্যন্ত হতে পারে তার দিগদর্শন প্রয়োজন।

ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগারের দুটি শ্রেণী, জনসাধারণের গ্রন্থাগার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার। সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি তত সমস্যার সৃষ্টি করেনা যতটা করে শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগারে।

গ্রন্থাগারের শ্রেণীগত প্রেক্ষিত : সাধারণ গ্রন্থাগার বনাম শিক্ষালয় গ্রন্থাগার

জনগ্রন্থাগার বলতে এতদ্দেশে যে সকল স্বতঃস্ফূর্ত সমিতিকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার চালু ছিল বা আছে সেগুলি সম্পর্কে স্বভাবতই এই সূত্রে কোনো বক্তব্য নেই। তেমনি কিছু বলার নেই বিদ্যালয়—অর্থাৎ স্কুল গ্রন্থাগার সম্পর্কে। কেননা এগুলি কোনো বৃত্তায়িত পাঠচক্রের আওতায় পড়েনা। সম্প্রতি সরকারী বা সরকারাশ্রিত সাধারণ গ্রন্থাগারের যে বৃত্ত বা পরিমণ্ডল গ'ড়ে উঠেছে সেগুলির সম্পর্কে বিকেন্দ্রীকরণের একজাতীয় প্রশ্ন উঠতে পারে। স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারের ভিত্তিগত বিচারে এবং আঞ্চলিক দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির বিকেন্দ্রীকরণ এবং একই বইএর বহু প্রস্থ বিভিন্ন কেন্দ্রে বিতরণ অবশ্যই স্বাভাবিক। এমন কি দূরত্বের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারেরও একটি পাঠকেন্দ্র রাখতে হয়েছিল মধ্য কলকাতায়। হয়ত পাঠসম্পদ ব্যাপ্তির বিচারে কখনো জাতীয় গ্রন্থাগার বা অনুরূপ সাধারণ গ্রন্থাগারকে তথ্যসন্ধান, পত্রিকা ও নথি, গবেষণা গ্রন্থ ইত্যাদির জন্য বিকেন্দ্রিত বিভাগের কথাও ভাবতে হবে।

আমার প্রবন্ধের বিচারে সাধারণ গ্রন্থাগারের এই বৃত্তকে বিকেন্দ্রিত গ্রন্থাগারের পর্যায়ে গণ্য করা যাবেন। আঞ্চলিক এবং/বা শাখা গ্রন্থাগারের ভিত্তিতে এগুলির পরিচালন ব্যবস্থা। প্রতি জেলায় একটি করে প্রধান গ্রন্থাগার, তারপরে মহকুমায় এবং গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, এবং তারও পরে হয়ত সুদূরতম গ্রামাঞ্চলে কিছু পুস্তক বিতরণ ব্যবস্থা। এখনকার সরকারী বন্দোবস্তে জেলা গ্রন্থাগার সর্বতোভাবে প্রধান কেন্দ্র-গ্রন্থাগার হিসেবে কাজ করতেও পারে না করতেও পারে। প্রধান গ্রন্থাগারের মতো মহকুমা অথবা গ্রামীণ বা আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলিতেও সরাসরিভাবে সরকারী সাহায্য প্রসারিত। তবে দ্বিতীয় পযায়ের এই সকল গ্রন্থাগার (প্রধান গ্রন্থাগারের চাঁদা-সভ্য হিসেবে) তাদের প্রয়োজনীয় পুস্তক জেলা গ্রন্থাগার থেকে ধার নিতে পারে। হয়ত বেশি দামী বই কিনবার সামর্থ সীমাবদ্ধ বলেই এই বন্দোবস্ত। জেলাবাসীরা যে ধরণের বই চায়, যে ধরণের পাঠক এখানে তুলনায় অনেক বেশি থাকা সম্ভব গ্রামাঞ্চলে সেরকম বড় একটা থাকেনা, সেজন্যও চাহিদা দেখলে বড় গ্রন্থাগার থেকে বই ধার করবার দরকার হয়। বৃহৎ অথবা মধ্য পর্যায়ের গ্রন্থাগার থেকে দূরাঞ্চলের ছোটখাট গ্রন্থাগারে প্রয়োজন মতো বইএর আদানপ্রদানও চলে। তবে বিদেশে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার বলতে যা বোঝায় আমাদের দেশে তা এখনো গ'ড়ে ওঠেনি।

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির এই রকম প্রশাখা বিস্তারের সূত্রে একই বইএর একাধিক একাধিক সংখ্যা কিনতেই হয়। প্রতিটি গ্রন্থাগারের দূরত্ব-জনিত এবং অন্যান্য ব্যবহারিক অসুবিধার বিচারে এই ক্রয় খরচকে অবান্তর বা অতিরিক্ত মনে করবার হেতু নেই। পরিচালনার প্রসঙ্গেও সেই একই কথা খাটে। বিধিগতভাবে যেমনই হোক না কেন, কার্যকরভাবে এগুলিকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার বলতে কোনো বাধা নেই। সেজন্য গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কর্মীনিয়োগ, এবং গ্রন্থাগারের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্মাদি স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠিত হওয়াটা স্বাভাবিক। এজাতীয় গ্রন্থাগারবৃত্তে প্রধান কেন্দ্র গ্রন্থাগারে সর্বাশ্রয়ী সূচীপ্রকরণ (union catalogue) এবং শাখা-সংযোগের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় এছাড়া আর কোনো বড় সমস্যার সম্মুখীন হবার কথা নয়। কোনও জনপদে গ্রন্থাগারের বিরাটত্ব নিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হলে কাজকর্মের এবং পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য বিশেষ বিশেষ বিষয়ের স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার পত্তন করে কর্মের বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে। যেমন কোনও অঞ্চলে ইতিহাস, অন্য অঞ্চলে শিল্প সংগীত ইত্যাদি। সেই সঙ্গে পারস্পারিক সংযোগ রাখার প্রশ্ন অবশ্যই জড়িত।

কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে সমস্যাটা অন্যরকম। সেখানে বিশেষ পাঠকশ্রেণীর বিশেষ বইএর চাহিদা ও প্রয়োজন অধিক। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে। স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগারে এ নিয়ে কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় না। কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক কয়েক প্রস্থ রাখবার প্রয়োজন হয়। এবং সে প্রয়োজন অনিবার্য। বিষয়াবলীর পাঠক্রম স্বল্প হওয়ার দরুণ স্বতন্ত্র গ্রন্থগৃহ বা এবম্বিধ কোনো বিশেষ আয়োজনের প্রয়োজন হয় না।

কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণ সমস্যা কার্যকরভাবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেরই বিশেষ সমস্যা। তারই বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। এমন কোনো উচ্চস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অথবা কলেজ যদি থাকে যেখানে বিষয়ের বিচিত্রতার শিক্ষাপ্রকল্প বিভিন্ন খাতে প্রসারিত তাহলে সেগুলির ক্ষেত্রেও এই প্রবন্ধের বক্তব্য প্রযোজ্য হতে পারে। তবে স্বভাবতই বিশেষ শিক্ষা বা গবেষণা গ্রন্থাগার এর আওতায় পড়বেনা। কেননা সেগুলি বিশেষ গ্রন্থাগার (special library) শ্রেণীভূক্ত; স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারের মর্যাদাপ্রাপ্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর ছাত্রশিক্ষার কেন্দ্র। সাধারণত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠক্রম ও গবেষণার শিক্ষায়তন। ঐ সঙ্গে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কিছু কিছু কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও এর অঙ্গীভূত। বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন শিক্ষাবিভাগে (faculty) সংবদ্ধ। দুই প্রধান শ্রেণী; বিজ্ঞান (Science) ও প্রজ্ঞান (Arts) অথবা (Humanities)। একেকটি বিভাগ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় সংযুক্ত থেকে স্বতন্ত্র আকারে পরিচালিত। প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রছাত্রী যাতে সহজেই প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি পেতে এবং পড়তে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা বিধেয়। গ্রন্থাগারের অবস্থিতি এমন হওয়া উচিত যাতে সব বিভাগের পড়ুয়াদের পক্ষেই স্বল্পায়াসগম্য হয়। সাধারণত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় একই অট্টালিকার মধ্যে বিধৃত থাকেনা। যদি থাকেও তাতে সেই সৌধ এত বিস্তৃত হবে যে তারও এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত বেশ দূরবর্তী হয়ে পড়বে,—তা সে গৃহবিস্তৃতি সমতলবর্তীই হোক বা গগনবর্তীই হোক। বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য সাধারণত একটি এলাকা বা প্রাঙ্গণ জুড়ে অবস্থিত হয়। একমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই এর ব্যতিক্রম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, এবং এই সকল বিভাগ বা শিক্ষায়তনের সংখ্যা অনুযায়ী প্রাঙ্গণের বিস্তৃতি। এ অবস্থায় গ্রন্থাগারভবনের সঙ্গে বিভাগগুলির দূরত্ব সৃষ্টি হয়। শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটে। এবং গ্রন্থসংগ্রহের বিরাটত্বে গ্রন্থাগারে কার্যকর অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হতে পারে। পড়ুয়াদের পক্ষেও পাঠকক্ষের ব্যবহার এবং বই দেওয়া-নেওয়ার পর্বটা আয়াস সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। তখনই কিছু গ্রন্থ বিভাগে বিভাগে বদলি অথবা বিভাগীয় গ্রন্থাগার গড়বার প্রশ্ন ওঠে। বিভাগীয় গ্রন্থসংগ্রহ অবশ্য দুই ধরণের হতে পারে; বিষয়ানুকূল শিক্ষামণ্ডল সংগ্রহ (seminar) এবং পুরোপুরি বিভাগীয় (departmental) গ্রন্থাগার। শিক্ষামণ্ডল সংগ্রহে বিশেষ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠানুষঙ্গিক কিছু সীমিত সংখ্যক বই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে মেয়াদী ধার হিসেবে নিয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের হেপাজতে রাখা হয়। গঠনে এটি পাঠচক্রের মতো। বইগুলি মাঝে মাঝে অদল-বদল করে নেওয়াই রীতি। পুরানো পাঠ্যপুস্তকাদির বদলে নূতনগুলি নেওয়া। সাম্প্রতিক গবেষণা-গ্রন্থ সহায়ক হিসেবে নিয়ে রাখা। এই আশু-পাঠ-সহায়ক প্রকল্পটি বিকেন্দ্রীকরণ পর্যায়ে পড়েনা। এর জন্য স্বতন্ত্র কর্মী নিয়োগ অথবা বিশেষ কোনো বাড়তি খরচের বালাই নেই। সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণের

বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার

আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তার বাহুল্যমাত্র।

এবিষয়ে দ্বিমত নেই যে অন্তত কয়েকটি ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার। প্রশাসন; পরীক্ষা, অর্থদপ্তর এবং গ্রন্থাগার। এগুলিকে যদি প্রতি বিভাগে স্বতন্ত্রভাবে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা হয় তবে আর 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক চেহারা বজায় থাকেনা, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং কার্যত কতকগুলি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ বা সরকারী শিক্ষাবিভাগ সমগ্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ মঞ্জুর করে এবং অর্থ-সমিতি বা পরিচালন সমিতি তার সুষম বণ্টন করে। গ্রন্থাগারের জন্য যে অর্থ নির্দিষ্ট হয় সে অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারিক উপদেষ্টা সমিতির সহায়তায় বিভিন্ন খাতে বণ্টন করেন। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংগঠনে বিধৃত না রেখে বিষয়ানুগ বিভাগে যদি চারিয়ে দেওয়া হয় তাহলে গ্রন্থ, গৃহ, কর্মী প্রভৃতি খাতে ব্যয় যেমন গগনচুম্বী হয়ে ওঠে তেমনি পরিচালনায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। ঠিক যেমনটি হতে পারে প্রশাসন বা অর্থদপ্তরের বিকেন্দ্রীকরণে। কেন্দ্রস্থ গ্রন্থাগারে মূল গ্রন্থসংগ্রহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বর্গীকরণ; সূচীকরণ, লেন-দেন; সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যতিরেকেও পত্রিকা বিভাগ, তথ্যসন্ধান শাখা এবং সাধারণ পাঠকক্ষ থাকে। গ্রন্থাগার কেন্দ্রীকৃত হলে একদিকে যেমন উপরোক্ত সবগুলি প্রকরণেরই সুপরিকল্পিত সামগ্রিক ব্যবস্থা রাখা যায় তেমনি অভিজ্ঞ ও ও তৎপর কর্মী সমাবেশও ঘটানো যায়। ফলে পড়ুয়ারা একযোগে অনেক বেশি সাহায্য পেতে পারেন। কর্মীদের মধ্যেও সহযোগিতা সুষ্ঠুভাবে বজায় থাকে। বিকেন্দ্রীত হলে এগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিভাগে বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাগার গড়তে হলে উপরোক্ত প্রত্যেকটি প্রকল্পই সংখ্যানুপাতে বৃদ্ধি পাবে। ব্যয়বৃদ্ধির কথাটা যদি সাময়িক বিচারে মুলতুবিও রাখি, এমন কি পরিচালনার সমস্যাটাও যদি এড়িয়ে যাই, তাহলেও ব্যবহারিক দিক থেকে সুবিধা কতখানি, অসুবিধাই বা কী পরিমাণ সেটাও খতিয়ে দেখা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ বই থাকে তাই নয়, সাধারণ শ্রেণীর পুস্তকও থাকে। পত্রিকার ক্ষেত্রেও তাই। পুস্তকে বা পত্রিকায়—বিশেষ করে পত্রিকায়—একাধিক বিষয়ে ছুঁয়ে যাওয়া হয়। তাছাড়া আছে অভিধান ও কোষগ্রন্থ জাতীয় প্রচুর পুস্তক, যেগুলি বিষয় নির্বিশেষে সকলেরই প্রয়োজনে লাগে। সুতরাং সব কিছু নিয়ে গ'ড়ে তুলতে গেলে বিভাগীয় সংগ্রহও পরিণামে আয়তনে বিশালই হয়ে উঠবে, পাল্লা দেবে কেন্দ্রসংগ্রহের সঙ্গে। তাই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সর্বচুম্বী অনিবার্যতা অনস্বীকার্য।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

যদি এই জাতীয় সাধারণ, অর্থাৎ সর্ববিষয় স্পৃষ্ট পাঠসামগ্রী ব্যতীত মূল বিষয়ের বই বিভাগে বিভাগে স্থানান্তরিত করা যায় তাহলেও অবস্থাটা প্রকৃতভাবে কী দাঁড়ায় ভেবেচিন্তে দেখা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ সৃষ্টি হয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। বিশেষ বিষয়ের অনুরাগী পাঠক যে তার হাতের কাছে দরকারি বইটি সহজে পেলে সবচেয়ে

বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

বেশি উপকৃত হন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। সুতরাং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বার বার আসা যাওয়া বই নেওয়া বই পড়া ইত্যাদির ধাক্কায় অবসর সময়ের অনেকটাই পার হয়ে যায়। নিজ বিভাগের গ্রন্থাগার থাকলে এদিক থেকে কিছুটা সুবিধা হয় নিঃসন্দেহ। অধ্যাপক-দেরও হাতের কাছে কিছু বই থাকা দরকার, নচেৎ পাঠপর্বের মাঝখানে হঠাৎ কোনো বইএর প্রয়োজন পড়লে সেটির জন্য কেন্দ্র ভবনে ছুটতে হয়। এই সকল কারণে বিভাগে গ্রন্থসংগ্রহ রাখলে সুবিধে হয় বৈকি। কিন্তু পাঠ-প্রকল্পে কোনো একটিমাত্র বিষয় নিরঙ্কুশ নয়। ধরুন, দর্শন বিষয়ক সব বই দর্শন বিভাগে স্থানান্তরিত হল। কিন্তু দর্শনের ছাত্রের পক্ষে ধর্মবিষয়ক পুস্তক অনিবার্যভাবে প্রয়োজন, অথবা সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য বা নীতি প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ। এজন্য তাঁকে উক্ত বিভাগগুলিতে ছুটাছুটি করতে হবে। এক বিভাগের ছাত্রকে অন্য বিভাগের বই সরবরাহ করবার বাস্তব অসুবিধাও দেখা দেবে। তেমনি অবস্থা হবে সাহিত্যের ছাত্রের, তাঁকে নন্দনতত্ত্ব, সৌন্দর্যদর্শন ইত্যাদি নানাবিধ বই পড়তে হয়। অর্থনীতির ছাত্রকে পড়তে হয় গাণিতিক বই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রকে ইতিহাস। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য তো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিল্প ও সংগীতের ক্ষেত্রেও তাই। প্রাণীবিদ্যা, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতির প্রসঙ্গেও একই ব্যাপার। সুতরাং বিভাগীয় গ্রন্থাগারকে হয় এই উৎপাত মেনে নিতে হয়, নয়তো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিছু কিছু বইও নিজ নিজ গ্রন্থাগারে রাখতে হয়। প্রথম ব্যবস্থায় বিভাগীয় গ্রন্থগারের মূল সমস্যার পূর্ণ নিরসন হয় না, দ্বিতীয় বন্দোবস্তে বিভাগীয় গ্রন্থাগারেরও বিবর্ধনের প্রবণতা দেখা দেয়। উপরন্তু প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট পত্রিকা এবং তথ্যসহায়ক (reference) বইও মজুত রাখতে হয়। ফলে বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিও একেকটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হয়ে উঠতে পারে।

দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং বিকেন্দ্রীকরণ—উভয়ের সপক্ষে বিপক্ষে যেসব বক্তব্য আছে সেগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিবিধান আবশ্যক। আর্থিক প্রসঙ্গ, অবস্থানগত ব্যবধান এবং পরিচালনার প্রশ্নই এর মধ্যে প্রধান সমস্যা। একে একে এগুলির আলোচনা করে দেখা যাক গ্রন্থাগার কতখানি পর্যন্ত বিকেন্দ্রিত হতে পারে বা হওয়া সঙ্গত। সমগ্র গ্রন্থাগার একাঙ্গ হলে পরে গ্রন্থক্রয়, কর্মী নিয়োগ এবং পরিচালনা-জনিত অর্থব্যয় যে কম হয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রধান গ্রন্থাগারিকের সহযোগীতার থেকে উপ-গ্রন্থাগারিক এবং বিভিন্ন শাখার সহকারী গ্রন্থাগারিকবর্গ বিভিন্ন প্রকল্পের—যথা পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ, বর্গীকরণ ও সূচীকরণ, পুস্তকের লেন-দেন ও মঞ্চ-তদারকি, পত্রিকা বিভাগ, তথ্যসন্ধান বিভাগ, পাঠকক্ষ, প্রভৃতি পরিচালন করেন। অন্যান্য গ্রন্থাগারকর্মীবৃন্দও এই সকল প্রকল্পের কাজ-কর্ম মিলেমিশে করেন। সমগ্র গ্রন্থসংগ্রহ একটী বাড়িতে বিন্যস্ত থাকার দরুণ পরিচালনার ব্যাপারে অসুবিধা হয় না। কর্মীসংখ্যা অনায়ত্ত হয়ে ওঠে না। কোনো কর্মীর অনুপস্থিতিতেও বড় রকমের কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় না। কোনো অংশের

বিকেন্দ্রীকরণ : আর্থিক প্রসঙ্গ

কর্মব্যস্ততা কম থাকলে সেখানকার কর্মী গিয়ে অন্য অংশের বিব্রত কর্মীকে সাহায্য করতে পারেন। গ্রন্থাগার বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হলে প্রতি বিভাগের জন্য এক প্রস্থ কর্মী নিয়োগ করতে হয়। তাতে যেমন বিস্তর ব্যয় হয় তেমনি কোনো কর্মীর অনুপস্থিতিতেও সমস্যা দেখা দেয়। কেননা স্বতন্ত্র এক প্রস্থ কর্মী নিযুক্ত হলেও তার সংখ্যা সীমিতই থাকে, বাড়তি লোক রাখার রাজসিকতা সম্ভব হয় না। সর্ববিষয়ের সংগ্রহ কেন্দ্রীভূত হলে সমগ্র সংগ্রহের পরিচারক সংখ্যা বিভাগের বিভিন্নতা জনিত সংখ্যা থেকে অনেক কম হলেই চলে। তেমনি, স্বতন্ত্র গৃহনির্মাণ ব্যতীতও, আসবাব পত্রাদির যাবতীয় আনুষঙ্গিক খরচও কম হয়। কর্মীদেরও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানের বদলে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার দরুণ তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরণের নানাবিধ প্রশ্ন ও সমস্যার নিরসনের সুযোগ মেলে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থানায় পুস্তক ক্রয়ের সংখ্যাও সীমিত রাখা সম্ভবপর হয়। কোষগ্রন্থাদি শ্রেণীর সাধারণ সহায়ক গ্রন্থ থেকে সুরু করে পত্রিকা প্রভৃতি সবই সীমিত সংখ্যক হলে চলে। এবং বিশেষ বিষয়ের পড়ুয়াদের প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বই-পত্র সীমিত সংখ্যায় রেখেও সকলকে চাহিদার অনুপাতে সন্তুষ্ট রাখা যায়। গ্রন্থাগাব বিভিন্ন বিভাগে বিক্ষিপ্ত হলে পরে প্রয়োজনের তাগিদ এলেই একই বই একাধিক সংখ্যায় কিনবার প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে যেমন সংগ্রহের কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে তেমনি ক্রমে আর্থিক কৃচ্ছ্রতা দেখা দেয়, পরবর্তী কোনো বই ইচ্ছেমত কেনা যায় না। পরিণামে গ্রন্থসংগ্রহে সামঞ্জস্য থাকেনা, একদিকের পাল্লা ভারী হয়, অপরদিকে থেকে যায় ঘাটতি। সংগ্রহের মর্যাদা বা মূল্যহানি ঘটে। ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায় যে অর্থবণ্টনের সমীকরণ যেমন অসম্ভব হয়ে ওঠে, তেমনি পরিচালনার কেন্দ্রীকরণের প্রায় অবলুপ্তি ঘটে। কেননা বিষয়ানুগ বিভাগীয় গ্রন্থাগারের বৃদ্ধিতে কর্মী এবং আনুষঙ্গিক সব খাতেই বৃদ্ধি হয়; আওতার বাইরে চলে যায় পরিচালন ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে বিভাগীয় গ্রন্থাগারকে দুই সীমার মধ্যে একটি বেছে নিতে হয়,—প্রয়োজনীয় স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থসংগ্রহ এবং সুষ্ঠু পাঠক-সহায়, অথবা বৃহৎ গ্রন্থরাজি ও দুর্বল সহায়-ব্যবস্থা। গ্রন্থরাজি যত বেশি বিক্ষিপ্তভাবে নিবদ্ধ হবে ততই পাঠকদেরও অসুবিধা দেখা দেবে। খরচ তো বেশি হবেই।

আজকালকার প্রবণতা কেন্দ্রীকরণের। কেবলমাত্র গ্রন্থাগারেরই নয়, সর্ববিধ প্রকল্পেরই। কি গবেষণা, কী শিল্পসংস্থা বা ব্যবসায়,—সব কিছুই কেন্দ্রবদ্ধ হলে কাজকর্মে আঁটভাব থাকে, পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান সহজ হয়। গ্রন্থাগারের বেলাতেও এই কথা খাটে। গ্রন্থাগারের সর্বৈব পরিচালনা,—পুস্তক ক্রয় থেকে সুরু করে যাবতীয় প্রযুক্তি-কৌশল যদি বিকেন্দ্রিত হয় তাহলে কী অসুবিধা ঘটে তা আগেই বলেছি। প্রতিটি বিভাগ স্বতন্ত্র হয়ে পড়লে প্রশাসনিক জটিলতা অবশ্যম্ভাবী। বিভাগগুলি সংনিবদ্ধ থাকেনা বলে অবস্থানগত দূরত্ব পড়াশোনার ব্যাপারে আয়ত্তাতীত হয়ে ওঠে। কারণ কোনও বিষয়কেই নির্বিশেষে ভাগ করে দেখা সম্ভব নয়। একটির সঙ্গে

বিকেন্দ্রীকরণ : অবস্থানগত ব্যবধান : পরিচালনা

আরেকটি সমস্যাযুক্ত। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাতেই কি সব সমস্যা মেটে? বিভাগের দূরত্বে পাঠকবর্গের অসুবিধা তো থেকেই যায়। গ্রন্থারণ্যে জটিলতাও বৃদ্ধি পায়। তাই বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা যায়না। তাহলে বিচার করে দেখতে হয় সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে উচিত এবং তার ধরণ ও মাত্রা কেমন হওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগ বা কলেজের মধ্যে যেগুলি পরস্পর-সম্পৃক্ত বিষয়ানুগ সেগুলির বিকেন্দ্রীকরণ সীমাবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। দর্শন, সাহিত্য, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি এই হিসাবের মধ্যে পড়ে। হিসাবের মধ্যে পড়ে রসায়ণ, পদার্থ প্রভৃতি বিদ্যাও। এগুলির ধরণ যে শিক্ষামণ্ডল ও বিভাগীয় হতে পারে তা আগেই বলেছি। কেন্দ্র থেকে বিযুক্ত হলেও মূল সংগ্রহ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রেখে প্রয়োজনীয় পুস্তকের বাড়তি গ্রন্থ বা প্রতিলিপি, পাঠ্যপুস্তক এবং গবেষণার আশু-প্রয়োজনীয় পুস্তকাবলী নিয়ে বিভাগীয় গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলা বিধেয়। কিন্তু কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি সাধারণ পাঠক্রম থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। যেগুলি বৃত্তিগত (professional) কলেজের পর্যায়ে পড়ে। যেমন চিকিৎসা, আইন বা পূর্ত-বিদ্যা, গ্রন্থাগারবিদ্যা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি। এই সকল বিষয়ের জন্য পুরোপুরি ভাবে স্বতন্ত্র বিভাগীয় গ্রন্থাগার গঠনে বাধা বা অসুবিধা নেই, বরঞ্চ স্বতন্ত্র থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অরেকটি সমস্যা দেখা দিতে পারে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান—যাকে আজকাল মানবিক বিদ্যা (humanities) বলা হচ্ছে—তাদের বিভক্তিকরণের। সাধারণত বিজ্ঞানচর্চা একেবারে আলাদা ব্যাপার,—প্রয়োগ-পরীক্ষণ (laboratory) সংবলিত প্রকল্পে স্বতন্ত্র বাড়িতে বিশদ তার ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে আজকাল যে বন্দোবস্তের কথা অনেকেই চিন্তা করছেন বা কার্যকর হয়ে উঠছে তাকে বলতে পারি অংশ-গ্রন্থাগার (divisional library) পদ্ধতি। Division এবং Department উভয়েরই বাংলা প্রতিশব্দ 'বিভাগ'। কিন্তু 'বিভাগ' কথাটি department বোঝাবার জন্য চলে আসছে। Division বোঝাতে 'অংশ' (বা 'অঞ্চল') প্রতিশব্দ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। Division, department, section প্রভৃতির জন্য গ্রন্থাগারের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র সুষ্ঠু পরিভাষার পত্তন হলে লেখকও উপকৃত হবেন। প্রবন্ধে এগুলির জন্য 'অংশ', 'বিভাগ' ও 'শাখা' প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান বিষয়ক বইএর সংগ্রহ না রেখে সমগ্রভাবে বিজ্ঞান বিভাগে বদলি করে বিজ্ঞানাংশ গ্রন্থাগারের পত্তন করা। বিজ্ঞানের মতোই অন্যান্য কোনো বিষয়ের বা প্রয়োগ-বিদ্যার জন্যও-প্রয়োজনে অংশ-গ্রন্থাগার পদ্ধতি চলতে পারে। অংশ-গ্রন্থাগার বিভাগীয় গ্রন্থাগারের থেকে আয়তনে বড় সে কথা বলাই বাহুল্য। পরিচালনার জন্যও স্বভাবতই বেশি কর্মী প্রয়োজন। বলতে গেলে ব্যাপারটা প্রায় আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের (branch library) সামিল। তবে, যদি কোনো কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অবস্থানগত বা অন্যবিধ অসুবিধা না থাকে তাহলে বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক সমূহও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেই থাকবে। এবং সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানেরও বিষয়-ভিত্তিক,—অর্থাৎ পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ণ, গণিত

ইত্যাদি বিষয়ের জন্য পূর্ববর্ণিত ভাবে শিক্ষামণ্ডলীয় অথবা বিভাগীয় গ্রন্থসংগ্রহ থাকতে পারে। অনুরূপভাবে অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারেও। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্র বিজ্ঞান সংগ্রহকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে সরিয়ে দূরস্থ বিজ্ঞান বিভাগে রাখতে হয়েছে। এবং সেখানে সেগুলি বিষয়ানুগ বিভাগে সংবিবদ্ধ আছে—ঠিক অংশ-গ্রন্থাগার পদ্ধতিতে নয়। ঠিক এভাবেই রাখতে হয়েছে বরানগরস্থ অর্থনীতি বিভাগের বইপত্রও। তবে এগুলির ক্রয়-ব্যবস্থা, বর্গী-সূচীকরণাদি সব কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এমনকি, বিভাগীয় অধ্যক্ষ পত্র পত্রিকাদি সরাসরিভাবে আনালেও তার হিসেব মেটানোর ভার কেন্দ্রের। অর্থাৎ, মূল ব্যবস্থাপনার ভার কেন্দ্রের। এর ফলে খরচের দিকটা যেমন আয়ত্তাতীত হয়ে ওঠেনা তেমনি পরিচালনার ব্যাপারেও জটিলতা বৃদ্ধি পায় না। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, পূর্তবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যতীত আর সব বিষয়ই কেন্দ্রীকৃত। উক্ত তিনটি কলেজে স্বতন্ত্র বিভাগীয় গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে,—কেন্দ্রের ব্যবস্থাধীনে।

বিভাগীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশাসনিক দায়িত্ব যদি বিভাগীয় অধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত থাকে তাহলে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয়। গ্রন্থাগারের সর্বাবিধ সর্বশ্রেণিক দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের উপরেই থাকা সমীচীন,—তা সে অংশ, বিভাগ ইত্যাদি যে ধরণের ভাগেই বিভক্ত হোক না কেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লস্‌এঞ্জেলেস শাখায় (ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শাখা, একটি বার্কলেতে অবস্থিত, অপরটি লস্‌এঞ্জেলেসে) শাখা-গ্রন্থাগার নিয়ম তৈরি করা হয়েছে বিভাগীয় বা অংশ গ্রন্থাগার সমূহের কার্যকর পদ্ধতির জন্য। হার্‌ভার্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চাশটি বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগার বা বিশেষ গ্রন্থ সংগ্রহ আছে। বিকেন্দ্রীকরণ প্রকল্প এখানে প্রবল। কর্তারা মনে করেন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক অথবা **Director of Libraries** কেবলমাত্র পরামর্শদাতা হিসেবে এবং পরিকল্পনার সমন্বয় সাধনের ভার নিয়ে থাকলেই চলবে। তাঁর কাজ হবে শুধু কর্মপন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। বাকি সব কিছুরই পরিচালনার ভার বিভাগীয় গ্রন্থাধ্যক্ষদের।

তাহলে আলোচনার সূত্রে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, একদিকে যেমন বিকেন্দ্রীকরণ নিবারণ করে চলতে পারলেই ভাল হয়, অপরদিকে তেমনি বিকেন্দ্রীকরণ বাতিল করাও প্রায় অসম্ভব। সুতরাং একটা মধ্যপথ নির্ধারন করতে পারলেই মঙ্গল। উভয় দিক থেকেই কিছুটা ছেড়ে দিতে হবে। গ্রন্থাগারের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তার বিচার করবার আগে বিভিন্ন পাঠ বিভাগের প্রকারভেদ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে মূল বিভাগ যে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান বিষয়ক সেকথা আগেই বলা হয়েছে। যদি এ দুটি কোনোভাবে অংশ গ্রন্থাগার হিসেবে স্বতন্ত্র আকারে গড়েও ওঠে তবুও কেন্দ্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের অস্তিত্বকে উড়িয়ে দেওয়া প্রশ্নাতীত। তাছাড়া এই দুই শাখারও বিভিন্ন বিষয়ের জন্য গ্রন্থ সংগ্রহের প্রয়োজন গড়ে

ব্যবহারযোগ্য সূত্র সন্ধান : কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণ

উঠবে। একথাও আগেই বলেছি যে এভাবে বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিকে বাড়িয়ে না তুলে শিক্ষামণ্ডল গ্রন্থ সংগ্রহ হিসেবে রাখাই সুবিধাজনক। কেননা বিষয়সাম্য থাকার দরুণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাগ অসম্ভব। এবং একথাও বলা হয়েছে যে আইন, চিকিৎসা বা গ্রন্থাগার-বিদ্যা জাতীয় বৃত্তিগত বিভাগ বা কলেজ, যেগুলি সাধারণ পাঠপর্যায়ে পড়ে না, সেগুলিকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখাই যুক্তিযুক্ত, তা নইলে বিদ্যার্থীদের অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। বিজ্ঞানের পরীক্ষণাগার বা লেবরেটরি যেমন। বইপত্র হাতের কাছে না থাকলে কাজ চলে না। সুতরাং প্রথমেই স্থির করে নেওয়া দরকার কোন বই বা পত্রিকা ইত্যাদি আবশ্যিকভাবে কাছে রাখা দরকার। সেই অনুযায়ী মণ্ডল গ্রন্থ সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে। এই সংগ্রহ থেকেই ক্রমে প্রয়োজনানুসারে গড়ে উঠতে পারে বিভাগীয় গ্রন্থাগার। লক্ষ্য রাখতে হবে বিভাগীয় সংগ্রহ যেন আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়, আয়তনটা আয়ত্তাধীন থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ বলে যে, বিভাগীয় গ্রন্থাগার এমন ধরণের হওয়া ভাল যাতে কোনো অধ্যাপকের পরিদর্শনে থাকতে পারে এবং কোনো একজন কর্মীই সেটির পরিচালনা করতে পারেন। নচেৎ খরচের যেমন কূল মিলবে না তেমনি গ্রন্থারণ্যের মধ্যেও আর থই পাওয়া যাবেনা। সুতরাং কেবলমাত্র পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, গবেষণা এবং অধ্যাপকদের প্রয়োজনই পাঠমণ্ডল, তথা বিভাগীয় গ্রন্থাগারের নীতি নির্ধারণ করবে। পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে অবশ্য গলা বড় করে বলা যায়, কেবলমাত্র মণ্ডল সংগ্রহেই নয়; ছাত্রা-বাসেও এজন্য স্বতন্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকা উচিত। বিশেষত বিদেশী পাঠ্যপুস্তকের উচ্চমূল্যের জন্য এবং প্রাপ্তিজনিত অসুবিধার কথা মনে রেখে এদিকে নজর দেওয়া কর্তব্য মনে হয়। তবে আজকাল দেশী পাঠ্যপুস্তকের মূল্যেরও উগ্রতা কম নয়। এবং এদেশের অধিকাংশ পড়ুয়াকেই অদ্যাবধিও পুস্তক ক্রয়ের জন্য মস্তক বিক্রয় করতে হয়।

বক্তব্যের উপসংহার পর্বে তাহলে কেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীয়করণের সপক্ষে ও বিপক্ষে কী কী বক্তব্য হতে পারে তার একটা সার-সংকলন করে দেখা যাক।—

কেন্দ্রীয়করণের সপক্ষে বক্তব্য :—

১। একালের শিক্ষা পরিমণ্ডলে কোনো বিষয়ই একটি অপরটির থেকে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্র নয়, পরস্পর সম্পৃক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং গ্রন্থাগারের কেন্দ্রীকরণে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ সরল হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বইএর জন্য বিভিন্ন গ্রন্থভবনে যেতে হয় না।

২। অনুরূপভাবে সাধারণ বা সর্ববিষয় ভিত্তিক গ্রন্থগুলি; যেমন অভিধান, কোষগ্রন্থ, মানচিত্রাদি; পত্রিকা, পঞ্জীগ্রন্থাদি, ভ্রমণ, জীবনী প্রভৃতি তাবৎ সর্বপাঠ্য বই সকল বিভাগের পড়ুয়াদের পক্ষে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাবার সুবিধে হয়।

৩। গবেষকদের পক্ষেও একথা বলা যায় যে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষকদের পারস্পারিক যোগাযোগ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেই বিশেষভাবে সম্ভবপর হওয়াতে প্রয়োজনীয় সমঝোতা এবং

প্রেরণার সহায়ক হতে পারে। তথ্যসংক্রান্ত যে কোনো বইই খুশিমতো দেখা চলে।

৪। সর্বশ্রেণীর পড়ুয়াদের এবং গ্রন্থাগার-কর্মীদের হাতের কাছে সমগ্র পুস্তকমঞ্চ খোলা থাকে বলে পাঠ্যানুসন্ধান এবং ব্যক্তিক মনোযোগ ও সহায়তার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়।

৫। অনুরূপভাবে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার-সেবীদের সাহায্যে কেন্দ্রানুগ ব্যবস্থাতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। বিভাগীয় গ্রন্থাগারে স্বভাবতই পর্যাপ্ত পরিমাণ কর্মীসংস্থান সম্ভব হয় না।

৬। সূচীপত্রকের বিশদ এবং একীভূত ব্যবস্থার ফলে বই সম্পর্কে খোঁজ-খবর কেন্দ্র-গ্রন্থাগারে যেমন কার্যকরভাবে মেলে বিকেন্দ্রীত হলে বিচ্ছিন্নতার ফলে সে সুযোগের হানি ঘটে। বিভাগীয় সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্যপত্রক দিয়ে অযথা পত্রকাধার ভারী করার হাত হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

৭। গ্রন্থসংগ্রহ কেন্দ্রীভূত হলে কর্মীখাতে খরচ কম হয়। একই কাজের জন্য বিভাগের সংখ্যানুপাতে কর্মীসংখ্যা কেন্দ্রে কম হলেই চলে। পরিচালনার ব্যয়ও কমে। কমে পুস্তকখাতের খরচ। কেননা, একই গ্রন্থের অনেক প্রস্থ না কিনলেও চলে। গ্রন্থগৃহ-নির্মাণ, পুস্তকমঞ্চ ও বিবিধ আসবাবপত্রের খরচও কম হয়। পরিবর্তে নানাবিধ পাঠসহায় প্রকল্পের পত্তন করা যেতে পারে।

৮। আরেকটি জিনিসের উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। কেন্দ্রীয় গ্রন্থভবন বিশ্ব-বিদ্যালয়াঙ্গণে স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন হতে পারে। বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট বাড়িতে গ্রন্থাগার বিক্ষিপ্ত হলে এই দিক দিয়ে মহিমা কিছু খর্ব হতে পারে বৈকি।

বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে বক্তব্য :—

১। বিভিন্ন বিভাগে বিকেন্দ্রিত পুস্তক সংগ্রহ থাকলে পাঠকদের ব্যবহারিক আওতার মধ্যে এসে যায়। পাঠকবর্গ অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যে এবং সহজলভ্যতায় বই ব্যবহার করতে পারে।

২। বিভাগের বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির জন্য স্বভাবতই হাতের কাছে বই রাখার দরকার হয়। বিশেষ করে গবেষণা বা গভীর পাঠবিনিয়োগের জন্য যেখানে শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে নিজ নিজ বিভাগে বই রাখতে পারলেই সুবিধা হয়। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে একাজ ঠিকমতো চলেনা। সাধারণ ছাত্রের সঙ্গে বিশেষ বিদ্যার্থীর প্রভেদ অবশ্যই বিবেচনীয়।

৩। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মূল সুবিধা পরিচালনার ব্যাপারে। কিন্তু পরিচালনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বিদ্যার্থীদের প্রয়োজনকে গৌন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। পাঠক ও গবেষকদের কাজ কিসে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই পুস্তকের বিন্যাস করা উচিত।

৪। বিভাগে বা বিজ্ঞান-পরীক্ষাগারে কিছু বই রাখতেই হয়, এড়ানো যায়না। সুতরাং প্রয়োজন অনুসারে আরো বেশি বই বিভাগে নিয়ে আসার ব্যাপারে আপত্তি অবাঞ্ছিত।

৫। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে খরচ কিছু পরিমাণে বাড়লেও সেটাকে অনাবশ্যক মনে করা উচিত নয়। পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপরে চাপ অবশ্যই কমবে এবং সেই পরিমাণে কর্মীসংখ্যা, আসবাবপত্র ইত্যাদির প্রয়োজনও অবশ্যই কম হবে। উপরন্তু বিশেষ বিষয়টি আওতার মধ্যে রাখলে কর্মীদের তৎপরতা এবং পাঠ-সহায়ক হিসেবে কৃতিত্ব বাড়বারই সম্ভাবনা। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এভাবে বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখা সম্ভবপর হয়না।

৬। পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে না রেখে বিভাগীয় গ্রন্থাগারে রাখা অবশ্যই কর্তব্য। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে হামেশাই আনা নেওয়া অসুবিধাজনক।

৭। বিভাগীয় গ্রন্থাগারে সূচীপত্রকাধার থাকলে কাজের সুবিধা হয়। তাড়াতাড়ি দেখে নেওয়া চলে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মিশে থাকে বলে অনুসন্ধান সময় সাপেক্ষ হয়। একই পত্রকাধার একাধিক পাঠক একযোগে ব্যবহার করতে এলে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়। একজনের কাজ শেষ না হলে আরেকজন কাছে ঘেঁষতে পায়না। বিভাগে পাঠকসংখ্যা এবং পত্রকসংখ্যা সীমিত থাকার দরুণ এই অসুবিধার সৃষ্টি তেমন হয় না।

৮। গ্রন্থভবনের স্থাপত্যের দিক থেকেও বলা চলে যে আকাশচুম্বী বিশাল সৌধের উদ্ধত নাগরিক স্থাপত্যরীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ও মেজাজের অনুকূল নয়। বরঞ্চ ছোট ছোট বাড়ি হলে প্রাঙ্গণটি সাজিয়ে গুছিয়ে মনোরম করে তোলা যায়। জমি বাঁচাবার জন্য সমান্তরাল বাড়ির চেয়ে গগনবর্তী বাড়ি তৈরী করা কাম্য হতে পারে, কিন্তু গ্রন্থাগারের ব্যবহারকের পক্ষে সেটা বিশেষ সুবিধার হয়না। ওঠা-নামা করতে প্রাণান্ত, তা সে মুক্তমঞ্চ বা রুদ্ধমঞ্চ যে ধরণের গ্রন্থাগারই হোক। ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষও বটে।

এই তো গেল মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে বক্তব্য। এই থেকে মোটামুটিভাবে এই দুই প্রকল্পের বিপক্ষে যেসব বক্তব্য হতে পারে তারও একটা সংকলন করে দেখা যেতে পারে।—

কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধ যুক্তি :—

১। ব্যাপ্তির বিশালতার সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকমঞ্চের মধ্যে পাঠক বিভ্রান্ত হয়। ঠিক বইটি বার করতে সময় লেগে যায়।

২। ঠিক এই কারণেই বিশেষ কর্মীদের পক্ষে বিশেষ সহায়তার কাজে বাধার সৃষ্টি হয়।

৩। সূচীপত্রকাধার একযোগে অনেককে ব্যবহার করতে হয় বলে সেটিও সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে।

৪। গ্রন্থভবনের বিরাটত্ব এক অংশ থেকে আরেক অংশে যাবার পক্ষে কালাপহারী হয়ে ওঠে। পাঠকক্ষ থেকে মঞ্চাদির দূরত্বও দ্রুত কর্মসম্পাদনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৫। বিভাগীয় শিক্ষাকেন্দ্র এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণাগারের সঙ্গেই গ্রন্থকক্ষ থাকলে বিদ্যার্জন ব্যাপারটা বহুগুণ ত্বরিতে সম্পাদন সম্ভব হয়, যা দূরবর্তী থাকলে হয় না। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ব্যয় সংক্ষেপের জন্য কোনো প্রয়োজনীয় পুস্তকের সংখ্যা স্বল্পতার দরুণ অনেক পাঠক বঞ্চিত হয়। বিভাগীয় শিক্ষকদের কাছাকাছি পাওয়া যায় না বলে ও ছাত্রছাত্রীরা সাহায্যের অভাব বোধ করে।

বিকেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধ যুক্তি :—

১। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বইপত্র বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে থাকার দরুণ পাঠকেরা বিভ্রান্ত বোধ করেন।

২। সূচীপত্রকাধার বিকেন্দ্রিত হবার ফলেও কোন বই কোথায় পাওয়া যাবে সে বিষয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

৩। বিভিন্ন গ্রন্থসংগ্রহ ইতস্তত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে সময় ও শ্রম নষ্ট হয়।

৪। সমগ্র শিক্ষায়তনের বিচারে একই বইএর অনর্থক অধিক সংখ্যা রাখতে হয়। ফলে অর্থের অনেকটাই অকারণ ব্যয় হয়।

৫। গ্রন্থাগারের মূল নীতির সঙ্গে বিভাগীয় নীতির অসামঞ্জস্য দেখা দিতে পারে। ফলে পুস্তক সংগ্রহ, কর্মী সংগঠন এবং বেতনক্রম ইত্যাদিতে অসাম্যের সৃষ্টি হতে পারে। বিভাগীয় গ্রন্থাগারের অবাঞ্ছিত স্ফীতির প্রবণতা আসে। এর ফলে খরচ সীমার মধ্যে থাকে না। কোনো কোনো বই অনেক বেশি করে কেনার পরে হয়ত দরকারী বই কিনবার আর উপায় থাকে না। কিনলেও গ্রন্থসংগ্রহ বিশাল হয়ে পড়ে। বই থেকে সুরু করে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র; কর্মী প্রভৃতি সবই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওদিকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বিভাগীয় গ্রন্থাগারের জন্য ক্রমাগত বই প্রস্তুত এবং বদলি করার কাজে বৃহৎ আয়োজনের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রের ঘাড়ে চেপে বিভাগ শ্লথ গতিতে চলতে থাকে।

এই সকল বিচার বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন, তাহলে পথ কী, কোন ব্যবস্থাটা সবচেয়ে ভাল। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সাধারণ গ্রন্থগারের ক্ষেত্রেই যেখানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অপরিহার্য, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নির্বিশেষভাবে

উপসংহার

অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসাফল্য উচ্চমানের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করে। তবুও বিভাগীয় গ্রন্থাগার রাখতেই হয়। না রাখলে পাঠপর্ব অনেকাংশে পঙ্গু হয়ে পড়ে। সুতরাং সবদিক বজায় রেখে উভয় ব্যবস্থাই চালু রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংগঠন সর্ববিষয় ভিত্তিক হবে সেকথা বলা বাহুল্যমাত্র। বিভাগীয় গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয়

বইগুলির বাড়তি গ্রন্থ নিয়ে গঠিত হবে। কিন্তু এই বাড়তি গ্রন্থ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়,—প্রয়োজনের শেষ হতে চায় না। সুতরাং অবাঞ্ছিত পুস্তক-দ্বিত্ব যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। কেবলমাত্র ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, পরিচালনার সমস্যার জন্যও। শিক্ষাবর্ষের সুরুতে প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে কিছু পরিমাণ বই বিভাগে স্থানান্তরিত করে এবং আপাত-অপ্রয়োজনীয় বই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রত্যর্পণ করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গ-সীমান্তিক বই, যে বই দুই বা অধিক বিষয় সংক্রান্ত অথবা যেসব বই দুই বা অধিক বিভাগের কাজে লাগতে পারে সেগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেই থাকবে। পাঠ-সহায়ক বা তথ্য-সন্ধান গ্রন্থ যেগুলি না রাখলেই নয় সেগুলির বাড়তি গ্রন্থ বিভাগীয় গ্রন্থাগারে রাখা চলতে পারে। যেমন ধর্ম ও নীতি কোষ এক গ্রন্থ ধর্ম ও দর্শন বিভাগে রাখা যায়, কিম্বা শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে শিক্ষাপঞ্জী, অথবা সাধারণ অভিধানাদি সব বিভাগেই। পত্রিকার ক্ষেত্রে একেবারে গবেষণা সংক্রান্ত সাময়িকী ছাড়া অন্য কিছু বিভাগে না রাখাই যুক্তিযুক্ত। কেন্দ্রীয় পত্রিকা বিভাগের সঙ্গে সারাংশ প্রণয়ন (**abstract**) এবং নথিকরণ (**documentation**) শাখা আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত রাখা দরকার। তবে বৃত্তিগত শিক্ষাবিভাগে পূর্ণাঙ্গ বিভাগীয় গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলাই বাঞ্ছনীয়।

ক্রেতব্য পুস্তক নির্বাচন শিক্ষাবিভাগ সমূহের কাজ হলেও দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের। পুস্তক ক্রয় গ্রন্থাগারিকের মাধ্যমে হবে। তিনি তালিকা পরীক্ষা করে বাড়তি পুস্তক ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করবেন। কোন বিষয়ের খাতে কত টাকা ধার্য হয়েছে তার হিসাব রাখবেন। বইপত্র বিভিন্ন বিভাগে বদলি করবেন এবং বিভাগীয় গ্রন্থাগারের যাবতীয় নীতি নির্ধারণ করবেন। বিভিন্ন গ্রন্থসংগ্রহের কার্যকাল একই প্রকার রাখার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। বিভাগীয় গ্রন্থাগারের বইপত্র ছিঁড়ে গেলে বাঁধানোর ব্যবস্থাও করবেন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের যাবতীয় পুস্তকের বর্গীকরণ এবং সূচীকরণ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সম্পন্ন হবে। পুস্তকের সার্বিক সূচীপত্র থাকবে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। বিভাগীয় গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র নিজসংগ্রহের পত্রক প্রস্তুত করে রাখা চলবে। বোঝা বাড়াতে গেলে সব দিকেই ভার বেড়ে যাবে। আন্তঃ গ্রন্থাগার পুস্তক লেনদেন হবে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিকের মাধ্যমে। অর্থাৎ পুস্তকের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভাগীয় পড়ুয়াদের সহায়তা ব্যতীত অন্যান্য সব কাজই কেন্দ্রস্থ হওয়া দরকার। এর ফলে ব্যয়সংক্ষেপ যেমন হবে তেমনি একটি ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজ চলবে।

বিকেন্দ্রীকরণ প্রকল্পের পক্ষে যে সকল প্রসঙ্গ বিশেষভাবে এড়িয়ে বা বিবেচনা করে চলা উচিত তা হল; কর্মীসংখ্যার অপ্রয়োজনীয় বৃদ্ধি, গৃহ, মঞ্চ ও আসবাবপত্রের ব্যয়াধিক্য, পুস্তক ও পত্রিকা প্রভৃতির অনাবশ্যক সংখ্যাধিক্য, পরিচালনার ব্যাপারে অবাঞ্ছিত ভার বৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রকল্পে অকারণ হস্তক্ষেপ, ছাত্র-সহায় কর্মের অপ্রতুলতা, কেন্দ্র গ্রন্থাগার থেকে বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। বিকেন্দ্রীকরণ ব্যাপারটা স্বভাবতই পাঠকবর্গের সুবিধা বিধানের এবং কর্মীসহযোগ ও অর্থবিনিয়োগের বিপরীত মিশ্রণ। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যদি সুপরিকল্পিত,

এবং সুসংবদ্ধ হয়, যদি কৃতী কর্মী নিয়ে গঠিত হয় তাহলে বিভাগীয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বড় একটা দেখা দেয় না। মণ্ডল গ্রন্থসংগ্রহেই প্রয়োজনটুকু মিটতে পারে। সমগ্র সংগ্রহ যত বেশি বিভক্ত বিচ্ছিন্ন হয় ততই বিভাগীয় ও সংরক্ষণ খরচ বেশি হয়, এবং ততই পড়ুয়াদের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যে কোনো বিশ্লিষ্ট সংগ্রহের জন্য হয় উপরোক্ত বিবিধ খাতে খরচ করতেই হবে নয়তো দুর্বল অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়ে চলতে হবে। শুধু তাই নয়, সময় ও শক্তি ব্যয়ও এর পিছনে হয় প্রচুর। সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ভাল করে পূর্বাপর, লাভ লোকসান, প্রয়োজনের অনিবার্যতা প্রভৃতি খতিয়ে দেখে নিয়ে তবে এগোতে হবে। এবং কখনোই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করলে চলবে না।

Decentralisation of libraries
: Birendrachandra Bandyopadhyay

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ করা হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭০ তারিখের মধ্যে পরিষদের কর্মসচিবের নিকট আবেদন করতে হবে।

পদের নাম—সহকারী গ্রন্থাগারিক।

বেতনক্রম—সর্বমোট ১৮০ টাকা।

ন্যূনতম যোগ্যতা—হায়ার সেকেণ্ডারী বা পি ইউ পাশ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট পাশ।

কাজের সময়—সপ্তাহে ৫ দিন ৭ ঘণ্টা করে এবং একদিন ৫ ঘণ্টা (নির্দিষ্ট সময়ে পরে ঠিক করে দেওয়া হবে)।

প্রার্থীকে কি কি উল্লেখ করতে হবে—নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

'সবুজপত্র'-এর দশটি খণ্ডের বিষয়সূচী

সঙ্কলনে : গীতা মিত্র ও প্রীতি মিত্র

['সবুজপত্র'-এর দশটি খণ্ডের প্রবন্ধের লেখক সূচী, পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত। এই সংখ্যায় বিষয়সূচী প্রকাশ করা হলো। বাংলায় কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিষয় শিরোনাম নেই, **Library of Congress** ইত্যাদিতে ইংরাজী যে বিষয় শিরোনাম আছে, সেই বিষয়গুলি, বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এই কারণে এই সূচীতে প্রবন্ধের বিষয় নির্দেশক যতদূর সম্ভব নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। বিষয় সূচীটি বিষয় শিরোনাম অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক।

প্রত্যেক বিষয় শিরোনামের মধ্যে, লেখকের নাম, আখ্যা ও প্রয়োজনবোধে টীকা দেওয়া হয়েছে। লেখকসূচীতে, বর্ষ, সাল ও পৃষ্ঠা দেওয়া হয়েছে, এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হলো না, এবং লেখকসূচীর পরিবর্তে এখানে টীকা দেওয়া হলো।

একটি প্রবন্ধের প্রয়োজনবোধে একাধিক বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মূল যে বিষয় শিরোনামে প্রবন্ধটি রাখা হয়েছে, সেখানে টীকা দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য বিষয় শিরোনাম থেকে মূল বিষয় শিরোনামে দ্রষ্টব্য করতে বলা হয়েছে। যেমন, প্রমথ চৌধুরী—আমাদের মতবিরোধ। এই রচনাটির মূল বিষয় শিরোনাম 'অসহযোগ আন্দোলন'। এই সূচীপত্রে টীকা দেওয়া হয়েছে, অন্য বিষয় 'ভারত—স্বাধীনতা সংগ্রাম' এখানে কোন টীকা দেওয়া হয় নি। 'অসহযোগ আন্দোলনে' বিষয় শিরোনামে দেখতে বলা হয়েছে।

গ্রন্থসমালোচনা ও পত্রাবলীর ক্ষেত্রে গ্রন্থটি বা পত্রটি যে নির্দিষ্ট বিষয়ভুক্ত সেই মূল বিষয় শিরোনামে দেওয়া হয়েছে। 'গ্রন্থসমালোচনা' ও 'পত্রাবলী'—এই দুটিতে প্রবন্ধগুলি সূচীবদ্ধ করে, মূল বিষয় শিরোনামে দেখতে বলা হয়েছে। পত্রাবলীর ক্ষেত্রে, পত্রগুলি বিভিন্ন বিষয়ের হওয়ায় যে পত্রের যে নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম, তার সঙ্গে নির্দিষ্ট বর্ষটিও দেওয়া হয়েছে। বিষয় শিরোনাম নির্দিষ্ট করার সময় সাধারণভাবে যে অংশটি প্রথমে আসা উচিত সেই অংশটিকেই প্রথমে দেওয়া হয়েছে। যেমন, নিয়ম অনুযায়ী সভ্যতা—প্রাচ্য, বা সভ্যতা–পাশ্চাত্ত্য ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এখানে 'প্রাচ্য—সভ্যতা ও সংস্কৃতি', বা 'পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি' করা হয়েছে।]

সতীশচন্দ্র ঘটক—হাসি। (হাসি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনা)

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—অভিনবের ডায়ারী। (কাব্যরসের মধ্য দিয়ে যে আনন্দানুভূতি, সাধারণ অনুভূতি বা ভাললাগার সঙ্গে রসানুভূতি ও আনন্দানুভূতির যে পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক তার উপর আলোচনা)

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—নব কমলাকান্ত। (বাস্তব জীবন ও কাব্যানুভূতির মধ্যে বৈষম্য এবং জীবনের উপর এর প্রভাব)

অর্জুন

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—গীতায় অর্জুন। (গীতায় বর্ণিত অর্জুন চরিত্র আলোচনা)

অলঙ্কার শাস্ত্র

অজিতকুমার চক্রবর্তী—উপমা ও অনুপ্রাস।

প্রমথ চৌধুরী—অলঙ্কারের সূত্রপাত। (সাহিত্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের সূত্রপাত সম্পর্কে আলোচনা)

ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র—সোদাহরণ অলঙ্কার। (কাব্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের ভাষা ও ভাব নিয়ে আলোচনা)

অসহযোগ আন্দোলন

জুনিয়র উকিল, **ছদ্ম**—উকিলের কথা। (অসহযোগ আন্দোলন ও উকিল সম্প্রদায়ের ভূমিকা)

প্রমথ চৌধুরী—আমাদের মতবিরোধ। (অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য; মাসিক বসুমতীতে পূর্ব প্রকাশিত)

„ —বাঙলার কথা। (অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রস্তাব, প্রস্তাবের উপর বাঙালীর মনোভাব এবং সমালোচনা)

„ —বাঙালী যুবক ও ননকোঅপারেশন। (অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বাঙালী যুবকের মনোভাব ও মন্তব্য)

„ —বাঙালী যুবকের মনের কথা। (অসহযোগ আন্দোলন ও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বাঙ্গালীর মনোভাব)

বীরবল, **ছদ্ম**—কঃ পন্থা। (অসহযোগ আন্দোলন ও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর মন্তব্য)

অহল্যা

বীরবল, **ছদ্ম**—অহল্যা। (রামায়ণের অহল্যা ও তাঁর শিল্প-সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা)

আর্যসমাজ—সভ্যতা ও সংস্কৃতি

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—আর্য্যামি। (আর্য্যজাতির উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য এবং জাতিভেদ আলোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—আর্য্য সভ্যতার সহিত বঙ্গ সভ্যতার যোগাযোগ। (আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গীয় সভ্যতার তুলনা)

„ —আর্য্যধর্মের সহিত বাহ্যধর্মের যোগাযোগ। (আর্য্যধর্মের বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা)

বীরবল, ছন্ন—পত্র, ৯ম বর্ষ। ('সবুজের হিন্দুয়ানী'র উপর আলোচনা প্রসঙ্গে আর্য্যদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা)

বীরেন্দ্রকুমার বসু—অনার্য্য বাঙ্গালী। (আর্য্য ও অনার্য্য ধর্মের আলোচনা ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতি সঙ্গে তুলনা)

আশুতোষ চৌধুরী

গোপালচন্দ্র হালদার—শ্রদ্ধায়স্মরণ। (নোয়াখালি টাউনহলে পঠিত ভাষণে আশুতোষ চৌধুরীর স্মৃতিচারণ)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গোপালচন্দ্র হালদার—শ্রদ্ধায় স্মরণ। (নোয়াখালি টাউনহলে পঠিত ভাষণে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ)

ইউরোপ—সভ্যতা ও সংস্কৃতি

দিলীপকুমার রায়—ভ্রাম্যমাণের জল্পনা।

(দ্রঃ ভারত—সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

বিলাত প্রবাসীর পত্র।

বীরবল, ছন্ন—পত্র। ৫ম বর্ষ। (যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান ও ফরাসী সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা)

ইতিহাস

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—বৈজ্ঞানিক ইতিহাস। (বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার উপর আলোচনা)

কিরণশঙ্কর রায়—ঐতিহাসিক। (বিজ্ঞানভিত্তিক ও সাহিত্যভিত্তিক ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনা)

বীরবল, ছন্ন—প্রত্নতত্ত্বের পারস্য উপন্যাস। (ভারতের প্রত্নতত্ত্বের মাধ্যমে ইতিহাস রচনা সম্পর্কে মন্তব্য)

বীরেন্দ্রকুমার বসু—সজীব অতীত। (ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বালোচনা)

সতীশচন্দ্র ঘটক ও অন্যান্য—গাছ।

—ফুলের বিয়ে।

উপন্যাস আলোচনা

ননীবালা গুপ্ত—নভেল কেন পড়ি? (সমাজে উপন্যাস সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা, এবং উপন্যাস পাঠের আবশ্যকতা)

প্রিয়ম্বদা দেবী—নববসন্তে।

বীরবল, ছন্দ—ফাল্গুন।

„ বর্ষ।

„ বর্ষার কথা।

„ বসন্তের রাণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আষাঢ়।

শরৎ।

কংগ্রেস, দ্রঃ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

কবি ও কাব্যসাধনা

বিশ্বপতি চৌধুরী—লাভালাভ। (কবির কাব্যসাধনা জীবনের লাভক্ষতির ঊর্দ্ধে এই বিষয়ে আলোচনা)

কবিতা—দর্শন ও তত্ত্ব

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—কাব্য ও কল্পনা। (কাব্যের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা)

কোণার্ক— ভ্রমণ ও বিবরণ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গমনাগমন। (কোণার্ক ভ্রমণের কাহিনী)

কর্মবাদ

প্রসন্নকুমার সমাদ্দার—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম। (নিত্য নতুন কর্মসাধনার মধ্যে মানবের মুক্তি নিয়ে আলোচনা)

বরদাচরণ গুপ্ত—কথা ও কাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—খৃষ্টধর্ম।

গণ-তন্ত্র

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখার্জী—ডিমোক্র্যাসী।

প্রমথ চৌধুরী—তু-ইয়ারকি। (দ্রঃ বাংলাদেশ—রাজনৈতিক অবস্থা)

গ্রন্থ-সমালোচনা

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—নবযুগের কথা। (দ্রঃ বাংলাদেশ—সমাজ ও সংস্কৃতি)

অরুণচন্দ্র সেন—বাঙ্গলার ইতিহাস। (দ্রঃ বাংলাদেশ—ইতিহাস)

ইন্দিরা দেবী—নির্বাসিতের আত্মকথা। (দ্রঃ বাংলাদেশ—স্বাধীনতা সংগ্রাম)

„ লেখকের প্রার্থনা। (দ্রঃ যুদ্ধ)

ওয়াজেদ আলি—সভ্যতার কষ্টি পাথর। (দ্রঃ সমাজবিজ্ঞান)

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—পুস্তক-প্রশংসা। (তীর্থভ্রমণ) (দ্রঃ ভারত—ভ্রমণ ও বিবরণ)

দিলীপকুমার রায়—কবি সুরেশচন্দ্র ও ঐন্দ্রজালিক। (দ্রঃ বাংলা কবিতা—ঐন্দ্রজালিক -- সমালোচনা)

ননীমাধব চৌধুরী—চীন ও ইউরোপ। (দ্রঃ প্রাচ্য—সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

প্রবোধচন্দ্র বাগচী - পূর্ব ও পশ্চিম (দ্রঃ প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

প্রমথ চৌধুরী—ওমর খৈয়াম। (দ্রঃ পারসিক কবিতা—ওমর খৈয়াম—আলোচনা)

„ গড্ডালিকা। (দ্রঃ বাংলা হাস্যরস—গড্ডালিকা-আলোচনা)

„ নবরূপ কথা। (দ্রঃ বাংলা রূপক-আলোচনা)

„ পাখীর কথা। (দ্রঃ পাখী)

„ পুস্তক-প্রশংসা (দ্রঃ বাংলা সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা— দ্রঃ শিক্ষানীতি ও শিক্ষা-সমস্যা—বাংলাদেশ)

„ পূর্ব ও পশ্চিম। (দ্রঃ প্রাচ্য—সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

„ ভারতবর্ষের ঐক্য। (দ্রঃ ভারত—জাতীয় ঐক্য)

„ ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা। (দ্রঃ সঙ্গীত, ভারতীয়)

„ সমুদ্র-যাত্রা। (দ্রঃ ভারত—সমুদ্রযাত্রা)

প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত—প্রাচ্যে শক্তিবাদ। (দ্রঃ প্রাচ্য—সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

বীরবল ছদ্ম—মনের পথে। (দ্রঃ মনোবিজ্ঞান)

সতীশচন্দ্র ঘটক—একতারা। (দ্রঃ বাংলা কবিতা, একতারা—আলোচনা)

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—দ্বীপান্তরের বাঁশি। (দ্রঃ বাংলা কবিতা, দ্বীপান্তরের বাঁশী—আলোচনা)

গ্রন্থাগার ও পাঠস্পৃহা

প্রমথ চৌধুরী—বইপড়া। (গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা)

গ্রীস—ইতিহাস

ইন্দিরা দেবী—গ্রীস ও রোম। (ফরাসী ঐতিহাসিক Lavisse-এর Vue Generale de L' Histoire Politique de L' Europe গ্রন্থ থেকে গ্রীস ও রোমের ইতিহাস অনূদিত)

গ্রীস-ভাষা সমস্যা

নীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী—গ্রীস ভাষার লড়াই। (গ্রীস দেশে ভাষার ক্রমবিকাশ, প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার পার্থক্য এবং আধুনিক ভাষা আন্দোলনের আলোচনা)

গ্রীস-ভ্রমণ ও বিবরণ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—পত্র (প্রথম চৌধুরীকে)। (গ্রীস থেকে লেখা সুনীতি কুমারের চিঠিতে গ্রীসের বিভিন্ন স্থান, সমাজ ও সংস্কৃতির বর্ণনা)

গ্রেট বৃটেন—ভ্রমণ ও বিবরণ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বিলাতের পত্র। (গ্রেট বৃটেনের বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণের বিবরণ, সমকালীন রাজনীতি, বৃটেন ও স্কটল্যাণ্ডের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের উপর মন্তব্য)

চরকা আন্দোলন

প্রথম চৌধুরী—সম্পাদকের কথা। ৯ম বর্ষ। (রবীন্দ্রনাথের চরকা প্রবন্ধের সমালোচনার উত্তর)

প্রথম চৌধুরী—সম্পাদকের নিবেদন। ৯ম বর্ষ। (রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' আন্দোলনের বক্তব্যে, মহাত্মা গান্ধীর উত্তর এবং রামমোহন সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্রোক্তির উপর মন্তব্য)

প্রসন্নকুমার সমাদ্দার—পাঠকের কথার জের। (রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' প্রবন্ধে বিভিন্ন সমালোচনা ও সম্পাদকের বক্তব্যের উপর আলোচনা)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—পাঠকের কথা। (সবুজপত্রে রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথের 'চরকা'র উপর সমালোচনা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চরকা। (স্বাধীনতা সংগ্রামে চরকার ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য)

" —স্বরাজ সাধন। (স্বরাজ-সাধনে চরকার ভূমিকা, ও কংগ্রেসের আন্দোলনের বৈশিষ্টা সম্পর্কে আলোচনা)

চিত্তরঞ্জন দাশ

প্রমথ চৌধুরী—চিত্তরঞ্জন। (চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও চরিত্র-চিত্রণ)

চিত্রকলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছবির অঙ্গ। (ছবির রূপভেদ, প্রমাণ, ভার, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকা ভঙ্গ—ছয়টি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা।)

জগদিন্দ্রনাথ রায়

প্রমথ চৌধুরী—নাটোরের মহারাজা। (জগদিন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিচারণ ও সাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা)

জনশিক্ষা

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—গণেশ। (জনশিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা। রাজনীতিতে অশিক্ষিত জনগণের প্রভাব ও তার ফলাফল)

বরদাচরণ গুপ্ত—লোকশিক্ষা। (জনশিক্ষার অভাব, তার সমস্যা ও ফলাফল)

জাতিভেদ—হিন্দু সমাজ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—আর্য্যামি। (দ্রঃ আর্য্য জাতি—সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হিন্দুজাতির পরিণাম। (হিন্দুসমাজে বর্ণবৈষম্য ও তার ফলাফল)

জাতীয় ঐক্য—ভারত, দ্রঃ—

ভারত—জাতীয় ঐক্য

জাপান—ভ্রমণ ও বিবরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জাপানের কথা।

„ জাপান যাত্রীর পত্র।

„ জাপানের পত্র। (জাপান ভ্রমণ, বিবরণ ও সমাজ-সংস্কৃতির উপর আলোচনা)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—পেনাঙের পথে। (জাপানের বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা ও সমাজ ও সংস্কৃতির বিবরণ)

জাপান—সভ্যতা ও সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জাপানের জাতীয়তা। (জাপানী সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি সামাজিক বৈশিষ্ট্যের উপর আলোচনা)

[**জাপান-ভ্রমণ ও বিবরণ**—এই বিষয় শিরোনামেও দ্রষ্টব্য]

জাভা ও বলিদ্বীপ—সভ্যতা ও সংস্কৃতি

প্রমথ চৌধুরী—অনু-হিন্দুস্থান। (জাভা-বলিদ্বীপের অধিবাসী ও তাদের ধর্ম, সামাজিক আচার-বিচার, ভাষা, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি সামগ্রিক আলোচনা)

জার্মানী—সভ্যতা ও সংস্কৃতি

দিলীপকুমার রায়—জার্মানীর সম্বন্ধে দু-চারিটি সাধারণ কথা। (জার্মান জাতির সমাজ ও সংস্কৃতির আলোচনা)

বীরবল, **ছদ্ম**—পত্র। ৫ম বর্ষ। (যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানীর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর আলোচনা)

জেনেভা—সম্মেলন

প্রমথ —চৌধুরীজেনেভা কনফারেন্স। (জেনেভা সম্মেলনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা)

দর্শন

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। (Leo Chenoy-এর ফরাসী হইতে গৃহীত প্রবন্ধ)

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—নর্মাল। (সমাজ, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে নর্মালের ব্যাখ্যা)

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী—নব্যদর্শন। (দর্শনে বস্তুতন্ত্রতা ও ন্যায় শাস্ত্রের উপর আলোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—প্রাণের কথা। (বিজ্ঞানে ও দর্শনে জীবন সমস্যা।)

রেণাঁর কয়েক পৃষ্ঠা। (ফরাসী দার্শনিক রেণাঁর দর্শন)

সরযূবালা দাসগুপ্ত—মা হারা। (জ্ঞান ও হৃদয়ের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা)

দর্শন, সৃষ্টি ও জ্ঞান দ্রঃ

সৃষ্টি ও জ্ঞান, দর্শন

দাম্পত্য সম্পর্ক

বরদাচরণ গুপ্ত—স্বামী-স্ত্রী। (স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এবং স্ত্রীর মর্যাদা সম্বন্ধীয় আলোচনা)

দাস মনোভাব

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়—দাস মনোভাব। (বাঙালীর মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীনতা ও গোলামী স্বভাবের সমালোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—দাস্যভাব। (রঙিন হালদারের দাস্যভাব এর উপর মন্তব্য)

মৃত্যুঞ্জয়, **ছদ্ম**—উড়ো চিঠি। ৭ বর্ষ। (সমাজ ও রাজনীতিতে সৎ অসৎ কর্ম ও আচরণ এবং দাস মনোভাবের সমালোচনা)

রঙিন হালদার—দাস্যভাব। (দাস মনোভাবের মনোস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা)

সুরেশ চক্রবর্তী—**Slave mentality** বা শূদ্র-আত্মা। (শূদ্র-আত্মার ব্যাখ্যা, সমাজ ও রাজনীতিতে শূদ্র মনোভাব ও তার সঙ্গে দাস মনোভাবের পার্থক্য)

দেশপ্রেম

দিলীপকুমার রায়—পত্র (সুভাষচন্দ্রকে)। (দেশের সেবা কি, অশ্রান্ত বিবেচনাহীন কর্ম সাধনাকেই স্বদেশপ্রেম বলা যায় কিনা, ইত্যাদি আলোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—বাঙালী পেট্রিয়টিজম। (দ্রঃ বাংলাদেশ—রাজনৈতিক অবস্থা)

ধনতন্ত্র

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—বৈশ্য। (শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে ইউরোপে ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ, সমাজ-রাষ্ট্রে ধণিকশ্রেণীর প্রভুত্ব)

ধর্ম

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—ধর্মশাস্ত্র।

আশুতোষ চৌধুরী—অভিভাষণ। (মানবধর্ম ও হিন্দু ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা)

বিধুশেখর ভট্টাচার্য—হিতসাধন। (হিতসাধন সম্পর্কে বেদপন্থী হিন্দুগণের চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালী)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—একখানি পত্র। (ধর্মিকতা সম্পর্কে মতামত)

ধর্ম ও রাজনীতি

গোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায়—রাষ্ট্র ও ধর্ম। (রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মের আদর্শ ও নীতির তুলনামূলক আলোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—সম্পাদকের দরবারে। (ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম ও নীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা)

বীরবল, **ছন্ম**—চুপচুপ। (সমকালীন রাজনৈতিক কর্মপন্থার সঙ্গে ধর্ম ও নীতির পার্থক্য)

মৃত্যুঞ্জয়, **ছন্ম**—উড়ো চিঠি। ৭ বর্ষ (রাজনীতি ও সমাজনীতিতে, অসৎ ও মহৎ উপায়ে কার্যসিদ্ধির ফলাফল)

ধর্ম ও স্বাধীনতা

দয়ালচন্দ্র ঘোষ—শাস্ত্র ও স্বাধীনতা। (শাস্ত্র ও স্বাধীনতার ব্যাখ্যা এবং শাস্ত্র বনাম স্বাধীনতার তুলনামূলক আলোচনা)

প্রসন্নকুমার সমাদ্দার—বিধিনিষেধ ও মানবপ্রকৃতি। (মানবপ্রকৃতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের সম্পর্ক, মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধে ধর্মীয় অনুশাসনের ফলাফল)

সুরেশ চক্রবর্তী—শাস্ত্র ও স্বাধীনতা। (শাস্ত্র ও স্বাধীনতার সম্পর্ক, শাস্ত্রের বিধিনিষেধে স্বাধীনতার বিকাশে বাধা এবং সমাজে রক্ষণশীলতার পরিণাম)

নদনদী—বাংলাদেশ

প্রমথনাথ বিশী—কোপাই

নাট্যাভিনয়

অবনীনাথ রায়—দিল্লী সহরে 'ফাল্গুনী'। (দিল্লী সহরে অভিনীত 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয়ের রিপোর্ট ও আলোচনা)

নারী সমাজ

জনৈক বঙ্গনারী, **ছন্ম**-নারীর পত্র। ১ম বর্ষ। (স্ত্রী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য; স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম, গুণাগুণের পার্থক্য যুদ্ধ ও নারীজাতি সম্পর্ক)

বীরবল, **ছন্ম**—নারীর পত্রের উত্তর। (নারীর পত্রের উত্তরে স্ত্রী স্বাধীনতা; যুদ্ধ সম্পর্কে নারীজাতির মনোভাব)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—দীপালি সংঘ (ঢাকা নারীসভা)। (ঢাকা নারীসভা দীপালি সংঘে অভিভাষণ; সমাজ ও সংসারে নারীজাতির অবদান)

স্বামী, **ছন্ম**—উড়ো চিঠি। (নারী-পুরুষের সম্পর্ক, মানব চরিত্রের গুণাগুণ, পুরুষের নারীর প্রতি কর্তব্য এবং নারীসমাজের কর্তব্য)

নারীসমাজ : ভারত

ক্রমশঃ

Cumulative subject index of the Sabujpatra
Compiled by : Gita Mitra & Priti Mitra

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

বিজ্ঞপ্তি

বিশেষ সাধারণ সভা—শুক্রবার, ২রা অক্টোবর, ১৯৭০ তারিখে বিকাল ৪টায় পরিষদ ভবনে।

সাধারণ সভা—শুক্রবার, ২রা অক্টোবর, ১৯৭০ তারিখে, বিকাল ৫-৩০ মিনিটে পরিষদ ভবনে।

* মনোনয়ন পত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ও সময়—২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০, রাত্রি ৭টা পর্যন্ত।
* মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার তারিখ ও সময়—২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০, রাত্রি ৮ ঘটিকায়।
* মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের তারিখ ও সময়—১লা অক্টোবর, ১৯৭০ তারিখে রাত্রি ৭ ঘটিকা পর্যন্ত।
* সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব, মনোনয়ন পত্র এবং বিশেষ সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয় সভ্যদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে। না পেয়ে থাকলে উক্ত বিষয়গুলি পরিষদ কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করুন.

পরিষদের সাধারণ সভায় প্রতিটি সভ্য যোগদান করুন।

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম (৩)

রতনকুমার দাস

ছদ্মনাম — আসল নাম

৫৭ অ্যান্ অ্যাক্টর—অমৃতলাল বসু
৫৮ আগন্তুক—সুব্রত গুপ্ত
৫৯ আত্মখ্যাতি দেবশর্মা
—শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
৬০ আনন ঘোষাল—পঞ্চানন ঘোষাল
৬১ আনন্দকিশোর মুন্সী
—ডাঃ অতুলানন্দ দাশগুপ্ত
৬২ আনন্দকুমার ঠাকুর
—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়
৬৩ আনন্দসুন্দর ঠাকুর
—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়
৬৪ আন্নাকালী পাকড়াশী
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৫ আবুল ফজল—সুভাষ সমাজদার
৬৬ আমোদর শর্মা
—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৭ আয়ুধ—স্মরজিৎ বাগচি
৬৮ আর্যদেব—শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়
৬৯ আর, বিশ্বনাথন—বিশ্বনাথ রায়
৭০ আরবি- রাখাল ভট্টাচার্য
৭১ আরসিডা —রমেশচন্দ্র দত্ত
৭২ আর্য্যপুত্র সুপ্রিয় উমা চট্টোপাধ্যায়
৭৩ আলোক রবি—হীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল
৭৪ ইন্দিরা দেবী—স্বরূপা দেবী
৭৫ ইন্দ্রচন্দ্র স্বামী —ইন্দ্রনারায়ণ সিন্‌হা
৭৬ ইন্দ্রজিৎ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৭৭ ইন্দ্রনাথ রায়—রবি ঘোষ দস্তিদার
৭৮ ইন্দ্রনীল—সন্তোষকুমার ঘোষ

ছদ্মনাম — আসল নাম

৭৯ ইন্দ্র মিত্র - অরবিন্দ গুহ
৮০ ইন্দ্র সেন - প্রাণতোষ ঘটক
৮১ উত্তমপুরুষ—মণীন্দ্র দত্ত
৮২ উত্তরফাল্গুনী
—মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
৮৩ উদয়ন—সুশীল রায়
৮৪ উদয়ভানু—প্রাণতোষ ঘটক
৮৫ উপগুপ্ত শর্মা — কালিদাস রায়
৮৬ উপানন্দ উপাধ্যায়
—অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
৮৭ উপানন্দ এলিয়াস
—অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
৮৮ উমাকান্ত ভট্টাচার্য
—ভারত ভট্টাচার্য
৮৯ উমাদেবী—উমারাণী রায়
৯০ উলুখড়—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৯১ উষাদেবী সরস্বতী—উষা বসু
৯২ এ, ডি—অরবিন্দ দত্ত
৯৩ এ, ডি, কুমারস্বামী—কুমারেশ ঘোষ
৯৪ এ হিন্দু—রমেশচন্দ্র দত্ত
৯৫ এন, কে, জি—নির্মলকুমার ঘোষ
৯৬ এম, এল, জি—শিশিরকুমার ঘোষ
৯৭ এক কলমী—পরিমল গোস্বামী
৯৮ একজন চাষা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৯৯ এলিয়াস—শৈল চক্রবর্তী
১০০ ওঙ্কার গুপ্ত—প্রণবকুমার মজুমদার
১০১ ওমর খৈয়াম—সৈয়দ মুজতবা আলী
১০২ ওয়াকুনিস্—চঞ্চল সরকার

ছদ্মনাম আসল নাম

১০৩ ওয়াকে-নবীশ—প্রাণতোষ ঘটক
১০৪ ক, খ, গ—প্রাণতোষ ঘটক
১০৫ কণাদ চৌধুরী
—বিমলকুমার রায়চৌধুরী
১০৬ কণিষ্ক—রাম বসু
১০৭ কল্পতরু—দীপককুমার সেন
১০৮ কবি—বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী
১০৯ কবি—রমেশ মজুমদার
১১০ কবিভূষণ—কেবশচন্দ্র ভট্টাচার্য
১১১ কবিরঞ্জন—পূর্ণচন্দ্র দাস
১১২ কমল বন্দ্যোপাধ্যায়
—কমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৩ কমলাকান্ত—অক্ষয়চন্দ্র সরকার
১১৪ কমলাকান্ত—চন্দ্রনাথ বসু
১১৫ কমলাকান্ত—চারু রায়
১১৬ কমলাকান্ত (চক্রবর্তী)
—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১৭ কমলাকান্ত - সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
১১৮ কমলাকান্ত শর্মা—প্রমথনাথ বিশী
১১৯ কমলা দাশগুপ্তা - অনিলা দাশগুপ্তা
১২০ কপিঞ্জল—কুমুদরঞ্জন মল্লিক
১২১ করনিক—জ্যোতির্ময় দাস
১২২ করিম—রেজাউল করিম
১২৩ কল্পনা—ভূপেন্দ্রনাথ দাস
১২৪ কলমগীর—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
১২৫ কল্হন—কালিদাস নাগ
১২৬ কল্হন—যোগেশচন্দ্র বাগল
১২৭ কলেজ বয়—জগদীশ ভট্টাচার্য
১২৮ কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য
—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ছদ্মনাম আসল নাম

১২৯ কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য
—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৩০ কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ
—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৩১ কা, চ, ঘো—কান্তিচন্দ্র ঘোষ
১৩২ কাকাতুয়া দেবশর্মা
—দেবেন্দ্রনাথ সেন
১৩৩ কাকাবাবু—প্রভাতকিরণ বসু
১৩৪ কাঙ্গাল—হরিনাথ মজুমদার
১৩৫ কাফী খাঁ—প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী
১৩৬ কামদেবী—শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৩৭ কায়কোবাদ—মুহম্মক কাজিম
১৩৮ কালকূট—সুরথনাথ বসু
১৩৯ কালপুরুষ—সুবোধ ঘোষ
১৪০ কালপেঁচা—বিনয় ঘোষ
১৪১ কালীকৃষ্ণ দাস—বৈদ্যনাথ বাগচি
১৪২ কালীকৃষ্ণ দাস
—মধুসূদন দাস (সরকার)
১৪৩ কি-কু-রা কিরণকুমার রায়
১৪৪ কীর্তনীয়া - প্রবোধচন্দ্র সান্যাল
১৪৫ কুমার রতন—হৃষীকেশ ভাদুড়ী
১৪৬ কুমার রায়—সুকুমার রায়
১৪৭ কুড়িয়ে পাওয়া মানিক
—বিমলকৃষ্ণ ঘোষ
১৪৮ কুড়ুলরাম—সজনীকান্ত দাস
১৪৯ কুশ—কুমারেশ ঘোষ
১৫০ কৃত্তিবাস ওঝা
—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
১৫১ কৃত্তিবাস ওঝা
—মোহিতলাল মজুমদার

ক্রমশঃ

Pseudonyms in Bengali Literature (3) : Ratankumar Das

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতির এক বর্দ্ধিত সভা ৫ই জুলাই ১৯৭০ তারিখে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বেতন কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয়। পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি ৫ই আগষ্ট ১৯৭০ তারিখের সভায় এই সুপারিশগুলি অনুমোদন করা হয়। ৮ই আগষ্ট '৭০ ষ্টুডেন্টস্ হলে অনুষ্ঠিত সারা বাঙলা গ্রন্থাগার কর্মীদের কনভেনশনে এই সুপারিশের ভিত্তিতে আগামী দিনে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(১) আশুদাবী : বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা প্রসঙ্গে :—

রাজ্য সরকারেরর নিকট আমাদের দাবী, অবিলম্বে বেতন কমিশনের রিপোর্ট চালু করা হোক। এই রিপোর্ট চালু করার পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যান্য সংগঠনগুলির সংগে অবশ্যই আলোচনায় বসতে হবে এবং বেতন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্য ও সুপারিশগুলি গ্রহণ করতে হবে। আমাদের আরও দাবী যে এই রিপোর্টে অধিকাংশ সভ্যের (কে, জি, বসু প্রমুখ) সুপারিশগুলি গ্রহণ করা হোক।

(২) কয়েকটি পদ ও বেতনক্রম সম্পর্কিত সুপারিশগুলির সংশোধন :—

(ক) বর্তমানে কর্মরত গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক যাঁদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা নেই—বর্তমানে এই ধরণের কিছু কর্মী সরকারী প্রতিষ্ঠানে, স্পনসর্ড কলেজে ও পলিটেকনিক সমূহে আছেন। এঁদের মধ্যে এইরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা লক্ষ্য করা যায় : গ্রাজুয়েট এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট। সরকারী প্রতিষ্ঠানে পূর্বতন একটি সার্কুলার অনুযায়ী সহকারী গ্রন্থাগারিকের ন্যূনতম যোগ্যতা হোল স্কুল ফাইনাল পাশ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট পাশ। অথচ এঁদের সম্পর্কে কোন সুপারিশ করা হয়নি। আমাদের দাবী যেহেতু এসব কর্মী গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকের কাজ করছেন সেহেতু তাঁদের ৪৫০—১৫—৬০০ ইঃ বিঃ—২৫—৮২৫ বেতনক্রম দেওয়া হোক।

(খ) (১) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে—কমিশন গ্রাজুয়েট এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে সহকারী শিক্ষকের সমতুল বেতনক্রম (৪৫০—৮২৫) দেওয়ার যে সুপারিশ করেছেন তা অভিনন্দন যোগ্য। অথচ গ্রাজুয়েট/ সার্টিফিকেট বা আণ্ডার-গ্রাজুয়েট/সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে জিলা অফিস সমূহের লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কদের সমতুল বেতন দেওয়ার কথা বলেছেন। এই গ্রন্থাগারিকদের কাজের দায়িত্ব ও পরিধির দিক থেকে এই তুলনা ও বেতনক্রম আপত্তিকর। এক শ্রেণীর বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে সহকারী শিক্ষকদের সংগে তুলনা আর অপর শ্রেণীকে লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কদের সংগে তুলনা কোনমতেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অতএব

আমাদের দাবী, এসব গ্রন্থাগারিকদের আণ্ডার-গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম (৩৫০—১০—৪০০—১৫—৬০০) দেওয়া হোক।

(খ) (২) বেসরকারী ও স্পনসর্ড বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে সরকারী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের অনুরূপ বেতনক্রম দেওয়া হোক। এসম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা চাই।

(গ) সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে—কমিশনের সুপারিশ হল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকরা পাবেন আপার ডিভিসন ক্লার্কদের বেতনক্রম আর অন্যান্যরা পাবেন লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কদের বেতনক্রম। আমাদের বক্তব্য হল এই গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্ব এবং গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের কাজের দায়ীত্ব বিবেচনা করে তাদের সম্পর্কে যথাযথ সুবিচার করা হয়নি। এইসব গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে আমাদের দাবী হল, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের সহকারী শিক্ষকদের অনুরূপ (৪৫০—৮২৫ টাঃ) এবং অন্যান্য যাঁদের উক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাঁনের ক্ষেত্রে আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের অনুরূপ (৩৫০—৬০০ টাঃ) দেওয়া হোক।

(ঘ) বিভিন্ন গ্রন্থাগারের লাইব্রেরী এ্যাসিষ্টান্ট ও ক্যাটলগারদের সম্পর্কে—বেশ কিছু সরকারী পরিচালিত গ্রন্থাগার, কলেজ গ্রন্থাগার, পলিটেকনিক গ্রন্থাগার ইত্যাদিতে উক্ত পদ সমূহ আছে। এসব পদের কর্মীরা গ্রন্থাগারে নানা ধরণের বৃত্তিগত কাজ করে থাকেন। অনেকের বৃত্তিগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতাও যথেষ্ট আছে। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে অনেকে আছেন। অথচ এদের সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্টে কোন সুপারিশ করা হয়নি। এদের সম্পর্কে আমাদের দাবী হল, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের সহকারী শিক্ষদের অনুরূপ (৪৫০—৮২৫ টাঃ) এবং অন্যান্য যাঁদের উক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাঁদের ক্ষেত্রে আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম (৩৫০—৬০০) দেওয়া হোক।

(ঙ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে—কমিশনের রিপোর্টে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে যথাযথ পর্যালোচনা করা হয়নি এবং এই গ্রন্থাগারের কর্মীদের সম্পর্কে যথাযথ বেতনক্রম সুপারিশ করা হয়নি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হোল যে, এই গ্রন্থাগারের লাইব্রেরী এ্যাসিষ্টান্টদের সম্পর্কে বিশেষ কোনও বেতনক্রম সুপারিশ করা হয়নি। এ পদের অধিকারীদের অধিকাংশের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা আছে এবং সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগারের টেকনিক্যাল এ্যাসিষ্টান্টের অনুরূপ কাজ থাকেন। অথচ শেষোক্তদের সম্পর্কে কমিশন রিপোর্টে ভাল সুপারিশ করা হয়েছে। এঁদের সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে টেকনিক্যাল এ্যাসিষ্টান্ট-এর পদ সৃষ্টি করা হোক। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত লাইব্রেরী এ্যাসিষ্টান্টদের উক্ত পদ দেওয়া হোক, এবং তাঁদের সহকারী শিক্ষকের বেতনক্রম (৪৫০—৮২৫) দেওয়া হোক। অন্যান্য লাইব্রেরী এ্যাসিষ্টান্টদের আণ্ডার-গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের

অনুরূপ বেতনক্রম (৩৫০—৬০০) দেওয়া হোক।

(চ) কয়েকটি অনুল্লিখিত গ্রন্থাগার সম্পর্কে—কালিম্পং, টাকী, বাণীপুর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার উত্তরঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগার, (এসব কয়টি রাজ্য সরকারের অধীন), দীঘা সাধারণ গ্রন্থাগার, কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল কম্যুনিটি হল, অদ্বৈত আশ্রম, প্রতাপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, রামমোহন লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রভৃতি গ্রন্থাগারের কর্মী যাঁদের বেতন রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে দেওয়া হয় (অথচ ঐ গ্রন্থাগারগুলি রাজ্য সরকারের অধীনেও নয়, স্পনসর্ডও নয়) সেইসব গ্রন্থাগারের কর্মীদের সম্পর্কে কোন বেতনক্রম সুপারিশ করা হয়নি। এসব গ্রন্থাগারের কর্মীদের সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল, স্পনসর্ড সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের সমতুল্য বেতনক্রম এখানে চালু করা হোক।

(ছ) স্পনসর্ড সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা সম্পর্কে বেতন কমিশনের রিপোর্টে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা হয়নি। এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারের কর্মীদের সম্পর্কে আমরা নিম্নলিখিত সংশোধিত বেতনক্রম দাবী করছি :

(১) জেলা গ্রন্থাগারিক– উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালযের প্রধান শিক্ষকের বেতনক্রমের অনুরূপ।
(২) সহঃগ্রন্থাগারিক, জেলাগ্রন্থাগার এবং মহকুমা/শহর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহ-প্রধান শিক্ষকের বেতনক্রমের অনুরূপ।
(৩) জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার-সহকারী/গ্রামীণ/আঞ্চলিক/অন্যান্য সমশ্রেণী গ্রন্থাগারিক জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের অনুরূপ বেতনক্রম।
(৪) লাইব্রেরী এ্যাটেণ্ডেণ্ট– সরকারী গ্রন্থাগারের লাইব্রেরী এ্যাটেণ্ডাণ্টদের অনুরূপ (২২৫—২৭৫) বেতনক্রম।
(৫) ড্রাইভার–(২৫০ ৪২৫)।
(৬) অন্যান্য কর্মী—কে; জি, বসু প্রমুখের সুপারিশ অনুযায়ী।

(জ) পশ্চিম দিনাজপুর জেলাগ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক কমিশনের রিপোর্টে কোন সুপারিশ করা হয়নি। এক্ষেত্রে আমাদের দাবী হল, সহকারী শিক্ষকের অনুরূপ বেতনক্রম। (৪৫০ - ৮২৫ টাঃ) দেওয়া হোক।

(ঝ) লাইব্রেরী এ্যাটেণ্ডেণ্ট রাজ্য সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারে যেসব চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারী পুস্তক লেন-দেন বিভাগ ও পাঠকক্ষ বিভাগে কাজ করেণ তাঁদের নূতন নামকরণ করা (লাইব্রেরী এ্যাটেণ্ডেণ্ট) এবং নূতন বেতনক্রম সম্পর্কে (২২৫—২৭৫ টাঃ – কে, জি, বসু প্রমুখের সুপারিশ অনুযায়ী) যে সুপারিশ করা হয়েছে তাহা অভিনন্দন যোগ্য। আমরা দাবী করছি অন্যান্য গ্রন্থাগারের (সরকারী, বেসরকারী ও স্পনসর্ড) উক্তরূপ কর্মীদের ক্ষেত্রে এই নূতনপদ ও বেতনক্রম চালু করা হোক।

(৩) সিকিউরিটি প্রথা সম্পর্কে—বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে যে সিকিউরিটি নেওয়া হয় তার অবসান পরিষদের অন্যতম দাবী ছিল। কিন্তু কমিশনের সভাপতির সুপারিশে তাহা চালু রাখার কথা বলা হয়েছে। আমাদের কাছে এ সুপারিশ নানা কারণে আপত্তিজনক। আমরা এ প্রথা বিলোপের দাবী করছি।

(৪) অন্যান্য ক্ষেত্রে—উপরে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয় ছাড়া আমরা কমিশনের সুপারিশ অনুমোদন করছি। পুস্তকসংখ্যাকে ভিত্তি করে বেতনক্রম নির্ধারণের যে প্রথা চালু ছিল তাহা বাতিল হওয়ায় আমরা কমিশনের রিপোর্টকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এশিয়াটিক সোসাইটি ও ডে-ষ্টুডেন্টস্ হোম কর্মীদের সংস্থা সমূহ তাঁদের ক্ষেত্রে যে সুপারিশ করা হয়েছে তাকে পর্যালোচনা তাঁরা করবেন এবং সংশোধন দাবী করবেন এবং আমরা তাকে সমর্থন জানাব ও রাজ্য সরকারকে ঐ সুপারিশগুলি গ্রহণ করতে হবে।

এই প্রসংগে ১৯ ৭.৭০ তারিখে প ব. গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কার্যকরী সমিতির যে সভা পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়, সদস্যদের অবগতির জন্য ঐ সভার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নিম্নে প্রকাশ করা হোল :

সভায় সম্প্রতি প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত পে-কমিশনের (১৯৬৭—৬৯) রিপোর্ট উপস্থাপিত করা হয়। বিষয়টির উপর উপস্থিত সদস্যবৃন্দের বিস্তৃত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সমিতি ও বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনসমূহের যৌথ আন্দোলনের ফলে দীর্ঘ অবহেলিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার বিষয়টি বিবেচনার জন্য সর্বপ্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক পে-কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পে-কমিশনের কাছে সমিতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পেশ করা হয় এবং কয়েক দফায় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কর্মীদের দাবীগুলির সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়।

পে-কমিশন তাঁদের সুপারিশে গ্রন্থাগার বৃত্তির মর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি দেওয়ায় সমিতি আনন্দ প্রকাশ করছে এবং সাথে সাথে এই অভিমতও ব্যক্ত করছে যে তাঁদের সুপারিশ সর্বক্ষেত্রে সমালোচনার উর্ধে নয়। এজন্য বেতনক্রম পুনর্বিন্যাসে সমযোগ্যতা ও দায়িত্ব পালনকারী অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের যে বৈষম্য রাখা হয়েছে তা দূর করে সমিতি প্রদত্ত স্মারকলিপির ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সংশোধনসহ পে কমিশনের সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকর করার দাবী জানাচ্ছে।

বেতনক্রম সম্পর্কিত

জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক—উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অনুরূপ হার

সহঃ গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার/মহকুমা শহর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক—উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহ-প্রধান শিক্ষকের অনুরূপ হার।

জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার-সহকারী, গ্রামীণ/আঞ্চলিক/অন্যান্য সমশ্রেণীর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক—জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের অনুরূপ হার।

লাইব্রের এটেনডেন্ট—২২৫—২৭৫ টাঃ।

ড্রাইভার—২৫০—৪২৫ টাঃ।

সুপারিশে বেতনক্রমের সময়সীমা বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। সমিতি এই সময়সীমা সর্বক্ষেত্রে সমান করার দাবী জানাচ্ছে। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীরা যেহেতু ন্যায়সঙ্গত সকলরকম সুবিধা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে দীর্ঘদিন ধ'রে স্বল্প ও নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত করেছেন সেইহেতু পে-কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বেতন নির্দিষ্ট করার সময় কর্মীরা ইতিমধ্যে যত বৎসর কাজ করেছেন তত বৎসরিক বৃদ্ধি প্রারম্ভিক বেতনক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার জন্যও সমিতি দাবী জানাচ্ছে।

সুপারিশে জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে দু'রকমের সুপারিশ করা হয়েছে। যেহেতু সমস্ত জেলা গ্রন্থাগারিকের কাজের পরিমাণ ও দায়িত্ব সমান সেইহেতু সমিতি সমস্ত গ্রন্থাগারিকের জন্য একটিমাত্র বেতনক্রম দাবী করছে।

সুপারিশে কার্যরত নন্ ম্যাট্রিক গ্রামীণ/আঞ্চলিক/অন্যান্য সমশ্রেণীর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার সহকারীর জন্য কোন বেতনক্রমের উল্লেখ নেই। সমিতি এঁদের জন্য উপরোক্ত পদগুলির জন্য নির্দিষ্ট একই হারে বেতনক্রম চালু করার দাবী জানাচ্ছে।

সুপারিশে জেলা গ্রন্থাগারের সহঃ গ্রন্থাগারিক মহকুমা ও শহর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদের জন্য কোন বেতনক্রম নির্দিষ্ট করা হয় নাই। সমিতি পূর্বে প্রদত্ত স্মারকলিপির ভিত্তিতে বেতনক্রম নির্দিষ্ট করার দাবী জানাচ্ছে।

আজও পর্যন্ত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের কোন সার্ভিস রুল্‌স না থাকায় তাঁরা সকলপ্রকার চাকুরীক্ষেত্রে প্রাপ্ত ন্যায়সঙ্গত সুযোগ সুবিধা লাভে বঞ্চিত। সমিতি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে পে কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ সকলপ্রকার সুযোগ লাভের সুপারিশ করেছেন। সুপারিশ অনুসারে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সার্ভিস রুল্‌স, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, মহার্ঘভাতা, সন্তানসন্ততিদের শিক্ষাভাতা, বাড়ী ভাড়া, রেলওয়ে ভ্রমণের সুবিধা, পেনসন, গ্রাচ্যুইটি প্রভৃতি কার্যকর করার দাবী জানাচ্ছে।

সর্বশেষ সমিতি অবিলম্বে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় স্পনসর্ড প্রথা বিলোপের দাবী জানাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ আন্দোলন সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের বিস্তৃত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী আদায়ের বিষয়ে যৌথ আন্দোলনের উপর গুরুত্বের কথার স্মরণ রেখে সমিতি আগামী আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আহুত কনভেনশনকে সফল করার জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

পরের পর্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ অভিযান ও সমাবেশের মাধ্যমে দাবীগুলিকে

সোচ্চার করার প্রস্তাব উপস্থাপিত হ'লে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ অভিযান ও সমাবেশ করা হবে।

সারা বাঙলা গ্রন্থাগার কর্মীদের কনভেনশন

বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতির বিগত ৫.৭.৭০ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ৮ই আগষ্ট '৭০ কলেজ স্কোয়ার ষ্টুডেন্টস্ হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

ঐ কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক অজিত মুখোপাধ্যায়।

১২ই জুলাই কমিটির নেতা অরবিন্দ ঘোষ, পঃবঃ বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্মচারী ফেডারেশনের সম্পাদক পরিমল দাস, এ. বি. টি এ, এ বি. পি. টি. এ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে অমিতাভ সেন, প্রশান্ত বসু, সন্তোষ মিত্র, মৃন্ময় ভট্টাচার্য ও আলোকময় লাহিড়ী কনভেনশনে সারা বাংলা গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন জানান এবং তাঁদের আগামী দিনের সংগ্রামে সহযোদ্ধার ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি দেন। ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত গ্রন্থাগার কর্মীদের বর্তমানের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের দিনে কঠিন সংগ্রামের জন্য মানসিক ও বস্তুগত দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে বলেন এবং যুক্ত আন্দোলনের অংশিদার হবার আহ্বান জানান। ঐ কনভেনশনে বিস্তৃত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) গ্রন্থাগার কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবী এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব :

এই কনভেনশন গভীর ক্ষোভের সংগে লক্ষ্য করছে যে রাজ্যের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার-কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার দাবীগুলি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত রয়েছে। গ্রন্থাগার-কর্মীদের বাঁচার এই ন্যায্যদাবীগুলি অবহেলিত হওয়ার ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, কেননা সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হলো যথাযথ বেতন ও পদ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ। কনভেনশন আরও লক্ষ্য করেছে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের মূল দাবীগুলি আজও উপেক্ষিত। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ আর্থিক বরাদ্দের অভাবে বাঙলাদেশের গ্রন্থাগারগুলি আজ চরম সংকটের মুখে। সমগ্র বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদ-মর্যাদা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত দাবীগুলি নিয়ে আগামী দিনে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে :

(ক) অবিলম্বে রাজ্য বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে হবে। এই সুপারিশ কার্যকর করার পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার-কর্মীদের বিভিন্ন সংস্থার সংগে

আলোচনায় বসতে হবে এবং এবিষয়ে তাঁদের সুপারিশগুলি বিবেচনা করতে হবে।

(খ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন উপেক্ষিত ইউ. জি. সি. বেতনক্রম অবিলম্বে চালু করতে হবে।

(গ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার-কর্মীদের মাসের প্রথম দিনে বেতন দিতে হবে।

(ঘ) অবিলম্বে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বিনা চাঁদার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(ঙ) অবিলম্বে এই রাজ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(চ) এই রাজ্যের প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত গ্রন্থাগারিকের অধীনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(ছ) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের পরিমান বাড়াতে হবে এবং ঐ শিক্ষাবাজেটের অন্তত শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

(জ) স্পনসর্ড প্রথার অবসান চাই। সমস্ত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

(ঝ) বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সুষ্ঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে আর্থিক সাহায্য করতে হবে।

(২) রাজ্য সরকারের নিকট গণঅভিযান সম্পর্কে প্রস্তাব :

এই কনভেনশন গ্রন্থাগারকর্মীদের ৯ দফা দাবীর ভিত্তিতে আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০, সোমবার গ্রন্থাগারকর্মী ও শিক্ষানুরাগী মানুষের এক গণঅভিযান রাজ্য সরকারের নিকট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। ঐদিন বেলা ২ টার সময় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সমাবেশ হতে এই গণঅভিযানে যোগদান করার জন্য এই কনভেনশন গ্রন্থাগারকর্মী ও গণতান্ত্রিক মানুষের কাজে আহ্বান জানাচ্ছে।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও গ্রন্থাগারে সাম্প্রতিক হামলার প্রতিরোধ ও পুলিশবাহিনীর প্রত্যাহার সম্পর্কে প্রস্তাব :

এই কনভেনশন রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগারে সাম্প্রতিক হামলার তীব্র নিন্দা করছে। এইসব হামলার ফলে আমাদের বিপর্যস্ত শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চরম সংকটের মুখে পড়েছে। কনভেনশনের মতে মতাদর্শগত সংগ্রাম চিরদিন চলেছে এবং চলবে। কিন্তু গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পোড়ানো, প্রতিকৃতি পোড়ানো, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগানো, আসবাব ভাঙ্গা আর যাই হোক মতাদর্শগত সংগ্রাম নয়। এই কনভেনশন আরও লক্ষ্য করছে যে এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সি আর. পি বাহিনী এবং পুলিশবাহিনী নিবিচারে প্রবেশ করছে, ঘাঁটি তৈয়েরী করছে। এই পুলিশবাহিনী বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী ও গ্রন্থাগারকর্মীদের উপর নির্মম

অত্যাচার করছে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। অধিকন্তু বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপরও হামলা চালাচ্ছে।

সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে এই কনভেনশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে ছাত্র, শিক্ষাকর্মী ও গ্রন্থাগারকর্মীদের আহ্বান জানাচ্ছে। অন্যদিকে এই কনভেনশন সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সি. আর. পি ও পুলিশবাহিনীর অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবী করছে।

(৪) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আহুত গ্রন্থাগারকর্মীদের এই কনভেনশন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য অবিলম্বে অন্তবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে। কনভেনশন অবিলম্ব এই অন্তবর্তী নির্বাচনের দিন ঘোষণা করবার দাবী জানাচ্ছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার রজত জয়ন্তী সম্মেলন

গত ৫ই আগষ্টে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকরী সমিতি সভা আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন রজত জয়ন্তী সম্মেলন হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত করেছে। এই সম্মেলন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে অনুষ্ঠিত হবে: (১) প্রত্যেক জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার সম্মেলন, (২) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন।

জেলা সম্মেলনগুলি ২০শে ডিসেম্বরের পর থেকে জানুয়ারী '৭১ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। আর কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ফেব্রুয়ারী (৭১) মাসে। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা। বিস্তৃত কর্মসূচী প্রস্তুতির পথে।

এই কেন্দ্রীয় সম্মেলন পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্যাপন উপলক্ষে পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করা হয়েছে।

২রা সেপ্টেম্বর '৭০ তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভায়, নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার রজত জয়ন্তী সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি** গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়:

সভাপতি: শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগ্ম আহ্বায়ক: সত্যব্রত সেন ও সুধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদস্যবর্গ:—সর্বশ্রী তুষার সান্যাল, বিমল চট্টোপাধ্যায়, সুনীলভূষণ গুহ, শঙ্করকুমার সান্যাল, গোবিন্দ মল্লিক, প্রবীর দে, প্রদীপ চৌধুরী, কালী প্রসাদ, কিরণ ভট্টাচার্য, অনিল দত্ত, প্রণত মুখার্জী, প্রবীর রায়চৌধুরী, অশোক বসু, রামকৃষ্ণ সাহা, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল মুখার্জী, কৃষ্ণা দত্ত ও শুভ্রাংশু মিত্র।

এছাড়া, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা কমিটি গঠনের খসড়া একটি নিয়মাবলীও প্রচারের জন্য একই সভায় অনুমোদিত হয়। এই খসড়ার উপর কোন সদস্যের কোন বক্তব্য বা পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন সুপারিশ থাকলে, তাহা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদকের নিকট ৩০শে অক্টোবরের '৭০ মধ্যে জানিয়ে দিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এই সম্পর্কে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত ২০শে ডিসেম্বরের '৭০ মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যকরী সমিতি গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত করেছে—যাতে জানুয়ারী '৭০ এর মধ্যে সমস্ত জেলায় জেলা শাখা গঠন হয়ে যায়।

জেলা শাখা কমিটি গঠন সংক্রান্ত নিয়মাবলী

(ক) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা কমিটিগুলি নিম্নবর্নিত সদস্যবর্গকে লইয়া গঠিত হইবে : (১) শাখা সভাপতি ১ জন, (২) শাখা সহসভাপতি অনধিক ৩ জন, (৩) শাখা যুগ্ম সম্পাদক ২ জন, (৪) শাখা সহ-সম্পাদক ১ জন, (৫) সদস্য ১০ জন পর্যন্ত—তারমধ্যে প্রতিষ্ঠান সভ্যদের মধ্য থেকে ৬ জন, ব্যক্তিগত সভ্যদের থেকে ৪ জন, এই অনুপাতে।

(খ) উক্ত কমিটি, শাখার সাধারণ সভ্যদের এক সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবে। শাখা সাধারণ সভ্য সাধারণতঃ নির্দিষ্ট জেলার মধ্যে বাস করেন এমন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সভ্যরা—তবে তাহাদের ইচ্ছাক্রমে।

(গ) এই শাখাকে সাধারণ সভার নিয়মাবলী, নির্বাচিত হইবার প্রাথমিক যোগ্যতা, নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী, কখন অনুষ্ঠিত হবে তার নির্দেশাদি সময়ে সময়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি জানাইয়া দিবেন। তবে নির্বাচন প্রার্থীকে প্রার্থী হইবার পূর্বে অবশ্যই পরিষদের চলতি বৎসর পর্যন্ত বার্ষিক চাঁদা দিয়া দিতে হইবে।

(ঘ) কাঁচা রসিদের সাহায্যে শাখা কমিটিগুলিকে পরিষদের বার্ষিক চাঁদা সংগ্রহের ভার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি অর্পণ করিতে পারেন। তবে সংগৃহীত বার্ষিক চাঁদা সংগ্রহের সাত দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় অফিসে বিবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য সহ পাকা রসিদ চাহিয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির অনুমোদনক্রমে সংগৃহীত বার্ষিক চাঁদার শতকরা ৪০ ভাগ শাখার জন্য রাখা চলিতে পারে।

শাখা কমিটিগুলি এই বার্ষিক চাঁদা ছাড়াও প্রতি বছর ১২০ টাকা পর্যন্ত নিজস্ব উদ্যোগে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দানাদি মারফৎ সংগৃহীত করিতে পারেন। ইহার বেশী অর্থ সংগ্রহ প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অনুমতি প্রয়োজন হইতে পারে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী বিবিধ কাজের জন্যও অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। এক্ষেত্রেও কাঁচা রসিদ ব্যবহার করা চলিবে।

(ঙ) শাখার যুগ্ম সম্পাদক; সহঃ সম্পাদক ও কমিটির সদস্যবৃন্দের সহায়তায় একটি আয়ব্যয়ের হিসাব অবশ্যই রাখিবেন এবং প্রতি মাসের হিসাব প্রতি মাস শেষ হইবার পর

পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই দুইজন স্বাক্ষর করিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির কাছে পরীক্ষা নিরীক্ষা অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়া দিতে হইবে। এই হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির নির্দিষ্ট কোন নির্দেশ থাকিলে তাহা অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে।

(চ) জেলা শাখা কমিটি অবশ্য প্রতি তিন মাস অন্তর অন্ততঃ একবার মিলিত হইয়া গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে আলোচনা করিবেন ও কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচন করিবেন এবং কোন কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়ণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় নির্দেশ কিভাবে অনুসরণ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করিবেন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(ছ) জেলা শাখা কমিটিগুলি গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাধারণ সেমিনার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে স্বল্পকালীন ট্রেনিং ক্যাম্প (কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনক্রমে), শিক্ষামূলক প্রদর্শনী সংগঠিত করিতে পারিবেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য নন এমন ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ করা চলিবে।

(জ) জেলা শাখা কমিটিগুলি নিজ নিজ জেলার গ্রন্থাগার সমূহের বিবিধ তথ্যসহ নাম ধামের তালিকা, বেতনভূক বা অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক ও বেতনভুক অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের ঠিকানা আনুষাঙ্গিক তথ্যসহ বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত করিয়া লইবেন। এই তালিকার অনুলিপি কেন্দ্রীয় অফিসেও পাঠাইতে হইবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলাওয়ারী সদস্য তালিকা কেন্দ্রীয় কমিটির সহযোগিতায় তৈয়ারী করিবেন।

(ঝ) প্রত্যেক জেলা কমিটি গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করিয়া তোলার জন্য, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমর্থনে জনমত গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্বদা সক্রিয়ভাবে কাজ করিবেন।

(ঞ) জেলা শাখা কমিটিগুলির সভায় সাধারণতঃ শাখা সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন। সাধারণতঃ যুগ্মভাবে শাখার যুগ্মসম্পাদক শাখা কমিটির বা শাখার সভা আহ্বান করিবেন তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যুগ্মসম্পাদকের একজনও সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

কোন জটিল বা প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বা তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তি শাখার যে কোন সভা ডাকিতে পারিবেন। যুগ্মশাখা সম্পাদক শাখার হিসাবপত্র, কার্যবৃত্ত ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(ট) জেলা শাখার একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকিবে। ঠিকানার কোন পরিবর্তন, পরিবর্তনের দুইদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় অফিসে জানাইয়া দিতে হইবে।

(ঠ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি অবশ্য (১) যে কোন সময়ে শাখা কমিটি বাতিল বা সাময়িকভাবে বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন, (২) পুনর্গঠনের জন্য

কোন সংগঠক নিয়োগ করিতে পারিবেন, (৩) শাখা কমিটির নিয়মাবলী পরিবর্তন পরিবর্ধন করিতে পারিবেন। অবশ্যই এই পরিবর্তন বা পরিবর্ধন জেলা শাখা কমিটিগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির বিবেচনার্থ পাঠাইতে পারিবেন।

বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতির সভা :

গত ৫.৭.৭০ তারিখে উপরোক্ত উপসমিতির সভায় যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে কার্যকরী করার কার্যক্রম পর্যালোচনা ও আগামী ৮ই আগষ্ট '৭০ কলেজ স্কোয়ার ষ্টুডেন্টস্ হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের রাজ্যবাপী যে কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে তাকে সফল করবার জন্য বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতির এক বর্দ্ধিত সভা হয় গত ৩০.৭.৭০ তারিখের কনভেনশনকে সফল করবার জন্য উপস্থিত সদস্যরা দায়িত্ব ভাগ করে নেন।

রহড়া ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের সম্বর্ধনা :

গত ২৯.৭.৭০ তারিখে পরিষদ ভবনে রহড়া ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের পরিষদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাঁদের শিক্ষাক্রমের সমাপ্তি সাফল্য কামনা করে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের আগামী দিনের তীব্র আন্দোলনের শামিল হবার আবেদন জানিয়ে পরিষদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ও তুষারকান্তি সান্যাল। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী সত্যব্রত সেন, অমলাংশু সেনগুপ্ত, বিমল চট্টোপাধ্যায় ও গীতা মিত্র। আগামী ৮ই আগষ্ট বিকেল ৫ টায় ষ্টুডেন্টস্ হলে (কলেজ স্কোয়ার) গ্রন্থাগার কর্মীদের রাজ্যব্যাপী যে কনভেনশন হবে তাতে এবং সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের কাছে দাবী আদায়ের জন্য যে গণঅভিযান হবে তাতে অংশ গ্রহণ করবার জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে আহ্বান জানানো হয়।

রাজ্যপালের নিকট প্রতিনিধিদল :

৭ই সেপ্টেম্বর '৭০ এর পূর্ব ঘোষিত গণডেপুটেশনের কর্মসূচী বন্যাপরিস্থিতির জন্য বাতিল করে দিতে হয়। তবে ঐদিনই এক প্রতিনিধিদল নিম্নলিখিত দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে তাঁরই পদস্থ কর্মচারী সি আর গাঙ্গুলীর হাতে দেওয়া হয় :

(১) বেতন কমিশনের রায়, কার্যকরী করা হোক। সুপারিশ কার্যকর করার পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

(২) বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা হোক।

(৩) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হোক।

(৪) রাজ্য শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা হোক।

(৫) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা হোক।

(৬) স্পনসর্ড প্রথার অবসান চাই। রাজ্য সরকারকে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নিতে হবে।

(৭) কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ. জি. সি. বেতনক্রম চালু করা হোক।

(৮) প্রতিটি স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীকে মাসের প্রথম দিনে বেতন দিতে হবে।

(৯) বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে সুষ্ঠু নিয়মানুযায়ী নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

(১০) বন্যায় বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত রিলিফ দিতে হবে।

এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সর্বশ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী, বিশ্বনাথ কোলে, তুষার সান্যাল, সুবীর ঘোষ, সুধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যব্রত সেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের প্রতিনিদের দিল্লী মিশন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদ ও ইয়াসলিকের বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে পরিষদ সচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং শ্রীসুধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ দিনের এক কর্মসূচী নিয়ে (১৭।৮ থেকে ২৫।৮।৭০) দিল্লীতে যান। উক্ত প্রতিনিধি মণ্ডলীর সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রীহাসলাপ্রসাদ এবং সমিতির একজন কর্মী শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্তও ছিলেন। উক্ত প্রতিনিধিমণ্ডলী পঃবঃ এ বিনাচাঁদার আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, পঃবঃ এ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য দান প্রভৃতি দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ জি. সি বেতন চালু করার ক্ষেত্রে যে কয়েকটি জটিলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার প্রতিবিধানের দাবীতে ইউ জি সির সচিবের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন সম্পর্কে সরকারের কিছু করার নেই। অধিকন্তু বিনাচাঁদার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা তিনি সমর্থন করেন না, গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেন না। প্রতিনিধিমণ্ডলী যখন জানান যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিঃশুল্ক এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও ভারতের ৪টি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বিনাচাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে, এই বক্তব্যের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী উক্ত তথ্য সমূহের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি জানান যে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এখন কিছু করতে পারবে না। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন সম্পর্কে যে দাবী পরিষদ থেকে করা হয় সে সম্পর্কেও শিক্ষামন্ত্রী কিছু করার অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন তবে প্রতিনিধিমণ্ডলীর অভিমত ও দাবী পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও শ্রী কে, কে' সেনকে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতোকত্তর কোর্স চালু করা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী জানান যে এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কিছু করার নেই, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ইউ জি. সি। পরিষদের অসম্পূর্ণ গৃহ নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষপত্র কেনার আর্থিক অনুদান চাওয়া হলে তিনি বলেন যে নিয়মকানুন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করা হলে তা যথাযথ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। তিনি পরিষদকে এই বিষয়ে আবেদন করতে বলেন।

ইউ. জি. সি সচিব জানান যে পঃবঃএ স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম খোলা সম্পর্কে পরিষদের দীর্ঘদিনের দাবী সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত আছেন। এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইউ. জি. সি পত্রালাপ শুরু করেছে। এই বিষয়ে আরও অগ্রগতি হলে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তিনি পরিষদকে জানাবেন। প্রতিনিধিমণ্ডলী এই বিষয়ে সত্বর সিদ্ধান্ত দাবী করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে ইউ. জি. সি অনুমোদিত পদগুলি (প্রফেসনাল সিনিয়র ১, ২ ও প্রফেসনাল জুনিয়র) না থাকায় বৃত্তিকুশলী কর্মীদের ইউ. জি, সি বেতনক্রম পেতে যে অসুবিধা সৃষ্টি হ'য়েছে সে সম্পর্কে প্রতিনিধিমণ্ডলী বক্তব্য রাখেন। ইউ জি. সি সচিব জানান যে ১-৪-১৯৬৬ তারিখ হতে উক্ত বেতনক্রম প্রবর্তন আর ইউ. জি. সির দায়িত্ব নয়, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। তবে এই সম্পর্কে পঃবঃ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু লিখলে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ইউ. জি সির অভিমত জানতে চাইলে ইউ. জি. সি তা জানাবে। ১-৪-১৯৬৬ তারিখের পর যে সব কলেজ গ্রন্থাগারিক কাজে যোগ দিয়েছেন তাদের ইউ. জি. সি বেতনক্রম পাওয়ার অসুবিধা সম্পর্কে ইউ. জি. সি সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন যে উক্ত তারিখের পরে যে সব কলেজ শিক্ষক কাজে যোগদান করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে ইউ. জি. সি বেতনক্রম চালু করার বিষয়টি বর্তমানে বিবেচনাধীন। উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে কলেজ গ্রন্থাগারিকরাও একই ধরণের সুযোগ সুবিধা পাবেন।

প্রতিনিধিমণ্ডলী কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জাতীয় কনফেডারেশনের সভায় যোগদান করেন এবং তৃতীয় বেতন কমিশনের নিকট কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি সম্পর্কে স্মারকলিপি পেশ করার মূলনীতি সমূহ অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। অতঃপর প্রতিনিধি-মণ্ডলী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ও ইয়াসলিকের যুগ্ম-উদ্যোগে প্রণীত তৃতীয় বেতন কমিশনের নিকট গ্রন্থাগার কর্মীদের (কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ) বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ স্মারকলিপি ও অন্যান্য তথ্যাদি পেশ করেন। পরিষদের প্রতিনিধিমণ্ডলী কমিশনের অন্যতম সদস্য ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উক্ত স্মারকলিপির কপি ও অন্যান্য তথ্যাদি পেশ করেন। ডঃ রায় এই স্মারকলিপিটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে এবং তিনি নিজেও তা অনুধাবনের চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রতিনিধিমণ্ডলী ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভায়ও যোগদান করেন। এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের যুগ্ম উদ্যোগে যে স্মারকলিপি পেশ

করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এবং কি কি ধরণের বেতনক্রম গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে প্রতিনিধিমণ্ডলী আই. এল. এর স্মারকলিপিটির প্রত্যাহার দাবী করেন এবং নূতন স্মারকলিপি পেশ করার দাবী জানান। বিস্তারিত আলোচনার পর পরিষদ ও ইয়াসলিকের স্মারকলিপিটি প্রশংসিত হয় এবং আই. এল. এর স্মারকলিপিতে এই নূতন বক্তব্যগুলি সংযোজিত করার জন্য এবং প্রয়োজনবোধে আই এল. এর স্মারকলিপি প্রত্যাহার করে নূতন স্মারকলিপি পেশ করার জন্য দিল্লীর ইনস্টিট্যুট অব্ ইকনমিক গ্রোথের গ্রন্থাগারিক শ্রী গোয়ের নেতৃত্বে একটি উপসমিতি গঠিত হয়। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সচিব জানান যে অক্টোবর মাসে বরোদায় সারাভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার যে কথা আছে সে সম্পর্কে এখনও অনিশ্চয়তা আছে।

প্রতিনিধিমণ্ডলী জাতীয় গ্রন্থাগারের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সচিবের সঙ্গে মৌখিক আলোচনা করে যে সব তথ্যগুলি জানতে পারেন তা হল :

(ক) শ্রী বি. এস. কেশবন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে শীঘ্রই এক বৎসরের জন্য যোগদান করছেন।

(খ) জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সমতুল একজন ডাইরেক্টর নিয়োগ করা হবে। প্রতিনিধিমণ্ডলী এই ক্ষেত্রে একজন বৃত্তিকুশলী ব্যক্তির নিয়োগ দাবী করেন।

(গ) শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবেন।

(ঘ) জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভবিষ্যত পরিচালনার জন্য একটি প্রায় স্বয়ংস্থাপিত পরিচালকমণ্ডলী (Semi autonomous Council) গঠিত হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মেয়রের সাক্ষাৎকার

গত ১২ই আগষ্ট তারিখে, সর্বশ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ ও সত্যব্রত সেন কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কলকাতা সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দানের দাবী, গ্রন্থাগার ভবন হতে পৌর করের অবসান, পরিষদ ভবনের সম্মুখের রাস্তার নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সরণী, হিসাবে নামকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। মেয়র জানান যে কর্পোরেশনের ৫/৬ বছর আর্থিক সাহায্য দান বন্ধ হয়েছে। নতুন চুঙ্গী কর বসাবার পরিকল্পনায় আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটলে আর্থিক সাহায্য দানের এই দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়ে রূপায়ণের চেষ্টা করবেন। কলকাতায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় একটি কাঠামোও তিনি তখন গড়ে

তোলার চেষ্টা করবেন। গ্রন্থাগার ভবনগুলি থেকে পৌর করের অবসান সম্পর্কেও তিনি একমত তবে তার প্রধান বাধা হল বর্তমান মিউনিসিপ্যাল আইন। উক্ত আইনে এই ধরণের কোন বিধান নেই। ভবিষ্যতে ঐ আইনের সংশোধন করা হলে, এই বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। রাস্তার নামকরণ সম্পর্কে তিনি জানান বিষয়টি নীতি নির্ধারক কমিটির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেছেন। এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পরে জানাবেন। পরিষদের অন্যান্য জেলার মতন কলকাতাতেও অনুরূপ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য তিনি রাজ্য সরকারকে চিঠি লিখবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিতে তিনি পরিষদকে অনুরোধ জানান।

সঙ্কলনে : অমিতা রায়চৌধুরী, তুষার সান্যাল ও
সত্যব্রত সেন

Association Notes

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার রজত জয়ন্তী সম্মেলন উপলক্ষে প্রতি জেলায়

জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য

(২১শে ডিসেম্বর '৭০ থেকে ১৫ই জানুয়ারী '৭১)

প্রত্যেক জেলার ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উদ্যোক্তারা স্থান, তারিখ, সময় ইত্যাদি জানিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিসে যোগাযোগ করুন। সম্মেলনগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে সংশ্লিষ্ট জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও সুপারিশ।

—সত্যব্রত সেন, সুখেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
যুগ্ম-আহ্বায়ক
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার রজতজয়ন্তী সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি

বার্তা-বিচিত্রা

সংস্কৃত ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র :

মহীশূর, ১৫ই জুলাই (ইউ এন আই)—আজ এখানে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'সুধমা' প্রকাশিত হয়। 'সুধমা' নামে প্রাতঃ দৈনিকটির মূল্য পাঁচ পয়সা ও এটা ছোট আকারের।

এই দৈনিকটির সাফল্য কামনা করে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এস রাধাকৃষ্ণান, ভারতীয় বিদ্যাভবনের শ্রীকে এম মুন্সী ও অন্যান্যরা বাণী পাঠান।

লণ্ডনে প্রাচীতম বাংলা ব্যাকরণ পাণ্ডুলিপির সন্ধান লাভ :

বাংলা ব্যাকরণের অতি প্রাচীন এক পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি লণ্ডন-এ পাওয়া গিয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রাচীনতম ব্যাকরণ বলে দাবি করা হচ্ছে। এর লেখক ফোরট উইলিয়াম কলেজের বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে একমাত্র লেখকের নাম ছাড়া রচনাকাল প্রভৃতি অন্যান্য তথ্য জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে ব্যাকরণটি ১৮০৭ থেকে ১৮১১ সনের মধ্যে কোনও এক সময়ে লেখা। লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস' লাইব্রেরী থেকে পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে। এবং সম্ভবত ইংরাজ রাজত্বকালে কোন এক সময়ে এটি লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এই পাণ্ডুলিপিটিকে সম্পাদনা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। নাম, 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ'। শনিবার এসিয়াটিক সোসাইটিতে এক অনুষ্ঠানে ডঃ মুখোপাধ্যায় মূল পাণ্ডুলিপির 'ফটো স্ট্যাট' কপি উপস্থিত অতিথিদের দেখান। তিনি মুদ্রিত বইটি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উপহার দেন।

খুদাবক্স গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত :

ভারত সরকার খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। ইহা পার্লামেণ্টে একটি আইন দ্বারা গঠিত। লোকসভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও বিলটি উত্থাপন করেন। প্রকৃত পক্ষে ১৯৬৫ সালে বিলটি আনা হয়। কিন্তু সভায় ইহা অগ্রাহ্য হয়। তারকেশ্বরী সিংহ, ডি. এন. তেওয়ারী প্রমুখ ইহার সমলোচনা করে বলেন সরকার গ্রন্থাগার অবহেলা করছে এবং শ্রীমতী সিংহ বলেন, ইহার ফলে স্বাধীনতার পরবর্তী বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নষ্ট হচ্ছে। খুদাবক্স লাইব্রেরীর প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন পাটনার বিখ্যাত আইনজ্ঞ খান বাহাদুর খুদাবক্স খান ১৮৭৬ সালে তাঁর পিতা মহম্মদ খুদাবক্সের ১,৪০০খানা পাণ্ডুলিপি নিয়ে খুদাবক্স গ্রন্থাগার ১৮৯১ সালে খোলা হয়। ১৯৬১ সালে Al-Isiah Library তাদের ৭,০০০ খানা পুস্তক এখানে দান করে। ১৯৬৫-তে এর সংখ্যা হয় ৪৩,২৯৮ এবং ১৯৬৯-এ হয় ৫২,০০০।

রাজস্থানে গ্রন্থাগারিকদের আলোচনাচক্র :

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিচালনায় ১৫ই-১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পর্যন্ত গ্রন্থাগারিকদের এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই ধরণের আলোচনাচক্র এখানে এই প্রথম এবং এতে রাজ্যের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার থেকে ১৭৫ জন গ্রন্থাগারিক যোগদান করে গ্রন্থাগারের নানা সমস্যাগুলি আলোচনা করেন। শ্রী বি. এস. কেশবন এতে সভাপতিত্ব করেন এবং যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এন. ভি. জোন ভাষণ দেন। আলোচনাচক্রের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে রাজস্থানে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার একটি বিল আনার চেষ্টা করছেন।

রাজস্থানে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা :

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে রাজস্থান গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার আইনের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপি দাখিল করে। রাজ্য সরকার শিক্ষাদপ্তরকে একটি বিল প্রস্তুত করতে বলে। পরিষদের সচিব মিঃ মোহন রাও এবং রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ডিরেক্টার মিঃ এন. এন. গিডওয়ানী এবিষয়ে সাহায্য করেন। এবিষয়ে বিকানীরে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে স্থির হয় যে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজস্থানের পক্ষে প্রযোজ্য সংশোধন সহ একটি গ্রন্থাগার আইন প্রচার করতে অনুরোধ করা হবে।

মহারাষ্ট্র রাজ্য গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পরিষদের জন্য অনুদান :

মহারাষ্ট্র পাবলিক লাইব্রেরী আইন অনুসারে মহারাষ্ট্র রাজ্য গ্রন্থাগার কাজ করছে। কাউন্সিলের ৩য় বৈঠক শিক্ষামন্ত্রী Mr. Devtak-র সভাপতিত্বে ১৯৭০ সালের ১২ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থির হয় যে খরচের ৭৫% সরকারী সাহায্য পাবে মহারাষ্ট্র রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ যাহার সর্বোচ্চ মূল্য হবে ১২ হাজার টাকা, জেলা গ্রন্থাগার পাবে ১ হাজার টাকা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রকাশনের জন্য প্রত্যেক সংস্থা পাবে ৭৫%। রাজ্য গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সম্মেলনের জন্য যথাক্রমে ১ হাজার ও ৮০০ টাকা দেওয়া হবে। ইহাও স্থির হয় যে সরকারী আওতাভুক্ত গ্রন্থাগারগুলির নূতন সদস্য পিছু ও টাকা অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হবে, যদি সেই সদস্যপদ বছরে অন্তত ছ'মাসের বেশি থাকে।

হিন্দী বিশ্বকোষ :

ভারত সরকারের সাহায্যার্থে নাগরিক প্রচারিণী সভা কর্তৃক দ্বাদশ খণ্ড হিন্দী বিশ্বকোষ বাহির হয়েছে। ১ হাজার দেশী বিদেশী লেখকের ৮ হাজারটি বিষয় এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৯৭০ সালের এপ্রিলে ইহার শেষ সংখ্যা বের হয়েছে।

হিন্দী সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী :

১৯৬৪ পর্যন্ত প্রকাশিত হিন্দী সাহিত্যের একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী খুব শীঘ্রই বের হবে। এই গ্রন্থপঞ্জীর নাম হবে হিন্দী-সাহিত্য-সারিণী এবং এতে ৫০ হাজারটি বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ইংরাজী-হিন্দী দেওয়াল পত্রিকা :

ভারত সরকারের ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো হিন্দী এবং ইংরাজীতে প্রথম দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। ২০শে জানুয়ারী ১৯৭০-এ দিল্লীতে এর ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত প্রামাণ্য তথ্য ও সংবাদগুলি দুইটি ভাষায় শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাপঞ্জী :

১৫-২২শে জানুয়ারী ১৯৭০-এ নিউ দিল্লীর গান্ধী মিউজিয়ামে ১৩১ খানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই সংগ্রহে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কালক্রমিক ইতিহাস। এইগুলি অমৃতসরের ইণ্ডিপেণ্ডেন্স রিসার্চ কমিটি দিয়েছে। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত **S. A. T. Rowlat** প্রদত্ত রিপোর্ট যা ব্রিটিশ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেণ্ট বিভিন্ন বিপ্লবীদের সম্বন্ধে তাহাও প্রদর্শিত হয়। ১৯০৭-১৮ পর্যন্ত নামহীন সংবাদপত্রের প্রায় ৬ খানা মানচিত্রও এখানে দেখানো হয়।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ে গ্রন্থপ্রকাশ :

স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৬৯ সালের শেষ পর্যন্ত ভারত প্রায় ৯০০০ খানা বিজ্ঞান ও শিল্প সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশ করেছে। বোম্বেতে অনুষ্ঠিত ১৯৬৯-এ বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের এক আলোচনাচক্রে সাতটি ভাষার সদস্যদের নিয়ে Federation of Indian Language Science Association (FILSA) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রন্থের অবাধ লেনদেন :

আন্তর্জাতিক লেখক, প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতাদের পরিষদের একসভাতে গ্রন্থের অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তন এবং পুস্তকের উপর সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার জন্য ইউনেস্কোতে একটি সম্মেলন আহ্বান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ইউনেস্কো ১৯৭১ সালে একটি বিশ্বগ্রন্থ সম্মেলন আহ্বান করার জন্য সম্মত হয়েছে।

সমাজ-বিজ্ঞানে ডকুমেন্টেশন :

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সাইন্স বিভাগ সমাজ বিজ্ঞানের উপর একটি ইউনিয়ন ক্যাটালগ করবে বলে স্থির করেছে। ২/৩ বৎসরে কাজটি সমাধা করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে :—

জে. পি. নায়েক (আহ্বায়ক), বি. এস. কেশবন, গিরিজা কুমার; ডঃ বি. ভি. আর রাও, এন. এম. খেটকার।

সঙ্কলয়ত্রী : নমিতা চক্রবর্তী

News & views

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

আমরা সবাই, তালতলা, কলিকাতা।

"আমরা সবাই" সংস্থার গ্রন্থাগার বিভাগের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব পালিত হয় গত ১৭।৮।৭০ তারিখে। ঐ এলাকার পৌরপ্রতিনিধি শ্রীগণেশ ধর সভায় সভাপতিত্ব করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে কলকাতায় পৌর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাক্রম চালু করার অনুকূলে দৃঢ় জনমত গড়ে তোলার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন পরিষদের সহঃ কর্মসচিব শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল।

বাগমারী ক্লাব লাইব্রেরী, কলিকাতা।

সুদীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর বাগমারী ক্লাব লাইব্রেরী আবার পল্লীবাসীদের সহায়তায় গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। গত বৎসরের গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবেশ রায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং বর্তমান গ্রন্থাগারিক শ্রীভবতোষ দাসের সহায়তায় এই ক্লাব লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। পল্লীর জনসাধারণের সহায়তায় এই লাইব্রেরী এবং ক্লাব পরিচালকমণ্ডলীর যুগ্ম উদ্যোগে প্রাতঃকালে দৈনিক ক্লাব প্রাঙ্গণে ফ্রি-রিডিং রুমের ব্যবস্থা করা আছে। বর্তমান বৎসরে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রন্থাগার উপসমিতি গঠিত হয়েছে :—

সাধারণ সম্পাদক—শ্রীদীপক মৈত্র (পদাধিকার বলে) সহঃ সাধারণ সম্পাদক—শ্রীশিবেশ রায়, গ্রন্থাগারিক—শ্রীভবতোষ দাস, শ্রীরজত ঘোষ এবং গ্রাহকবর্গের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার, কলি-২৭

বিগত ৩১শে জুলাই ১৯৭০ সালে গ্রন্থাগার কক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগারের একবিংশতি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসুধাময় গুহঠাকুরতা সভায় সভাপতিত্ব করেন। গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে আনীত প্রস্তাবাদিতে উপস্থিত সভ্যবৃন্দের সকলেরই আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থাগারটি সকলের নিকট আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠুক, এই সকলে কামনা করেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ১৯৭০-৭১ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় :

সর্বশ্রী কৃষ্ণচৈতন্য ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ দাস, দেবী রায়চৌধুরী, অমলকৃষ্ণ সিংহ, মনিমোহন গুহ, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সমীরণ চট্টোপাধ্যায়, কেশব মুখুটি, হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য, শান্তিরঞ্জন দে, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী (শিয়ালদহ, মঠপুকুর)

এই লাইব্রেরীর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে ৩১শে মে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হয় এই অধিবেশনে বার্ষিক বিবরণী পাঠ করা হয়। এই পাঠাগারের সাধারণ বিভাগে সদস্য সংখ্যা ১৫৯, শিশু বিভাগে সদস্য সংখ্যা ৫৬, পুস্তক সংখ্যা ১২৩৮৮ তন্মধ্যে শিশু বিভাগে ১২৩১ গ্রন্থাগারটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিয়মিত সদস্য।

নদীয়া

পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, নদীয়া (শাখা)

গত ২৮শে জুন ১৯৭০ তারিখে নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারে সমিতির কার্যকরী পরিষদের একসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং অবিলম্বে রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করার প্রস্তাব করা হয়।

(ক) Revised Scale (April,'67)এ ভাতাসহ ১লা তারিখে বেতন দানের ব্যবস্থা।

(খ) Service Rule প্রবর্তন। গ্রাচুাইটি, পেনসন্ ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ।

(গ) সরকারী কর্মচারীদের মত মহার্ঘভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা ও শিক্ষাভাতার সুযোগ।

(ঘ) রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন।

(ঙ) নদীয়ার কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল কমুনিটি। হল-কাম-মিউজিয়াম কর্মীদের জন্য বেতনক্রম প্রবর্তন। এইসব কর্মীরা এখনও বাঁধা মাহিনা (Fixed pay) পাচ্ছেন।

কর্মীদের জন্য অবিলম্বে বেতনক্রম প্রবর্তন। বেতনক্রম প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন ভাতা প্রদান।

(চ) পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করা।

বর্ধমান

অবর গ্রন্থাগার, আসানসোল, বর্ধমান।

শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্র নাথ আখরাধারী, উপসচিব, শিক্ষাবিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার; আসানসোল জেলা গ্রন্থাগার পরিদর্শনে গত ১৪।৮।৭০ তারিখে আসেন। তিনি সমগ্র গ্রন্থাগারটি ঘুরে দেখেন এবং গ্রন্থাগারিকা ও অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে খোলামনে নানারকম আলোচনা করেন।

গ্রন্থাগার কর্মীরা শ্রীনাথকে নিম্নলিখিত অসুবিধার কথা জানান—

১। সময়মত D.A ও সরকারী Grant না পাওয়া।

২। D.A হারের স্বল্পতা।

৩। Mobile Centreগুলি সম্পর্কে একমাত্র পুস্তক আদান-প্রদান ছাড়া আর কোনও অধিকার না থাকার দরুণ বিশৃঙ্খলা।

৪। গ্রন্থাগার কর্মীদের ট্রেনিংএর সুবিধাদান ইত্যাদি।

৫। সব বিষয়ে D.S.Eদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার দরুন অসুবিধা—ইত্যাদি।

তিনি সমস্ত কথা সহানুভূতির সঙ্গে শোনেন এবং এ সম্পর্কে গ্রন্থাগারের Visitor's bookএ নিম্নলিখিত মন্তব্য রাখেন।

"অদ্য এই অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারটি দেখিলাম। প্রথম কথা যে Staff বিশেষতঃ Librarian বলেন যে গ্রন্থাগারটির সঙ্গে 'অতিরিক্ত' কথা থাকাতে ইহার পক্ষে একটু মর্যাদা হানিকর আমি কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি যে বর্ধমান ও এখানকার দুইটি গ্রন্থাগারকে জেলা গ্রন্থাগার নং ১ এবং নং ২ করা যায় কিনা।" "…………Staff ও গ্রন্থাগারিকের দাবী যে Sponsored গ্রন্থাগারগুলিকে বিশেষ করে জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী অফিসের সুখসুবিধে দেওয়া হউক। জেলা গ্রন্থাগারগুলির একটি Uniform নিয়মাবলী থাকা দরকার এবং তাদের জন্য কি ও কতটা করা সম্ভব সে সম্বন্ধে চিন্তা করে যদি সরকারের সামর্থের মধ্যে করণীয় কিছু থাকে সে সম্বন্ধে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আমি Departmentকে অনুরোধ করি।"

শ্রীযুক্ত আখরাধারী মহাশয় বলেন বর্তমান Chief Inspector/Social Education W. B. ও Education Secretaryকে যদি আমরা গ্রন্থাগার কর্মীরা আমাদের সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি জানাই তা হ'লেই খুব ভাল হয়। আমাদের কোনও কর্মীর কাছেই ব্যক্তি স্বার্থ বড় কথা নয়। সুযোগ পেলেই আমাদের সব কর্মীদের কর্তৃপক্ষের কাছে সামগ্রিকভাবে সমস্ত গ্রন্থাগারের কথা চিন্তা করে উন্নতির দাবী জানানো হবে।

যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, সাতিনন্দী, বর্ধমান।

গত ২৭শে জুন '৭০ বেলা ৪ ঘটিকায় পাঠাগারের অষ্টাদশতম প্রতিষ্ঠা দিবসের আয়োজন হয়। সভায় সভাপতির ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র রায় এম. এল. এ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অমূল্য কুমার সেন মহাশয়। প্রথমে সুরু হয় প্রার্থনা সভা তারপর আলোচনা সভা শুরু হয়। সম্পাদক পাঠাগারের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বর্তমান কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তারপর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ শুরু হয় গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ পাঠক পাঠিকার সম্মান লাভ করেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত হরিপদ সামন্ত ও কুমারী মিত্রা মণ্ডল। প্রায় ৫০০ শতাধিক ব্যক্তি যোগদান করেছিলেন।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্ধমান।

গত ৬ই জুন ১৯৭০, মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীতে স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীআব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে লাইব্রেরীর ত্রয়োবিংশ বার্ষিক "প্রতিষ্ঠা দিবস" পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে লাইব্রেরী অনুরাগী বিভিন্ন বক্তা লাইব্রেরীর উপযোগিতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে লাইব্রেরীর ভূমিকা আলোচনা করেন।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌর ভবন, সিউড়ী।

গত ২৫শে আগষ্ট সন্ধ্যায়, রামরঞ্জন পৌরভবনে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন বীরভূম জেলা সমাহর্তা শ্রীসমরেন্দ্রলাল বসু মহাশয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক—শ্রীশচন্দ্র নন্দী। ভাষণ দেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীগোবিন্দ গোপাল সেনগুপ্ত ও সদস্য—শ্রীআবদুল রকীব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারের সহ সভাপতি—ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় নৃত্য, গীত পরিবেশিত হয়।

* * *

গত ১৩ই আষাঢ়, সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে, রামরঞ্জন পৌরভবনে, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। পৌরহিত্য করেন স্থানীয় বিদ্যাসাগর কলেজের প্রবীন অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল সেন। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী আভা নন্দী।

* * *

গত ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যায়, সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে, রামরঞ্জন পৌর-ভবনে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম বার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বীরভূমের অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা শ্রীঅর্কপ্রভ দেব। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক—শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী। শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীঅনুনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্প্রতি সিউড়ী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীবসন্ত কুমার দে, সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দের একখানি মূল্যবান তৈল চিত্র দান করেছেন। চিত্রখানির রূপ দান করেছেন শান্তিনিকেতনের শিল্পী শ্রীসেলিম মুন্সি।

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর।

গত ১৬ই জুন সন্ধ্যায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে দেশরঞ্জন দাশ ও বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয়ের স্মৃতিবাসর হয়, প্রাচীন এড্‌ভোকেট শ্রীগোবিন্দপদ মাইতির পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য দেশের তথা বিশ্বের কল্যাণে তাহাদের কর্মময় জীবনের আলোচনা করেন। শ্রীসুধীর কুমার অধিকারী মহাশয় দেশবন্ধুর প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রদ্ধার্ঘসম্প [illegible] আলোচনা এবং দেশাত্মবোধ গানে সকলকে

মুগ্ধ করেন　শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারেশ চট্টোপাধ্যায় অংশবিশেষ পাঠ করিয়া শোনান।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে ১লা জুলাই, ১৯৭০, সন্ধ্যায় পরলোকগত ভারতখ্যাত চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। জেলা গ্রন্থাগারের পাঠক পাঠিকাবৃন্দ কর্তৃক বিধানচন্দ্রের জীবনী আলোচনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়।

১৯শে জুলাই, ১৯৭০ তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সার্ধ শততম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবন-দর্শন তথা সাহিত্যসেবা, বিজ্ঞানচর্চা ও ধর্মনীতি সম্পর্কে অপূর্ব আলোচনা করেন। শ্রীসুধীর অধিকারী অক্ষয়চন্দ্রের শিক্ষকতা ও জাতীয় চরিত্র গঠনে দৃঢ় মনের প্রশংসা করেন। শ্রীকুমারেশ চট্টোপাধ্যায় "চারুপাঠ" ও "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" রচনা সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। সবশেষে সভাপতি শ্রীগোবিন্দপদ মাইতির সুমিষ্ট ভাষণে উপস্থিত সকলেই প্রীত হন।

মুর্শিদাবাদ

রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার, কাঁন্দী, মুর্শিদাবাদ।

গত ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়, রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার ভবনে, কাঁন্দী রাজ কলেজের অধ্যাপক শ্রীরমেন রায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দরের ১০৬তম জন্ম দিবস প্রতিপালিত হয়।

পাঠাগার সম্পাদক, শ্রীশৈলেন্দু নারায়ণ রায় আচার্য দেবের জন্মদিন পালনের আজকের দিনে যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" পাঠ করেন।

উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক, শ্রীপ্রদীপ মুখার্জি, অধ্যাপক, শ্রীমৃন্ময় পান মহাশয়দ্বয়ের আচার্য রমেন্দ্র সুন্দরের নানামুখী প্রতিভা সম্বন্ধে চিত্তগ্রাহী বক্তৃতায় সভাকে অভিভূত করেন।

হাওড়া

বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়া।

এই গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি (১৯৭০-৭১) নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে।

(১) সর্বশ্রী ধীরেন্দ্রকুমার দাস (সভাপতি), (২) হরপ্রসাদ ঘোষ (সহ-সভাপতি), (৩) দাশরথী দে (সহ-সভাপতি), (৪) প্রণবকুমার সিংহ (সাধারণ সম্পাদক), (৫) গোবিন্দ চন্দ্র সিংহ (সহঃ সাধারণ সম্পাদক), (৬) সমীরকুমার পাঞ্জা (কোষাধ্যক্ষ), (৭) অখিল

কুমার ঘোষ (একাউণ্টেণ্ট), (৮) অমর বোস (একাউণ্টেণ্ট), (৯) সোমনাথ মুখার্জী (গ্রন্থাগারিক), (১০) মুরারীমোহন ভট্টাচার্য (গ্রন্থাগারিক), (১১) রাম অরুণ ঘোষ (গ্রন্থাগারিক), (১২ তরুণকুমার মুখার্জী (সম্পাঃ সমাজশিক্ষা), (১৩) তপনকুমার রায় চৌধুরী (সম্পাঃ সাংস্কৃতিক), (১৪) শঙ্করদাস কুণ্ডু (সম্পাঃ স্পোর্টস), (১৫) অর্চনা রায় (সম্পাঃ মহিলা বিভাগ), (১৬) অমিতাভ ব্যানার্জী (সম্পাঃ শিশু বিভাগ), (১৭) চঞ্চল কুমার ব্যানার্জী (সদস্য), (১৮) বৈদ্যনাথ মাঝি (সদস্য), (১৯) নিমাইচন্দ্র দে (সদস্য), (২০) কানাইলাল রায় (সদস্য)।

সবুজ গ্রন্থাগার, হাওড়া।

গত ১৯শে জুলাই ১৯৭০ গ্রন্থাগার ভবনে সন্ধ্যা ৭টায় 'বর্ষামঙ্গল' আসর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত নৃসিংহ মুরারী মাইতি মহাশয়। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বিমলকুমার মাইতি উক্ত অনুষ্ঠানের সহযোগীতায় অংশ গ্রহণে সদস্যগণকে কৃতজ্ঞতা জানান। ধন্যবাদান্তে সভা শেষ হয়।

* * *

গত ১৪ই জুন '৭০ গ্রন্থাগার ভবনে সন্ধ্যা ৭টায় এক কবিতা পাঠের আসর হয়, সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র গড়া মহাশয়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন "গ্রন্থাগার শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আজকের দিনে গ্রন্থাগারে কবিতা পাঠের প্রয়োজনীতা খুব বেশী। এই আসরের মাধ্যমেও গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তাও বাড়ে।" গ্রন্থাগারিক বিমলকুমার মাইতি উক্ত অনুষ্ঠানে সহযোগিতার জন্য উপস্থিত সদস্যগণকে কৃতজ্ঞতা জানান।

গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে মাসিক পত্রিকা 'অনুভব' ১৩৭৭ বৈশাখ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। ত্রৈমাসিক হাতের লেখা 'সবুজের অভিযান' আগামী ১৫ই আগষ্ট ১৯৭০ প্রকাশিত হবে। গ্রামীণ শিক্ষা সংস্কৃতি, জীবনযাপনের পদ্ধতি ইত্যাদি ইহাতে স্থান পাবে।

প্রতি বছরের মতো এবছরও গত ১৫ই আগষ্ট ১৯৭০ সবুজ গ্রন্থাগারে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ঐদিন প্রত্যুষে গ্রন্থাগারের কিশোর সভ্য-সভ্যাবৃন্দ মিলিত হয়ে জাতীয় সঙ্গীত গান ও প্রভাত ফেরীর আয়োজন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীমানব মোহন মিশ্র। শহীদ বেদীতে মাল্য অর্পণ করা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার সভায় সভাপতিত্ব করেন গড়বালিয়া রাখালচন্দ্র মান্না ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল মহাশয়।

সঙ্কলনে : নমিতা চক্রবর্তী

Notes & News

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বি, লিব, এসসি'র পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা (গুণানুসারে)

প্রথম বিভাগ

১। কৃষ্ণা সেন (রায় চৌধুরী)

২। সুশান্তকুমার দে

৩। পিনাকী রায়

৪। চিত্তরঞ্জন সাঁই

দ্বিতীয় বিভাগ

১। { প্রদীপকুমার হালদার
সুপ্রভাতকুমার বসু }

৩। দেবদাস রায়

৪। { পূরবী ধর
লিলি মিত্র }

৬। হরেকৃষ্ণ পাল

৭। { সুব্রত মুখোপাধ্যায়
মদনমোহন ঘোষ }

৯। বাঁশরী বসু

১০। গৌরীশঙ্কর দাস

১১। অশোকেন্দু পাল

১২। বিপুলকুমার চক্রবর্তী

১৩। কস্তুরী গুহ

১৪। দীনবন্ধু সাধুখাঁ

১৫। সীতারাম মণ্ডল

১৬। রাধাকান্ত রায়

১৭। সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৮। মহম্মদ ইশা

১৯। { পরিমলকুমার সিন্‌হা
সচ্চিদানন্দ সেন }

২১। ডালিয়া চৌধুরী

২২। { রবীন্দ্রনাথ সাঁতরা
সান্ত্বনা সরকার }

২৪। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫। মনীষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬। নীলিমা মুখোপাধ্যায় (মজুমদার)

২৭। দিলীপকুমার কর

২৮। ভারতী চৌধুরী (গুপ্ত)

২৯। অমলেশ চট্টোপাধ্যায়

List of successful candidates of B, Lib. Sc. Examination (1970) of Burdwan University.

ভ্রম সংশোধন

গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'পুরুলিয়া জেলার সাময়িক পত্রিকা' এবং 'সবুজপত্র' প্রবন্ধ ও সূচীতে কয়েকটি ভুল ছাপা হয়েছে। এইগুলি সংশোধন করে দেওয়া হলো।

পৃঃ	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৭		ভবানীচরণ	ভবানীপ্রসাদ
৯৪	(৪)	অভিযানের	অভিযানে
৯৪	(৪)	অহ্বান	আবাহন
৯৫	(১৯)	করেছিলেন শব্দটি হবে না	
৯৬	(২০)	সমাজ ও সংস্কৃতি	সমাজ ও সংস্কৃতিতে
৯৮	(১৪)	লেখক	লোকে
৯৮	(৩০)	দানি	দর্শন
৯৯	(১৪)	আদর্শাগুগ	আদর্শানুগ
৯৯	(১৬)	আকারে	অ্যানার
১০০	(৪)	যার	ঘরে
১০০	(১৩)	ক্ষয়	অক্ষয়
১০০	(২০)	বানানের	বানানোর
১০০	(২৬)		করুণ রসে ভারতবর্ষ
১০১	(১)		তাঁরই প্রকাশ
১০১	(৩)	বহু শব্দটি হবে না	
১০১	(১৫)	যে	সে
১০২	(১৪)	—	লেখা লিখতে অনেকেই
১০২	(১৬)	—	যদিও পত্রিকাখানি
১০২	(২২)	—	পত্রিকা প্রকাশ
১০৬	(৭)	প্র্যাকটিকাল, ৫ব, ১৩২৫।.৩৬-৭৪ সুরেশ চক্রবর্তীর পরিবর্তে কিরণশঙ্কর রায়ের নামে হবে	
১০৭	(১৭)	'সমসাময়িক সাহিত্য' নলিনীকান্ত গুপ্তের নামে হবে	
১০৯	(১৫)	'পরিচ্ছদ কলা' যামিনীকান্ত সেনের নামে হবে	
১১৫	(৪)	'কাব্য ও কল্পনা' শৈলেন্দ্রকুমার লাহার নামের পরে ছাপা হবে	

[পুরুলিয়া জেলা হতে 'কেতকী' ও 'ম্যাজিক' পত্রিকাও প্রকাশিত হয়]

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

বিষয় :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. লিব. এসসি কোর্সে ভর্তি

সবিনয় নিবেদন,

আমি গত ১৯৬৯ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই। আমি একজন বিজ্ঞানে অনার্স গ্রাজুয়েট। 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' বর্তমানে একটি পেশা। তাছাড়া আমি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যথেষ্ট উৎসাহী ও উচ্চতর শিক্ষায় আগ্রহী। ফলস্বরূপ এবছর (১৯৭০-৭১ সেসন) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বি. লিব. এসসি কোর্সে ভর্তির আবেদন করি। এবং যথাসময়ে একটি ইণ্টারভ্যুয়ের ডাক পাই। যেহেতু কর্তৃপক্ষ মুড়ি-মিছরি একদর করেছিলেন অর্থাৎ যাঁদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার পটভূমি আছে এবং যাঁদের নেই তাঁদের কোন ফারাক করেননি। এমনকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কর্তারাই জানেন কোন মহৎ কারণে অধিকাংশ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্তরা ডাকই পাননি। উদাহরণস্বরূপ আমারদিনে একত্রিশজনের মধ্যে একমাত্র আমারই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা ছিল। ইণ্টারভ্যুয়ের প্রতিদিনই এমন ছিল। ঠিক এই কারণেই আমি বা আমার মতই অন্যান্যরা ইণ্টারভ্যুয়ের পূর্বে 'বিশেষ প্রস্তুতির' কোনকারণ দেখিনি। আশ্চর্যের বিষয় তাঁরা (অর্থাৎ যাঁরা ইণ্টারভ্যু বোর্ডে ছিলেন) অত্যন্ত খুঁটিনাটি ও প্রায় হিজিবিজি প্রশ্ন করতে থাকেন। তবু আমরা কেউ কেউ সেসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করি এবং দিতেও পারি।

কিন্তু ঘটনা যদি এখানেই শেষ হ'ত বলবার কিছু ছিল না। এমন হতে পারে, যে যাঁরা এমনকি পাস গ্রাজুয়েট, যাঁদের কোনই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা নেই তাঁরা হয়ত এমন ধরণের মহাপুরুষ ছিলেন যাতে ঐসব খুঁটিনাটি, জটিল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলির উত্তম উত্তম জবাব দিয়েছিলেন, কাজেই তাঁদের ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি, ভর্তি হয়ে যাবার পর কিছু ছাত্র গিয়ে চেঁচামেচি করেন. হুমকি দেন, এমনকি রাস্তায় দেখেনেবার কথাও বলেন। অতঃপর সেই ছাত্রদের দু-একজনের কিন্তু সুযোগ হয়ে যায়। যদিও এঁদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন সার্টিফিকেট ছিল না। এখন প্রশ্ন এর ভয়াবহ পরিণতি তাহলে কোথায় ? আমরা সবাই কি ইণ্টারভ্যুতে যাবার সময় সোডার বোতল বা আরও ভয়ানক কিছু নিয়ে যেতে দেখব এরপর।

একমাত্র 'ডেপুটেড প্রার্থীরা ভিন্ন সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের মাত্র দুজন এবং দুজনই

মহিলা—বি. লিব. এসসিতে সুযোগ পেয়েছেন। দুজনই দ্বিতীয় শ্রেণী। একজনের কোন বড় লাইব্রেরীতে কাজের অভিজ্ঞতা আছে। অন্যজন ঐ সময় অন্ততঃ কোন স্কুলের গ্রন্থাগার দেখতেন। এই দুজনও যে সুযোগ পেয়েছেন এতেই তাঁরা, আমরা অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা এবং সার্টিফিকেট কোর্স ধন্য হয়ে গেছে সম্ভবত।

গত কয়েক বছর ধরেই এসব হয়ে আসছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ নিজেদের ঝগড়া গোলযোগ সুবিধাবাদ ইত্যাদির যূপকাষ্ঠে ছাত্রদের বলি দিচ্ছেন। আগে আবেদন পত্রে একটি জায়গা ছিল—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস কিনা? বর্তমান সেটি তুলে করা হয়েছে অন্যান্য পরীক্ষা। অথচ যাদবপুর বা অন্যান্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের জন্য একটি আলাদা জায়গা আছে। আবার আশ্চর্য, যাঁরা ঘোষণা করেন সার্টিফিকেট কোর্স কিছু না। তাঁদের অনেকেই কিন্তু সেই পরীক্ষার খাতা দেখেন, একদা পড়িয়েওছেন। তাঁদের ছাত্ররাই আবার দুঃখ করেন কিছুই পড়াশুনা হয়না বি, লিব, এসসিতে। সুতরাং আমরা কি করব? গোলযোগ? আন্দোলন? ঘেরাও? মারামারি?—সত্য কথা বলতে কি, সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্ররা অধিকাংশই বয়স্ক ও মার্জিতরুচি, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে ভালবেসেই এই বৃত্তিতে আসতে চান—তাঁরা ভদ্রতার গণ্ডী পার হয়ে উৎকট কোন আন্দোলনে নামতে চাননা—তাছাড়া অনেকেরই সময় ও অবসরই কম থাকে এই সব ঝামেলার। তাই কিল খেয়ে কিল হজম করে চুপ করে থাকেন।

কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা ও ক্ষোভ পরিষদের কাছে। আমি, আমরা এবং বিশ্বশুদ্ধ সবাই জানে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এমন প্রতিষ্ঠান যেখানে স্বজনপোষণ, ধরাধরি, ব্যাকডোর, কারচুপি ও অর্থনৈতিক বা অন্যতর স্বার্থ ও লালসা নেই। দুনিয়ার সর্বত্র যেখানে পরিষদ ও তার ছাত্র-ছাত্রীরা আদৃত সেখানে বঙ্গভূমির শিক্ষার মূর্তিমান পীঠস্থানে এসব জঞ্জাল মাত্র। তাহলে আমাদের এত কষ্ট করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পড়া কেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রে হামলা, হুজ্জুতি, ধরাধরি ইত্যাদিই বড় সহজ ও বাঞ্ছনীয় নয় কি?

এখন অতঃপর পরিষদ ভেবে দেখবেন কি তাঁদের ঐ 'জঞ্জাল সার্টিফিকেট কোর্সটি' তুলে দেবেন কিনা? কিংবা কোন ধরণের আন্দোলন করবেন? আরও ভেবে দেখুন সার্টিফিকেট কোর্সের প্রাক্তন, বর্তমান ও অনাগত ছাত্ররা, গ্রন্থাগার কর্মীরা।

দমদম
কলকাতা-২৮

নিবেদনান্তে বিনীত—
জনৈক ছাত্র
সুধীর কুমার সেন

Letters to the Editor

বিয়োগ পঞ্জী

কাজী আবদুল ওদুদ

কাজী আবদুল ওদুদ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ১৯ মে তিনি পরলোক গমণ করেছেন।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমালোচক কাজী আবদুল ওদুদ ১৮৯৪ খৃঃ নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। ১৯১৭ সালে বি. এ ও ১৯১৯ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে এম. এ পাস করেন। ১৯২০ সালে তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। যুদ্ধের সময় তিনি কলিকাতায় চলে আসেন এবং শিক্ষাবিভাগের অধীনে টেক্সট বুক কমিটির সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। সাহিত্য সমালোচক হিসাবে তাঁর খ্যাতি প্রথম প্রচারিত হয় "ভারতবর্ষে" শরৎচন্দ্রের বিরাজ বৌ এর মূল্যায়ণে। এর পূর্বে তার সাহিত্যকতার পরিচয় 'মীর পরিবার' ও 'নদীবক্ষে' গ্রন্থে পাওয়া গিয়েছিল। তার অগাধ পাণ্ডিত্যের সাক্ষর বহন করছে তার রচিত 'ব্যবহারিক শব্দকোষ'। বাঙালীর সমাজ জীবনের বহু সমস্যা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ তার বিভিন্ন প্রবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। 'শাশ্বত বঙ্গ' তাঁর আত্মচিন্তার একটি প্রতীক যেখানে তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলনের উপর তার সাহিত্য সাধনার সার্থকতাকে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর সাহিত্য কৃতির জন্য তিনি ১৯৬৯ সালে শিশির কুমার ঘোষ পুরস্কার পান।

কাজী আবদুল ওদুদ ১৩৬৫ সালে বহরমপুরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রয়োদশ সম্মেলনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আজ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে তিনি গ্রন্থাগারিকদের প্রতি যে আবেদন রেখে গেছেন তা স্মরণ করি "জ্ঞানের সাধনা গ্রন্থাগার আন্দোলনে আপনার প্রতিষ্ঠা দেবে, কিন্তু আপনারা সত্যই খুসী হবেন ও গ্রন্থাগার যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের খুসী করতে পারবেন যদি গ্রন্থকে, গ্রন্থ সরবরাহকে ভালবাসতে পারেন। একালের মানুষ খুব অধিকতর সচেতন; কর্মকুশলতার মূল্যও তাঁরা বোঝেন; কিন্তু কাজকে ব্রত রূপে গ্রহণ করতে হবে, তাতে আত্মদাস করতে হবে—একথাটা যেন বুঝতে চাচ্ছেন না। না বুঝলে অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে উপায় নেই। এক মহৎ সৃষ্টি ধর্মী কাজে নেমে আমাদের ভুল না হোক; এই আমার সাগ্রহ নিবেদন।"

সারা জীবন জ্ঞানের অন্বেষণ করে তিনি যে জ্ঞান ভাণ্ডার আমাদের জন্য রেখে গেছেন তার পরিচয় নিম্নলিখিত গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হলো :—

১। আজকের কথা—ভি এম লাইব্রেরী। ১৯৪০। প্রবন্ধ।

২। কবিগুরু গ্যেটে—২ খণ্ড। ভারতী সাহিত্য ভবন। ১৯৪৬। সাহিত্য সমালোচনা।

৩। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। ১৯৬২। সাহিত্য সমালোচনা।

৪। তরুণ—নূর লাইব্রেরী। ১৯৪৯। ছোটগল্প ও নাটিকা।
৫। নজরুল প্রতিভা—বর্মন পাবলিশিং হাউস। ১৯৪৯। সাহিত্য সমালোচনা।
৬। নদীবক্ষে—ঢাকা। নওরোজ কিতাবিস্তান।
৭। নব পর্য্যায়—মুশলিম পাবলিশিং হাউস। ১৯৩৬। প্রবন্ধ।
৮। পথ ও বিপথ—বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ। ১৯৪০। নাটক।
৯। পবিত্র কোরান—ভারতী লাইব্রেরী। ১৮৬৬। অনুবাদ।
১০। বাংলার জাগরণ—বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ। ১৯৫৬।
১১। ব্যবহারিক শব্দকোষ—প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী।
১২। মীর পরিবার—নূর লাইব্রেরী। ১৯১৭। ছোটগল্প।
১৩। রবীন্দ্র কাব্য পাঠ—মুসলিম পাঠ হাউস। ১৯২৭।
১৪। শরৎচন্দ্র ও তারপর—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। ১৯৬১।
১৫। শাশ্বত বঙ্গ—কাজী খুরসদ বখন। ১৯৫১। প্রবন্ধ।
১৬। সমাজ ও সাহিত্য—মুসলিম পাবলিশিং হাউস। ১৯৩৪। প্রবন্ধ।
১৭। স্বাধীনতা দিনের উপহার—ভারত সাহিত্য ভবন। ১৯৫১। প্রবন্ধ।
১৮। হজরত মহম্মদ ও ইসলাম—কাজী খুরসদ বখত। ১৯৬৬।
১৯। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৯৬৬। সমাজতত্ত্ব।

প্রাণতোষ ঘটক

বাংলা দেশের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জগতে প্রাণতোষ ঘটক একটি গৌরবময় নাম। চন্দননগরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভবতোষ ঘটকের পুত্র প্রাণতোষ ঘটক ১৯২৩ সালের ২৪শে মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০) জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক পদবী চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার টাউন স্কুল থেকে ১৯৩৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯৪৫ সালে বাংলায় এম, এ এবং আইন অধ্যয়ন করার সময়ে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও মাসিক বসুমতীর স্থাপয়িতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা আরতী দেবীর সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন ও মাসিক বসুমতী এবং দৈনিক বসুমতীর সাময়িকী বিভাগের ভার গ্রহণ করেন।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ পঙ্গপাল। তাঁর সামগ্রিক গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় কুড়িখানা। তাঁর বিশেষ গ্রন্থগুলির নাম, রাজায় রাজায়, মুক্তা ভস্ম, বাসকসজ্জিকা, মুঠো মুঠো কুয়াশা, রোজালিণ্ডের প্রেম, রাণী বৌ, আকাশ পাতাল, মিলন মধুর রাতি, বাসর বেদনা, রূপালী তারার আলো, স্বপ্নাভিসার, খেলাঘর, সুখের লাগিয়া, একটুকু বাসা প্রভৃতি। তাঁর শেষ উপন্যাস—তিন পুরুষ। এছাড়া রত্নমালা নামে একটি সমার্থাভিধান ও কলকাতার পথঘাট নামে মহানগরীর বিভিন্ন রাজপথের একটি ইতিহাস তিনি প্রণয়ন করে গেছেন। বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। চিত্রশিল্পী হিসাবেও তিনি ছিলেন এক সহজাত প্রতিভার অধিকারী। তাঁর বিপুল সম্ভাবনাময় গৌরবদীপ্ত জীবনে ১৯৭০ সালের ২১শে জুলাই (৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৭৭) অকালে যবনিকাপাত ঘটায় বাঙলার বিদগ্ধজন গভীরভাবে মর্মাহত।

Obituaries

গ্রন্থাগার

বার্ষিক সূচীপত্র

উনবিংশ খণ্ড : বৈশাখ-চৈত্র ১৩৭৬

সম্পাদক

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (বৈশাখ)
বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জ্যৈষ্ঠ-চৈত্র)

কলিকাতা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
১৩৭৭

গ্রন্থাগার ঃ নির্ঘণ্ট

ঊনবিংশ খণ্ড : ১৩৭৬

নির্দেশিকা

১ম অংশ :	লেখক—আখ্যাসূচী :	বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম, আখ্যা প্রভৃতি পৃষ্ঠাসংখ্যা সহ নির্দেশিত।
২য় অংশ :	বিষয়সূচী	নির্দিষ্ট বিষয়-শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধ বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ।
৩য় অংশ :	বিভাগসূচী	'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়মিত বিভাগের নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত, যথা, গ্রন্থাগার সংবাদ, গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পরিষদ কথা, বার্তা-বিচিত্রা, বিয়োগপঞ্জী, চিঠিপত্র ও সম্পাদকীয়।

[নির্ঘণ্টটি সংকলন করেছেন শ্রীমতী শীলা গুপ্ত।]

লেখক-আখ্যা সূচী

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

বিষয় সূচী

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

চব্বিশ পরগণা

জলপাইগুড়ি

নদীয়া

বর্ধমান

বাঁকুড়া

বীরভূম

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

গ্রন্থ সমালোচনা

চিঠিপত্র

পরিষদ কথা

বার্তা-বিচিত্রা

বিয়োগ পঞ্জী

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২০, সংখ্যা ৬ ১৩৭৭, আশ্বিন

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও আমরা

গত ২রা অক্টোবর পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। একমাস আগে থেকেই এ সম্পর্কে তোড়জোড়ের অন্ত ছিল না ব্যস্ততাও ছিল প্রচুর, কাজকর্মও হয়েছে অনেক। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনটিতে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা দেখে হতাশ হতে হল। আর কয়েক বছর পরেই যে সংস্থার ৫০ বছর পূর্ণ হবে, যার সদস্য সংখ্যা বারশতেরও বেশী যার ব্যাপকতা শুধু বাংলাদেশ নয় সারা ভারত তথা বহির্বিশ্বেও, তার সাধারণ সভায় মাত্র একশত জনের মত সদস্যের উপস্থিতি খুবই লজ্জার ও বেদনার চিত্র। অন্য কোন ক্লাব বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নয়, যে সংস্থা সংশ্লিষ্ট বৃত্তিধারীদের নিজস্ব সংস্থা, যে প্রতিষ্ঠান তার সদস্যের রুটির চিন্তা করে, মান মর্যাদার কথা ভাবে, সদস্যদের ভবিষ্যৎ চলার পথকে আরও সুগম ও সুপ্রশস্ত করার জন্য উৎসর্গীকৃত, তারই সাধারণ সভায় সদস্যদের এই রকম স্বল্পহারে উপস্থিতি অকল্পনীয়।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলেই প্রশ্ন জাগে তবে কি রয়েছে কোন গাফিলতি উদ্দিষ্ট কর্মধারা রূপায়ণে? বিচার আর বিশ্লেষণ করে কি তাই মনে হয়? অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা গেছে বছরের পর বছর এক নির্দিষ্ট পরিচিত মুখমণ্ডলী পরিষদের হাল ধরে রয়েছেন। কিন্তু সেই হালে তো তাঁদের একাধিপত্য করারও কোন স্পৃহা নেই। কারণ যখনি কোন উৎসাহী কর্মী এসেছেন পরিষদে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বরণ করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে।

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে যাঁরা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত ও যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ছাড়া আর কাউকেই পরিষদের নবনির্মিত ভবনে দেখা যায়নি। নতুন যাঁরা পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন বা করবেন তাঁদের সামনে আত্মনিয়োগের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাঁরাই যাঁরা এককালে গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে। তাঁরাই প্রেরণা

জোগাবেন নতুনদের নতুন কর্মশক্তি ও উদ্দীপনা নিয়ে বৃত্তির প্রতি মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হতে। প্রতি বছর পরিষদের স্বীকৃতি নিয়ে একশতের মত নতুন প্রাণ গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে কুশলী হচ্ছেন অধিকাংশই বৃত্তিকে গ্রহণও করছেন। তাঁদের দায়দায়িত্ব কি কিছুই নেই? যে মা শিশুকে হাত ধরে সযত্নে লালন পালন করে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ দেন তাঁর প্রতি কি এককালীন শিশুদের কোন কর্তব্যই নেই?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বৃত্তি গ্রহণকারী ও বৃত্তিকুশলীদের তাই সাদরে আহ্বান জানায় পরিষদের বৃহৎ কর্মকাণ্ডে সকলকে সামিল হতে। বাৎসরিক পুনর্মিলন উৎসব হয় কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের যোগাযোগ ঐ দিনেই শেষ হয়। যথারীতি সকলে ঐ দিনে পরিষদের প্রতি মমত্ববোধ করেন কিন্তু তারপর? তারপর 'যথা পূর্বং তথা পরং'। কেন এই ঔদাসীন্য? তা হলে কি এইই বোঝা যায় যে নিজেদের বৃত্তির প্রতিও কারো কোন মমত্ববোধ নেই। পরিষদের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল প্রকাশের অব্যবহিত পরে আশার আলোয় ঝলমল করা মুখগুলো আনন্দে ভরিয়ে তোলে, কিন্তু পরে তো আর তাদের সে খুশীতে উজ্জ্বল মুখগুলোর দর্শন মেলে না।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কেবলমাত্র তার সদস্যদের জন্যই নয় দেশের প্রত্যেকটি জনেরও। আপামর জনসাধারণকে বিনাশুল্কে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দানের জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, বৃত্তিকুশলীদের উপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা এমন কি অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মহতী প্রচেষ্টাকে সাফল্য মণ্ডিত করতে গ্রন্থাগার পরিষদের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষিত ও মানসিক সুস্থ জনজীবন গড়ে তুলতে পরিষদ গ্রহণ করেছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই পরিষদের বৃহৎ কর্মকাণ্ডে নিজেদের প্রয়োজনেই প্রত্যেকের সামিল হওয়ার সার্থকতা রয়েছে। যে সব বৃত্তিকুশলীরা নিজের ঘরের কোনে বসে পরিষদের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁদের আরও সক্রিয় ভাবে পরিষদের কার্যে অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে তুলনায় পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব তো আরও অনেক বেশী। এই দায়িত্ব সচেতনতা কাউকে জাগিয়ে দেওয়া যায় না—স্বতঃস্ফূর্ত হতে হবে। সকলের শুভবুদ্ধির কাছেই রয়েছে এর নীরব আবেদন। পরিষদের কর্মকাণ্ডে সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা আমার আপনার প্রত্যেকেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

Bengal Library Association & We—Editorial

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (২৬)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের, (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের) ১১ই ও ১২ই এপ্রিল, (২৮শে ও ২৯শে চৈত্র) শুক্রবার ও শনিবার বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীর আহ্বানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বাঁশবেড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময় বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী উহার পঞ্চাশৎ জয়ন্তী উৎসব পালন উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিল। তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুত বিনয়রঞ্জন সেন আই. সি. এস্ এবং সম্মেলনের উদ্বোধক হইয়াছিলেন বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার শ্রী এস কে. হালদার। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লাহ্, শ্রীক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্রীমুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, রায় বাহাদুর পি. এল. মুখোপাধ্যায়, শ্রী এস্ ওস্. শেঠ, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথনাথ বসু, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল, শ্রীহিরণ্ময় গুপ্ত, ডঃ পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি।

প্রথম দিন বঙ্গীয় সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এ. সি চট্টোপাধ্যায় বাঁশবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানাইয়া ভাষণদানপ্রসঙ্গে বলেন যে তাঁহাদের বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীর পঞ্চাশৎ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যদিগকে তাঁহাদের মধ্যে পাইয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। বরোদার পরলোকগত সয়াজী রাও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিজ রাজ্যের মধ্যে এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল অবাধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন এবং স্থানীয় কর্মীদের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আধুনিক প্রণালীতে গ্রন্থাগারকে সুগঠিত করিবার জন্য যাহাদের আগ্রহ ছিল তাহারা ইহাতে নব প্রেরণা লাভ করিলেন। বিশ্বময় এই আন্দোলনে সাড়া দিয়া বাংলা দেশে ইহাকে রূপ দিবার দায়িত্ব তাহাদের উপর পড়িয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তিকেই এই ব্যাপারে নিয়োজিত করিবেন।

ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র যে বর্তমান গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। পুস্তকারণ্যে তাহারাই সকলের পরিচালক, বুদ্ধিদাতা ও বন্ধু।

সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া শ্রী হালদার বলেন যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সকলের নাগালের ভিতরে পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞানের প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের গ্রন্থাগারসমূহ কি বিরাট কাজ করিয়াছে ইহা হইতে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

শ্রীযুত বিনয় রঞ্জন সেন তাঁহার সভাপতির ভাষণে বল্লেন, বাংলা দেশের গ্রন্থাগার

আন্দোলন সম্বন্ধে আজ আমরা যাহা জানি তাহা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরই সৃষ্টি। পরিষদ যদি বলে যে উহা প্রদেশের গ্রন্থাগারের জন্য কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষিত পেশাদার গ্রন্থাগারিক যোগাইতে সহায়তা করিয়াছে, পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে সার্বজনীন ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারকে নির্দেশ দিয়াছে, বর্তমান গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে এবং বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলন যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহা সর্বসমক্ষে আলোচনা করিবার একটি আসর সৃষ্টি করিয়াছে তবে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। সরকারী সাহায্য ছাড়া কেবল প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ সভ্যদের চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া এই সকল কাজ করা একটা কৃতিত্বই বটে। পরিষদের এই নিঃস্বার্থ এবং একনিষ্ঠ সেবার জন্য বাংলার জনগণ উহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

আমার মতে সরকার পুরাপুরিভাবে ও অন্তরঙ্গভাবে সহযোগিতা না করিলে এবং শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সরকার গ্রন্থাগারকে কাজে লাগাইবার কার্যকরী ও যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিলে এই গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রবর্তন হইতে পারে না এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইহার যোগ্য স্থানও পাইতে পারে না।

দুই একটি জিলামণ্ডলী গ্রন্থাগারের জন্য বেশ কিছু পরিমাণ টাকা আলাদা করিয়া রাখিতে পারিলেও সাধারণত বাস্তবিক পক্ষে জিলামণ্ডলীর গ্রন্থাগার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অর্থ সাহায্য করার সাধ্য নাই বলিয়াই সাব্যস্ত করিতে হইবে। পৌরসভা সম্পর্কে বলিতে গেলে এমন পৌরসভা বেশী নাই যাহার অবস্থা সচ্ছল বলা যাইতে পারে। কয়েকটি বড় বড় পৌরসভা যথা কলিকাতা পৌরসভা, ঢাকা, হাওড়া ও চট্টগ্রাম পৌরসভা, কেন্দ্রীয় পৌরসভা গ্রন্থাগার সহ একটা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বজায় রাখিতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ পৌরসভারই বর্তমান আয়ে ইহা করার সাধ্য নাই। অধিকন্তু বর্তমানে নানাবিধ কারণে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী পৌরসভাসমূহের মেরুদণ্ড তাহাদের আর্থিক সঙ্গতিও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। ইউনিয়ন বোর্ডগুলিও বর্তমান করের হার উচ্চ বলিয়া অভিযোগ করিয়া ইহার থেকে অংশত অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা জানাইতেছে।

জমিদারশ্রেণীর লোকরা ক্রমবর্ধমান অসুবিধা ভোগ করিতেছে এবং ভবিষ্যতে তাহারা পূর্ব ঠাঁট বজায় রাখিয়া চলিবে ইহার আশাও কম। পেশাদার মধ্যবিত্তশ্রেণী যথা আইনজীবী, চিকিৎসক ইত্যাদি অন্য সময়ের থেকে বর্তমানে জীবিকার্জনে নাজেহাল হইতেছে। কাজেই জনগণের দানপ্রবৃত্তির যথেষ্ট সমর্থন প্রাপ্তিতে এই প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার-লাভের সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত।

অতএব এই প্রদেশে সরকারের দান ও সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত গ্রন্থাগার আন্দোলন সফল হইবে না আমার এই প্রকাশিত মত যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। অতীতে এই প্রদেশের আর্থিক সম্বল দিন আনা দিন খাওয়ার অবস্থা থেকে কিছুটা বেশী ছিল। কিন্তু নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পরে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। যে বিক্রয় কর আইন বর্তমানে আইনসভার দোহাইতে রহিয়াছে এবং যাহার প্রায় সাকুল্য টাকা জাতি-

গঠনের কাজে লাগান হইবে বলিয়া ইচ্ছা আছে তাহাতে সরকারের আর্থিক সম্বল অনেকটা বাড়িবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে সরকারের আন্তরিক ও সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনার জন্য এই ব্যাপারটি সনির্বন্ধভাবে পেশ করিবার বোধহয় ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। এখানে আমি সরকারী কর্মচারী হিসাবে ইহা বলিতেছি না, কিন্তু শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহান্বিত জনগণের একজন হিসাবেই বলিতেছি।

নূতন সংবিধান অজ্ঞ ও নিরক্ষর জনসাধারণের হাতে শাসনক্ষমতা দিয়াছে। যদি ইতিমধ্যে আজকার উপস্থিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে তাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়ার, সাধারণভাবে তাহাদের মানসিক বৃত্তির উন্মেষের জন্য শিক্ষা দেওয়ার, তাহাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করার এবং জীবনের নৈতিক মূল্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা না হয় তবে তাহারা কি করিয়া ভালভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সহিত প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করিবে? আমার মতে সুপরিচালিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারব্যবস্থাই পাইকারীভাবে বয়স্ক শিক্ষার অভিযান চালাইবার একটি শক্তিশালী যন্ত্র।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের অবস্থাও মোটেই সন্তোষজনক নয়। এই অসন্তোষজনক অবস্থার প্রধান কারণ মনে হয় এই যে প্রদেশের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেরাই ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে গ্রন্থাগারের ভিতরে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহা এখনও উপলব্ধি করেন নাই। এই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটির প্রতি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমার নিজের প্রস্তাব হইল যে প্রত্যেক সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়েই একজন গ্রন্থাগারিকতায় প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিযুক্ত করাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বয়স্ক শিক্ষার গ্রন্থাগারসমূহের প্রধান অসুবিধা হইল বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পুস্তকের অভাব। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে আর বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে ইংরেজী বই কোন কাজেই আসিবে না।

পরিশেষে বালকদের গ্রন্থাগারব্যবস্থার কথা বলি। প্রদেশের সমস্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই বিষয়ে প্রায় কোন জ্ঞান নাই বলিয়াই মনে হয়। আমার মনে হয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই দেশে সর্বপ্রথম বুঝিয়াছিলেন যে মনোরাজ্যে বালকদের মনস্তত্ব একটা পৃথক রাজ্য। তাহাদের মনের কথা বুঝিতে হইলে তাহাদের মনস্তত্ব অধ্যয়ণ করা আবশ্যক। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য দেশে বালকদের জন্য কি কাজ করা হইতেছে তাহা আমাদের কাছে উপস্থিত করিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আমাদের মহা উপকার করিয়াছে।

শ্রীআসাদুল্লাহ সংক্ষেপে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলীর বর্ণনা দিয়া বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যখনই ইহার সমীপস্থ হয় তখনই সর্বদা ইহাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। তিনি পরিষদের কাজে আন্তরিকতার সহিত সহযোগিতা করিবেন এই আশ্বাস দেন।

ডঃ পঞ্চানন নিয়োগী বলেন যে গ্রন্থাগারিকরা শুধু গল্পের বইই নির্বাচন করিবেন না গভীর চিন্তামূলক বইও নির্বাচন করিবেন। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও শিল্পের কথাও প্রচার করিতে হইবে।

ডঃ নীহাররঞ্জন 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলায় মুদ্রণ ব্যবস্থা' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীরামপুরে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারব্রতীরা কিভাবে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় মুদ্রণকার্য সুরু করেন তাহার বর্ণনা দেন। পূর্বে বাংলা হরফ ছিল কাঠের তৈয়ারী। বর্তমানে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার হরফের মধ্যে বাংলা হরফের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি সর্বপ্রথম পংক্তি মুদ্রণের হরফ আবিষ্কার করিবার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেন।

তারপর তিনি প্রাচীন বই সংগ্রহের জন্য তৎপর হইতে বলেন। তিনি দুঃখের সহিত জানান যে বেঙ্গল লাইব্রেরী বাংলায় প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের একখানা করিয়া পাইয়া থাকে। কিন্তু উহা উনবিংশ শতাব্দীর বহু প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করিতে পারে না। বাংলার দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহের জন্য তিনি গ্রন্থাগারিকদের নিকট আবেদন করেন।

শ্রীযুত প্রমীল বসু ভারতীয় ভাষায় বর্গীকরণ ও তালিকাকরণের সমস্যা সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেন। ভারতীয় ভাষার সহিত খাপ খাওয়াইয়া কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া ডিউই পদ্ধতি গ্রহণ করিবারই তিনি পক্ষপাতী।

শ্রীঅনাথনাথ বসু 'গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়া বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বালকদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা হয়। এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন কুমার মুণীন্দ্র দেব রায়, অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল ও শ্রীহিরণ্ময় গুপ্ত।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে তিনি বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে তাঁহাদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ দেন।

ডঃ পঞ্চানন নিয়োগী একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সচিত্র বক্তৃতা দিলে সম্মেলন সাঙ্গ হয়।

গৃহীত প্রস্তাবাবলী

যাহাতে বিভিন্ন গ্রন্থাগার পুস্তক সংগ্রহের অধিকতর ভাল ব্যবস্থা করিতে পারে এবং দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারে তাহার জন্য ইহাদের উপযোগী আরও বেশী অর্থ সাহায্য করিতে এই সম্মেলন বাংলা সরকার, জিলার ও পৌরসভার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে। আরও অনুরোধ করিতেছে যে বার্ষিক অর্থ সাহায্য ও অনুদান দেওয়ার সময় উহাদের প্রার্থীদের পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের ব্যাপারে সরকার যেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মতামত গ্রহণ করেন।

গ্রন্থাগারের কাজের সম্প্রসারণের উপায় স্বরূপ বাংলা দেশের প্রধান প্রধান সার্বজনীন ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বেতারযন্ত্র স্থাপনের জন্য এই সম্মেলন বাংলা সরকারের নিকট সুপারিশ করিতেছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রদেশের ভিতরে গ্রন্থাগারের এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কাজ করিয়াছে এই সম্মেলন তাহা সানন্দে স্বীকার করিতেছে। উহার হাতে যে সামান্য সম্বল ছিল তাহা লইয়াই নানাদিকে উহা প্রশংসনীয় কাজ করিতে পারিয়াছে। ইহা অত্যাবশ্যক যে বর্তমানে পরিষদ উহার কার্যাবলী প্রসারিত করিতে এবং উহার প্রারব্ধ কাজ আরও দক্ষতার সহিত চালাইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সম্মেলন মনে করে যে প্রাদেশিক রাজকোষ হইতে সারবান অর্থ সাহায্য না পাইলে এই কাজ করা যাইতে পারে না। কাজেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যাহাতে উহার মূল্যবান কাজ চালাইয়া যাইতে এবং উহার কার্যের পরিধি বাড়াইতে পারে সেজন্য বাংলা সরকারকে এই সম্মেলন পরিষদকে সাধারণ বার্ষিক অনুদান দিতে অনুরোধ করিতেছে।

যাহাতে আধুনিক পদ্ধতিতে মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে পুনর্গঠিত করিয়া অধ্যাপক-মণ্ডলীর সমান মর্যাদা ও বেতনে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষিত নিয়ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা যায় সেজন্য এই সম্মেলন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছে।

সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগারিকতার গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ পাঠক্রমকে চালাইবার জন্য এই সম্মেলন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা পৌরসভাকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দিতে অনুরোধ করিতেছে।

ক্রমশঃ

Library movement in Bengal (26)
: Gurudas Bandyopadhyay

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (৪)

বিমলকান্তি সেন

= (সমান) চিহ্ন

প্রকাশন জগতে আমরা ভাষাকে দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখতে পাই। এক, ভাষার স্বরাজ্যে। অর্থাৎ ভাষাই যেখানে প্রকাশনের বিষয়বস্তু। যেমন ভাষার শব্দতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ইতিহাস ইত্যাদি। দুই, প্রকাশনের বিষয়বস্তু প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে। যেমন **Bradford**য়ের **Documentation** বইখানির বিষয়বস্তু প্রকাশ লাভ করেছে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাগুলো সার্বদশমিক বর্গীকরণের তৃতীয় সংস্করণে (১৯৬১ সালে প্রকাশিত) 4 এর ঘরে সংখ্যায়িত আছে। বর্তমানে ভাষার বিভাগগুলোকে 4 থেকে সরিয়ে নিয়ে 8য়ের ঘরে সাহিত্যের পাশে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাই পূর্বে যেখানে ইংরেজী ভাষার বর্গসংখ্যা ছিল 420, এখানে সেটা হয়েছে 802·0।

এই ভাষার তালিকাকে ভাষার ভূমিকা অনুযায়ী দুই ভাবে ব্যবহার করতে হয়। ভাষাই যেখানে প্রকাশনের বিষয়বস্তু, সেখানে ভাষার তালিকাস্থ বর্গসংখ্যা সরাসরি (যেমন হিন্দী ব্যাকরণ 809.143—5) আর ভাষা যেখানে প্রকাশনের বিষয়বস্তু প্রকাশের মাধ্যম সেখানে তালিকাস্থ বর্গসংখ্যার সর্ববামের অংক দুটি অর্থাৎ 80 এর পরিবর্তে = (সমান চিহ্ন) এবং বর্গসংখ্যার বাকী অংশটুকু সমান চিহ্নের পরে লিখে ব্যবহার করতে হয়। তাই বইপত্রের বিষয়বস্তু প্রকাশের মাধ্যমরূপে ব্যবহার্য ইংরেজী ভাষার বর্গসংখ্যা দাঁড়ায় =20, জার্মান ভাষার বর্গসংখ্যা =30, বাংলা ভাষার বর্গসংখ্যা =914.4 ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে = (সমান চিহ্ন) হচ্ছে ভাষার নির্দেশক।

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে প্রকাশনের বিষয়বস্তু যে ভাষার মাধ্যমে অভিব্যক্ত সেই ভাষাকে বর্গসংখ্যায় স্থান দিতে গেলে সমান চিহ্ন ব্যবহারের রীতি কেন? এই চিহ্ন ব্যবহার না করে তালিকাস্থ ভাষার বর্গসংখ্যাকে অখণ্ডভাবে সরাসরি প্রকাশনের বিষয়বস্তুর বর্গসংখ্যার সঙ্গে জুড়ে দিলে কী ক্ষতি?

রুশ ভাষায় প্রকাশিত সমাজ উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি বইয়ের কথাই ধরা যাক। সমাজ উন্নয়ন এবং রুশ ভাষার বর্গসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে 36 এবং 808.2। বর্গসংখ্যা দুটি জুড়ে দিলে দাঁড়ায় 368.082। সার্বদশমিক বর্গীকরণের পাতা খুললে দেখা যাবে যে বর্গসংখ্যাটির অর্থ হচ্ছে 'বীমা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক কর্মী নিয়োগ'।

এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করার আছে। ভাষার বর্গসংখ্যা বইয়ের বিষয়বস্তুর বর্গসংখ্যার সংগে জুড়ে দেওয়ার ফলে যে বর্গসংখ্যাটির সৃষ্টি হয়েছে, সেটি বইয়ের

বিষয়বস্তুর বর্গসংখ্যা 36 থেকে বহুদূরে সরে গেছে। ফলে চূড়ান্ত বর্গসংখ্যাটিকে মনে হচ্ছে 368 অর্থাৎ 'বীমা'র একটি বিভাগ, যার সঙ্গে বইয়ের বিষয়বস্তুর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

বইপত্রের বিষয়বস্তুর বর্গসংখ্যার সংগে ভাষার বর্গসংখ্যা সরাসরি জুড়ে দিলে কী ক্ষতি এবার তা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্যই সমান চিহ্নের ব্যবহার। সমান চিহ্ন ব্যবহার করে সমাজ উন্নয়ন সংক্রান্ত রুশ ভাষার বইখানি বর্গীকরণ করলে বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 36=82। যার ফলে বইখানি 36 এর অন্যান্য বইয়ের পাশেই স্থান পাবে এবং বর্গসংখ্যাটির অন্য কোনও অর্থও দাঁড়াবে না।

মিশ্র বর্গসংখ্যায় = চিহ্নের স্থান

সার্বদশমিক বর্গীকরণে যে সমস্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, মিশ্র বর্গসংখ্যায় সেই চিহ্নগুলির একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট আছে। সাধারণতঃ মিশ্র বর্গসংখ্যায় সমান চিহ্নের স্থান একেবারে শেষে। যেমন 581.9(540)(03)=20।

যখন কোন গ্রন্থাগারে প্রকাশনের ভাষাকে সর্বাগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, বর্গসংখ্যায় সর্বপ্রথমেই ভাষাকে স্থান দিয়ে পরে একটি সমান চিহ্ন বসিয়ে তার পরে প্রকাশনের বিষয়বস্তুর বর্গসংখ্যা লিখতে হয়। যেমন=30=09 জার্মান পাণ্ডুলিপি। [=30 জার্মান ভাষা ; 09—পাণ্ডুলিপি।]

বর্গসংখ্যায় প্রকাশনের ভাষার ব্যবহার

তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে প্রত্যেকটি প্রকাশনের বর্গসংখ্যাতেই ভাষার বর্গসংখ্যার স্থান হওয়া উচিত। কেননা, কোন না কোন ভাষার মাধ্যমেই তো প্রকাশনের বিষয়বস্তু অভিব্যক্ত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় এর ব্যতিক্রম। বিশেষ কারণ না থাকলে বর্গসংখ্যায় প্রকাশনের ভাষা দর্শাবার প্রয়োজন পড়ে না। প্রধানতঃ অভিধান, পুস্তিকা, সাময়িকপত্র এবং পাণ্ডুলিপি বর্গীকরণ করার বেলায়ই বর্গসংখ্যায় ভাষা দর্শাতে হয়। এ ছাড়া গ্রন্থাগারে যদি বিভিন্ন ভাষার প্রকাশনের সংগ্রহ পৃথক পৃথক ভাবে রাখার বন্দোবস্ত থাকে, সেখানেও বর্গসংখ্যায় ভাষা দর্শাতে হয়।

ভাষার তালিকা

=00 বহুভাষী
=088 মিশ্র বা সংকর ভাষা
=089 কৃত্রিম ভাষা
=089.2 এসপ্যারেন্টো
=2 পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ
=20 ইংরেজী

=3 জার্মানিক ভাষাসমূহ
=30 জার্মান
=31 নিম্ন জার্মান
=39 বিভিন্ন জার্মান ভাষা
=392 ফ্রিজিয়ান
=393 নেদারলেণ্ডিয়ান

=393.1 ডাচ
=393.2 ফ্লেমিশ
=393.6 আফ্রিকান
=393.8 ঔপনিবেশিক ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ভাষাসমূহ
=395 নর্দিক বর্গ
=395.8 ফ্যারোজ
=395.9 আইসল্যাণ্ডিক
=396 নরওয়েজিয়ান
=397 সুইডিশ
=398 ড্যানিশ
=399 গথিক ভাষাসমূহ
=40 ফরাসী
=490 প্রভেন্সাল
=499 কাৎলন
=50 ইতালিয়ান
=590 রুমানিয়ান
=599 লাদিন, রোমান্শ্, রায়েটো রোমানিক
=6 আইবেরিয়ান ভাষাসমূহ
=60 স্প্যানীশ
=690 পর্তুগীজ
=699 গ্যালিশিয়ান
=7 ক্লাসিক্যাল ভাষাসমূহ
=71 লাতিন
=721.1 আমব্রিয়ান
=721.2 অস্কান
=721.3 স্যামনাইট
=75 গ্রীক
=774 আধুনিক গ্রীক
=8 শ্লাভনিক ও বল্টিক ভাষাসমূহ
=81 শ্লাভনিক ভাষাসমূহ
=82 রুশ
=826 শ্বেত রুশ
=83 উক্রেনিয়ান, রুথেনিয়ান
=84 পোলিশ
=850 চেক
=854 শ্লোভাক
=86 দক্ষিণ শ্লাভনিক
=861 সার্বিয়ান
=862 ক্রোয়েশিয়ান
=863 শ্লোভিন
=866 ম্যাসিডোনিয়ান
=867 বুলগারিয়ান
=88 বল্টিক ভাষাসমূহ
=882 লিথুয়ানিয়ান
=883 লেটিশ
=9 প্রাচ্য ও অন্যান্য ভাষাসমূহ
=91 বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহ
=910 ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাসমূহ
=911 ভারতীয় ভাষাবর্গ
=912 প্রাচীন ভারতীয় ভাষাসমূহ। সংস্কৃত
=913 মধ্যযুগীয় ভারতীয় ভাষাসমূহ পালি, প্রাকৃত
=914 আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ
=914.3 হিন্দি
=914.31 উর্দু হিন্দুস্তানী
=914.4 বাংলা
=914.6 মারাঠি
=914.8 সিংহলী
=915 ইরানী ভাষাসমূহ
=915.1 প্রাচীন পারসী
=915.2 আবেস্তান

=915.3 পেহ্লেবি
=915.5 আধুনিক পারসী
=915.7 কুর্দিশ
=915.8 পুশ্তু
=916 কেলটিক ভাষাসমূহ
=916.1 গেলিক শাখা
=916.2 আইরিশ
=916.3 স্কটীশ
=916.4 ম্যাংক্স
=916.5 ওয়েলশ্ এবং কর্নিশ
=916.8 ব্রেটন
=916.9 আইবেরিয়ান বাস্ক্। ব্যাস্ক্
=919.81 আর্মেনিয়ান
=919.83 আলবেনিয়ান
=919.9 অপ্রচলিত অনার্য ভাষাসমূহ
=92 সেমিটিক ভাষাসমূহ
=921 আক্কাডিয়ান ভাষাসমূহ
=922 আরমেইক। প্যালেস্টাইনিয়ান
=923 সিরিয়াক। পূর্ব আরমেইক
=924 হিব্রু ও ক্যানানাইট
=924.5 আধুনিক হিব্রু
=924.9 প্রাচীন ক্যানানাইট। মোয়াবাইট
=927 আরবী
=928 ইথিওপিয়ান; তিগ্রিনা; তিগ্রে; আমরিক ইত্যাদি।
=93 হ্যামিটিক ভাষাসমূহ
=931 ঈজিপসিয়ান
=932 কপটিক
=933 বার্বার, লিবিয়ান-বার্বার ভাষাসমূহ
=935 কুশিটিক, সোমালী, গালা
=94 উরালো-আলতাইক (তুরা-নিয়ান) ভাষাসমূহ
=941 মাঞ্চু ভাষাসমূহ। তুঙ্গুসিয়ান
=943 তুর্কো-তার্তার বর্গ; কিরঘিজ, উজবেক ইত্যাদি।
=943.5 তুর্কী
=944 স্যাময়েড
=945 ফিনো-উগ্রিক বর্গ
=945.11 হাঙ্গেরিয়ান
=945.41 ফিনিশ
=945.42 ক্যারেলিয়ান
=945.45 এস্টোনিয়ান
=945.5 ল্যাপ
=946 ককেশীয় ভাষাসমূহ
=947.1 হাইপারবোরিয়ান ভাষাসমূহ আইনু
=947.5 এস্কিমো ভাষাসমূহ
=948 দ্রাবিড় ভাষাসমূহ
=948.11 তামিল
=948.12 মালয়ালম
=948.14 কন্নড়
=948.17 কুরুখ
=948.3 তেলেগু
=95 মঙ্গোলীয় এবং এশিয়ার অন্যান্য ভাষাসমূহ
=951 চীনা
=952 থাই-চীনা
=954 তিব্বতী
=955 হিমালয় অঞ্চলের ভাষা
=956 জাপানী
=957 কোরিয়ান
=958 বর্মী
=959 অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাসমূহ (মন-খ্মের, মুন্ডা ইত্যাদি)

=96 আফ্রিকার ভাষাসমূহ

=961 হোটেনটট্

=962 বুশম্যান

=963 বাণ্টু

=963.54 সোয়াহিলি

=966 সুদানিক

=966.8 হাউসা

=97 উত্তর ও মধ্য অ্যামেরিকান ইণ্ডিয়ান ভাষাসমূহ

=98 দক্ষিণ অ্যামেরিকান ইণ্ডিয়ান ভাষাসমূহ

=99 অস্ট্রোনেশিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান ভাষাসমূহ

=992.1 ফিলিপাইন, ফরমোসা, মালাগাছি অঞ্চলের ভাষাসমূহ

=992.2 ইন্দোনেশিয়ান, মালয় জাভানিজ

=992 3 মেলানেশিয়ান, পলিনেশিয়ান ও ম্যাওরি

=995.1 অস্ট্রেলিয়ার ভাষাসমূহ

=995.7 পাপুয়ান ভাষাসমূহ

ক্রমশঃ

Universal Decimal Classification (4)
: Bimalkanti Sen

ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের মার্গারেট মান (১৯৭০) পুরস্কার লাভ

বর্গীকরণ ও সূচীকরণে প্রদত্ত এ বছরের মার্গারেট মান পুরস্কার লাভ করেছেন ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন ; সূচীকরণ এবং বর্গীকরণে তাঁর নতুন দিগদর্শনের জন্য। এই প্রথম যুক্তরাজ্যের বহির্ভূত একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীকে 'মার্গারেট মান' পুরস্কারে ভূষিত করা হল।

ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ভারতীয় জাতীয় অধ্যাপক। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান জগতে ডঃ রঙ্গনাথনের 'কোলন বর্গীকরণ'ই যুগান্তর এনেছে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ডঃ রঙ্গনাথন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষাদান করেন। ১৯৬২ সালে তিনি বাঙ্গালোরে 'ডকুমেণ্টেসন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার' প্রবর্তন করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার প্রণয়ন করেন। তাঁর এই অনলস কর্ম প্রচেষ্টায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি, লিট উপাধিতে ভূষিত করেন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাধানাথ রায়

সমুদ্রোপকূলে মনোরম পরিবেশে দ্রাবিড় ও মুশলিম স্থাপত্যের সংমিশ্রনে নির্মিত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অপূর্ব ভবনটি যে কোন পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। যদিও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ১৮৫৭ সালে, এর গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকাল আরও পঞ্চাশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯০৭ সালে। এর প্রধান কারণ এতকাল এই বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষা পরিচালন সংস্থা হিসাবে কাজ চালিয়ে আসছিল, এখানে শিক্ষণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। মিঃ উইলিয়ম গ্রিফিথ নামে জনৈক ব্যক্তি ১৮৯৭ খৃঃ মৃত্যুকালে বিশ্ববিদ্যালয়কে ২৫,৬১৯ টাকা দান করে যান। প্রধানতঃ এই অর্থের উপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হন। এরপর ১৯০৭ সালে মাদ্রাজ সরকার গ্রন্থাগারের জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন এবং এই বছরেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য বার্ষিক ছয় হাজার টাকা ধার্য করা হয়। প্রথমাবস্থায় গ্রন্থাগারের নিজস্ব কোন গৃহ ছিল না, কোনেমারা পাবলিক লাইব্রেরীর একাংশে ছিল এর স্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন ফেলো ও কোনেমারা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিককে নিয়ে গঠিত এক কমিটির উপর গ্রন্থাগার পরিচালনের ভার ন্যস্ত হয়। স্থির হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যে পুস্তক ক্রয় করা হবে, কোনেমারা লাইব্রেরীতে সে পুস্তক ক্রয় করা হবে না এবং প্রয়োজনবোধে উভয় গ্রন্থাগারের মধ্যে পুস্তক আদানপ্রদান করা হবে। পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে এরূপ আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রবর্তন ভারতে প্রথমে এখানেই হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকার দরুণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের নিজস্ব একটি গৃহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তদনুযায়ী ১৯১৩ সালে গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কিন্তু নানা কারণে ১৯৩০ সালের পূর্বে গৃহনির্মাণ সুরু করা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে ১৯২৮ সালে গ্রন্থাগার কোনেমারা পাবলিক লাইব্রেরী থেকে অস্থায়ীভাবে সিনেটে স্থানান্তরিত করা হয়। নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনটির উদ্বোধন হয় ১৯৩৬ সালে।

গ্রন্থাগার ভবনটি চৌকো ধরণের। সামনে প্রশস্ত জায়গা। প্রধান পাঠকক্ষটি আয়তনে বেশ বড়। পর্যাপ্ত আলো হাওয়া যুক্ত সুচিত্রিত এই কক্ষে অনেকে একত্রে বসে পড়াশোনা করতে পারেন। পত্রপত্রিকা ও রেফারেন্সের জন্য পৃথক পৃথক দুইটি পাঠকক্ষ আছে। চারতলা বিশিষ্ট পুস্তকাগারের (Stock) সমগ্র তাকগুলির দৈর্ঘের মোট পরিমাপ প্রায় চার মাইল। আসবাবপত্র নির্বাচনে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও আধুনিকতা উভয়েয় দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। গ্রন্থাগারে Open access প্রথা প্রবর্তন হয়েছে ১৯২৯ সালে, যে সময়ে ভারতবর্ষের কোনও গ্রন্থাগারে সদস্যগণের অবাধ প্রবেশাধিকারের কথা কল্পনা

করা যেত না। সেই সময় থেকে গ্রন্থাগার দৈনিক (রবিবার ও ছুটির দিন সহ) ১২ ঘণ্টা অর্থাৎ সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮টা অবধি খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার ছাড়া সম্ভবতঃ ভারতের অন্য কোনও গ্রন্থাগার এত দীর্ঘ সময়ব্যাপী খোলা রাখার ব্যবস্থা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে সময় গ্রন্থাগারের নিজস্ব একটি গৃহের অভাবের কথা ভাবছিলেন সেই সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যে সহায়তা করবার জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন। এরই ফলস্বরূপ ১৯২৩ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের অধ্যাপক ও পরবর্তীকালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা ও বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ এস আর. রঙ্গনাথনকে গ্রন্থাগারিকপদে নিয়োগ করা হয়। ১৯২৪ সালে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠান হয়। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে সুরু করেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের গবেষণাগাররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতীয় গ্রন্থাগারসমূহে বর্তমানে প্রচলিত বহু নিয়মকানুন এই গ্রন্থাগরেই প্রথম উদ্ভূত হয়। ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে তাঁর শ্রেষ্ঠতম মৌলিক অবদান **Colon Classification Scheme** ও **Classified Catalogue Code** এর পরীক্ষা নিরীক্ষা এই গ্রন্থাগারেই করেছিলেন। **Open access** প্রথা প্রথমে এখানেই চালু করা হয়। ১৯৩১ সালে এখানে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের শিক্ষণবিভাগ খোলা হয়। প্রথমে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, ১৯৬০ সাল থেকে বি লিব এসসি (ডিগ্রী) কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে আছেন—একজন প্রোফেসর, একজন রীডার ও দুইজন লেকচারার। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ গ্রন্থাগারিক এখান থেকে শিক্ষালাভ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কার্যরত আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ প্রথমদিকে প্রধানতঃ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দানের উপর গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে তিনটি প্রধান সংগ্রহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। একটি মাদ্রাজের প্রাক্তন সার্ভেয়ার জেনারেল লেঃ কলিন ম্যাকেঞ্জির মূল্যবান সংগ্রহ, দ্বিতীয়টি তেলেগু ভাষায় সুপণ্ডিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্লস ফিলিপ ব্রাউনের সংগ্রহ ও অপরটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসের সংগ্রহ। গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকের সংখ্যা ২৬০,২৮৩ (১৯৬৮)। প্রতি বছরে গড়ে ৮,০০০ পুস্তক সংযোজিত হয়। নীচের হিসাব থেকে দেখা যায় যে প্রতি বিশবছরে গ্রন্থসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে :

বৎসর	পুস্তক সংখ্যা
১৯২৩	২৫,২২১
১৯৪৩	১০১,৩৯৮
১৯৬৩	২৩৪,৪৩৫

এই বৃদ্ধির হার পাশ্চাত্যের যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির বিশেষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—**L.D.S. Pillai's "Indian ephemeries (6 vol.)", A. M. C. Mudaliar's, "Oriental music in European notation", "The Complete gamester (1674)", Marco Paulo's "Faithful and excellent history of the Oriental regions. Book III…". The travels of Sig. Pietro della Valle into East-India and Arabia Deserta (1665)**। এ ছাড়া বিখ্যাত গণিতজ্ঞ এস রামানুজনের নোটবুকগুলিও এখানেই সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থাগারের একাংশে আছে **Government Orient Manuscript Library**। এই বিভাগে প্রায় ৭৫,০০০ মূল্যবান তালপাতা ও কাগজের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। সংস্কৃত, তামিল, কানাড়ী, তেলেগু, মালয়ালম, পারসিক, উর্দু, আরবী ভাষায় লিখিত এই পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে বহু পুরনো এমনকি ষোড়শ শতাব্দীর কিছু পাণ্ডুলিপিও আছে। দুর্মূল্য পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়—**Bhartrihari's Commentary on Patanjali's Mahabhasya** (এর অপর কপিটি আছে জার্মানীতে), **Bhoja's Srngara Prakasa** ও **Sukranadi, Dhruvandi, Candra Kalandi**। এই বিভাগটি ভারততত্ত্ববিদ ও পুরাতত্ত্ববিদগণের গবেষণার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

ক্রয়, বিনিময় ও দানের মাধ্যমে প্রায় ২০৩৯টি পত্রপত্রিকা গ্রন্থাগারে নিয়মিত আসে। পুরনো পত্রিকা সংগ্রহের মধ্যে ঊনবিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগের কিছু মূল্যবান পত্রপত্রিকাও আছে। ১৯৬২ সালে গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে মাদ্রাজ সহরের ৬৮টি গ্রন্থাগারের পত্রিকা-সমূহের একটি **Union list** প্রকাশ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও কর্মীরাই প্রধানতঃ গ্রন্থাগারের সদস্য। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরাও সর্তসাপেক্ষে এর সদস্য হতে পারেন। বর্তমান (১৯৬৮) সদস্য সংখ্যা ৫,৮৪৮। এর মধ্যে ৪৫৪ জন বাইরের সদস্য যাঁদের কাছে বই পাঠানর ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া আন্তঃগ্রন্থাগারের পুস্তক আদানপ্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী গ্রন্থাগারগুলি যথেষ্ট উপকৃত হন।

Madras University Library : Radhanath Roy

'সবুজপত্র'-এর দশটি খণ্ডের বিষয়সূচী

সঙ্কলনে : গীতা মিত্র ও প্রীতি মিত্র

পণ প্রথা

হরপ্রসাদ বাগচী—বিবাহের পণ।

পত্রাবলী

অশান্ত, ছদ্ম—উড়ো চিঠি। (দ্রঃ প্রাচ্য—সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

আবুল ফজল—পত্র। (দ্রঃ ভারত—স্বাধীনতা সংগ্রাম)

চন্দ্রনাথ বসু—পত্র (রবীন্দ্রনাথকে)। (দ্রঃ বঙ্কিম সাহিত্য—আলোচনা, এবং সাহিত্য সমালোচনা)

দিলীপকুমার রায়—পত্র (সুভাষচন্দ্রকে)। (দ্রঃ দেশপ্রেম)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পত্র। (দ্রঃ সৃষ্টি ও জ্ঞান, দর্শন)

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—পত্র (প্রমথ চৌধুরীকে)। (দ্রঃ সাময়িক পত্রিকা—সবুজপত্র —আলোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—খোলা চিঠি। (দ্রঃ সাময়িক পত্রিকা—সবুজপত্র—আলোচনা)

„ দুখানি চিঠি। (দ্রঃ বুদ্ধিবাদ)

„ পত্র (অনুপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে)। (দ্রঃ বাংলা সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা)

প্রশান্ত মহলানবীশ—একখানি পত্র (রবীন্দ্রনাথকে)। (বার্লিন থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রে কমিউনিজমের প্রতি ইউরোপের মনোভাব ও লেখকের বক্তব্য)

বিল্বপত্র, ছদ্ম—পত্র। (দ্রঃ রাজনৈতিক অধিকার)

„ বিলাত প্রবাসীর পত্র। (দ্রঃ ইউরোপ—সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

বীরবল, ছদ্ম—পত্র। ১ম, ৩য় বর্ষ। (দ্রঃ সাময়িক পত্রিকা—সবুজপত্র—আলোচনা।

„ পত্র। ৫ম, ৮ম বর্ষ। (দ্রঃ ভারত—স্বাধীনতা সংগ্রাম)

„ পত্র। ৫ম, ৮ম বর্ষ। (দ্রঃ সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা)

„ পত্র। ৫ম বর্ষ। (দ্রঃ ইউরোপ—সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

„ পত্র। ৫ম বর্ষ। (দ্রঃ বাংলা প্রবন্ধ—ইতিহাস ও সমালোচনা)

„ পত্র। ৭ম বর্ষ। (দ্রঃ বাংলা দেশ—ভূমি ব্যবস্থা)

„ পত্র। ৯ম বর্ষ। (দ্রঃ আর্য সমাজ—সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

„ পত্র। ১০ম বর্ষ। (দ্রঃ বাংলা দেশ—রাজনৈতিক অবস্থা)

মৃত্যুঞ্জয়, ছদ্ম—একখানি পত্র। (দ্রঃ শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সমস্যা—বাংলা দেশ)

„ উড়ো চিঠি। (দ্রঃ ধর্ম ও রাজনীতি)

„ উড়ো চিঠি (জীবন কুমারকে)। (দ্রঃ বাংলা সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—দুখানি চিঠি। (প্রমথ চৌধুরীকে) (দ্রঃ রবীন্দ্র—সাহিত্য—আলোচনা)

" পত্র (প্রমথ চৌধুরীকে)। ৩য়, ৬ষ্ঠ বর্ষ। (দ্রঃ সাময়িক পত্রিকা—সবুজপত্র—আলোচনা)

" পত্র (প্রমথ চৌধুরীকে)। ৫ম বর্ষ। (রবীন্দ্র সাহিত্য—আলোচনা)

" পত্র। ১০ম বর্ষ। (দ্রঃ সাময়িক পত্রিকা—ভারতী—আলোচনা)

" পত্র (দিলীপকুমার রায়কে)। (দ্রঃ শিল্পকলা—ভারতীয়)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—একখানি পত্র। (দ্রঃ ধর্ম)

শিশিরকুমার সেন—পত্র। (দ্রঃ সাময়িক পত্রিকা—সবুজপত্র—আলোচনা)

স্বামী, ছদ্ম—উড়ো চিঠি। (দ্রঃ নারী সমাজ—ভারত)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—পত্র (প্রমথ চৌধুরীকে)। (দ্রঃ গ্রীস—ভ্রমণ ও বিবরণ)

সুভাষচন্দ্র বসু—পত্র (দিলীপকুমার রায়কে)। (দ্রঃ সঙ্গীত—ভারতীয়)

হাবিলদার, ছদ্ম—উড়ো চিঠি। (দ্রঃ নারী সমাজ : ভারত)

পরোপকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—লোকহিত। (জনসাধারণের অবস্থা, তাদের উপকার করা, আমাদের প্রথা অনুযায়ী জনসাধারণের উপকারের জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ ও উপকার করার মনোবৃত্তি গড়ে তোলা)

পাখী

প্রমথ চৌধুরী—পাখীর কথা। (সত্যচরণ লাহার পাখীর কথা বিজ্ঞান গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে পাখী সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা।)

পাঠস্পৃহা ও গ্রন্থাগার দ্রঃ

গ্রন্থাগার ও পাঠস্পৃহা

পাবনা—ভ্রমণ ও বিবরণ

প্রথম চৌধুরী—পাবনার কথা। ('আত্মশক্তি' পত্রিকায় লিখিত। পাবনা জেলার বিবরণ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা)

পাশ্চাত্ত্য—সভ্যতা ও সংস্কৃতি

অশান্ত, ছদ্ম—উড়ো চিঠি। (দ্রঃ প্রাচ্য—সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

দিলীপকুমার রায়—ভ্রাম্যমানের জল্পনা। (দ্রঃ ভারত—সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

প্রবোধচন্দ্র বাগচী—পূর্ব ও পশ্চিম। (দ্রঃ প্রাচ্য—সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

পারসিক কবিতা—ওমর খৈয়াম—আলোচনা

তরিকুল আলম—ওমর খৈয়াম। (সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত ; ওমর খৈয়ামের আলোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—ওমর খৈয়াম। (কান্তিচন্দ্র ঘোষের ওমর খৈয়াম গ্রন্থের ভূমিকা ও আলোচনা)

পোশাক-পরিচ্ছদ

যামিনীকান্ত সেন—পরিচ্ছদ কলা। (পোশাক পরিচ্ছদে, রুচি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে শিল্পীর দৃষ্টি ও মনোভাব)

প্রসাধন

যতীন্দ্রনাথ মোহন বাগচী—প্রসাধন। (মানসিক সৌন্দর্য ও বাহ্যিক প্রসাধনমণ্ডিত রূপের তুলনামূলক আলোচনা।)

প্রাচ্য—সভ্যতা ও সংস্কৃতি

অশান্ত, **ছদ্ম**—উড়ো চিঠি। (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমাজ, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা।)

ননীমাধব চৌধুরী—চীন ও ইউরোপ। **Edmond Jaloux** কর্তৃক অনূদিত (**Andre Marlaux** এর **'Le Tentaion de l'Occident'** গ্রন্থের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা।)

প্রবোধচন্দ্র বাগচী—পূর্ব ও পশ্চিম। (**Massis & Edmond Jaloux** এর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আলোচনার সমালোচনা এবং প্রমথ বাবুর লেখার আলোচনা-কালে দুই বিপরীত মুখী সভ্যতার উপর মন্তব্য)

প্রমথ চৌধুরী—পূর্ব ও পশ্চিম। (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিপরীতমুখী সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর **Massis** এর গ্রন্থ ও সেই গ্রন্থের **Edmond Jaloux** এর সমালোচনা—এই উভয় আলোচনার উপর বক্তব্য।)

প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত—প্রাচ্যে শক্তিবাদ। **Paul Rienski** এর **Political & intellectual currents in the Far East** গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচ্যে শক্তিবাদ ও কর্মবাদের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা)

প্রিয়নাথ সেন

প্রমথ চৌধুরী—প্রিয়নাথ সেন (স্মৃতি চিত্রণ)। (প্রিয়নাথ সেনের সাহিত্যকৃতির উপর আলোচনা)

ফরাসী কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা

নলিনীকান্ত গুপ্ত—ফরাসী-কবি "বোঁদেলের"। (বোঁদেলেয়ারের কাব্যপ্রতিভা আলোচনা)

ফরাসী ভাষা তত্ত্ব ও বিজ্ঞান

সতীশচন্দ্র ঘটক—ফরাসী ও জার্মান। (ফরাসী দার্শনিক **Bontroux**-এর **"Philosophy & war"** গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত; দুটি ভাষার তুলনামূলক আলোচনা।)

ফরাসী সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা

ইন্দিরা দেবী—সাহিত্য-চর্চা। (G. Lanson এর ফরাসী গ্রন্থ থেকে অনুদিত ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা।)

প্রমথ চৌধুরী—ফরাসী সাহিত্য। (ভারত-রোমক সমিতির অধিবেশনে পঠিত। ফরাসী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও আলোচনা)

„ —ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়। (ফরাসী সাহিত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা)

বঙ্কিম-সাহিত্য—সমালোচনা

কিরণশঙ্কর রায়—আনন্দমঠ। (বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' গ্রন্থের আলোচনা ও জনমানসে তার প্রভাব)

চন্দ্রনাথ বসু—পত্র (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণীর' উপর আলোচনা)

রমেশ বসু—বঙ্কিম সাহিত্যে মানবতার আদর্শ।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন

প্রমথ চৌধুরী—সাহিত্য সম্মেলন। (সমকালীন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ও বিভিন্ন বিশিষ্ট বক্তার অভিভাষণের উপর আলোচনা)

বীরবল—চুটকী। (সমকালীন সাহিত্য সম্মেলনের বক্তাদের বক্তব্যের উপর আলোচনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে চুটকী বলার প্রতিবাদে আধুনিক যুগের সাহিত্য আলোচনা)

বাংলা কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা

নলিনীকান্ত গুপ্ত—বাঙ্গালীর কবিত্ব। (বাংলা কাব্যে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব, কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও সার্থক কাব্য-সৃষ্টির উপর আলোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—বাঙলা কি পড়ব ? (দ্রঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য)

মহীতোষকুমার রায় চৌধুরী—সাহিত্যের আভিজাত্য। (বাংলা কাব্যে জাতীয়তাবাদ)

বাংলা কবিতা—একতারা আলোচনা

সতীশচন্দ্র ঘটক—একতারা। (দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী প্রণীত 'একতারা' কাব্য গ্রন্থের আলোচনা)

বাংলা—ঐন্দ্রজালিক—আলোচনা

দিলীপকুমার রায়—কবি সুরেশচন্দ্র ও ঐন্দ্রজালিক। (সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাব্য প্রতিভা ও কাব্যগ্রন্থ ঐন্দ্রজালিকের আলোচনা)

বাংলা—জয়দেব—আলোচনা

প্রমথ চৌধুরী—জয়দেব। (জয়দেবের গীত-গোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের প্রকৃতি ও জয়দেবের কাব্য প্রতিভার আলোচনা)

বাংলা—দ্বিজেন্দ্রলাল—আলোচনা

প্রমথ চৌধুরী—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান। (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ব্যঙ্গ কবিতা ও গানের বৈশিষ্ট্য ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার প্রচার)

বাংলা—দ্বীপান্তরের বাঁশি—আলোচনা

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—দ্বীপান্তরের বাঁশি। (রবীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রণীত কাব্যগ্রন্থের আলোচনা)

বাংলা—বিদ্যাপতি—আলোচনা

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—বিদ্যাপতি। (বিদ্যাপতির কাব্য প্রতিভার আলোচনা)

" —একটি প্রেমের গান। (বিদ্যাপতির একটি দোহার আলোচনা)

বাংলা—গীতি-কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—গীতি-কবিতা। (গীতি-কবিতার উৎপত্তির কারণ ও সার্থক গীতি-কবিতা সম্পর্কে বক্তব্য)

বাংলা—ছন্দ-বিজ্ঞান—আলোচনা

প্রমথ চৌধুরী—পয়ার। (বাংলা কাব্যে পয়ার ছন্দের আলোচনা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছন্দ।

" —বাংলা ছন্দ। (কেম্ব্রিজের বাংলা অধ্যাপক জে, ডি, এণ্ডার্সনকে লিখিত পত্রের অনুবাদ। চলতি ও সাধু ভাষায় ছন্দ রচনার প্রভেদ, চলতি ভাষায় কাব্য রচনা সমর্থন)

বাংলা—ছোটগল্প—ইতিহাস ও সমালোচনা

প্রমথ চৌধুরী—কথা-সাহিত্য। (ছোট গল্পের চাহিদা, তার উপাদান সংগ্রহ করার অসুবিধা ও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উপাদানের অভাব দূর করার চেষ্টা)

বাংলা—নাটক—ইতিহাস ও আলোচনা

গোপাল হালদার—নটরাজের নৈবেদ্য। (নোয়াখালি সবুজ-সঙ্ঘের রূপদক্ষ-মণ্ডলের জন্য লিখিত, নাট্য-সাহিত্যের সমালোচনা)

বাংলা—প্রবন্ধ—ইতিহাস ও সমালোচনা

বীরবল—পত্র, ৫ম বর্ষ। (সমকালীন যুগে ও সাহিত্যে প্রবন্ধের স্থান)

বাংলা ভাষা—তত্ত্ব ও বিজ্ঞান

বীরবল—আমাদের ভাষা সঙ্কট। ('শঙ্খ' ও 'বিজলী' থেকে উদ্ধৃত। পরিভাষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভাষার কথা। (বাংলা ভাষার তত্ত্ব ও বিজ্ঞান আলোচনা)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—আর্য্য-অনার্য্য। (আর্য ভাষা ও বাংলা ভাষার তুলনামূলক আলোচনা)

" —বাঙলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতের গোড়ার কথা। (শিবপুর সাহিত্য সংসদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও আলোচনা)

" —বাঙলা ভাষার কুলজী। (বাংলা ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনা)

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলার রেখাপ বর্ণমালা। (বাংলা ভাষার বিভিন্ন বর্ণের বিশ্লেষণ ও কথ্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক)

বাংলা—ভাষা ও সাহিত্য

নলিনীকান্ত ভট্টশালী—ভাষার কথা। (প্রমথবাবুর 'ভাষার কথা' প্রবন্ধের সমালোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—অভিভাষণ। (উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত; সাহিত্যে সাধু ও চলতি ভাষা ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা ও সাহিত্যের অন্যান্য দিক সম্পর্কে আলোচনা)

" —উপসংহার। (দিল্লী প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে প্রমথবাবুর অভিভাষণের সারাংশ—সাহিত্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা)

" —টীকা-টিপ্পনি। (সাহিত্যে সাধুভাষা ও চলতি ভাষার দ্বন্দ্ব)

" —বাংলা কি পড়ব? (সাহিত্যে সাধু ভাষা ও চলতি ভাষার ব্যবহার। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরের উপর আলোচনা)

" —বাংলা ভাষার কুলের খবর। ('প্রতিভা'য় প্রকাশিত রমাপ্রসাদ চন্দের 'বাঙলা ভাষা' প্রবন্ধের উত্তরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি। কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী করা ও সাধু ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা)

" —ভাষার কথা। (উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত অভিভাষণের উপর যতীন্দ্রমোহন সিংহ 'নারায়ণ' পত্রিকায় যে সমালোচনা করেছেন, তার প্রতিবাদে চলতি ভাষায় সাহিত্য রচনার সমর্থনে লেখকের বক্তব্য)

" —মন্তব্য। (নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'ভাষার কথা' প্রবন্ধের উপর মন্তব্য)

" —লিখিবার ভাষা। (বঙ্কিমচন্দ্রের মতে) (বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে রচনার ভাষা সম্পর্কে মতামতের আলোচনা)

" —সাহিত্যের ভাষা। (সাহিত্যে কথ্য ও সাধুভাষা ব্যবহারের তুলনামূলক আলোচনা, চলতি ভাষা ব্যবহারের সমর্থনে যুক্তি)

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—ভাষার কথা। (সাধুভাষা ও চলতি ভাষার প্রয়োজন ও তুলনামূলক আলোচনা)

সুশীলকুমার দাশগুপ্ত—পূর্ববঙ্গবাসীদের উক্তি। (লেখ্য ও কথ্য ভাষার দ্বন্দ্ব, সাহিত্যে কথ্য ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা)

হারিতকৃষ্ণ দে—বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষা। (সাহিত্যে সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষার আলোচনা)

বাংলা—রূপক—নবরূপকথা—আলোচনা

প্রমথ চৌধুরী—নবরূপকথা। (সুরেশ চক্রবর্তী রচিত রূপক গ্রন্থের ভূমিকা; রূপক সাহিত্যের আলোচনা)

বাংলা সাহিত্য—ইতিহাস ও আলোচনা

কিরণশঙ্কর রায়—গ্রাম্য সাহিত্য সভা। (রূপকের মাধ্যমে সমকালীন শিক্ষা ও সাহিত্যিকতা সম্পর্কে আলোচনা)

প্রথম চৌধুরী—নতুন ও পুরাতন। ('নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্র পালের 'নতুনে ও পুরাতনে' প্রবন্ধের উত্তরে সাহিত্যে যে নব ভাবধারা নব্য লেখকদের দ্বারা প্রচারিত তার সমর্থনে বক্তব্য)

„ —পত্র (অনুপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে)। (নব-যুগের সাহিত্য সম্পর্কে মতামত)

„ —পুস্তক-প্রশংসা। (সতীশ ঘটকের 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে সমকালীন সাহিত্য চর্চার উপর মন্তব্য)

„ —বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য। (সমকালীন বঙ্গ সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এবং নব্য সাহিত্যের বিরূপ সমালোচনার উত্তর)

„ —বাংলার ভবিষ্যৎ। (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে চলতি ভাষা ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা) .

বরদাচরণ গুপ্ত—নবীন সাহিত্যিক। আধুনিক লেখক ও তাদের প্রচারিত সাহিত্যের আলোচনা)

„ —বর্তমান সাহিত্য। (সাহিত্যে রক্ষণশীল ভাবধারার বিরুদ্ধে এবং নব্য সাহিত্যের প্রগতিবাদী ভাবধারার সমর্থনে বক্তব্য)

বীরবল, ছদ্ম—চুটকী।(দ্রঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন)

ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র—একটি জরুরী প্রস্তাব। (সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং কবিতায় সকল প্রকার সাহিত্য রচনার প্রস্তাব)

মৃত্যুঞ্জয়, ছদ্ম—উড়ো চিঠি ৬ষ্ঠ বর্ষ,। (জীবনকুমারকে) (সাহিত্যে নবীন ও পুরাতন ভাবধারার দ্বন্দ্ব)

রমেশ বসু—বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যে মানবতার বিকাশ।

বাংলা সাহিত্য—লেখক ও পাঠক

প্রমথ চৌধুরী—নূতন লেখক। (নতুন লেখকের আবির্ভাব, তাদের বৈশিষ্ট্য, পাঠকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং নতুন পত্রিকার আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা)

—লেখা। (নতুন লেখকদের বৈশিষ্ট্য তাদের সঙ্গে পুরোন লেখকদের ও পাঠকদের সম্পর্ক)

বাংলা হাস্যরস—গড্ডালিকা—আলোচনা

প্রমথ চৌধুরী—গড্ডালিকা। (গড্ডালিকা গ্রন্থের সমালোচনা ও বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের আলোচনা)

বাংলা দেশ—অর্থনৈতিক অবস্থা

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—অন্ন-চিন্তা। (আজকের যুগে ও প্রাচীন যুগে জীবিকা নির্বাহের সমস্যার পার্থক্য। আমাদের সমাজে অন্ন-বস্ত্র ইত্যাদির সংস্থান ও সংগ্রহ-পদ্ধতির ক্রম-বিবর্তন। পূর্বপুরুষের সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কৃপণতা। (দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সামাজিক আদর্শের পরিবর্তন, উদারতার অভাব, সমাজ ও পরিবারের উপর অর্থনৈতিক অসাম্যের প্রভাব ও তার ফলাফল)

বাংলা দেশ—ইতিহাস

অরুণচন্দ্র সেন—বাংলার ইতিহাস। (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থের আলোচনা)

বাংলাদেশ—প্রগতিবাদ ও রক্ষণশীলতা

ওয়াজেদ আলী—অতীতের বোঝা। (প্রাচীনপন্থী ভাবধারাকে অনুসরণ করার ফল, সমাজ ও সংস্কৃতিতে রক্ষণশীলতার কুফল)

কিরণশঙ্কর রায়—আমাদের অহঙ্কার। (হিন্দুজাতির প্রাচীন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অহঙ্কার; প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকার ফলাফল)

—খাঁটি বাঙালী। (প্রাচীনপন্থী ভাবধারাকে অনুসরণ করা এবং সমকালীন যে কোন সামাজিক পরিবর্তন বা ঘটনা সম্পর্কে উদাসীন বাঙালীর সমালোচনা)

নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত—ভূতের কথা। (সমাজে ও সাহিত্যে অতীত ভাবধারাকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা, অতীত ও ভবিষ্যতের তুলনামূলক আলোচনা, জাতীয় উন্নতি ও অবনতির কারণ)

বরদাচরণ গুপ্ত—নতুন কিছু। (সমাজে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব, রক্ষণশীলতার কুফল)

—বুদ্ধিমানের কর্ম নয়। (সমাজে রক্ষণশীল, সংস্কারবিরোধীদের সমালোচনার উত্তর ও সংস্কারের সমর্থনে বক্তব্য)

বিশ্বপতি চৌধুরী—নববর্ষ। (নতুনপন্থী ও পুরাতনপন্থীদের মতাদর্শের তুলনামূলক আলোচনা)

বীরবল—যৌবনে দাও রাজটিকা। (সমাজ ও সাহিত্যে যৌবন অর্থাৎ নতুন ভাবধারার প্রতিষ্ঠা, বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা, সমাজে প্রবীণতা দূর করে মানসিক তারুণ্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান)

মনি গুপ্ত, ছদ্ম—মন বদলানো। (বাঙালী জাতির মধ্যে যে প্রাচীন ভাবধারা প্রগতি ও স্বাধীনতার অন্তরায়, তার পরিবর্তনের আহ্বান)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিবেচনা ও অবিবেচনা। (নতুন প্রাণ, নতুন পথকে স্বীকার করতে, পুরাতন অনুশাসনে প্রাণ প্রাচুর্যকে বদ্ধ না করে নতুন কিছু করার আহ্বান)

বাংলাদেশ—ভূমিব্যবস্থা

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—চাষী। (বাংলার ভূমি ব্যবস্থায় চাষীর ভূমিকা)

প্রমথ চৌধুরী—অভিভাষণ। (রায়তের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা)

„ —প্রজাস্বত্ব আইনের নতুন বিল। (আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য লিখিত আইনের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা)

„ —রায়তের কথা। (কৃষক জীবনের ঐতিহাসিক বিবর্তন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কৃষকের জমির অধিকার দান ইত্যাদি আলোচনা এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক দুর্গতিতে কংগ্রেসের ভূমিকার সমালোচনা)

„ —রায়তের কথা। (রবীন্দ্রনাথের 'রায়তের কথা' রচনার উত্তর)

বীরবল, ছদ্ম—পত্র। ('রায়তের কথা'র উপর আলোচনা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রায়তের কথা। (প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র উপর আলোচনা)

হৃষিকেশ সেন—প্রজাস্বত্বের কথা। (প্রজাস্বত্ব আইন ও ভূমিব্যবস্থার উপর আলোচনা)

,, —স্বাভাবিক নেতা। (জমিদার ও প্রজার সম্পর্কের আলোচনা)

বাংলাদেশ- রাজনৈতিক অবস্থা

তরিকুল আলম—আজ ঈদ। (সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে, ধর্মের নামে জাতি বিদ্বেষ দূর করার আহ্বান)

প্রমথ চৌধুরী—দু-ইয়ারকি। (গণতন্ত্র বনাম আমলাতন্ত্র, 'দ্বৈত শাসন,' প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ইত্যাদি সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা)

,, —বাঙালী পেট্রিয়টিজম। (দেশপ্রেম ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বাঙ্গালীর মনোভাব, ভারতের অন্যান্য জাতির মতের সঙ্গে পার্থক্য, কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং তার প্রতি বাঙ্গালীর মনোভাব)

বীরবল, ছদ্ম—গত হিন্দুসভা। (দ্র : হিন্দু-মহাসভা)

,, —চুপচুপ। (দেশবাসীকে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ করে রাখার বিরুদ্ধে, সমকালীন রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতির উপর সমালোচনা ও সরস মন্তব্য)

,, —টীকা-টিপ্পনি। (সমাজ ও রাজনীতিতে প্রতিপত্তি লাভের প্রচেষ্টার উপর মন্তব্য)

,, —পত্র (মিটিং ও বক্তা) ১০ম বর্ষ। (রাজনৈতিক সভা ও সভার বক্তাদের সম্পর্কে মন্তব্য)

,, —রাম ও শ্যাম। (সমকালীন রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ, পরিস্থিতি, নীতি ও আদর্শের উপর রূপক)

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—শক্তিমানের ধর্ম। (সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও বিপিন পালের মতপার্থক্যের উপর বিপিন পালের মন্তব্যের সমালোচনা)

বাংলাদেশ—সমাজ ও সংস্কৃতি

[বাংলাদেশ—প্রগতিবাদ ও রক্ষণশীলতা, এই শিরোনামে দেখুন]

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—নবযুগের কথা। ('প্রবর্তক' সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলার সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির উপর কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহ গ্রন্থের আলোচনা।

বাংলাদেশ—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

প্রমথ চৌধুরী—উভয় সঙ্কট। (প্রসন্ন কুমারের 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' প্রবন্ধে কলকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গার আলোচনার উপর মন্তব্য)

প্রসন্নকুমার সমাদ্দার—শ্যাম রাখি না কুল রাখি। (কলকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গা সম্পর্কে আলোচনা।

বীরবল, ছদ্ম—কলকাতার দাঙ্গা। (কলকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গা সম্পর্কে বিভিন্ন নেতার বক্তব্য ও তার উপর লেখকের মন্তব্য)

বাংলাদেশ—স্বাধীনতা সংগ্রাম

ইন্দিরা দেবী—নির্বাসিতের আত্মকথা। (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত উক্ত গ্রন্থের স্বদেশী যুগ ও বিপ্লবীদের কাহিনীর আলোচনা)

বার্দ্ধক্য ও যৌবন

ডায়ারী—(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সহ কলেজের ছাত্রের রচনা; যৌবনের যে শক্তি বাইরের সার্থকতা না পেয়ে আত্মপরিচয়ের অস্পষ্টতার মধ্যে বিকার পেতে থাকে তার পরিচয়, আমাদের দেশের যৌবন মনস্তত্ত্বের বর্ণনা)

নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত—বার্দ্ধক্য ও যৌবন। (পথিক পত্রিকায় প্রকাশিত, বার্দ্ধক্য ও তারুণ্যের প্রকৃতিগত পার্থক্যের তুলনামূলক আলোচনা)

বীরবল, ছদ্ম—যৌবনে দাও রাজটিকা। (দ্রঃ বাংলাদেশ—প্রগতিবাদ ও রক্ষণশীলতা)

বিজ্ঞাপনী

বীরবল, ছদ্ম—বিজ্ঞাপন রহস্য। (বিভিন্ন গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের ভাষা ও রচনাশৈলীর সরস আলোচনা)

বীরবল

প্রমথ চৌধুরী—বীরবল। (বীরবলের ঐতিহাসিক পরিচয় ও বীরবল ছদ্মনাম গ্রহণের কারণ)

বুদ্ধিবাদ

প্রমথ চৌধুরী—দু-খানি চিঠি (ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে)। (বুদ্ধিবাদ ও বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধতার আলোচনা (দ্রঃ বাংলা কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা)

ভদ্রতা

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—ভদ্রতা।

ভারত—ইতিহাস

রমাপ্রসাদ চন্দ—উত্তরাপথে রাষ্ট্রীয় ঐক্য। (বৈদিক যুগে ভারতের উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা)

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—ভারতবর্ষ (মানসীমূর্ত্তি)। (আত্মচিন্তার মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাসের ক্রমবিকাশ)

ভারত—জাতীয় ঐক্য

প্রমথ চৌধুরী—ভারতবর্ষের ঐক্য। (রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় রচিত একটি ইংরাজী প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের জাতীয় ঐক্যের মূল সূত্র সম্পর্কে আলোচনা)

ভারত—ভূগোল

প্রমথ চৌধুরী—ভারতবর্ষের জিওগ্রাফী।

ভারত—ভ্রমণ ও বিবরণ

লেডি সিলভা—ভারতবর্ষে (সিংহল থেকে নেপাল)। (সিংহল থেকে নেপাল যাত্রার পথে ভারতে থাকাকালীন ভারত, বিশেষ করে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে লেডি সিলভাঁর অভিজ্ঞতা)

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—পুস্তক-প্রশংসা। (যদুনাথ সর্বাধিকারী 'তীর্থভ্রমণ' গ্রন্থের আলোচনা)

ভারত—সভ্যতা ও সংস্কৃতি

দিলীপকুমার রায়—ভ্রাম্যমানের জল্পনা। (ভারত ও ইউরোপের সমাজ, সভ্যতা, আদর্শ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা)

বীরবল, ছদ্ম—ভারতবর্ষ সভ্য কি না? (ভারতবর্ষের সভ্যতা সম্পর্কে উইলিয়ম আর্চারের উক্তির প্রতিবাদ, বিভিন্ন দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির পার্থক্য এবং ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর মন্তব্য)

ভারত—সমুদ্র-যাত্রা

প্রমথ চৌধুরী—সমুদ্র-যাত্রা। (ইন্দুভূষণ মজুমদার রচিত 'মার্কিন-যাত্রা' পুস্তকের ভূমিকা। ভারতবাসীর সমুদ্র-যাত্রা সম্পর্কে ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বিবরণ)

ভারত—স্বাধীনতা সংগ্রাম

আবুল ফজল, ছদ্ম—পত্র। (বীরবলকে)। (সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকার আলোচনা)

জুনিয়র উকিল, ছদ্ম—উকিলের কথা। (দ্রঃ অসহযোগ আন্দোলন)

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—দরিদ্র-নারায়ণায় নমঃ। (দেশে হোমরুল প্রবর্তনের সংগ্রামের পটভূমিকায় সবুজপত্রের বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা ও দরিদ্র-জনসাধারণের এই সংগ্রামে ভূমিকা।

প্রমথ চৌধুরী—আমাদের মতবিরোধ। (দ্রঃ অসহযোগ আন্দোলন)

„ —কংগ্রেসের আইডিয়াল। (দ্রঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস)

„ —কংগ্রেসের দলাদলি। (দ্রঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস)

„ —কৈফিয়ৎ। (দ্রঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস)

„ —টিপ্পনি। (মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার, মহম্মদ আলী গ্রেপ্তার, অসহযোগ আন্দোলনের উপর বক্তব্য)

„ —বাঙালী যুবক ও নন-কো-অপারেশন। (দ্রঃ অসহযোগ আন্দোলন)

„ —সম্পাদকের কথা। (সবুজপত্রে রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশের সমর্থনে এবং রবীন্দ্রনাথের 'চরকা'র সমালোচনার উত্তরে বক্তব্য)

প্রসন্নকুমার সমাদ্দার—পাঠকের কথার জের। (দ্রঃ চরকা আন্দোলন)

„ —বাঙালী যুবক ও নন-কো-অপারেশন (অসহযোগ আন্দোলন ও কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি বাঙালী যুবকের মনের কথা)

(এই রচনাটির মূল বিষয় হবে 'অসহযোগ আন্দোলন' ভ্রমক্রমে এটি বিষয়সূচীতে দেওয়া হয়নি)

„ —বাঙালী যুবকের মনের কথা। (দ্রঃ অসহযোগ আন্দোলন)

বীরবল, ছদ্ম—কথা বচন। (দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর লেখকের টীকা-টিপ্পনি)

„ —কংপন্থা। (দ্রঃ অসহযোগ আন্দোলন)

„ —টীকা-টিপ্পনি। (রিফোর্ম-স্কীমের উপর রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য ও লেখকের মন্তব্য)

„ —পত্র। ৫ম বর্ষ (রিফোর্ম-স্কীম, দেশপ্রেম বনাম রাজনীতি, সাহিত্যিকদের রাজনীতি করার অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা)

„ —পত্র। ৮ম বর্ষ (সমকালীন রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা)

,, —পুরোনো কথা। (a supressed memorial) (বঙ্গ-ভঙ্গের উপর রিজলি সাহেব যে প্রস্তাব এনেছিলেন, সেই বিষয়ে 'গুলিখোর সম্প্রদায়ের' তরফ থেকে বড়লাট কার্জনকে যে চিঠি দেওয়া হয় তার অনুলিপি, সমকালীন রাজনীতিতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা)

,, —রাম ও শ্যাম। (দ্রঃ বাংলাদেশ—রাজনৈতিক অবস্থা)

,, —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। পাঠকের কথা (দ্রঃ চরকা-আন্দোলন)

,, —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চরকা (দ্রঃ চরকা আন্দোলন)

,, —স্বরাজ সাধন। (দ্রঃ চরকা আন্দোলন)

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

প্রমথ চৌধুরী—কংগ্রেসের আইডিয়াল। (১৯০৮ খৃঃ বোম্বাই কংগ্রেসে ঘোষিত প্রস্তাব ও নীতির সমালোচনা)

,, —কংগ্রেসের দলাদলি। (কংগ্রেসে নরম ও চরম পন্থীদের দলাদলি ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য)

,, —কৈফিয়ৎ। (কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচনের সমালোচনা)

,, —দেশের কথা। (সমকালীন রাজনীতি, গণতন্ত্র, স্বায়ত্ত শাসন ইত্যাদি সম্পর্কে তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের মত ও লেখকের মন্তব্য)

,, —বাঙালী পেট্রিয়টিজম। (দ্রঃ বাংলাদেশ—রাজনৈতিক অবস্থা)

,, —বাঙলার কথা। (দ্রঃ অসহযোগ আন্দোলন)

বীরবল, ছদ্ম—টীকা-টিপ্পনি : 'এত্তো বড় কিম্বা কিছু নয়' ৫ম বর্ষ। (রিফোর্ম-স্কীমের উপর রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য ও লেখকের মন্তব্য)

,, —গত কংগ্রেস। (তৎকালীন কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে সমালোচনা ও সরস মন্তব্য)

ভারতীয় সাহিত্য

প্রমথ চৌধুরী—ইণ্ডিয়ান লিটারেচার (ইংরাজীতে)। (Manchester Guardian পত্রিকায় ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে ইংরাজী প্রবন্ধ)

ভ্রমণ ও বিবরণ

(দেশ, স্থান, অঞ্চল ইত্যাদির নির্দিষ্ট নামে দেখুন—)

মনোবিজ্ঞান

বীরবল, ছদ্ম—মনের পথে। (কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের 'মনের পথে' গ্রন্থ সমালোচনায় ফ্রয়েডীয় দর্শন ও তত্ত্বের আলোচনা)

বীরেন্দ্রকুমার বসু—প্রিগ্‌। (কোন মানুষের কোন বিশেষ মনোভাব থাকলে তাকে প্রিগ্‌ বলা যায় এই সম্পর্কে বিশ্লেষণ)

মানবতাবাদ

সুরেশ চক্রবর্তী—যুগলপত্র। (ত্যাগ, মনুষত্ব, মানুষের ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা)

আবুল ফজল, ছদ্ম—পত্র। (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দ্রঃ ভারত—স্বাধীনতা সংগ্রাম)

প্রমথ চৌধুরী—সম্পাদকের নিবেদন। (দ্রঃ চরকা আন্দোলন)

যুদ্ধ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—যুদ্ধের কথা। (যুদ্ধের উৎপত্তি, ফলাফল, মনোস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং মানবমনে যুদ্ধের প্রভাব)

ইন্দিরা দেবী—লেখকের প্রার্থনা। (জিন রিচার্ড ব্লকের "কারনাভাল ইষ্ট মোর্ট" গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের সমস্যার আলোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—ইউরোপের কুরুক্ষেত্র।

„ —নববর্ষ। (যুদ্ধের ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি)

„ —বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ। (মহাসমরের কারণ সম্পর্কে দার্শনিক বিশ্লেষণ)

বীরবল, ছদ্ম—যুদ্ধের কথা। (যুদ্ধের প্রভাব; যুদ্ধ বন্ধ না হওয়ার কারণ ইত্যাদি আলোচনা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—লড়াইয়ের মূল। (যুদ্ধের মূল কারণ সম্পর্কে মতামত)

যৌথ পরিবার

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—যৌথ পরিবার

রম্যরচনা

প্রমথনাথ বিশী—রবি-শস্য

রবীন্দ্র-দর্শন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমার জগৎ। (বিজ্ঞান ও দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা)

„ —কবির কৈফিয়ৎ। (আনন্দই সমস্ত কাজের উৎস। আনন্দ ছাড়া কোন সত্য সৃষ্টি হয় না। জীবনের সবক্ষেত্রে আনন্দেরই প্রকাশ একান্ত প্রয়োজন)

„ —টীকা-টিপ্পনি। (আনন্দ ও সত্যের পারস্পরিক সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা)

রবীন্দ্র-সাহিত্য—সমালোচনা

অবনীনাথ রায়—দিল্লী সহরে ফাল্গুনী। (দিল্লী সহরে অভিনীত 'ফাল্গুনী' নাটকের আলোচনা)

„ —দিল্লীর সম্মিলনী ও ডাকঘর। (দিল্লীতে অভিনীত 'ডাকঘর' নাটকের আলোচনা)

অমিয় চক্রবর্তী—গীতাঞ্জলি ও সত্য-কবিতা। ('অলকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধের সমালোচনার উত্তর)

অরবিন্দ সেন—'ঘরে-বাইরে'। ('ঘরে-বাইরে'র সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বক্তব্য)

আঁদ্রে গীদ—ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকা ; ইন্দিরা দেবী অনূদিত। (আঁদ্রে গীদ গীতাঞ্জলির অনুবাদের ভূমিকায়, কবির কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তার বাংলা অনুবাদ)

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য। (সমকালীন সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির আলোচনা)

প্রমথনাথ বিশী—চিত্রা ও চৈতালী।

„ —চৈতালী।

„ —পদ্মা ও রবীন্দ্রনাথ। (রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদ্মার প্রভাব)

„ —সোনার তরী।

প্রমথ চৌধুরী—রবীন্দ্রনাথ ও টমসন। (টমসনের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য বিচারের সমালোচনা)

„ —ফাল্গুনী (ফরাসী হইতে অনূদিত)। (প্যারিসের 'Nauvelles litteraives' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফাল্গুনী' নাটকের সমালোচনার অনুবাদ)

বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত—দিল্লী সহরে "ফাল্গুনী"। (ফাল্গুনী নাটকের বিশ্লেষণ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমার ধর্ম। (সাহিত্যকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্পর্কে যে সমালোচনা—তার উত্তর প্রসঙ্গে সাহিত্য সাধনায় তাঁর আদর্শ ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে মন্তব্য)

„ —টীকা-টিপ্পনি। (ঘরে-বাইরের সমালোচনার উত্তরে বক্তব্য)

„ —পত্র (প্রমথ চৌধুরীকে) ৫ম বর্ষ। (মানসী কাব্যের আলোচনা)

„ —দুখানি চিঠি (প্রমথ চৌধুরীকে) ৪র্থ বর্ষ। (মেঘদূত ; ছবি ও গান—দুটি কাব্য গ্রন্থে কবির মনোভাব)

সত্যচরণ সরকার—দিল্লী সহরে 'ফাল্গুনী'। (ফাল্গুনী নাটকের বিশ্লেষণ)

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার—গুরু। (অচলায়তনের 'গুরুর' উপর আলোচনা)

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—অচলায়তন। (অচলায়তনের সমালোচনা)

„ —পঞ্চক। (অচলায়তনে পঞ্চকের ভূমিকার আলোচনা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিলীপকুমার রায়—রবীন্দ্রনাথ। (দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুর-সঙ্গীত, শিল্প, চিত্রকলা ইত্যাদি নিয়ে যে আলোচনা—তার স্মৃতিচারণ)

„ —দুখানি ফরাসী চিঠি : রোমাঁ রোলা ও মেটারলিঙ্ক। (ইউরোপে কবিগুরুর খ্যাতি সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা দুই মনীষীর চিঠি)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—আশীর্বচন। (নোবেল প্রাইজ পুরস্কার প্রাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির আশীর্বাদ)

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—অভিনন্দন। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক কবিগুরুকে প্রদত্ত অভিনন্দন—পত্রের প্রতিলিপি)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অভিভাষণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অভিভাষণ। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্বর্ধনা সভায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে কবির নিজস্ব মনোভাবের অভিব্যক্তি)

রাজনৈতিক অধিকার

বিশ্বপত্র, জনৈক—পত্র। (সাম্য, মৈত্রী-স্বাধীনতার উপর আলোচনা)

ক্রমশঃ

Cumulative index of the Sabujpatra (3)

Compiled by : Gita Mitra & Priti Mitra

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

'Documentation, Indexing ও Abstracting'র উপর 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। এই সম্পর্কে রচনাদি আগামী ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালের মধ্যে সম্পাদকের নিকট পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। ইংরাজী রচনা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

পত্রিকা পর্যালোচনা

সহযোগীদের পত্রিকা 'অনুভব'

হাওড়ার নিজ বালিয়া সবুজ গ্রন্থাগারের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনে আমরা পেয়েছি। বর্তমানে তাঁদের কর্মপন্থাকে সাফল্যের উজ্জ্বলতায় সাক্ষরিত করার জন্য তাঁরা ২৫শে বৈশাখ মাসিক পত্রিকা 'অনুভব' প্রকাশ করেছেন। সাইক্লোষ্টাইল করা ২ পৃষ্ঠার এই পত্রিকার কয়েক সংখ্যা আমরা পেয়েছি। গ্রাম বাংলাকে সেবা করার জন্য গ্রামের গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজনীয়তা ও গ্রন্থাগারগুলির জন-সংযোগের কাজকে বিভিন্নভাবে মূল্যায়িত করার চেষ্টা সবুজ গ্রন্থাগার করেছে। তার মধ্যে এই পত্রিকা প্রকাশ তার আর একটি মূল্যবান প্রচেষ্টা। তাদের ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ঘোষণা করা হয়েছে "আমরা বিশ্বাস করি পল্লী বাংলায় এখনো সৎ পরিশ্রমী এবং হৃদয়বান সমাজকর্মী আছেন, এবং তাদের দরদটান ভালবাসা আছে গ্রামের প্রতি……আমরা তাদের কথা শুনব বলে আমাদের নবগৃহের দরজার ঢুটি পাল্লাই অবারিত উন্মুক্ত করে রাখলাম।" অনুভবের ঢুটি পৃষ্ঠার উন্মুক্ত ঢুয়ারের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রামের জনগণের যে যোগাযোগ হবে, তাতে গ্রন্থাগারের প্রকৃত আদর্শ সার্থক হবে—এই আমাদের বিশ্বাস। পত্রিকায় নিজবালিয়া গ্রামের প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস পুনরুদ্ধার ও প্রকাশ, বর্তমান খবরাখবর গ্রন্থাগার সংবাদ, এবং হাতে আঁকা কার্টুন, চিত্র, এমনকি সচিত্র বিজ্ঞাপন আছে। রেখাচিত্র ও বিজ্ঞাপনের অভিনবত্ব এবং রচনাদি পরিবেশনা পদ্ধতি সত্যই প্রশংসনীয়। সম্পাদক বিমলকুমার মাইতিকে এই জন্য সাধুবাদ জানাই। আশাকরি ৫ পয়সা দামের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা কালে জনগন ও পত্রিকার উদ্যোক্তাদের একান্ত আগ্রহে মুদ্রিত সাময়িক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী

সম্প্রতিকালে প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য পুস্তক

স্বদেশে

১। এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে বাংলা মুদ্রিত পুস্তক স্থচী ; শিবদাস চৌধুরী সঙ্কলিত। কলিঃ, এসিয়াটিক সোসাইটি, ৩১৮ পৃঃ মূল্য ২০ টাঃ।

এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংগৃহীত বাংলা পুস্তক ও সাময়িক পত্রের তালিকা। এই গ্রন্থপঞ্জীটিতে গ্রন্থের লেখকস্থচী, আখ্যাস্থচী, সামগ্রিক লেখকস্থচী পত্রিকাস্থচী আছে। পত্রিকাগুলি মূল বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং পত্রিকার রচনাপঞ্জীর একটি বর্ণানুক্রমিক

তালিকা দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থসূচী ও বর্ণানুক্রমিক কোন বিষয়সূচী নেই। বাংলা সাময়িক পত্রের এই নির্ঘণ্ট পূর্ণাঙ্গ না হলেও অত্যন্ত মূল্যবান। বাংলা গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

২। **Education for librarianship and librarianship for education. Madras, British Council, 1969.**

বৃটিশ কাউন্সিল শিক্ষার জন্য গ্রন্থাগারিকতা এবং গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির জন্য শিক্ষা—এই পর্যায়ে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। এই আলোচনা চক্রে ১১টি লিখিত প্রবন্ধে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এই গ্রন্থটি সেই প্রবন্ধ সঙ্কলন। এই গ্রন্থে **Rethinking of library education** নামে **S. R. Ranganathen**এর একটি লেখা আছে।

৩। **Facet social conrrol and nationalisation of banks in India, by Mohinder Singh. Ahmedbad, Balgovind Prakashan, 1970. 136p. Rs. 15 00.**

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় উপর একটি মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জী। ব্যাঙ্ক শিল্প সম্পর্কে উৎসুক ছাত্র, গবেষক, ও শিক্ষাবিদদের পক্ষে প্রয়োজনীয় টীকা ও পরিচয়াদি সহ ৪৫৯টি গ্রন্থের সূচী আছে। বর্ণানুক্রমিকভাবে ১৯৬৪—১৯৭০ পর্যন্ত প্রত্যেক বছরের জন্য পৃথকভাবে তালিকাভুক্ত। বিষয়সূচী, লেখক ও আখ্যাসূচী এবং একটি পৃথক পত্রিকাসূচী আছে।

৪। **Fundamentals of Special Librarianship and documentation, by A. K. Mukherjee (IASLIC manual no 1). Calcutta, IASLIC. 1969. 275p. Rs. 35·00**

বিশেষ গ্রন্থাগারের লক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থে করা হয়েছে। এর মুখবন্ধ লিখেছেন শ্রীরঙ্গনাথন। গ্রন্থে ১৬টি পরিচ্ছেদ আছে। ৫টি পরিচ্ছেদ বিশেষ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এবং অন্যগুলি documentation, abstracting indexing Punch-card reprography ইত্যাদি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আধুনিকতম দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নয়পৃষ্ঠাব্যাপী একটি গ্রন্থপঞ্জী অত্যন্ত মূল্যবান।

বিদেশে

৫। **Authors and titles : an analytical study of the auther concept in codes of cataloguing rules in English language, from that of the British Museum in 1841, to the Anglo-American cataloguing rules 1967, by J. A. Tait. London, Clive Bingley, 1969. 154p. 50s.**

লেখক ও আখ্যাসূচীর উপর এ পর্যন্ত যত নিয়ম তৈরী হয়েছে তার প্রত্যেকটি যথাক্রমে উদাহরণ সহযোগে আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে লেখকসূচীর প্রয়োজনীয়তা, মধ্যযুগ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত লেখকসূচী সম্বন্ধে বিভিন্ন স্তরে ক্রমাগত পরিবর্তন ও কার্যকারিতা

সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক সমীক্ষা ও পরিবেশে কম্পিউটার ও ক্যাটালগের পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা আছে।

৬। Bibliographical Services throughout the world 1960—64, by P. Avicenne. UNESCO. 1969. 228p. $ 5·00.

Miss L. N. Malcles এবং Mr. R. L. Collison সমীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্বের গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথমভাগে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ৯টি বিভাগে ভাগ করে সমীক্ষা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে ৮৩টি দেশের গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের সার্থকতা সমীক্ষা করা হয়েছে। বর্ণানুক্রমিকভাবে দেশের নাম তালিকাভুক্ত করে নিম্নলিখিত কটি বিষয়ে ভাগ করা হয়েছে—জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী কমিশন, গ্রন্থাগারের পারস্পরিক বিনিময় প্রকল্প, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন, গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন শিক্ষা ইত্যাদি।

৭। (A) Chronology of Printing, by Colin Clair. Pracger, 1969. 228p. $ 12·50.

প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রিন্টিং শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ঘটনাপঞ্জী। শিল্প-ব্যবসায় জড়িত বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যু। একটি মূল্যবান সূচী। ১৪০০০ উপর রেফারেন্স আছে।

৮। (The) Economics of book storage in College & University Libraries, by Ralph E. Ellsworth. Metuchen, Scarecrow, 1969. 135p. $ 4·00.

যে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থের ক্রমবর্দ্ধমান বৃদ্ধিতে চিন্তিত, তাদের পক্ষে এই বইখানির বিভিন্ন অভিমত বিশেষ মূল্যবান। বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থ রাখার ব্যবস্থা, তার ব্যয় ইত্যাদি আলোচনা ও মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয়েছে।

৯। Public Library movement in Baroda, 1901—1949 ; a doctoral dissetation, Columbia University. Columbia, International Library Center, 1969. 384p. $ 18·00.

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারত-আমেরিকার সহযোগিতার বিস্তৃত বিবরণ, বরোদার গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিস্তৃত তথ্য এবং গ্রন্থাগার জগতে বরোদার অবদান। মোট ৭টি পরিচ্ছেদ। কালানুসারে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস, আন্দোলনের উদ্যোক্তা Borden, Cadilkar, Dutt, Waakins। এদের প্রত্যেকের উপর পৃথক পরিচ্ছেদ।

Recent important publications in library science.

পরিষদ কথা

॥ বার্ষিক সাধারণ সভা ॥

গত ২রা অক্টোবর, ১৯৭০ অপরাহ্ন ৪॥০ ঘটিকায় পরিষদ সভাপতি শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১০২ জন সদস্যের উপস্থিতিতে পরিষদ ভবনে বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রারম্ভে কাজী আবদুল ওদুদ, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী, নিরঞ্জন মৈত্রেয়, আত্রেয়ী মণ্ডল ও হিমানী ঘোষের মৃত্যুতে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অতঃপর সভায় গত ১৯৬৯ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ করেন পরিষদ কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং ঐ বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরে গত ১৯৬৯ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন কর্মসচিব শ্রী রায়চৌধুরী। মুদ্রিত কার্যবিবরণীতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটার দিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সময়মত বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজনে বিলম্ব হওয়ার কারণ হিসাবে বলেন যে পরিষদের স্থান পরিবর্তন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিতিশীলতা এবং সর্বোপরি পরিষদের হিসাব রক্ষকের অভাবেই এই বিলম্ব। তিনি আশ্বাস দেন পরবর্তী সভা যাতে সময়মত করা যায় তার জন্য তিনি সচেষ্ট হবেন। ক্ষোভের সঙ্গে কর্মসচিব জানান, গ্রন্থাগারিকতায় নিযুক্ত থাকা সত্বেও বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আজও পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেননি, এমনকি যাঁরা পরিষদ সদস্য তাঁরাও যথাযথ ভাবে গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণ করেন না।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে **শ্রীসুশীলবিহারী গুহ** বলেন যে সংগঠন উপসমিতির আরও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকা প্রয়োজন এবং পরিষদের নথীপত্রাদিও ঠিকমত রাখা প্রয়োজন। এই বক্তব্যের উত্তরে সংগঠন উপসমিতির কর্মসচিব **শ্রীসত্যব্রত সেন** জানান প্রচুর সংখ্যক সদস্য থাকার ফলে সভাতে সকলে উপস্থিত না থাকায় খুব অসুবিধার সৃষ্টি হয়। নথীপত্রের সম্পর্কে বলেন সংশ্লিষ্ট নথীপত্রাদি পরে গ্রন্থাগার পরিষদেই পাওয়া যায়। পরিষদের সহকর্মসচিব **শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল**, গ্রন্থাগার আন্দোলনে সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সহ সম্পাদিকা শ্রীমতি **গীতা মিত্র** বলেন, 'গ্রন্থাগার ও প্রকাশন উপসমিতি' স্বতন্ত্র করা হলেও প্রকাশন উপ-সমিতির কাজ 'গ্রন্থাগার পত্রিকা' উপসমিতিকে করতে হয়, এ ছাড়াও তিনি বলেন প্রকাশন সমিতি ও আরও কয়েকটি উপসমিতি রয়েছে যাঁরা প্রকৃতপক্ষে কোন কাজই করেন নি, সেই সব উপসমিতিকে জিইয়ে রাখা সম্পর্কে তিনি নতুন করে পরিষদকে ভাবতে অনুরোধ করেন।

শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন নিয়মিত সভা করলেই সব সময় কাজ হয় না, কাজের আকাঙ্ক্ষা থাকলে ঘরে বসেও করা যায়। প্রচার ও জনসংযোগ অধিকর্তা গত বৎসরে কি কাজ করেছেন তা জানতে চান **শ্রীশশাঙ্কমোহন বাগচী**।

বিভিন্ন বক্তার প্রশ্নের উত্তরে **শ্রীফণিভূষণ রায়** সদস্য চাঁদা আদায়ের প্রশ্নে বলেন অন্যের মাধ্যমে চাঁদা জমা দেওয়া অপেক্ষা সরাসরি চাঁদা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, অন্যথায় অনেক চাঁদাই ঠিকমত জমা পড়ে না। গ্রন্থাগার আন্দোলনে প্রত্যেকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ প্রসঙ্গে শ্রী রায় বলেন, গ্রন্থাগারকে যদি জনজীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ করে তোলা যায় তবেই প্রত্যেকে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন হবে। পরিশেষে কর্মসচিব সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে বলেন সংগঠনকে শক্তিশালী করতে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সভায় বার্ষিক কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর ১৯৬৯ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**। পরিষদ ভবন নির্মাণ তহবিলে পরিষদের শিক্ষকবৃন্দের দেয় অর্থের পরিমাণ জানতে চান **শ্রীমৃনালবিহারী ঘোষ**। পরিষদের হিসাব বই থেকে কোষাধ্যক্ষ এই তথ্য সভায় জানান। এই সভা ১৯৬৯ সালের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করে।

শ্রীদিলীপকুমার মিত্র রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একখানি প্রতিকৃতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে দান করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে এই প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পরিষদের অন্যতম সহসভাপতি শ্রী**সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়**। এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে শ্রী চট্টোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিভিন্ন গুণাবলীর প্রতি আলোকপাত করেন। প্রাচীন পুঁথিসমূহকে পাঠযোগ্য করে তোলা এবং গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজেন্দ্রলালের স্মৃতিচারণ করে শ্রী**বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়** একথা জানান। নিরহঙ্কারী, নিরলস পরিশ্রমী ও প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ সাধনের পথিকৃৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে আরও তথ্য জানান তাঁরই বংশধর শ্রী**দিলীপকুমার মিত্র**।

অতঃপর পরিষদের বার্ষিক নির্বাচন পর্ব শুরু হয়। সহসভাপতি পদে ৬টি মনোনয়ন পত্র আসায় শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাম সহসভাপতি পদের প্রার্থী থেকে প্রত্যাহার করেন এবং এই প্রত্যাহার সভাপতি অনুমোদন করেন। প্রতিষ্ঠানগত কাউন্সিল সদস্যদের উপযুক্ত সংখ্যক মনোনয়ন পত্র না আসায় পরিষদ কর্মসচিব কয়েকটি নাম প্রস্তাব করেন এবং শ্রীচঞ্চলকুমার সেনের ঐ প্রস্তাব সমর্থনে এবং সভার সর্বসম্মতিতে ঐ প্রতিষ্ঠানিক সদস্যগণ কাউন্সিল সদস্যরূপে নির্বাচিত হন।

ব্যক্তিগত কাউন্সিল সদস্য নির্বাচনে ১৫টি আসনের জন্য ২৩টি মনোনয়ন পত্র জমা পড়ে কিন্তু সভায় সভাপতির অনুমোদন নিয়ে সর্বশ্রী মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, শম্ভুনাথ পাল ও তপন সেনগুপ্ত তাঁদের প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করেন। মোট আসন অপেক্ষা

অধিক সংখ্যক প্রার্থী থাকায় 'গোপন ব্যালটের' মাধ্যমে ব্যক্তিগত কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন পরিচালনা করেন শ্রীদিলীপকুমার বসু।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার অবসরে ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের রচয়িতাকে তিনকড়ি দত্ত স্মৃতি পদক প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা করেন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক **শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**। শ্রীচট্টোপাধ্যায় জানান যে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি ১৩৭৫ সালের পদক সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে না আসায় ঐ সম্পর্কে পরবর্তী সাধারণ সভায় ফলাফল জানান হবে। বিচারকগণের রায় অনুযায়ী তিনি জানান যে ১৩৭৪ সালের ফাগুন সংখ্যা 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্তসার ও সংক্ষিপ্তসার পত্রিকা' প্রবন্ধের রচয়িতা **শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী** শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসাবে তিনকড়ি দত্ত স্মৃতি পদক পাবেন। শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী সভাপতির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

মনোনয়ন পত্র এবং নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৭০ সালের সম্পূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়।

সভাপতি : শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সহ সভাপতিবৃন্দ : সর্বশ্রী অনাথবন্ধু দত্ত, প্রমীলচন্দ্র বসু, ফণিভূষণ রায়, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় এবং সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কর্মসচিব : শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী　　যুগ্ম কর্মসচিব : শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল

সহ কর্মসচিব : „ অরুণকুমার রায়　　কোষাধ্যক্ষ : „ পূর্ণেন্দু প্রামানিক

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা : শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিক : শ্রীহিরণকুমার দত্ত

ব্যক্তিগত কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী কালীপ্রসাদ, কিরণকুমার ভট্টাচার্য, গীতা মিত্র, চঞ্চলকুমার সেন, দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, বাণী বসু, বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, রামকৃষ্ণ সাহা, হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, শুভ্রাংশুকুমার মিত্র, সত্যব্রত সেন, সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সদস্য : **কলিকাতা**—(১) মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী (২) শিশির স্মৃতি পাঠাগার (৩) কানাই স্মৃতি পাঠাগার (৪) চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার (৫) শৈলেশ্বর লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রি রিডিং রুম।

চব্বিশপরগণা : (১) চনক পাঠাগার, তালপুকুর (২) চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিষ্ণানগর (৩) তারাগুনিয়া বীণাপানী পাঠাগার, তারাগুনিয়া।

জলপাইগুড়ি : মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড ক্লাব, মেটেলী।

নদীয়া : নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, ঘূর্ণি, কৃষ্ণনগর।

পশ্চিম দিনাজপুর : জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট।

পুরুলিয়া : বিবেকানন্দ পাঠাগার, কাটিকা।

বর্ধমান : (১) জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম।
(২) সত্যময় সাধারণ পাঠাগার, কালনা।
বাঁকুড়া : ধ্রুব সংহতি, বালসী।
বীরভূম : কীর্ণাহার রবীন্দ্রস্মৃতি সমিতি, কীর্ণাহার।
মালদহ : প্রগতি সংঘ, ঋষিপুর, গৌড়মারী।
মেদিনীপুর : মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক।
মুর্শিদাবাদ : কাগ্রাম নবারুণ সংঘ পাঠাগার, কাগ্রাম।
হাওড়া : (১) বিবেকানন্দ পাঠাগার, ঘুস্থড়ী।
(২) সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া।
হুগলী : (১) গরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী, গরলগাছা।
(২) গোস্বামী মালীপাড়া সাধারণ পাঠাগার।

প্রতিষ্ঠানগত প্রতিনিধি

১। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি ২। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ৪। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ৫। জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ৬। পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন ৭। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ ৮। বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশন সভা, কলিকাতা ৯। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১০। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ১১। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, শান্তি-নিকেতন ১২। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ১৩। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ১৪। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ১৫। শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

কাউন্সিল সভা

গত ২৫শে অক্টোবর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে গত সাধারণ সভায় নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্যের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। সভা আরম্ভের পর কর্মসচিব গত কাউন্সিল সভার বিবরণী পাঠ করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর কর্মসচিব গত সাধারণ সভারও বিবরণী পাঠ করেন এবং তাহাও সদস্যগণের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ব্যক্তিগত কাউন্সিল সদস্যগণের মধ্য থেকে কার্যকরী সদস্য নির্বাচনের জন্য কর্মসচিব ৭ জন সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন এবং শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য তা সমর্থন করেন। বিকল্প কোন প্রার্থী না থাকায় এবং সভার সম্মতিক্রমে সর্বশ্রী গীতা মিত্র, চঞ্চলকুমার সেন, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, সত্যব্রত সেন, সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৌমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় পরিষদের কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হন।

অতঃপর কর্মসচিব প্রস্তাব রাখেন যে গত এক বৎসরের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত ৭টি উপসমিতি (Standing Committee) ও ২টি অস্থায়ী উপসমিতি (Sub-Committee) গঠন করা প্রয়োজন। তিনি 'গ্রন্থাগার পত্রিকা' ও 'প্রকাশন' উপসমিতি দুটিকে এক করে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এই সব সমিতি গঠনের পূর্বে প্রত্যেক সমিতির দায়দায়িত্ব (Terms of Reference) নির্দিষ্ট করে দেওয়ার প্রস্তাব দেন শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন পরিষদের বিভিন্ন সমিতির নামাকরণের মাধ্যমেই তাদের দায়দায়িত্ব নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়াও পরিষদ গত বৎসর এবং আগামী বৎসরের জন্যও কয়েকটি কর্মসূচী বিভিন্ন সমিতির সামনে রেখেছেন—সব মিলিয়ে নতুন করে বর্তমান সভায় প্রত্যেক সমিতির দায়দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সভাপতি বলেন প্রত্যেক সমিতি সংশ্লিষ্ট সমিতির সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করে নিজেদের কর্মসূচী ও দায়দায়িত্ব কাউন্সিল সভায় পেশ করবেন। তিনি পরিষদের পক্ষ থেকে প্রকাশনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিভিন্ন উপসমিতি ও অস্থায়ী উপসমিতি গঠনের প্রাক্কালে কর্মসচিব জানান যে পরিষদের সংবিধান অনুযায়ী পরিষদের সভাপতি, কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ এবং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সম্পাদক পদাধিকার বলে প্রত্যেক সমিতির সদস্য; এবং পরিষদের গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ সমিতির সদস্য।

অতঃপর কর্মসচিবের প্রস্তাবক্রমে এবং সভাস্থ সকলের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত উপসমিতি এবং অস্থায়ী উপসমিতি গঠন করা হয়।

গৃহনির্মাণ উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্মসচিব : শ্রীঅরুণকুমার রায়

সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী গোবিন্দ মল্লিক, চঞ্চলকুমার সেন, তপন সেনগুপ্ত এবং সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীমতি বাণী বসু গ্রন্থাগারিক ও কর্মসচিব : শ্রীহিরণকুমার দত্ত

সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী অরুণকুমার রায়, অশোক বসু, কালীপ্রসাদ এবং পরিষদের সহ গ্রন্থাগারিক

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা ও প্রকাশন উপসমিতি

সভাপতি : ডঃ আদিত্য ওহদেদার

সম্পাদক ও কর্মসচিব : শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহ সম্পাদিকা : শ্রীমতি গীতা মিত্র

সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী অমিতা রায়চৌধুরী, ঊষা গুহঠাকুরতা, কিরণ ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু দে এবং সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীদ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত কর্মসচিব : শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী অরুণকুমার রায়, কিরণ ভট্টাচার্য, জ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্ত, তুষারকান্তি সান্যাল, প্রবীর দে, বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ কোলে, মঞ্জরী বসু, রামকৃষ্ণ সাহা, হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, শশাঙ্কমোহন বাগচী, শুভ্রাংশু মিত্র ও সত্যব্রত সেন

সংগঠন ও সংযোগ উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মসচিব : শ্রীসত্যব্রত সেন

সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী অনিল দত্ত, অশোক বসু, কালীপ্রসাদ, কিরণ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা দত্ত, গোবিন্দ মল্লিক, তুষারকান্তি সান্যাল, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, নিতাই বসু, প্রদীপ চৌধুরী, প্রণত মুখোপাধ্যায়, প্রবীর দে, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ সাহা, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, শঙ্কর সান্যাল, শিবেন্দু মান্না, শুভ্রাংশু মিত্র, শ্যামল সরদার, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুনীলভূষণ গুহ

অর্থবিষয়ক উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্মসচিব : শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামানিক

সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণিভূষণ রায় এবং সত্যব্রত সেন

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি

সভাপতি এবং পরিচালক : শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু কর্মসচিব : শ্রীচঞ্চলকুমার সেন

সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী অশোক বসু, তপন সেনগুপ্ত, তুষারকান্তি সান্যাল, নচিকেতা মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়; ফণিভূষণ রায়, বিজয় সেনগুপ্ত, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, হিরণকুমার দত্ত এবং শান্তিপদ ভট্টাচার্য

সংবিধান সংশোধন অস্থায়ী উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীফণিভূষণ রায় আহ্বায়ক : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় এবং সত্যব্রত সেন

গ্রন্থাগার পত্রী অস্থায়ী উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী আহ্বায়ক : শ্রীঅরুণকুমার রায়

সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী অশোক বসু, কিরণ ভট্টাচার্য, তুষারকান্তি সান্যাল, বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ সাহা এবং সত্যব্রত সেন

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে সর্বশ্রী অনিল দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর দে, মঞ্জরী বসু এবং রমলা মজুমদার, সর্বসমর্থনে কাউন্সিল সদস্যরূপে মনোনীত হন। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সহ সম্পাদকের পদে শ্রীমতি গীতা মিত্রের নাম প্রস্তাব করেন শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী এবং শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীমতি গীতা মিত্র মনোনীতা হন।

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন সংগঠন ও সংযোগ উপসমিতিকে 'গ্রন্থাগার দিবস' ও বার্ষিক সম্মেলন সংগঠনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলে ভাল হয়। শ্রীনিতাই বসু বলেন যে গ্রন্থাগারের অপরিসীম মূল্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। জনজীবনে গ্রন্থাগারের রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আগামী বৎসরের হিসাব পরীক্ষক হিসাবে জর্জরিডের নাম প্রস্তাব করেন কর্মসচিব এবং উক্ত সংস্থাকে সর্বমোট ২৫০ টাকা সাম্মানিক পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন এবং তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরিষদের কর্মসূচীর জন্য কর্মসচিব প্রস্তাব দেন যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্মশতবার্ষিকীতে কলকাতায় নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি নিয়ে একটি তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা হোক। গ্রন্থাগার ভবন থেকে পৌরকর প্রত্যাহার করা হোক এবং বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত অনুদান দেওয়া হোক। শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন চিত্তরঞ্জনের চিন্তাধারা সম্পর্কে জনমত গঠন করার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিকে আহ্বান জানানো হোক।

কর্মসচিবের প্রস্তাবক্রমে রজত জয়ন্তী গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রস্তুতি বাবদ প্রারম্ভিক খরচ পাঁচশত টাকা বরাদ্দ করা হয়। তিনি আগামী ২৮ নভেম্বর বিপিনচন্দ্র পাল পরিষদ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম উদ্যোগে আয়োজিত বিপিনচন্দ্র পাল ১১২তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আহ্বান জানান। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের ইতিহাস গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশ করা হোক, শ্রীনিতাই বসুর এই প্রস্তাবের উত্তরে গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে ইতিমধ্যেই অনুরূপ তিনটি গ্রন্থাগারের ইতিহাস গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে।

অতঃপর সভাপতি ও উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে নবনির্বাচিত কাউন্সিল সভার কার্য শেষ হয়।

প্রতিবেদক : তুষারকান্তি সান্যাল।

Association Notes.

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার

পোঃ জাড়গ্রাম, জেলা বর্ধমান

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জাড়গ্রামে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল। বহু মূল্যবান পুস্তক থাকলেও বিবেচক কর্মীর অভাবে তা বিলুপ্ত হয়। তারপর ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামের কয়েকজন ছাত্র ২৫ খানি চেয়ে আনা পুস্তক নিয়ে ৺মন্মথনাথ বসুর বহির্বাটিতে একটি দেওয়াল আলমারিতে পাঠাগারের সূচনা করেন। তারপর ছাত্রবৃন্দ পুস্তক ও অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। এদিকে ৺মন্মথনাথ বসু, ৺মাখনলাল দে, ৺জানকীনাথ দে প্রভৃতি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উৎসাহ দিয়েও নানাভাবে তাদের সাহায্য করতে লাগলেন। এই মাখনলাল দে ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক ঋষিকল্প ব্যক্তি ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অবশেষে ১৯২১ (বঙ্গাব্দ ১৩২৮) ৪ঠা জুলাই জনসাধারণ এক সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে আদর্শচরিত্র মাখনলাল দে মহাশয়ের স্মৃতি জাগরূক রাখবার জন্য পাঠাগারের নাম রাখেন "জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার"। সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠাগারটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে কর্মীবৃন্দ ৺মাখনবাবুর সাহায্যে গ্রামের অন্যত্র উঠে যাওয়া প্রাইমারী স্কুলের ঘরখানি সংস্কার সাধন করেন। প্রতিষ্ঠা দিবসে ৺মন্মথবাবুর বৈঠকখানা হতে পাঠাগারটি স্থানান্তরিত করে স্থায়ীভাবে সেই ঘরে স্থাপিত করা হয়।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই গ্রন্থাগারটি পশ্চিম বংগ সরকারের রুর‍্যাল লাইব্রেরীতে পরিণত হয়েছে। পাঠাগারের নূতন ভবন নির্মাণের জন্য পঃ বঃ সরকার এককালীন তিনহাজার টাকা দিয়েছিলেন। এই টাকায় ও গ্রামবাসীদের অর্থানুকুল্যে একটি নূতন ভবন নির্মিত হয়েছে। নাগপুর ও বেরারের অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ এবং ধর এস্টেটের চীফ্ জাষ্টিস রায় বাহাদুর ৺গোষ্ঠবিহারী দের প্রদত্ত তিনহাজার টাকা ও গ্রামবাসীদের সাহায্যে পুরানো বাড়ীটি নূতনভাবে নির্মিত হয়েছে, এখন এটির নাম "গোষ্ঠবিহারী ভবন।" বর্তমানে উভয় ভবনেই পাঠাগারের বিভিন্ন বিভাগের কাজ চলছে। পাঠাগারের "নিঃশুল্ক পাঠ কক্ষে" পত্রপত্রিকা ও পুস্তক পাঠের বিচিত্র আয়োজন আছে। সভ্যদের চাঁদার হার শ্রেণী হিসাবে মাসিক পঁচিশ ও পঞ্চাশ পয়সা। স্থানীয় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয় না। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৬ সাল থেকে "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের" সঙ্গে যুক্ত আছে।

পাঠাগারের প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিউজিয়মে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা এটিকে গবেষণা-গ্রন্থাগারে পরিণত করেছে।

পাঠাগারে রক্ষিত প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :--

১২৩৫ সালের ভুবন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের হাতে লেখা "চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবত";

১২৩৩ সালের ছাপা শ্রীমদ্ভাগবত সার (মাধবাচার্য্য রচিত), ১২৪৭ সালে ছাপা "শিশু সেবধি", ১২৯৯ সালের "পদ কল্পতরু" (জগন্নাথ দাস); বসুমতী প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত "উপন্যাসভাণ্ডার", ১২৮৭ সালের নাটক, ১২৯১ সালের এক পৃষ্ঠায় ছাপা পঞ্জিকা "এন্ অ্যাটলাস অব হিন্দু এট্রনমি", পপুলার এড়িষান এসিয়াটিক রিসার্চের (১৭৭৪—১৭৭৮); "বঙ্গদর্শন", "ভারতী", "প্রচার", "অবসর", সবুজ-পত্র" (তালিকা দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রিকায় গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ। কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি পুঁথিও সংগৃহীত আছে।

পাঠাগারের "দরিদ্র ভাণ্ডার" হতে গরীব ও দুঃস্থজনকে সাহায্য করা হয়। ব্যায়াম বিভাগের পরিচালনায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসর পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে যে স্থানে যুদ্ধ হয়েছিল তার ফটো (মুদ্রিত) সংগৃহীত আছে। বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ও মুসলমান রাজের কয়েকটি মুদ্রা (আকবরের সময়কার) মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। বিদেশের ডাকটিকিট ও নোটও সংগ্রহ করা হয়েছে। পাঠাগারে রক্ষিত সাময়িক পত্রের তালিকা দেওয়া হল।

পাঠাগারে সাময়িক পত্রের তালিকা

ছেলেদের মাসিক পত্রিকা

১। শুকতারা ১৩৫৬—৭৬, ২। শিশুসাথী ১৩৫৮—৭৬, ৩। পাঠশালা ১৩৪৮—৬৫, ৪। কিশোর বাংলা ১৩৪৯—৫৯, ৫। রংমশাল ১৩৪৮—৫৪, ৬। কৈশরক ১৩৪৮—৫২, ৭। খেলাধুলা ১৩৫৪—৬৮, ৮। ব্যায়াম ১৩৫৫—৫৯, ৯। মৌচাক ১৩৫১—৬৩, ১০। তরুণের স্বপ্ন ১৩৫৮ মাত্র, ১১। জনশিক্ষা ১৩৫৭—৬৬, ১২। সন্দেশ ১৩৬৮—৭৬, ১৩। রোশনাই ১৩৭৩—৭৬, ১৪। কিশোর ভারতী ১৩৭৬ মাত্র।

বড়দের মাসিক পত্র

১৫। বসুমতী ১৩২৯—৭৬, ১৬। ভারতবর্ষ ১৩২৬—৭৬, ১৭। প্রবাসী ১৩২২—৭৬, ১৮। শনিবারের চিঠি ১৩৪৬—৭৬, ১৯। উদ্বোধন ১৩৪৪—মাঘ হতে চৈত্র, ১৩৪৫—১২ খানি, ১৩৪৬—বৈশাখ হতে মাঘ, ১৩৪৭—বৈশাখ হতে পৌষ, ২০। বঙ্গদর্শন ১২৮১—৮২, ১২৮৫—১২ খানি, ১২৮৭—১২ খানি, ১৩৫৪—শ্রাবণ হতে চৈত্র, ১৩৫৫—বৈশাখ হতে অগ্রহায়ণ, ২১। ভারতী ১২৮৫—বৈশাখ ১০টি ও চৈত্র ১০টি, ১২৮৮—১২ খানি, ১২৯৩—১২ খানি, ১২৯৪—১২ খানি, ১২৯৫—১২ খানি, ১২৯৬—১২ খানি, ১২৯৯—আষাঢ় হতে চৈত্র, ২২। গ্রামের ডাক—১৩৫৭—শ্রাবণ হতে চৈত্র, ১৩৫৮—বৈশাখ হতে কার্ত্তিক নির্ব্বাচন সংখ্যা, ১৩৫৮—আশ্বিন গ্রন্থাগার সংখ্যা, ১৩৫৯—ভাদ্র ও আশ্বিন গ্রন্থাগার সংখ্যা, ২৩। কর্ম্মযোগিন ১৩১৬—অগ্রহায়ণ,

পৌষ ১টি, ২৪। জন্মভূমি ১২৯৭—পৌষ হতে চৈত্র, ১২৯৮—বৈশাখ হতে অগ্রহায়ণ, ২৫। অবসর ১৩১২—আশ্বিন হতে চৈত্র, ১৩১৩—বৈশাখ হতে ভাদ্র, ২৬। সাহিত্য সংবাদ ১৩২৪—শ্রাবণ হতে চৈত্র, ১৩২৫—আষাঢ়, ২৭। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৫০—১টী, ১৩৫৮—১টী, ১৩৫৯—১টী, ২৮। মাধুরী ১৩২৬—আষাঢ় হতে পৌষ, ২৯। প্রচার ১২৯২—১টী, ১২৯৩—১টী, ৩০। মানসী ১৩২০—ফাল্গুন, ১৩২১—বৈশাখ হতে আষাঢ় ও শ্রাবন, ৩১। সবুজপত্র ১৩২১—কার্ত্তিক হতে মাঘ ও চৈত্র, ৩২। কৃষি কথা ১৩৪৫—৪৭, ৩৩। পাঠাগার (বড়) ১৩৪৮—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯—শ্রাবণ, ৩৪। পাঠাগার (ছোট) ১৩৪৮—১ খানি, ৩৫। গ্রন্থাগার ১৩৬৩—৭৬, ৩৬। গল্পভারতী ১৩৫৭—মাঘ হতে চৈত্র, ১৩৫৮—চৈত্র, ১৩৫৯—বৈশাখ ও আশ্বিন, পৌষ হতে চৈত্র, ১৩৬০—বৈশাখ হতে আষাঢ় ও ভাদ্র, কার্ত্তিক হতে ফাল্গুন, ১৩৬১—বৈশাখ হতে শ্রাবণ, ৩৭। আলোচনা ১৩৫৮—ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৫৯—বৈশাখ হতে চৈত্র, ১৩৬০—৬৪ ৩৮। যোগিসখা ১৩৬৪—১টি, তিলক ১৩৬৪—৯টি, জয়শ্রী ১৩৬৪—১টি, ৩৯। যুগবাণী ১৩৬৫—৬৯, ৪০। হিন্দী চাঁদ ১৩১৩—আগষ্ট হতে ডিসেম্বর ১৯২৬, ১৩২৪—জানুয়ারী হতে জুন, ১৩২৭—১ খানি, ৪১। হিন্দী পশ্চিম বংগাল—১৩৪৭, ৪২। আর্য্যশাস্ত্র ১৩৬৯—৭৬, ৪৩। গ্রাম বাংলা ১৩৬৫—জ্যৈষ্ঠ হতে অগ্রহায়ণ, ৪৪। বাংলার শক্তি ১৩৫৫—শ্রাবণ হতে আশ্বিন, ১৩৬৫—বৈশাখ হতে শ্রাবণ, ৪৫। স্বদেশ ও শিল্প ১৩৬২—৬৩, ৪৬। ছাড়পত্র ১৩৫৩—১ খানি, ৪৭। সংহতি ১৩৬২—বৈশাখ, শ্রাবণ, ২ খানি, ৪৮। প্রভাত ১৩৫৬—অগ্রহায়ণ, ৪৯। মুখপাত্র ১৩৫৯—আষাঢ়, ৫০। বসুন্ধরা ১৩৫৫—৬৭, ৫১। কৃষিলক্ষী ১৩৪০—বৈশাখ হতে আশ্বিন, কার্ত্তিক হতে পৌষ, ফাল্গুন হতে চৈত্র, ১৩৪১—বৈশাখ হতে চৈত্র, ১৩৪২—৪৪, ১৩৪৮—বৈশাখ হতে চৈত্র, ৫২। সুচিকিৎসা ১৩৩২—আশ্বিন, ৫৩। জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৫১—এপ্রিল, ৫৪। কৃষক ১৩২৮—বৈশাখ হতে আষাঢ়, ১৩৩০—বৈশাখ হতে চৈত্র, ১৩৩১—আষাঢ় কার্ত্তিক হতে পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৩২—আষাঢ়, শ্রাবণ, ১৩৫১—কার্ত্তিক, পৌষ হতে চৈত্র, ১৩৫২—বৈশাখ, আষাঢ়, ১৩৫৩—আশ্বিন, ৫৫। স্বাস্থ্য-শ্রী ১৩৬১—৬৪, ৫৬। শ্রী ১৩৪৯—আষাঢ়, ১৩৫৮—৫৯, ৫৭। দীপশিখা ১৩৫৭—বৈশাখ হতে আষাঢ়, ৫৮। দীপালী ১৩৬০—১ খানি, ৫৯। চিত্রিতা ১৩৫৭—বৈশাখ হতে চৈত্র, ৬০। চিত্রবাণী ১৩৫৯—অগ্রহায়ণ, ১৩৬১—অগ্রহায়ণ, ১৩৬২—কার্ত্তিক, ৬১। সচিত্র ভারত ১৩৪৭—আশ্বিন, ১৩৬১—আশ্বিন, ৬২। গ্রন্থাগার ১৩৬৩—৭৬, ৬৩। মোসলেম দর্শন ১৩২৬ ১ খানি, ৬৪। গান্ধী প্রতিষ্ঠিত হরিজন পত্রিকা, জানুয়ারী হতে জুন ১৯৫৩—৬ খানি সেপ্টেম্বর হতে ডিসেম্বর ১৯৫২—৪ খানি, ৬৫। পল্লীমঙ্গল, পৌষ ও চৈত্র—১৩৪৪, ৬৬। উপাসনা, শ্রাবণ হইতে—১৩২৭, ৬৭। সমালোচনা সাহিত্য পত্রিকা—১২৯৯, ১ খানি, ৬৮। জন্মভূমি ১২৯৭—পৌষ হতে চৈত্র ১ খানি, ১২৯৮—বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ ১ খানি, ৬৯। গল্পলহরী ১৩৩৩—১ খানি, ৭০। সাহিত্য সংহিতা- ইত্যাদি হিন্দী

১ খানি, বাংলা ২ খানি, ১৩২২—২৩, ৭১। মহিলা, আষাঢ় হতে কার্ত্তিক ১৩৭০, ৭২। বিজলী, বৈশাখ হতে কার্ত্তিক—১৩২৯, ৭৩। সাপ্তাহিক দেশ, ১৯৫৮—৭০, ৭৪। সোভিয়েত দেশ ১৯৫৮—৭০, ৭৫। Amrita Bazar Patrika—1947, Indipendence Numbers ১ খানি, ৭৬। The Calcutta Gazette, West Bengal Govt. 1950—51—52 ১ খানি, ৭৭। Social Welfare, 1958—70, ৭৮। The Farmer, 1934—36 ১ খানি 1934 July to December, 1935 January to February, 1936 February, March, June & July, ৭৯। Italian Cultural Digest 1952—58, ৮০। China Reconstructs—1955, ৮১। China Peotorial 1953—57, ৮২। Bi Peniusutar Magazine—1959, ৮৩। News Bulletine —1956, ৮৪। Peoples China 1953—57, ৮৫। The Weekly West Bengal 1958—70.

Jaragram Makhanlal Pathagar

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিপিনচন্দ্র পালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

আগামী ২৮ নভেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় বিপিনচন্দ্র পাল পরিষদ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম উদ্যোগে বিপিনচন্দ্র পালের ১১২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে (পি—১৩৪, সি; আই, টি, স্কীম নং—৫২, কলিকাতা—১৪) এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয় : বাংলা দেশে মুদ্রণের আদিপর্ব এবং সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন সর্বশ্রী শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রমীলচন্দ্র বসু। এই উপলক্ষে পরিষদ ভবনে বিপিনচন্দ্র পালের একটি প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করা হবে।

সভায় প্রত্যেকের উপস্থিতি কাম্য।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত (১৯৭০)

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা

প্রথম শ্রেণী (গুণানুসারে)

রোল নং	
১৮	অরুণকুমার চক্রবর্তী
৬১	কার্তিক প্রসাদ ঘোষ
এন ১০	দুলালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৯	আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৭	চিত্রা নাগ
৪৪	দীপককুমার নাগ
১২	অমিতা ভৌমিক
৬৫	মহামায়া গুপ্তা
৬৩	কৃষ্ণা রায়চৌধুরী
১১৬	শিপ্রা খাস্তগীর
১০৫	শান্তিময় চক্রবর্তী
৯৮	শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়
৭৬	মুক্তা পাল
১২০	সুবলকুমার সেন
৭৩	মিনতি নন্দী

রোল নং	
১১০	শেফালী বসু
১৩১	উমা দে
৬	অমিতা গঙ্গোপাধ্যায়
১১৩	শ্যামশ্রী গুহ
১১	অনিমা দাস
১২৪	সুশীলকুমার দত্ত
৯১	পূর্ণিমা দত্ত
১৩৫	তাপসকান্তি বিশ্বাস
১০২	সন্ধ্যা বক্সী
২৯	বিধুরঞ্জন বিশ্বাস
৫৩	জয়শ্রী দে
৬৯	মঞ্জুশ্রী বসু
৫৫	জ্যোতিন্দ্রমোহন মজুমদার
এন ২	অনিলকুমার দাঁ
৩২	বুলবুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৮২	নিখিলেশ মজুমদার

দ্বিতীয় শ্রেণী (ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী)

২	অক্ষয়চন্দ্র গোস্বামী
৪	অমলকান্তি দত্তবিশ্বাস
৫	অমিতকুমার ভাদুড়ী
৭	অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৮	অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫	অন্নপূর্ণা ঘোষ
১৬	অরবিন্দ ঘোষ
১৭	আরতী রাহা
২০	আশিষকুমার বক্সী
৩২	আভা গায়েন
২৬	বন্দনা ভট্টাচার্য

৩০	বীথিকা ঘোষ
৩১	বৃন্দাবনচন্দ্র মাইতি
৩৮	চিত্তরঞ্জন নন্দী
৩৯	দেবী সুররায়চৌধুরী
৪১	দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৩	দীপল দাস
৪৫	দ্বীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৬	গোপালচন্দ্র সরদার
৪৭	গোপেশ ঝা
৪৮	গোপীমোহন ঘোষ
৪৯	গৌরী দাশগুপ্ত

৫০ ইলা দাশগুপ্ত
৫১ জয়া মজুমদার
৫৪ জয়শ্রী রাহা
৫৬ কাজল ভট্টাচার্য
৫৭ কালীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৫৯ কল্যাণকুমার গুহ
৬০ কল্যাণকুমার সরদার
৬২ কৃষ্ণচন্দ্র চং
৬৭ মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়)
৬৮ মঞ্জু রায়চৌধুরী
৭০ মায়া চৌধুরী
৭১ নীহারকুমার মণ্ডল
৭২ মিনাক্ষী সেনগুপ্ত
৭৪ মৃণাল ঘোষ
৭৫ মৃণালকান্তি দেব
৭৭ নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়
৭৮ নমিতা সাহা
৭৯ নারায়ণচন্দ্র ঘোড়ই
৮০ নিখিলবরণ রায়
৮১ নিখিলকুমার দত্ত
৮৪ নীরেন্দ্রকুমার ঘোষ
৮৮ প্রভাতকুমার বিশ্বাস
৯০ প্রাণজিৎকুমার রায়
৯৩ রাজকিশোর দাস
৯৫ রনজিৎকুমার সিন্‌হা
৯৭ শৈলেন্দ্রনাথ পাল
৯৯ সমীর বসু
১০১ সমীরকুমার চৌধুরী
১০৩ শঙ্করপ্রসাদ রাহা
১০৬ সন্তোষকুমার দত্তবনিক
১০৭ সন্তোষকুমার চক্রবর্তী
১০৮ সরোজকুমার আদক
১০৯ সত্যনারায়ণ রায়
১১১ শিবনাথ কোলে
১১২ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য
১১৭ শিশিরকুমার চক্রবর্তী
১১৮ স্মৃতি দত্ত
১১৯ স্নিগ্ধা গুহ
১২১ সুভাষচন্দ্র নাথ
১২৩ সুচন্দ্রা সান্যাল
১২৫ সুশীলকুমার সোম
১২৬ স্বপনকুমার দাশগুপ্ত
১২৭ শ্যামলকুমার গুপ্ত
১২৮ তন্দ্রা দে
১৩৩ নমিতা বসু
এন ৩ অর্চনা রায় চৌধুরী
এন ৪ অসিতরঞ্জন চক্রবর্তী
এন ৫ অশ্বিনীকুমার দেবনাথ
এন ৬ বলাইচন্দ্র গড়াই
এন ৯ বিশ্বনাথ গোড়ে
এন ১১ গীতা সরকার
এন ১২ গোপালচন্দ্র প্রামানিক
এন ১৩ কৃষ্ণা বসু
এন ১৪ মাধুরী বরাট
এন ১৫ মনিকুন্তলা চট্টোপাধ্যায়
এন ১৬ রণজিৎকুমার পাল
এন ১৭ সন্ধ্যা গুহ
এন ১৮ সুভাষচন্দ্র জানা

ফলপ্রকাশ স্থগিত

৯৫ রণজিৎকুমার চক্রবর্তী

মোট পরীক্ষার্থী—১৩৮　　পাশের হার শতকরা—৮১.১

Result of the certificate course of Librarianship Training (1970) of Bengal Library Association

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭০ সালের বি, লিব, এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা

প্রথম শ্রেণী (ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী)

রোল নং		রোল নং	
৫	শ্রীকমলকিশোর দাস	১৬	শ্রীমতি বন্দনা সেনগুপ্ত
৬	„ ক্ষেত্রমোহন মণ্ডল	১৯	„ সুলেখা সেন
১৩	„ আশীষকুমার বসু	২১	„ শিপ্রা সেন
১৪	„ সুতয়কুমার গুপ্ত	২২	„ অনুসূয়া সেন
১৫	শ্রীমতি নীলিমা সেন		

দ্বিতীয় শ্রেণী (ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী)

রোল নং		রোল নং	
১	শ্রীমতি অরুণা চৌধুরী	১৮	শ্রীমতি আভা ঘোষ
২	শ্রীলছমীনন্দন কান	২০	শ্রীজয়ন্তকুমার সিংহরায়
৩	„ রামানুগ্রহ নারায়ণ প্রসাদ	২৩	শ্রীমতি মৃদুলা দত্তরায়
৪	„ নিমাইচন্দ্র হাড়ি	২৪	শ্রীবাল মাতুরাই শর্মা
৭	শ্রীমতি গৌরী মজুমদার	২৫	শ্রীমতি পুষ্প সিন্‌হা
৮	„ বীথি মজুমদার	২৬	„ সুমিতা দে
৯	„ শান্তি বসু	২৮	শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১০	শ্রীদিলীপকুমার চক্রবর্তী	২৯	„ প্রশান্তকুমার মল্লিক
১১	শক্তিকান্ত মিশ্র	৩০	„ শিউপ্রসাদ সাহ
১২	শ্রীমতি বীণা দাশগুপ্তা	৩১	শ্রীমতি অর্চনা সান্যাল
১৭	শ্রীজ্যোতিন্দ্রনাথ সৎপথী	৩৩	শ্রীদিলীপকুমার রায়

তৃতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ

১৪ নভেম্বর—২০ নভেম্বর

গত দুই বৎসরের মত এবারেও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা হবে। দেশের জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমনা করে তোলা এবং নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার এক মহৎ পরিকল্পনা এই সপ্তাহের উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে প্রত্যেক স্থানে সভা, আলোচনাচক্র, গ্রন্থমেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনে যুব সম্প্রদায়কে অধিক পরিমানে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যও নিহিত আছে।

২০ ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

২০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিবস। ১৯২৫ সালে এই দিনটিতে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয়। তদবধি এই দিনটি বাংলা দেশের সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

গ্রন্থাগার দিবস গ্রন্থাগার কর্মীদের আত্মসমালোচনার দিবস। এই দিনটিতে প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীকে সমালোচনা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে বিগত বছরের কার্যাবলীর পর্যালোচনা করে আগামী দিনে উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা নির্ণয় করতে হবে। গ্রন্থাগারকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য, বিভিন্ন ধরণের পাঠকের বিবিধ চাহিদা পূরণের জন্য, উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নানা ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এই দিনে। জনসাধারণকে গ্রন্থাগার অভিমুখী করে তোলার কাজে কর্মীদের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই কথা অনুধাবন করতে হবে।

গ্রন্থাগার দিবস আগামী দিনে সংগঠিত শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেওয়ার দিন। সর্বরকম প্রতিবন্ধকতা দূর করে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য, গ্রন্থাগার কর্মীদের উন্নত বেতন ও মর্যাদার জন্য, বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিতে হবে আমাদের।

গ্রন্থাগার দিবসে আমরা প্রতিটি গ্রন্থাগার ও সমাজকর্মীর কাছে আবেদন জানাই, বাংলা দেশের প্রতিটি গ্রন্থাগারে জনসভা, প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র ইত্যাদির আয়োজন করে গ্রন্থাগার দিবসের বাণী আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে। এই দিনটিতে নিম্নলিখিত দাবীগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে এই প্রস্তাবের অনুলিপি রাজ্য সরকার সংবাদপত্র এবং পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ক। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতি এবং নিরক্ষরতা বিরোধী কর্মসূচী সফল করে তুলতে হলে বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

খ। রাজ্য শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে এবং রাজ্য শিক্ষা বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে হবে।

গ। প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রবর্তন করতে হবে।

ঘ) কলিকাতায় জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

ঙ) অবিলম্বে পশ্চিম বঙ্গ বেতন কমিশনের সুপারিশ চালু করতে হবে।

চ) স্পনসর্ড প্রথার অবসান চাই। স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে।

ছ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য নিয়মিত মাসিক বেতন দিতে হবে এবং সার্ভিস রুল প্রবর্তন করতে হবে।

জ) বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সরকারী সাহায্য দিতে হবে।

ঝ) পশ্চিমবঙ্গে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

ঞ) প্রতিটি স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীকে মাসের প্রথম দিনে বেতন দিতে হবে।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে

কেন্দ্রীয় জনসভা

স্থান : স্টুডেন্টস্ হল (কলেজ স্কোয়ার)

তারিখ : ২০শে ডিসেম্বর, রবিবার, ১৯৭০

সময় : অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা

বিঃ দ্রঃ—(ক) ২০শে ডিসেম্বর থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রন্থাগার দিবস পালনের কর্মসূচী নেওয়া যাবে।

(খ) পূর্বে যোগাযোগ করলে পরিষদের পক্ষ থেকে বক্তা প্রেরণ করা হবে।

// গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২০, সংখ্যা ৭ } { ১৩৭৭, কার্তিক

সম্পাদকীয়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হলো। শিক্ষাবিস্তার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেশবন্ধুর নাম বিশেষভাবে জড়িত। ১৯২৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রথম মেয়র হয়ে তিনি কর্পোরেশনের কর্মপদ্ধতির যে রূপরেখা দেন, তার মধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার অন্যতম। ঐ বছরই বেলগাঁও সহরে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন হয়। সেখানে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে যে ৩য় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন হয় সেখানে সুশীল ঘোষের প্রস্তাবক্রমে পরবর্তীকালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ বা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশবন্ধু কর্পোরেশনের কর্মপদ্ধতির রূপরেখা আজও প্রামানিক বলে গণ্য এবং তাকেই অনুসরণ করে আজও আমরা চলছি। যদিও চিত্তরঞ্জন মাত্র এক বছর মেয়র পদে ছিলেন, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ করে ১৯২৪-৩১ সালের মধ্যে তৎকালীন কর্পোরেশন মাত্র ৭ বছরে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ২,৪৬৮ থেকে ৩৬,৩৩৮ শিক্ষার্থীতে বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু আজ সুদীর্ঘ ৪৬ বছর পরে সেই মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকী প্রাক্কালে কর্পোরেশন ঘোষণা করছে প্রাথমিক শিক্ষার্থী প্রায় ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র ৫৬ হাজারকে তারা অবৈতনিক শিক্ষা দেয় এবং ৫৯ শতাংশ ছেলেমেয়েরাই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যেখানে চিত্তরঞ্জনের দেশবাসী তাঁর প্রদেশবাসীদের শিক্ষার জন্য সমগ্র আয়ের শতকরা ৩ টাকা ব্যয় করে এবং বিনা বেতনে শিক্ষা দেয় শতকরা ১৫ জনকে সেখানে মাদ্রাজ (যারা চিত্তরঞ্জনের শতবার্ষিকী করে না) সমগ্র আয়ের শতকরা ১৫.২৬ পয়সা খরচ করে এবং বিনা বেতনে শতকরা ৯৬ জনকে শিক্ষা দেয়।

(যুগান্তর, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭০)

চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করেছিলেন স্বায়ত্তশাসন হলে ত্রিশ বছরে দেশের লোককে শিক্ষিত করে তুলতে পারবেন। কিন্তু স্বাধীনতার ২৩ বছর পরে আমরা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সকলকে শিক্ষা দেওয়া ত দূরের কথা, শিক্ষার হার আমাদের দেশে ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত। কিন্তু যাঁর মহান স্মৃতিকে সাক্ষী রেখে গ্রন্থাগার আন্দোলনের শুভসূচনা হয়েছিল আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরেও আমরা বিনা বেতনে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। এবং যে মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়েকে কর্পোরেশন অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোকে এনেছেন তাদের গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারছি না, তাদের সেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যর্থ হচ্ছে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং উগ্রপন্থী সমাজ বিরোধীর অন্যতম শিকার হয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারগুলি। তবুও আজ সেই দেশবন্ধুর জন্মদিনে, তাঁর জীবন কর্মসাধনা ও বাণীকে পুনরায় স্মরণ করি। যে কর্মসাধনা ও বাণী আমাদের অনুপ্রাণিত করবে এবং আগামীকালে তাঁর সাধনা সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করবে।

Desbandhu Chittaranjan Das : Editorial

বেসরকারী মহাবিদ্যালয় সমূহে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বেতনক্রম প্রবর্তন

পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের U. G. C. বেতন চালু করা সম্বন্ধে পরিষদ জানতে পেরেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ সমস্ত বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের জন্য ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মাসিক ৬০ টাকা হারে এক সাময়িক অনুদান মঞ্জুর করেছেন ও D.P.I. কে এই মর্মে জানিয়ে দিয়েছেন।

এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে পরিষদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (২৭)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের, (১৩৫০ বঙ্গাব্দের) ২৬শে মার্চ, (১৩ই চৈত্র) রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন বসিয়াছিল। ইহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়। পরিষদের পরিবর্তিত সংবিধান অনুযায়ী এই সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। এই নির্বাচনে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ও শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদকের পদ অধিকার করিলেন। পরিষদের ক্ষুদ্র বার্ষিক পত্রিকা ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে আর্থিক অভাব ও কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এই সভায় শ্রীতিনকড়ি দত্তকে ইহার পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার অনুরোধ জানাইলে তিনি তাহা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

এতকাল পরিষদের নিজস্ব ভবন না থাকার দরুণ ইহার গ্রন্থাগারেরও কোন স্থায়ী ভবন ছিল না। এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য একটু স্থান পাওয়া গেল এবং ১৪৩ খানা গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও অন্যান্য সাময়িকী লইয়া সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারের সূত্রপাত করা হইল।

এই বৎসর গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় চৌদ্দজন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অধ্যাপক অনিল কুমার রায় চৌধুরী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের পর ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আর কোন গ্রন্থাগার সম্মেলন হয় নাই। এই বৎসরের ২৬শে ও ২৭শে নভেম্বর, (১০ই ও ১১ই অগ্রহায়ণ) রবিবার ও সোমবার বর্ধমানের রাজ কলেজ ভবনে গ্রন্থাগার সম্মেলনের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ছিলেন ইহার সভাপতি, বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর ইহার উদ্বোধক এবং শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। এই সম্মেলনে বর্ধমান জিলার প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়, স্থানীয় সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্যসভা, কলিকাতা, হাওড়া, লিলুয়া ও নলহাটী হইতে বহু প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানাইয়া দেশের যুবকদিগকে লুই ফিশারের প্রণীত 'ওয়ান ওয়ার্লর্ড' বা 'অখণ্ড বিশ্ব' বইখানা পড়িয়া দেখিতে পরামর্শ দেন। তাহা পড়িলে যে রুশদেশ সম্পর্কে যুবকরা এত প্রচার করে উহার প্রকৃত অবস্থা তাহারা জানিতে পারিবে।

বর্ধমানের মহারাজা সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া বলেন, "সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিপ্লব ঘটিবার সময় যিনি জনগণের স্থায়ী কল্যাণসাধনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া থাকেন তিনিই সর্বজনশ্রদ্ধেয় হন। জনশিক্ষা ছাড়া কোন পরিকল্পনাই ফলপ্রদ হইতে পারে না। গ্রন্থাগার এই জনশিক্ষার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

"আপনারা এই সম্মেলনে যখন গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত কর্মপন্থা গ্রহণ করিবেন তখন আমি আপনাদিগকে আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। আপনারা কি মনে করেন যে নালন্দার গ্রন্থাগার, অজন্তার শিল্পকার্য ও চিত্রাবলী, যাত্রাগান, পুরাণপাঠ যাহা আমাদের দেশে অতীতে প্রচলিত ছিল তাহার কোনই মূল্য নাই? ভারতের মেরুদণ্ডই হইল গ্রামবাসীরা। তাহাদের শিক্ষা ও সমৃদ্ধির উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কাজেই আমাদের দরিদ্র দেশের উপযোগী কর্মপন্থা প্রণয়ন করিবার জন্যই আপনাদিগকে অনুরোধ করি।

সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু তাঁহার ভাষণ পাঠ করিয়া শোনান। ভাষণের সারমর্ম ইহা ছিল যে আধুনিক গ্রন্থাগার এখন আর কতকগুলি পুস্তকের সংগ্রহালয় নয়। ইহা বরঞ্চ মানুষের মনকে গড়িয়া তোলার কারখানা। ইহাতে থাকিবে জীবনের উচ্ছলতা। এই কারখানায় বই যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। বই সংগ্রহ করার সময় হইতেই কাজ সুরু হয়। তারপর আসে বর্গীকরণ, কার্ডের তালিকাকরণ এবং পুস্তক সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ। শেষেরটি গ্রন্থাগারের প্রধানতম কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। পাঠকদের বিশেষ করিয়া গবেষকদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত সহায়ক।

ভাষণে আরও বলা হয় যে গ্রন্থাগারের পক্ষে রাষ্ট্রীয় সাহায্য অত্যাবশ্যক এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যুদ্ধোত্তর ভারতে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সুচিন্তিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের, (১৩৫১ বঙ্গাব্দের) ২৫শে মার্চ, (১১ই চৈত্র) রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সভার অধিবেশন বসিয়াছিল। কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এই বৎসরের সাধারণ নির্বাচনে সভাপতি ও শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এছাড়া রায় মহাশয় অসুস্থ ছিলেন বলিয়া ডঃ নীহাররঞ্জন রায়কে কাউন্সিল-এর সভামুখ্য নির্বাচন করা হইয়াছিল। এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলীর মধ্য হইতে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্প্রসারণের জন্য কতিপয় পরামর্শ দিলে ইহাদিগকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করা হইবে, সভায় এই ঘোষণা করা হয়।

পরিশেষে নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল:

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, জিওলজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়া, রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল হইতে যে সকল বই কলিকাতার বাহিরে সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল বা নিরাপদ জিম্মায় রাখা হইবে এই সর্তে বর্তমানে গবেষক পণ্ডিতরা এবং কর্মীরা ব্যবহারার্থ পাইতেছিলেন তাহাদিগকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনার কথা বিবেচনা করিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষকে এই সভা অনুরোধ করিতেছে, কারণ বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ দৃষ্টে আর বেশীদিন ঐগুলি বাহিরে রাখা সমীচীন নয় এবং গবেষক পণ্ডিতরা ও কর্মীরা অযথা অসুবিধাও ভোগ করিতেছেন।

এই বৎসর গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় মাত্র পাঁচজন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বর্ধমান সম্মেলনের অধিবেশনের সময় কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়ার পর দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি দেখিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই বৎসরের ২৬শে আগষ্ট, (৯ই ভাদ্র) রবিবার তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে (২১ এফ রাণী শঙ্করী লেন) তাঁহার দ্বিসপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষ জয়ন্তী উৎসব পালনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রীর মঙ্গলাচরণের পর শ্রীযুক্ত শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন, শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লাহ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন অধ্যাপক অনিলকুমার রায় চৌধুরী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে রায় মহাশয়কে তাম্রফলকে মুদ্রিত এক মানপত্র দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, রবিবাসর, সাহিত্যবাসর, শান্তি ইনস্টিটিউট, শান্তিপুর পুরাণ পরিষদ, কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী, বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী, ও চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁহাকে মানপত্র দিয়া অভিনন্দিত করে। কবিশেখর কালিদাস রায় ও চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীসুবোধকুমার রায় তাহাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানান। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "জীবনের মূল্য নিরূপণ কর্ম দ্বারাই হয়। মানুষের বিচার শুধু মানুষ হিসাবেই হয়, সামাজিক মর্যাদার দ্বারা নয়। কীর্তির চেয়ে মানুষ বড়, কীর্তিকে পিছনে ফেলে মানুষ কর্তব্যের পথে এগিয়ে যায়। রায় মহাশয়ের একনিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অমায়িক ব্যবহার মানুষ হিসাবে তাঁকে মহৎ করে তুলেছে। তাঁর কীর্তির চেয়ে তিনি মহৎ।" অধ্যাপক অনাথনাথ বসু বলেন, "দেশ যখন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন ছিল না তখন রায় মহাশয়ই বাংলাদেশের জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের কর্তব্য সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।" পরিশেষে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, অধ্যাপক বিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী, অধ্যাপক মাখনলাল রায় চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিরাও তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন।

এই সম্বর্ধনার প্রায় তিনমাস পরে ২০শে নভেম্বর, (৪ঠা অগ্রহায়ণ) মঙ্গলবার বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্তক কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের জীবনাবসান ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রায় মহাশয়ের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে বার্ষিক পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের, (১৩৫২ বঙ্গাব্দের) ৩১শে মার্চ, (১৭ই চৈত্র) রবিবার অপরাহ্ণে আড়িয়াদহ অ্যাসোসিয়েশন লাইব্রেরী অ্যাণ্ড লিটারেরী ক্লাবের আহ্বানক্রমে আড়িয়াদহ

কালাচাঁদ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলনের অধিবেশন বসিয়াছিল। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ইহার এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে, (১৩৫১ বঙ্গাব্দে) চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হইলে ইহারই উদ্যোগে এই সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। এই সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বাংলার শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, ইহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু। 'ভারতবর্ষের' সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই সম্মেলনে প্রায় তিনশত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিভিন্ন জেলার গ্রন্থাগার হইতে আটান্ন জন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীমনোমোহন লাহিড়ী, শ্রীঅতুল্যচরণ দে, শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শ্রীসন্তোষ রায় কর্তৃক 'ভারত আমার' গানটি গীত হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানাইয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় চব্বিশ পরগণা জিলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছিলেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীঅনাথনাথ বসু বলেন, "বহু দিন থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকে আমি বুঝেছি যে অদূর ভবিষ্যতে যখন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে তখন প্রত্যেক লোকের শিক্ষিত হওয়া দরকার। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সহরের বাইরে একটি পল্লীর বুকে। পল্লীতে পল্লীতে যদি এইভাবে আমরা আন্দোলনকে প্রসারিত করতে পারি তবেই এই আন্দোলন সার্থক হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলন শিক্ষা আন্দোলনেরই অংশ বিশেষ। বয়স্ক জনসাধারণের শিক্ষা গ্রন্থাগারের প্রসার দ্বারাই সম্ভব হবে। জনসাধারণের শিক্ষার উপর ভারতের জাতীয় সরকারের সাফল্য নির্ভর করে এবং গ্রন্থাগারগুলিই পরে সেই কাজের ভার নিবে। গ্রন্থাগার শুধু চিত্তবিনোদনের জন্য নয়, নাটক, উপন্যাস পড়ার জন্য নয়। গ্রন্থাগারের কর্তব্য জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করা।

"সিকাগো গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে ছোট ছোট শিশুদের নানা রকম ছবি দেখান হয় এবং সেই ছবি দেখান থেকেই তাদের শিক্ষারম্ভ হয়। বড়দের জন্য সেখানে বক্তৃতা করার ব্যবস্থা দেখেছি এবং ভেবেছি আমার দেশের গ্রন্থাগারগুলি কবে সেই স্থান গ্রহণ করবে। প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হ'ক এবং তা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সাধন করুক।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন, "অন্যান্য বৎসর এই সম্মেলন সাধারণত দুদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই বৎসর নানা কারণে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করে আমরা এক দিনের সম্মেলন করতে বাধ্য হয়েছি। তবে এ আশা আমি রাখি যে দুই দিনের সম্মেলনে যে কাজ হয় তা আমরা দু ঘণ্টার মধ্যেও

সম্পন্ন করতে পারি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে চেষ্টা করে আসছে তাতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের দিন দিন প্রসার হবে এবং বেশ কিছু কাজ আমরা করতে পারব। জনশিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নিবিড় সম্পর্ক। বরোদা রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারে যথেষ্ট রাজকীয় সাহায্য পাওয়া গেছে এবং সেখানে গ্রন্থাগার আন্দোলন বেশ ভালভাবেই প্রসার লাভ করেছে। আমাদের এখানেও বরোদার মতই গ্রন্থাগার আন্দোলন হওয়া সম্ভব বলে মনে করি। আশা করি আমরা সফল হব।" চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীসুবোধ কুমার রায় জেলা পরিষদের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করেন।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ তাঁহার ভাষণে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বংলার গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া দেওয়ার আহ্বান জানান।

বাংলার খ্যাতনামা সাহিতিক শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

"তোমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হউক। তোমাদের এই অতিপ্রয়োজনীয় সঙ্কল্প এই যুগেরই প্রতিধ্বনি, ইহা সফল হইতে বাধ্য। আমাদের দেশে গুরুকরণ প্রথা চিরপ্রচলিত। গুরু মন্ত্র দেন, তাহার সাধনেই সিদ্ধি লাভ হয়। বর্তমান যুগে লাইব্রেরীকেই আমি উপগুরু বলিয়া ভাবি। সহস্র সহস্র সুধী ও জগতের প্রখ্যাত চিন্তাশীল জনের বা লেখকদের বহু চিন্তার ফল লাইব্রেরীর সাহায্যেই আমরা লাভ করি। সে কারণে লাইব্রেরীকে আমি উপগুরু বলিয়াছি। সেই সমষ্টিগত চিন্তা বা উপদেশ আমরা সহজেই লাইব্রেরী হতেই পাই। লাইব্রেরী সমগ্র বিশ্বের সুধীগণের সহিত আমাদের পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পরস্পরের আদানপ্রদানে আজ আমরা আত্মীয়। লাইব্রেরীই সেই কেন্দ্রগুরু। পেটের ক্ষুধা জীবমাত্রেরই আছে, কিন্তু শিক্ষিতের ক্ষুধা তো কেবল পেটের ক্ষুধাই নয়। তাঁদের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য এই মাতৃরূপা লাইব্রেরী অন্ন প্রসার করিয়াছেন। আমি অবনত শিরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও উপস্থিত ভাইদের প্রতি সম্ভাষণান্তে বিদায় প্রার্থনা করি।"

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, দেশের, সমাজের ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের বহু বিষয় আলোচনা করেন। শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ প্রভৃতি এই আলোচনায় যোগ দেন।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে, (১৩৫৩ বঙ্গাব্দে) গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় দশজন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে শ্রীসুধীর ব্রহ্ম প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

এই বৎসর কলিকাতা সহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দরুণ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইতে পারে নাই। তবে এই বৎসরের ১২ই জুন, (২৯শে জ্যৈষ্ঠ,) বুধবার বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের অব্যবসায়ী সংস্থা পঞ্জীভুক্তকরণের একুশ ধারা অনুযায়ী পঞ্জীভুক্ত হইয়াছিল। ইহার পঞ্জীভুক্ত নম্বর ১৩৯৩৪,৪৪৫ (১৯৪৬-৪৭)।

ক্রমশঃ

Library movement in Bengal (27)
: Gurudas Bandyopadhyay

'সবুজপত্র'-এর দশটি খণ্ডের বিষয়সূচী

সঙ্কলনে : গীতা মিত্র ও প্রীতি মিত্র

রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার

প্রমথ চৌধুরী—রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার। (বিখ্যাত মারাঠি সাহিত্যিকের জীবনী ও শ্রদ্ধাঞ্জলি)

রামমোহন রায়

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—রামমোহন রায় ও যুগধর্ম। (আদর্শ, মতবাদ ও সামাজিক অবদান)
প্রমথ চৌধুরী—রামমোহন রায়। (ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তন, সমাজ সচেতনতা শিক্ষা বিস্তার ও জাতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে অবদান ও মতাদর্শ)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। (জীবনী আলোচনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি)

রোম—ইতিহাস

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—রোম।

শান্তিনিকেতন—ভ্রমণ ও বিবরণ

লেডি সিলভা—ভারতবর্ষে; ইন্দিরা দেবী অনূদিত। (দ্রঃ ভারত—ভ্রমণ ও বিবরণ)

শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সমস্যা

প্রমথ চৌধুরী—'নব্য-বিদ্যালয়'। (Faria de Vasconellos এর লেখা সংক্রান্ত এক প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য)

শিক্ষানীতি ও শিক্ষাসমস্যা—বাংলা দেশ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—বাঙ্গালীর শিক্ষা। (বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও তার সমস্যা)
" শিক্ষার লক্ষ্য। (শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে কতটুকু কার্যকরী হয় এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কুফল)
ইস্কুল মাষ্টার, ছদ্ম—নীতিশিক্ষা।
কয়েক দিনের অতিথি, ছদ্ম—উড়ো চিঠি। (শিক্ষার আদর্শ এবং বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার আদর্শের মূল্যায়ণ)
কিরণশঙ্কর রায়—প্র্যাকটিক্যাল। (আমাদের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষা প্রণালী ও তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক)
টীকা-টিপ্পনি। (সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার, এবং উচ্চ শিক্ষা বনাম প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উপর মন্তব্য)

প্রমথ চৌধুরী—আমাদের শিক্ষা। (আমাদের দেশে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে শিক্ষা ব্যবস্থার ফলাফল)

পুস্তক-প্রশংসা। (হরিদাস হালদারের গোবর গণেশের গবেষণা গ্রন্থে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উপর আলোচনা)

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়—শিক্ষা-সমস্যা।

বীরবল—আমাদের শিক্ষা সংকট। (জাতীয় শিক্ষা ও ইউরোপীয় শিক্ষার পারস্পরিক আলোচনা ; আত্মশক্তি ও বিজলী থেকে উদ্ধৃত)

শিক্ষার নব আদর্শ।

মৃত্যুঞ্জয়, ছদ্ম—একখানি পত্র। (শিক্ষাসমস্যা ও শিক্ষোত্তর জীবন সমস্যা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছাত্র শাসনতন্ত্র। (সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-অধ্যাপক সম্পর্ক, ছাত্রদের ধর্ম ও ছাত্র-শাসনের সমস্যা)

শিক্ষার মিলন। (অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা সমস্যা, আমাদের প্রাচীন শিক্ষাদর্শের ফল, ইউরোপীয় শিক্ষার সঙ্গে তুলনা, আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলাফল)

সতীশ ঘটক—দেশের শিক্ষা। (শিক্ষা সমস্যা ও বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা পদ্ধতি)

শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সমস্যা, বাংলা ভাষা

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—শিক্ষা-বিস্তার। (বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার প্রস্তাবের উপর মন্তব্য)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিক্ষার বাহন। (উচ্চশিক্ষা বনাম প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার ও বাংলাকে শিক্ষার বাহন করার সমর্থনে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কথ্য ও সাধুভাষার ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য)

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়—ছাত্রের পত্র। (বাংলাকে উচ্চশিক্ষার বাহন, শিক্ষাক্ষেত্রে কথ্য ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সমর্থন)

শিক্ষানীতি ও শিক্ষাসমস্যা—ভারত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভারতের শিক্ষার আদর্শ, অমূল্যরতন প্রামানিক অনূদিত। (The Centre of Indian Culture এর অনুবাদ, ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর আলোচনা)

শিল্পকলা, ভারতীয়

কুমারলাল দাসগুপ্ত—ভারতের শিল্পী। (পাটলীপুত্রের শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা)

বীরবল—পূজোর ছবি। (পূজোর সাময়িক পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনে নারী চিত্রগুলিতে নীতি ও আর্টের দ্বন্দ্ব ও সমস্যা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পত্র (দিলীপকুমার রায়কে)। (আর্ট সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের পত্রের উপর রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য)

শিল্প-বাণিজ্য

দয়ালচন্দ্র ঘোষ—স্বর্ণ বনাম লৌহ। (শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক, তার ফলাফল, ও দেশের অর্থনীতিতে তার প্রভাব)

শিশুশিক্ষা

মৃগেন্দ্রলাল মিত্র—শিশুশিক্ষা।

শরৎ কুমারী চৌধুরাণী—শিশুশিক্ষার মূলমন্ত্র।

শিশু সাহিত্য

প্রমথ চৌধুরী—শিশু সাহিত্য

সোভিয়েত রাশিয়া - ভূমি ব্যবস্থা

হৃষিকেশ সেন—রুশীয় কৃষক। (Donald Mackenzie Wallace রচিত 'Russia' থেকে রাশিয়ার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা)

সংকল্প ও সাধনা

উপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়—দরবেশের উপদেশ। (সংকল্প ও সংকল্পসিদ্ধি জন্য যে সাধনা, তার উপর দার্শনিক আলোচনা)

সংস্কৃত সাহিত্য—ইতিহাস ও আলোচনা

দয়ালচন্দ্র ঘোষ—সংস্কৃতের প্রভাব ও অনুবাদ সাহিত্য। (সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা, অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃতের প্রচার ও অন্য সাহিত্যে তার প্রভাব)

সঙ্গীত, ভারতীয়

ইন্দিরা দেবী—সঙ্গীত পরিচয়। (বিভিন্ন প্রকার মার্গ সঙ্গীতের উৎপত্তি, মার্গ সঙ্গীত ও বাংলা গানের তুলনামূলক আলোচনা।

দিলীপ কুমার রায়—ভ্রাম্যমানের জল্পনা। (ফরাসীদের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা, ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ফরাসী সঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনা)

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—গানের কথা। (সঙ্গীত সম্পর্কে সমষ্টিগত আলোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—কথা ও সুর। (সঙ্গীতে কথা ও সুরের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা)

„ —ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা। (দিলীপ কুমার রায়ের ঐ নামের পুস্তকের ভূমিকা)

„ —হিন্দু সঙ্গীত (উত্তর) (মার্গ সঙ্গীত, সঙ্গীতের শুদ্ধ ও বিশুদ্ধতা, মার্গ সঙ্গীত বনাম হিন্দু সঙ্গীতের আলোচনা)

বিশ্বপতি চৌধুরী—হিন্দু সঙ্গীত (প্রশ্ন)। (হিন্দু সঙ্গীত ও মার্গ সঙ্গীত সম্পর্কে, রাগ-রাগিনী শুদ্ধ-বিশুদ্ধতা, মিশ্র সুর ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন)

বীরবল, ছদ্ম—সুরের কথা। (দেশী ও বিদেশী সঙ্গীতের পার্থক্য, সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ, উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে শিল্পীদের মত পার্থক্য)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমাদের সঙ্গীত। (সঙ্গীত সঙ্ঘের অধিবেশনে, দেশীয় সঙ্গীতের উপর বক্তব্য)

" —সঙ্গীতের মুক্তি। (ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ-রাগিণী, সঙ্গীতে শুদ্ধ ও বিশুদ্ধতা ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা)

" —সোনার কাঠি। (হিন্দু সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে সঙ্গীতে আধুনিকতা, শুদ্ধ-বিশুদ্ধতা ও বিদেশী প্রভাবে প্রভাম্বিত করার সমর্থন)

শিশির কুমার সেন—সুর ও তাল। (সঙ্গীতে সুরের শুদ্ধ ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা)

সুভাষচন্দ্র বসু—পত্র (দিলীপকুমার রায়কে)। (দিলীপ কুমার রায়ের পত্রের উত্তরে সঙ্গীত ও আর্ট সম্পর্কে বক্তব্য)

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাগ ও মেলডি। (দেশী ও বিদেশী গানের রাগ ও সুরের আলোচনা)

সঙ্গীত, বাংলাদেশ

অমরবন্ধু গুহ—বাংলার গান। (বাউল, কীর্তন, ইত্যাদি গ্রাম বাংলার বিশেষ সঙ্গীতের আলোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান। (দ্রঃ **বাংলা কবিতা—দ্বিজেন্দ্রলাল—আলোচনা**)

বীরবল, ছদ্ম—দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় কথিত। (দ্বিজেন্দ্র গীতির সুর ও গানের বৈশিষ্ট্য, হিন্দু সঙ্গীতের ধর্ম নষ্ট করার এই অভিযোগের উত্তর)

সত্যনিষ্ঠা

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—সত্যনিষ্ঠা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রমথ চৌধুরী—সত্যেন্দ্রনাথ। (সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা ও জীবনী আলোচনা)

সময় নিষ্ঠা

কিরণশঙ্কর রায়—তারিখের শাসন। (সময়ের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা)

সমাজ ও সংস্কার

দয়ালচন্দ্র ঘোষ—আচার-বিচার। (আমাদের সমাজ জীবনে আচারের প্রভাব, সংস্কার ও যুক্তির তুলনামূলক আলোচনা)

প্রমথ চৌধুরী—আদিম মানব। (বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আচার ব্যবহার ও সংস্কারের বৈশিষ্ট্য)

সমাজ বিজ্ঞান

ওয়াজেদ আলি—সভ্যতার কষ্টিপাথর। (ডাক্তার ফারেল রচিত 'Modern man & his forerunners' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে মানবসভ্যতার ও সমাজের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা)

দয়ালচন্দ্র ঘোষ—ভূতের বোঝা। (মানবজীবন ও মানবমন কি ভাবে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্যে গড়ে ওঠে, তার আলোচনা)

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—ধর তাই বুলি। (সমাজের সমস্ত কিছু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হয়। সমাজের ক্রমবিকাশে বিবর্তনের প্রভাব)

বরদাচরণ গুপ্ত—বেহিসাবের নিকাশ। (মানবসভ্যতা ও সমাজের ক্রমবিকাশ ও উন্নতি-অবনতির ক্ষেত্রে সঞ্চয় বা বেহিসেবী মনোবৃত্তির প্রভাব)

সুরেশ চক্রবর্তী—নূতন ও পুরাতন। (মানব সভ্যতা ও সমাজের ক্রমবিকাশে নতুন সৃষ্টি ও ভাবধারার সঙ্গে পুরাতন ভাবধারার দ্বন্দ্ব)

মানুষ ও সমাজ। (মানুষ ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক)

সমালোচনা সাহিত্য

চন্দ্রনাথ বসু—পত্র (রবীন্দ্রনাথকে)। (সাহিত্যের সমালোচনা কি রূপ হওয়া উচিত)

প্রমথ চৌধুরী—সমালোচনা। (কল্লোলের জন্য লিখিত। সমালোচনা কি রকম হওয়া উচিত এবং সমালোচকদের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত)

সাময়িক পত্রিকা—আলোচনা

প্রমথ চৌধুরী—ইঙ্গ-সবুজপত্র (Bulletin of the Indian Rationalistic পত্রিকার আলোচনা, এবং ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত যোগেশচন্দ্র সিংহের Eugenics প্রবন্ধের সমালোচনা)

বীরবল—কাগজ। সংবাদপত্রের কি কি বিশেষ গুণ থাকা দরকার, পত্রিকা প্রচার বৃদ্ধির জন্য কি করা উচিত ইত্যাদি পত্রিকা ব্যবসা সম্পর্কে রসগ্রাহী আলোচনা)

টীকা ও টিপ্পনি। (সমকালীন মাসিক সাহিত্য ও সাময়িকীর উপর মন্তব্য)

—তরুণপত্র—আলোচনা

প্রথম চৌধুরী—তরুণ পত্র। (তরুণ পত্র পত্রিকার সমালোচনা)

—ভারতী—আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পত্র, ১০ম বর্ষ। (ভারতী ও প্রবাসীর পরস্পর বাদ-প্রতিবাদে ভারতী পত্রিকার উপর মন্তব্য)

—মোসলেম ভারত—আলোচনা

প্রমথ চৌধুরী—মোসলেম ভারত। (মোসলেম ভারত পত্রিকার আলোচনা)

—সবুজপত্র—আলোচনা

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—সবুজের হিন্দুয়ানী। (সবুজপত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে, হিন্দুমনের কাঠিন্য ও শৌর্য সবুজপত্রে প্রচারের আহ্বান)

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—দরিদ্র-নারায়ণ নমঃ। (দেশের স্বরাজ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সবুজপত্রের ভূমিকা)

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—পত্র (প্রমথ চৌধুরীকে)। সবুজপত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা ও তৎসহ সম্পাদকের মন্তব্য)

প্রমথ চৌধুরী—খোলা চিঠি (রবীন্দ্রনাথকে)। (সবুজপত্রে লেখা সম্পর্কে ব্যর্থতা, আনন্দদানের অক্ষমতা প্রকাশ, সবুজপত্র প্রকাশ করা সম্পর্কে হতাশা ও অনিশ্চয়তা)

„ —মুখপত্র। (সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা)

„ —সম্পাদকের কৈফিয়ৎ। ৪ব ; (সবুজপত্র সম্পর্কে আলোচনা, পত্রিকার প্রকৃতি ও অবস্থার বিশ্লেষণ)

„ —সম্পাদকের কৈফিয়ৎ। ৯ব ; (সবুজপত্রের ভাষা ও সাহিত্যে তার স্থান)

„ —সম্পাদকের নিবেদন। ৩ব ; ৬ব ; (সবুজপত্রের সমালোচনার উত্তর ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা)

„ —সম্পাদকের নিবেদন। ৭ব; ৮ব;। (বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সবুজপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা)

বীরবল; ছদ্ম—টীকা-টিপ্পনী। (মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের উত্তরে সবুজপত্রের আলোচনা)

—পত্র। ১ম, ৩য় ব; (পত্রিকা সমালোচনা)

—সবুজপত্র। (সবুজপত্র নামের বৈশিষ্ট্য, ও অন্যান্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পত্র (প্রমথ চৌধুরীকে) ১ম ব; ৬ষ্ঠ ব; (সবুজপত্রের সমালোচনার উত্তরে বক্তব্য, সবুজপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা)

শিশির কুমার সেন—পত্র। (সবুজপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে নতুন ভাবধারার আবশ্যকতা)

সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—সাহিত্যে সমদর্শন। (সাহিত্যের দৃষ্টিতে সব কিছু সমানভাবে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা ও তার সমর্থনে বক্তব্য)

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—দাদার ডায়েরী। (সাহিত্য সম্পর্কে রূপক আলোচনা)

নলিনীকান্ত গুপ্ত—সমসাময়িক সাহিত্য। (সমকালীন সাহিত্যকৃতির উপর আলোচনা, সাহিত্যে তৎকালীন সমাজের প্রতিফলন)

বরদাচরণ গুপ্ত—সামাজিক সাহিত্য। (সাহিত্য ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক)

বীরবল, ছদ্ম—টীকা ও টিপ্পনি। (দ্রঃ সাময়িক পত্রিকা—আলোচনা)

„ —পত্র। ৫ম ব; ৬ষ্ঠ ব; (সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ও সমাজে তার ভূমিকা ইত্যাদি আলোচনা)

„ —সালতামামি। (গত এক বছরের বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনা)

„ —সাহিত্যে লেখা। (সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য ; কোন প্রকার বিশেষ উদ্দেশ্য না নিয়ে আপন খেয়ালে সাহিত্য রচনায় সাহিত্যের সার্থকতা)

„ —সাহিত্যের সার্থকতা। (আমাদের জীবনযাত্রায় সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা, কর্মব্রতী ও সাহিত্যিকের চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা)

বীরেশ্বর মজুমদার—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের উপযোগিতা।

যতীন্দ্রনাথ বসু—সাহিত্য ও নীতি।

শিশির কুমার সেন—সাহিত্য-বিচার। (সাহিত্যে নীতিবোধ, ও স্ত্রী-পুরুষের যথার্থ সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোকপাত)

সাহিত্য ও বাস্তবতা

প্রমথ চৌধুরী—বস্তুতন্ত্রতা কি ? (রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদে লেখকের মতামত)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাস্তব। (সাহিত্যে বাস্তবতা সম্বন্ধে আলোচনা)

রাধাকমল মুখার্জী—সাহিত্যে বাস্তবতা। (রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বাস্তবতা প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও সমালোচনা)

সাহিত্য ও রাজনীতি

বীরবল, ছদ্ম—সাহিত্য বনাম পলিটিক্স। (সাহিত্যে রাজনৈতিক আলোচনা, সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব, সাহিত্যিকদের রাজনীতি করার অধিকার)

সাহিত্য-তত্ত্ব

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—কাব্য-জিজ্ঞাসা। (সাহিত্যের তত্ত্ব ও বিজ্ঞান আলোচনা)

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফণীভূষণ চক্রবর্তী—স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'ক্যালকাটা উইকলি নোটস্' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের অনুসরণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা)

সৌন্দর্য তত্ত্ব

সৃষ্টি ও জ্ঞান, দর্শন

সৃষ্টি ও ধ্বংস, দর্শন

স্ত্রীশিক্ষা

স্বপ্ন-তত্ত্ব

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা

হিন্দু বিবাহ আইন

হিন্দু মহাসভা

Cumulative index of the Sabujpatra
Compiled by : Gita Mitra & Priti Mitra

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম (৪)

রতনকুমার দাস

১৫২ কৃত্তিবাস ভদ্র—প্রেমেন্দ্র মিত্র

১৫৩ কৃত্তিবাস ভদ্র – সুরেন গাঙ্গুলী

১৫৪ কৃষ্ণকলি – কৃষ্ণ দাস

১৫৫ কৃষ্ণানন্দ স্বামী – কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন

১৫৬ কে, জি – কুমারেশ ঘোষ

১৫৭ কে-এম-সীমুহাচলম্—সুনীল ঘোষ

১৫৮ কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র
— মনোমোহন বসু

১৫৯ কেশবানন্দ মহাভারতী স্বামী
– রাধিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী

১৬০ কোন.বঙ্গবালা – হরিশ্চন্দ্র মিত্র

১৬১ কোন মহিলা – কুসুমকুমারী দেবী

১৬২ খগরাজ—খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

১৬৩ ক্ষি-রা—ক্ষিতীশ রায়

১৬৪ খোসনবীশ জুনিয়র—বঙ্কিমচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়

১৬৫ গজপতি রায়—গিরীন্দ্রকুমার দত্ত

১৬৬ গজহর চরণ—বিশু মুখোপাধ্যায়

১৬৭ গণপতি শর্মা—শ্রীজীব ভট্টাচার্য

১৬৮ গল্পদাদা—যোগেশচন্দ্র বসু

১৬৯ গল্পদাদু—মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭০ গাজী আব্বাস বিটকেল
—সজনীকান্ত দাস

১৭১ গায়ত্রী দেবী—অনিলচন্দ্র ঘোষ

১৭২ গিরীশ নন্দন—কালীকুমার
ভট্টাচার্য

১৭৩ গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য—গৌরীশঙ্কর
ভট্টাচার্য তর্কবাগীশ

১৭৪ গুরুধন—সুরেন্দ্রনাথ সেন

১৭৫ গো-চ-ভ—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৭৬ গোপাল দাস—রামগোপাল চৌধুরী

১৭৭ গোবিন্দ দাস—গোবিন্দ কর্মকার

১৭৮ গোরা—গৌরচন্দ্র সাহা

১৭৯ গৌর শাণ্ডিল্য—গৌরাঙ্গপ্রসাদ
বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮০ ঘণ্টাকর্ণ—প্রমোদরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১৮১ চক্রচর—নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

১৮২ চক্র-ধর—কৃষ্ণধন দে

১৮৩ চক্রধর শর্মা—সুদর্শন চক্রবর্তী

১৮৪ চন্দন—নারায়ণচন্দ্র চন্দ

১৮৫ চন্দ্রকুমার - বিনয় মুখোপাধ্যায়

১৮৬ চন্দ্রগুপ্ত—কল্যানকুমার দাশগুপ্ত

১৮৭ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য—সুভাষচন্দ্র ঘোষ

১৮৮ চন্দ্রচূড়—কবিশেখর বিমলচন্দ্র ঘোষ

১৮৯ চন্দ্রশেখর—মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

১৯০ চন্দ্রশেখর দেব—রাজা রামমোহন
রায়

১৯১ চন্দ্রহাস—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২ চরকাবুড়ি—পারুল ভট্টাচার্য

১৯৩ চরণানন্দ—হরিপদ শাস্ত্রী

১৯৪ চা-কর—মনোরঞ্জন গুহ

১৯৫ চাণক্য—অনাদিনাথ পাল

১৯৬ চাণক্য সেন—ভবানী সেন

১৯৭ চার্ণক্য—অমিতাভ চৌধুরী

১৯৮ চামার খায়-আম—মোহিতলাল
মজুমদার

১৯৯ চারণ—নরেন্দ্রকুমার ঘোষ

২০০ চারু দত্ত—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

২০১ চিত্তির-মিত্তির—হীরেন চৌধুরী

২০২ চিত্রগ্রীব—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২০৩ চিত্রগুপ্ত—মনোমোহন ঘোষ
২০৪ চিত্রগুপ্ত - রমেন গুপ্ত
২০৫ চিত্রভানু—ক্ষিতিশচন্দ্র ঘোষাল
২০৬ চিরঞ্জীব - চিত্ত বসু
২০৭ চিরঞ্জীব—চিত্তরঞ্জন দাস
২০৮ চিরঞ্জীব শর্মা—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল
২০৯ চিরঞ্জীব সেন—অমরেন্দ্র কুমার সেন
২১০ চৈতন্য—বিমলানন্দ চট্টোপাধ্যায়
২১১ জগন্নাথ পণ্ডিত—কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
২১২ জনমেজয়—শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
২১৩ জনৈক ডাক্তার—ডাঃ ভুবনমোহন সরকার
২১৪ জনৈক হিন্দু মহিলা—গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী
জয়ন্তকুমার—ব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়
২১৬ জৈমিনি—মণীন্দ্র রায়
২১৭ জড়ভরত—নারায়ন চৌধুরী
২১৮ জরাসন্ধ—চারুচন্দ্র চক্রবর্তী
২১৯ জাতিস্মর—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
২২০ জানোয়ারচন্দ্র শর্মা—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
২২১ জাবালি—বিমল মিত্র
২২২ জুজু—সুখেন্দুনাথ বসু
২২৩ জ্ঞানান্বেষী—দিলীপকুমার বিশ্বাস
২২৪ জীবন সর্দার—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
২২৫ জ্যোতি কুমার—পবিত্র মুখোপাধ্যায়
২২৬ জোনাকি—জিতেন্দ্রনাথ খাসনবিশ
২২৭ জোনাকি—হেমন্তবালা দেবী
২২৮ টেকচাঁদ ঠাকুর—প্যারীচাঁদ মিত্র
২২৯ টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়র—চুনিলাল মিত্র
২৩০ ঠাকুর দাদা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
২৩১ ঠাকুর দাস—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়
২৩২ ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী—ডাঃ অতুলানন্দ দাশগুপ্ত
২৩৩ ডাঃ দত্ত—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
২৩৪ ডাঃ মুখোপাধ্যায়—ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়
২৩৫ ডাক-হরকরা—ইন্দিরা দেবী
২৩৬ ডাক-হরকরা—বিশু মুখোপাধ্যায়
২৩৭ ডাব্‌লার—পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩৮ তথাগত ভিক্ষু—চন্দ্রশেখর মিশ্র
২৩৯ তরুণ কবি—পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪০ তরুণ সাহিত্যিক—পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪১ তারাশঙ্কর শর্মা—তারাশঙ্কর তর্করত্ন
২৪২ ত্রিদণ্ডী স্বামী মহারাজ—হরিপদ বিদ্যারত্ন
২৪৩ ত্রিবিক্রম বর্মন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
২৪৪ ত্রিলোচন কলমচী—আনন্দ বাগচী
২৪৫ ত্রিশঙ্কু—শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়
২৪৬ দ-হ—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
২৪৭ দক্ষবালা—হেমন্তবালা দেবী
২৪৮ দণ্ডপাণি—বীরেন দে
২৪৯ দধিকর্দম—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র
২৫০ দধীচি—হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
২৫১ দয়িতাবিষ্ণু ভট্ট—মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য
২৫২ দরবেশ—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা : একটী খোলা চিঠি।

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী,
কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ,
পি-১৩৪, সি আই টি রোড,
স্কীম নং ৫২, কলিকাতা-১৪।

প্রিয় কর্মসচিব,

গত ২রা অক্টোবর অত্যন্ত আনন্দিত মনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু অত্যন্ত ভারাক্রান্তচিত্তে ফিরে আসতে হোল। কেন ব্যথিত হয়েছি সে প্রসঙ্গ আমি এই পত্রের উপসংহারে বিবৃত করেছি। এছাড়াও প্রতিষ্ঠান-গত কাউন্সিল সদস্যের প্রতিনিধি হিসাবে কয়েকটী প্রশ্ন আপনার সামনে তথা গ্রন্থাগার অনুরাগী ও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পাঠকবর্গের সামনে রাখছি। সুতরাং এ পত্রকে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সুযোগ দিলে বাধিত হবো এবং আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেলে আনন্দিত হবে। পূর্বাহ্নে একটি কথা নিবেদন করি, এ পত্রকে অসূয়াপ্রসূত কারণে লিখিত বিবৃতি বলে আপনারা মনে করবেন না।

বিগত বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচিত বিষয়বস্তু সে সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করেনি অথচ উচিত ছিল বলে আমার মনে হয়, সেদিকেই গ্রন্থাগার কর্মী এমনকি যারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

(১) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার প্রথা ও রুরাল লাইব্রেরীর দুরবস্থা :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ হোল—স্পনসর্ড প্রথার অবসান। এবারের অধিবেশনে এ সম্পর্কে দুচারটী কথা এ সম্পর্কে ব্যয়িত হয়েছে, এটা আনন্দের কথা।

কিন্তু এই পত্রের পাঠকবর্গের মধ্যে যারা কোন প্রকারে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁরাই জানেন—শতসহস্র অসুবিধার মধ্যে এই সব গ্রন্থাগার নিজেদের কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে, কি রকম অনিয়মিতভাবে ঐ সব গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, সাইকেল-পিওন এবং কর্তৃপক্ষ District Social Education Office গুলো থেকে Maintainance-Grant-in-Aid পেয়ে থাকেন। গড়ে তিন মাসের টাকা বছরের যে কোন সময়েই বাকী থাকে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা District Social Education Office-এ খোঁজ করলে উত্তর পাওয়া যায় : 'রাইটার্স' থেকে টাকা স্যাংশান হয়ে আসেনি। অথচ যখন সরকারের ঐসব বিভাগের অফিসার ও করণিকবৃন্দ যথা সময়েই বেতন, ভাতা ইত্যাদি

পাচ্ছেন। আর সেই সময় রুরাল লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ ম্লানমুখে পোষ্ট অফিসের দরজায় ধর্ণা দিচ্ছেন এবং অবশেষে ক্ষুব্ধচিত্ত লাইব্রেরীয়ান ও সাইকেল পিওনের মুখোমুখী হচ্ছেন। নিরন্নের কাছে আদর্শবাদের মূল্য কতটা? এই অব্যবস্থা আমার কাছে ক্রীতদাস প্রথার চেয়েও হীন মনে হয়েছে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলো যখন অনুমোদন পায় তখন ভালভাবেই তার "কোষ্ঠীঠিকুজি" বিচার করে তবেই সরকারী আনুকূল্য লাভ করে। কিন্তু তারপরে এ ধরণের রসিকতা কেন? কেন গ্রন্থাগারকর্মীরা এবং কর্তৃপক্ষ তিল তিল করে আত্মক্ষয় করতে বাধ্য হবেন? এর কি কোন প্রতিকার নেই? যতদিন স্পনসর্ড প্রথা আছে—ততদিন কেবলমাত্র ঐ প্রথার অবসান চাই বলে আমরা,—গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এবং গ্রন্থাগার কর্মীরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করব? আর বার্ষিক সম্মেলন বা অধিবেশনগুলিতে হাহুতাশ করব, কেন আমরা যোগ্য কর্মী পাচ্ছি না? নাকি স্পনসর্ড প্রথা যতদিন আছে ততদিন এই প্রথাকে সুষ্ঠু রূপদানের জন্যে সচেষ্ট হবো? কেবলমাত্র B.L A'র জেলা শাখা সংগঠিত হলেই হবে না, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে এই ঘটনাবলী সম্পর্কে সুবিবেচনার পরিচয় দিতে হবে বা প্রতিকারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এ সম্পর্কে নবনির্বাচিত কাউন্সিলের মতামত প্রকাশিত হলে আনন্দিত হবো।

(২) **বৃত্তিকুশলী (Technical Hands); অবৃত্তিকুশলী (Non-Technical Hands) এবং নন্‌-প্রফেশনাল সদস্য:**

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উপরোক্ত তিনভাগে কর্মীদের ভাগ করেছি। পরিষদের অধিকাংশ কাজেই এই বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকরাই অগ্রাধিকার পান (আমি এখানে শিক্ষণ বিভাগের কথা বাদ দিচ্ছি)।

আমার প্রশ্ন: পরিষদ কি শুধুই বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে কাজ করবে নাকি আমার মতো অতিবৃত্তিকুশলী ও নন-প্রফেশনালরাও কাজ করার সুযোগ পাবে? পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার কতভাগ নন-প্রফেশনাল সেটা আমার জানা নেই। তবে কিছু পরিমাণে নিশ্চিত আছেন—তাঁদের ভূমিকাটা কি হওয়া উচিত? কি ধরণের কাজকর্ম পরিষদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে কার্যকরী? ইতিপূর্বে ঐ সমস্ত কর্মীরা কি ধরণের কাজ করেছেন এবং ঐ কাজ কতখানি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সহায়ক বলে পরিষদ মনে করেন এবং আগামী দিনে ঐ সব কর্মীদের নিকট হতে পরিষদ কি ধরণের কাজ প্রত্যাশা করেন?

বার্ষিক সাধারণ সভায় বিগত বৎসরের আয়-ব্যয় এবং সাফল্য-ব্যর্থতার ইতিহাস আমরা অবশ্যই শুনবো—কিন্তু ভবিষ্যতের পথ নির্দেশও নিশ্চয়ই অনালোচিত থাকার যোগ্য নয়।

(৩) **প্রতিষ্ঠানগত কাউন্সিল সদস্য:**

প্রতি বছর বার্ষিক নির্বাচনের সময় বিভিন্ন জেলার গ্রন্থাগার এবং শিক্ষায়তন থেকে

প্রতিষ্ঠানগত সদস্যরা নির্বাচন ও মনোনয়নের মাধ্যমে পরিষদ কাউন্সিলে আসন লাভ করেন। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই—গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বহুমুখী করা ও জোরদার করা।

আমার প্রশ্ন : পরিষদের সাংগঠনিক কাজে বা অন্যান্য কাজে এঁদের আত্মিক যোগ কতটা? এইসব সদস্যদের মধ্যে কি কখনও বিশেষ অথবা সাধারণ দায়িত্ব অর্পণে পরিষদ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন? নবনির্বাচিত ব্যক্তিগত কাউন্সিল সদস্যরা, প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের সঙ্গে কিভাবে কাজ করতে আগ্রহী?

(৪) **এবারের নির্বাচন ও আমাদের আচরণ :**

বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই বিষয়টির অবতারণা করার ইচ্ছা আমার নেই। নির্বাচনের সময়কার ঘটনাবলীর পুনরুল্লেখ না করতে হলেই আনন্দিত হতাম। কিন্তু পত্রের উপসংহারে অনিবার্যকারণেই ঘটনার উল্লেখ করতে হচ্ছে বলে আন্তরিক দুঃখিত।

গত ২রা অক্টোবর রাত সাতটার সময় আমরা যারা বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলাম তারা দেখেছি কেবলমাত্র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কয়েকজন সদস্য এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে বোধহয় তাঁরা বুঝতেই পারেন নি যে, তাঁদেরই বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁদের আচরণের একটা বিরাট পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যে ব্যথা পেয়েছি সেটা আমার পক্ষে মর্মান্তিক। আমরা তো একটা মহৎ উদ্দেশ্য ও আদর্শ সামনে রেখে স্বেচ্ছাশ্রম (Voluntary Service) দান করতে এসেছি। ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার আলোকে মত ও পথের পার্থক্য হতে পারে—কিন্তু সহনীয় ও গ্রহণীয় মতৈক্য কি সম্ভব নয়? বিতর্কে অনেকেই অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির প্রয়োজন কি সত্যিই ছিল? যদি কোন অযোগ্য ব্যক্তি কেবলমাত্র কপটতার আশ্রয় নিয়ে দু'একটি নির্বাচনে জিতেও যান, তাহলেও কি কর্মী হিসাবেও তিনি "সফল ও জনচিত্তজয়ী" হতে পারেন? পারেন না। সফল ও কার্যক্ষম কর্মীরাই এবারের নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল বৈকি! আইন আছে বলেই অবস্থানুযায়ী তার প্রয়োগ নমনীয়, কমনীয় করার জন্য তার ব্যতিক্রমও প্রয়োজন।

আমার মতে বিগত ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার ঘটনাবলী যদি ভবিষ্যতে আমাদের আচরণ ও জিহ্বাকে সংযত করতে না শেখায় তবে পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার মতো অনেকেই হতাশ হবেন। যাঁরা এই ঘটনাবলীর সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁরা সকলেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা। সুতরাং তাঁদের একথা ভুললে চলবে না, তাঁদেরই আলোকে আলোকিত হয়ে ভবিষ্যতের সফল কর্মী হবার জন্য আমার মতো কয়েকজন সাধারণ কর্মী পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো করবে। এই ধরণের আচরণ থেকে আমরা কোন্ আশার বাণী শুনব? আমরা কোন্ শিক্ষা পাবো?

নমস্কারান্তে,

ভবদীয়—শিবেন্দু মান্না

Letters to the Editor.

বিয়োগ পঞ্জী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ মঙ্গলবার প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১ বৎসর বয়সে বোম্বাইতে পরলোকগমন করেছেন। ১৮৯৯ সালে ৩০শে মার্চ বিহারের জৌনপুরে শরদিন্দুর জন্ম হয়। তাঁর পিতার একান্ত ইচ্ছায় তিনি আইন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মুঙ্গের বারে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু ১৯২৯ সালে তিনি এই কাজ পরিত্যাগ করে পুরোপুরি ভাবে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। কবিতা দিয়েই সাহিত্যে তাঁর প্রথম সোপান রচিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'যৌবন-স্মৃতি' প্রকাশিত হয় তাঁর ১৮ বছর বয়সে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জাতিস্মর'।

শরদিন্দু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন রহস্যোপন্যাস ব্যোমকেশের কাহিনী লিখে। ব্যোমকেশ সিরিজের প্রথম গ্রন্থ 'সত্যান্বেষী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। রোমান্টিক ছোটগল্প লেখক হিসাবে শরদিন্দু ছিলেন প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'চুয়াচন্দন', 'গোপনকথা' প্রভৃতি ছোট গল্প সংগ্রহ সকলের প্রিয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। 'গৌড়মল্লার', 'ঝিন্দের বন্দী', তুঙ্গভদ্রার তীরে ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে উল্লেখযোগ্য। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটীর জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হন। এ ছাড়া তিনি ১৯৫৮ সালে মতিলাল ঘোষ পুরস্কারও লাভ করেন। ছোটদের জন্যও তিনি অনেক গল্প কবিতা লিখেছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রনাট্যকারও ছিলেন। তাঁর রচিত বন্ধন, কম্পন ঝুলা প্রভৃতি হিন্দী চিত্ররূপও উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনেক বই ছায়াচিত্ররূপ হয়েছে। তাদের মধ্যে ঝিন্দের বন্দী, বিষের ধোঁয়া (ভাবী), চিড়িয়াখানা বিখ্যাত। তিনি প্রায় ৪০টির অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। শরদিন্দুর সাহিত্যকৃতির মধ্যে যে সরসতা, রহস্যপ্রিয়তা, সত্যানুসন্ধান ও মধুর রোমান্টিকতা আছে, সেই বৈশিষ্ট্য তাঁকে বাঙ্গালী পাঠক সমাজের কাছে চিরকাল প্রিয় করে রাখবে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর এই অকালমৃত্যু আমাদের স্তব্ধ, বিমূঢ় ও নির্বাক করে দিয়েছে। সাহিত্য জগতে তাঁর এই মৃত্যু একটা অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে সন্দেহ নেই। সাহিত্য অনুরাগীদের কাছে তিনি একজন অতি দরদী এবং অতি প্রিয়, অতি সজীব, সৃষ্টিশীল এবং প্রাণবন্ত সাহিত্যিক।

বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় এই সাহিত্যিকের মূল নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম, বংলা ১৩২৫ সালে দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গি গ্রামে। আদি নিবাস বরিশাল জেলার বাসুদেব পাড়া। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন

কৃতি ছাত্র। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য সাধনা আরম্ভ হয়।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প "নিশীথের মায়া" "দেশ" পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস "উপনিবেশ" ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন ছোট গল্পের এক সুললিত লেখক। "বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প" বিষয়ে গবেষণামূলক কাজের জন্য তিনি ডি-ফিল উপাধি পান। আবার কিশোর সাহিত্যও তাঁর লেখনী থেকে বাদ পড়েনি। তাঁরই প্রকাশ কিশোর সাহিত্যে "টেনিদার" গল্প। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর মনস্বিতা, রূপবোধ, আশ্চর্য বাক্‌কৌশল ও মানব প্রেমের গুণে সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ছিলেন প্রিয় লেখক।

বাংলার ১৩৭৭ সালের ২৩শে কার্তিক এই সর্বজন-প্রিয় লেখকের জীবনাবসান ঘটল। দেশ সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকার পাঠকেরা আর খুঁজে পাবেন না তাঁদের প্রিয় "সুনন্দ"কে, যে সুনন্দর সঙ্গে ছিল প্রত্যেক পাঠকের একটি অদৃশ্য আত্মীয় বন্ধন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ১৯৬৭ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট বিতরণ সভায় পৌরহিত্য করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট বিতরণ কনেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ—উপনিবেশ (১৯৪৪), গন্ধরাজ (১৯৫৫), পদসঞ্চার (১৩৬২), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ভাড়াটে চাই (১৯৬২), মেঘের উপর প্রাসাদ (১৯৬৩), লালমাটি, সাহিত্য ও সাহিত্যিক (১৯৬৬), সাহিত্যে ছোট গল্প, হাড় ইত্যাদি প্রায় শতাধিক গ্রন্থ আছে।

শ্রীশঙ্করদাস বর্মন

গত ১১ই নভেম্বর, ১৯৭০ বর্ধমান কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীশঙ্করদাস বর্মন একদল নকশালপন্থী বলে বর্ণিত যুবকের আক্রমণে গ্রন্থাগারের ভিতরই ছুরিকাহত হন। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে এই সরল, আদর্শবাদী গ্রন্থাগারিকের ১৩ই নভেম্বর মৃত্যু হয়। তিনি একজন প্রখ্যাত ব্যায়ামচার্য ছিলেন ও 'ফ্রেণ্ডস স্পোর্টিং' ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। বর্ধমান শহরের নাগরিকরা ১৫ই নভেম্বর টাউন হলে এক মহতীজনসভায় এই আত্মত্যাগী শিক্ষাবিদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্কুল, কলেজ, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় ও সহস্রাধিক নাগরিক তাঁর শবযাত্রায় যোগ দেন। আমরাও গ্রন্থাগারিক হিসাবে তাঁর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা রাখছি। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এক শোকপ্রস্তাব শঙ্করদাস বর্মনের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে পাঠানো হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে বর্মনের পরিবারকে নিয়মানুযায়ী সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণ দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি, বি, ঘোষের

নিকট পাঠানো এক স্মারকলিপি হয় এবং এই সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বর্ধমান কলেজের অধ্যক্ষের নিকটও অনুরূপ লিপি পাঠানো হয়েছে।

সি, ভি, রমন

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী 'ভারতরত্ন' ডঃ সি, ভি, রমন ৮২ বছর বয়সে গত ২১শে নভেম্বর বাঙ্গালোরে পরলোক গমণ করেন। ১৯০৭ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্র চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের কলকাতা অফিসে ডেপুটি অ্যাকাউন্টটেন্ট জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে অনেক নামকরা বিজ্ঞান পত্রপত্রিকায় তাঁর নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত "ইনডিয়ান এসোসিয়েশন অব কালটিভেশন অব সায়নসে" রমনকে আইনগত বাধা থাকা সত্বেও বিজ্ঞান অনুশীলনের অনুমতি দেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে পদার্থবিদ্যায় পালিত অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেন। তাই বলা হয় রমন আবিষ্কার করেন "রমন এফেক্ট" আর রমনকে আবিষ্কার করেছিলেন স্যার আশুতোষ। ১৯৩০ সালে অধ্যাপক রমন— নোবেল পুরস্কার পান। সারা জীবনের সাধনার স্বীকৃতি পেয়েছেন সর্বদেশে। ১৯৪১ সালে আমেরিকান অপটিক্যাল সোসাইটি তাঁকে সদস্য পদে গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালে সোভিয়েট বিজ্ঞানী আকাদমীর সদস্য—১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার লাভ এবং ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমীও তাঁকে সম্মানিত সদস্য মনোনীত করেন। ১৯৫৪ সালে নিজ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান "ভারতরত্ন" উপাধি পান। তাঁর মৃত্যুতে ভারত এক অমূল্য অন্যতম রত্ন হারালো তা বলা বাহুল্য। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

Obituary

ভ্রম সংশোধন

রোল নং	নাম
৭১	নীহারকুমার মণ্ডল স্থলে মিহিরকুমার মণ্ডল হইবে
১০৩	শঙ্করপ্রসাদ রাহার স্থলে শঙ্করপ্রসাদ ভড় হইবে।

রজত-জয়ন্তী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

আগামী ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে রজত জয়ন্তী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে পুরুলিয়া জেলার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে।

সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু পরিষদ সদস্যগণের প্রত্যেককে সম্মেলনে থাকা ও খাওয়া বাবদ মোট ছয় টাকা হিসাবে দিতে হবে। পরিষদ সদস্য নন এমন প্রতিনিধিগণের প্রতিনিধি দর্শনী হিসাবে অতিরিক্ত চার টাকা ধার্য করা হয়েছে।

১২ ফেব্রুয়ারী সকাল ৭-৩০ মিনিট থেকে অনুষ্ঠান সূচী আরম্ভ হবে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রহর ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত কর্মসূচী বলবৎ থাকবে।

বিস্তারিত বিবরণ যথাসময়ে 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত হবে এবং সদস্যগণকেও জানান হবে।

পরিষদ ভবন
২৮ নভেম্বর, ১৯৭০

কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

।। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ ।।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারীতে পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে ২৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন রজত জয়ন্তী সম্মেলন হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলন উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ থেকে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল্যায়ন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনের পর্যালোচনা এবং পরিষদের অগ্রগতির ইতিহাস নিয়ে বেশ কিছু তথ্যবহুল রচনা সঙ্কলনটিতে স্থান পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই স্মারক গ্রন্থে রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭০।

স্মারক গ্রন্থটি যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় সেজন্য পরিষদের সদস্যগণের কাছে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

এই স্মারক গ্রন্থে উপযুক্ত সংখ্যক বিজ্ঞাপন সংগ্রহেরও চেষ্টা চলেছে। পরিষদের যেসব সদস্য এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন তাঁদের পরিষদের কর্মসচিব অথবা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে :

বিজ্ঞাপনের হার :

মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠা— ৩০০ টাকা
মলাটের তৃতীয় ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠা—২৭৫ „
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা— ২৫০ টাকা
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা— ১৩০ „
সাধারণ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা— ৭০ „

পরিষদ ভবন
২৮ নভেম্বর, ১৯৭০

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক স্মারক গ্রন্থ ও কর্মসচিব স্মারক গ্রন্থ উপসমিতি।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২০, সংখ্যা ৮ } { ১৩৭৭, অগ্রহায়ণ

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবস

প্রতি বছরের ২০ ডিসেম্বর বাঙলাদেশে পালিত হয় গ্রন্থাগার দিবস; বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে। এই দিনটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনই পরিষদের সংবিধান বিধিবদ্ধ হয় যদিও প্রথমে অন্যান্য তারিখেও গ্রন্থাগার দিবস পালিত হত। গ্রন্থাগার দিবস বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের নিকট আত্মসমালোচনা তথা আত্মশুদ্ধির দিন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন বা এই বৃত্তির প্রতি যাঁরা সহানুভূতিশীল তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই গ্রন্থাগার দিবস এক বিশেষ তাৎপর্যময় দিবস।

এই তাৎপর্যপূর্ণ দিবসে গ্রন্থাগার দিবস পালনের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার দিবস পালন কেবলমাত্র কোন বাৎসরিক উৎসবই নয় সামগ্রিক ভাবে গ্রন্থাগার সমুন্নতির আন্দোলনকে সুদূর প্রসারী করে তোলা ও দেশের, বিশেষ করে বাঙলা দেশের জনচিত্তকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলের কথাও সম্যক উপলব্ধি করানো এই দিনের কর্মসূচীর অঙ্গ। আত্মোন্নতির প্রথম ও প্রধান ধাপই হলো শিক্ষা। এই শিক্ষা কেবলমাত্র বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানপত্রের উপরই নির্ভরশীল নয়, সামগ্রিকভাবে জ্ঞান আহরণই শিক্ষা। এই শিক্ষার তুলনামূলক বিচার করলে ভারতের অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিতের হার ক্রমহ্রাসমান; যদিও শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার অন্ত নেই। এই ক্রমহ্রাসমান শিক্ষা হারের কারণ অনুসন্ধান করলে দুটি আশঙ্কাই সাধারণতঃ জাগে এক, শিক্ষা ব্যবস্থার দুরবস্থা আর শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহ। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দুটি কারণই সত্য হলেও দ্বিতীয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সংখ্যক বই দিলেই যেমন শিক্ষায় আগ্রহ জন্মায় না তেমনি অধীত বিদ্যার

চর্চা না থাকলে তাও কালক্রমে ভুলে যেতে হয়। ফলে এককালীন সাক্ষর ব্যক্তিরাও শিক্ষা ব্যবস্থার গলদে কালক্রমে নতুন করে অশিক্ষিতের দলে ভিড়ে যান। সদ্য সাক্ষরদের মনের ক্ষুধা মেটাতে প্রয়োজন নিত্য নতুন বইয়ের এবং বইয়ের সেই অফুরন্ত চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন গ্রন্থ-ভাণ্ডার বা গ্রন্থাগার। কিন্তু অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব থেকে আজ পর্যন্ত পরিষদের প্রস্তাব যে বাঙলাদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন হোক, বিনা চাঁদায় সর্বসাধারণের পাঠের সুযোগ দেওয়া হোক, সে সম্পর্কে সমস্ত আবেদন নিবেদনই ব্যর্থ হচ্ছে 'নিষ্ফল মাথা কুটে'। সরকারী চরম ঔদাসীন্যে তাই আজ ব্যহত হয়েছে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা।

গ্রন্থাগার দিবসের প্রাক্কালে তাই আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দায়িত্বের কথা। গ্রন্থাগার দিবস কেবলমাত্র যেন একদিনের বাৎসরিক অনুষ্ঠানেই শেষ না হয়, এই দিবসই হবে তার কর্মসূচীর প্রথম দিবস। বাঙলার ঘরে ঘরে যাতে জ্ঞানের আলোক বর্তিকা জ্বলতে পারে তারই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আজ পরিষদের। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে হবে। 'এইসব মূঢ়, ম্লান মূক মুখে, দিতে হবে ভাষা, ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।' গ্রন্থাগার দিবসে তাই সকলে শপথ নেবেন নতুন করে, নতুন উদ্দীপনায় কাজে নামতে। কিন্তু দেশের অধিকাংশই যেখানে মানস ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত সেখানে পরিষদের সামান্য সাহায্য তো সিন্ধুতে বিন্দু তুল্য। নিজের দেশকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন, সমাজকে ভালবাসেন, পরিবারের মঙ্গল চান সর্বোপরি নিজের আত্মোন্নতি কামনা করেন তাঁরাই হবেন পরিষদের এই বিরাট কর্মযজ্ঞের পুরোহিত। দেশের জ্ঞানী গুণী, ধনী দরিদ্র আবাল বৃদ্ধ বনিতার কাছে গ্রন্থাগার দিবসে পরিষদের একমাত্র ডাক 'ওঠো, জাগো, প্রাপ্যবরাণ নিবোধত।' গ্রন্থাগার দিবস কেবলমাত্র পরিষদের পালনীয় কোন অনুষ্ঠান নয়, এ অনুষ্ঠান সকলের, শিক্ষাভিলাষী প্রত্যেকের নিজস্ব অনুষ্ঠান। প্রত্যেকের আত্মিক উন্নতির জন্য, সামাজিক উন্নতির জন্য সর্বোপরি বাঙলা দেশের উন্নতির জন্য গ্রন্থাগারের প্রসার অপরিহার্য, এ দাবী আজ সোচ্চার করে তুলতে হবে। গ্রন্থাগারই জ্ঞানার্জনের পাদপীঠ, এই পাদপীঠতলে ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাই উদাত্ত আহ্বান জানায় সকলকে গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাগার সম্পর্কে এক চিরন্তণ সত্য শোনাতে সে ডাকছে "এসো, এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে"।

Editorial : The Library Day

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (২৮)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৭-৪৯ খৃষ্টাব্দে, (১৩৫৩-১৩৫৬ বঙ্গাব্দে) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গতানুগতিক সংস্থাগত কাজ ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং গ্রন্থাগার সম্মেলনও আহ্বান করিতে পারে নাই। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের, (১৩৫৪ বঙ্গাব্দের) ১৫ই আগষ্ট, (২৯শে শ্রাবণ,) শুক্রবার ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের শাসন ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল এবং দেশ গঠনের নানাবিধ কাজের দিকেও ভারত সরকার নজর দিতে আরম্ভ করিল। দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং দেশের আনাচেকানাচে গ্রন্থাগার ছড়াইয়া দেওয়া সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কাজেই তাঁহাদের প্রথম দৃষ্টি পড়িল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার দিকে। বৃটিশের আমলে পঞ্জীভুক্তকরণ আইন অনুযায়ী পুস্তক প্রকাশকগণকে তাহাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলীর প্রত্যেকটির তিনখানা করিয়া প্রাদেশিক সরকারের নিকট জমা দিতে হইত। ইহাদের মধ্যে দুইখানা ইংলণ্ডের বৃটিশ যাদুঘর এবং ইংলণ্ডের ভারতীয় কার্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য সাধারণত পাঠাইয়া দেওয়ার নিয়ম ছিল। পরবর্তীকালে সমস্ত বইর দুইখানা করিয়া না পাঠাইয়া উক্ত সংস্থাদ্বয়ের চাহিদামত বই পাঠান হইত। বাকী একখানা প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছানুযায়ী বিলি ব্যবস্থা করা হইত। শুধু বাংলাদেশে কলিকাতাস্থ সাম্রাজ্যিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের চাহিদামত তৃতীয় বইখানা লেনদেন বিভাগের জন্য পাওয়া যাইত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের, (১৩৬১ বঙ্গাব্দের) ২০শে মে, (৬ই জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবারের পর হইতে ভারত সরকার পুস্তকার্পণ আইন অনুযায়ী কলিকাতার নামান্তরিত জাতীয় গ্রন্থাগারে একখানা, বোম্বাইর সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী একখানা, মাদ্রাজের কন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরী একখানা করিয়া বই প্রত্যেক প্রকাশককে নিজ ব্যয়ে বিনামূল্যে জমা দিতে হইবে এই বিধান করিল।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিয়া একটি প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য ভারত সরকার একটি বিশেষজ্ঞ সমিতিও গঠন করিয়াছিল। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা ডঃ তারাচাঁদ, সম্পাদক ছিলেন শ্রীবেল্লারী সমন্না কেশবন আর অন্যান্য সদস্য ছিলেন ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডঃ পুরুষোত্তম মহাদেব যোশী, ডঃ দৌলত সিং কোঠারী।

সাম্রাজ্যিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লাহ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করিলে শ্রীবেল্লারী সমন্না কেশবন তাঁহার স্থলে নামান্তরিত জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হইলেন। এছাড়া এসপ্লানেড হইতে বেলভিডিয়ার প্রেস-এ জাতীয় গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত করা হইল।

এই কয় বৎসর ডঃ নীহাররঞ্জন রায় পরিষদের সভাপতি ও শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় সাতজন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে শ্রীনারায়ণদাস সেন প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ এগারজন ছাত্রের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী ছিল শ্রীঅশোককুমার মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট, (২৯শে শ্রাবণ) শনিবার ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের একটি মিলনোৎসব হইয়াছিল। ইহাতে প্রায় চল্লিশজন ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা যোগ দিয়াছিলেন। এই বৎসরের প্রশস্তিপত্র প্রাপ্ত ছাত্রদের পক্ষ হইতে এই মিলনোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে এইজন্য প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইয়া শ্রীমনোজ রায় ও শ্রীঅনন্তকুমার চক্রবর্তী তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেন। প্রশস্তিপত্র প্রাপ্ত ছাত্রদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যেন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত না থাকে। যাহাতে উত্তীর্ণ ছাত্ররা উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে তাহার প্রতিও পরিষদের দৃষ্টি থাকা দরকার। সভাপতি মহাশয় বলেন যে বিশেষ গুণার্জনকারী ছাত্রদের দেশের প্রতি বিশেষ কর্তব্য থাকে। দেশের সকল লোক এই আশাই করে যে তাহারা যেন ঐ কর্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ না হয়।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের উত্তীর্ণ সতের জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল শ্রীকুমারেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণের জন্য ডিপ্লোমা পাঠক্রম প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই বৎসর ষোল জন ছাত্রছাত্রী ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল শ্রীরজতবরণ দত্তরায়।

শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসু ও অন্যান্যের সহযোগিতায় 'লাইব্রেরী সংরক্ষণ' নামক বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগারচর্চা বিষয়ক একখানা গ্রন্থ এই বৎসর পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের (১৩৫৭ বঙ্গাব্দের) ১৪ই মে, (৩১শে বৈশাখ) রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনে ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই বৎসর প্রশাসনিক দিক দিয়া চন্দননগর ও কোচবিহার পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও ইহাদিগকে নিজ এলাকাভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষাধিকার বয়স্ক শিক্ষার প্রসার সাধনের জন্য গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি গ্রন্থাগার বাছিয়া লইয়া উহাদিগকে বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। শিক্ষাধিকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বয়স্ক শিক্ষার প্রসার সাধনের জন্য যে সকল গ্রন্থাগারকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল সরকারের পক্ষ থেকে তাহাদিগকে বিভিন্ন পরিমাণের আর্থিক সাহায্য দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। ইহার ফলে কতিপয় গ্রন্থাগার যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ফলপ্রদ কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই বৎসরের প্রথম দিকে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় সভাপতি ও শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন। পরে কাউনসিলের এক অধিবেশনে শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে শ্রীতিনকড়ি দত্ত সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের, (১৩৫৭ বঙ্গাব্দের) ৩১শে ডিসেম্বর, (১৫ই পৌষ) রবিবার এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের, (১৩৫৭ বঙ্গাব্দের) ১লা জানুয়ারী, (১৬ই পৌষ) সোমবার কলিকাতার রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর ভবনে গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল। ইহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ আর সম্মেলনের উদ্বোধক হইয়াছিলেন পশ্চিম বঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

দেড় শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। এছাড়া বৃটিশ কাউনসিলের আঞ্চলিক প্রতিনিধি শ্রীলিটলার, যুক্তরাষ্ট্র তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের শ্রীম্যান ও কুমারী ফেয়ারওয়েদার, পশ্চিম বঙ্গের বয়স্ক শিক্ষা কর্মচারী শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন।

সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানাইতে গিয়া ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেন, যে এই প্রদেশে গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ গ্রন্থাগার আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা জীবনের কোন সময়েই তেমন গতিশীল ছিল না এবং সেই জন্য ইহা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতেও পারে নাই। এই সম্পর্কে তিনি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি স্বর্গত কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের কার্যাবলীর কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় উল্লেখ করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদ বাংলাদেশে প্রথম গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে এবং নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার সম্মেলন আহূত হইতে থাকে। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় পরিষদ নানাদিকে ইহার কার্যাবলী প্রসারিত করিয়াছে, কিন্তু জনগণের অনাগ্রহ ও সরকারী আনুকূল্যের অভাবে ইহা বহুল পরিমাণে সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি পরিষদ উহার ক্ষুদ্র উপায়ে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। সান্ত্বনা এই যে ধীরে হইলেও ক্রমশ জনচেতনা জাগ্রত হইতেছে, পেশাগত দিক দিয়া মানোন্নতি হইয়াছে, অপেক্ষাকৃত ভাল গ্রন্থাগার ও যোগ্যতর গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ অনুভূত হইতেছে আর সরকারী ঔদাসীন্যও দূরীভূত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষাধিকার প্রদেশে পূর্বাপেক্ষা ভাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য বর্তমানে ধীরে হইলেও আগাইয়া যে চলিয়াছে তাহা বেশ বোঝা যায়। এছাড়া ইহা গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারসমূহকে বয়স্ক শিক্ষার প্রসার সাধনের জন্যও ব্যবহার করিতেছে। ইহা গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণের আগ্রহ জাগাইতেছে এবং পেশার মানোন্নতির দিকেও নজর দিতেছে। বহু চেষ্টা ও অর্থ ব্যয়ের ফলে যাহাদিগকে সাক্ষর করিয়া তোলা হইয়াছে তাহারা যাহাতে আবার অক্ষরজ্ঞান ভুলিয়া না যায় তাহা রোধ করিবার জন্য গ্রন্থাগারসমূহ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সক্রিয়ভাবে কিরূপে কাজ করিতে পারে তাহা তিনি বুঝাইয়া বলেন।

এই সম্মেলনের বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইল গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করিয়া তোলা। তিনি আশা করেন যে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করিবেন এবং গ্রন্থাগারসমূহ দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানকল্পে কিরূপে সক্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে তাহার পথ দেখাইবেন। অতঃপর তিনি উদ্বোধককে সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনপ্রসঙ্গে রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন যে তিনি এই ধরনের সম্মেলনের সহিত অপরিচিত নন। কারণ এই সম্মেলন যে সংস্থা আহ্বান করিয়াছে উহার সহিত তাঁহার সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের এবং আজীবন কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্যও ছিল। যে দেশে শতকরা বার বা পনের জন শিক্ষিত সেখানে গ্রন্থাগারের বেড়াজাল সৃষ্টি করা যে কত কঠিন তাহা তিনি জানেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্বন্ধে বলিতে গেলে ইহা সাধারণ শিক্ষা লইয়াই বিশেষ ব্যাপৃত এবং বর্তমানে গ্রন্থাগারব্যবস্থার উন্নয়নের কোন সময় বা সুযোগই ইহার নাই। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে কাজ হাতে লইয়াছে তাহার সহায়তা করিতে সরকার বিশেষ ব্যগ্র, কারণ শিক্ষাপ্রসারে বিশেষ করিয়া প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ সজাগ। তিনি ইহা জানান যে পাঁচশত বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামান্য সংখ্যক বই সহ শতাধিক গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছে। যাহাতে গ্রন্থাগারিকতার আঙ্গিক কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত এবং সমাজসেবার ধরনে গ্রন্থাগারের প্রসার সাধনের কাজে কিছুটা অভিজ্ঞ নারীপুরুষের দ্বারা এই গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হয় সেই দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাল এবং ব্যয়বহুল গ্রন্থপরিবেশনের ব্যবস্থা করিতে হইলে টাকা কোথা হইতে আসিবে তাহা লইয়াই তিনি অতিমাত্রায় চিন্তিত। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় শুল্ক আদায় করিয়া গ্রন্থাগার চালান হয়। এখানে আমাদের দেশে অবস্থা অন্যরূপ এবং অ্যাণ্ড্রু কার্নেগি ও রকফেলারের মত লোকও নাই। তথাপি তিনি সনির্বন্ধভাবে বলেন যে নিজ নিজ এলাকায় গ্রন্থপরিবেশনের কাজ করিতে হইলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সামান্য হইলেও শুল্ক আদায়ের চেষ্টা করা উচিত। জনগণকেই পৌরসভা, গ্রামসভা এবং অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের অবশ্যকরণীয় কার্য করিবার জন্য সনির্বন্ধভাবে বলিতে হইবে।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ ভাষণদানপ্রসঙ্গে বলেন যে এই সংস্থার সঙ্গে বহুদিনকার সম্পর্কই তাঁহাকে এই মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রদেশের অভ্যন্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারসমূহের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া তিনি মন্তব্য করেন যে যে-কয়টি গ্রন্থাগার আমাদের আছে তাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার বলা যায় না এবং যথাযথভাবে তাহাদিগকে ব্যবহারও করা হয় না। যাহাকে গ্রন্থাগারমুখী মনোভাব বলা যায় তাহা আমাদের দেশে এখনও দুর্লভ। আমাদের শিক্ষা-প্রণালী ও শিক্ষাব্যবস্থাই এই অবস্থার জন্য দায়ী। পুস্তকপাঠের ব্যাপারে আমাদের কোন

স্বাধীন রুচি নাই, স্বাধীনভাবে পুস্তকনির্বাচনের ও রুচিগঠনের কোন শিক্ষা নাই। তিনি ইহা জোর দিয়া বলেন, যে মনোভাব লইয়া পুস্তক পাঠ করা উচিত তাহাতে আমূল পরিবর্তন না আনিতে পারিলে কোন সক্রিয় গ্রন্থপরিবেশন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার আশা নাই। তাঁহার মতে অর্থাভাবের কথা অবান্তর। কারণ তিনি মনে করেন ইচ্ছা থাকিলেই অর্থ আসে। ইহা তাঁহার নিকট আশ্চর্যের যে যদি যুদ্ধ করার জন্য অর্থের অভাব না হয় তবে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কেন অর্থের অভাব হইবে।

বৃটিশ কাউনসিল-এর ইতিহাস এবং কি ধরণের কাজ ইহা ভারতে করিতেছে তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রীলিটলার বলেন, গ্রন্থপরিবেশনের কাজ সম্পর্কে বলিতে গেলে তাহাদের প্রধান কাজ হইল বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কলাবিজ্ঞানের অধীতব্য বিষয় সরবরাহ করা, ভারতের বর্তমান গ্রন্থাগারগুলিকে এই সম্পর্কে সর্বপ্রকার সহায়তা করা এবং বিভিন্ন সময়ে পুস্তক প্রদর্শনী ও গ্রন্থাগারসংক্রান্ত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা।

শ্রীম্যান বলেন, এই ধরণের সমাবেশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্র তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের কার্যাবলী এবং কলিকাতাবাসীদের জন্য গ্রন্থপরিবেশনের কাজের এক বিবরণ দিয়া তিনি বলেন যে পরস্পরের ভাববিনিময় এবং তথ্য ও জ্ঞানের আদানপ্রদানের ব্যাপারে গ্রন্থাগার খুব ভাল কাজ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের সহিত স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির তিনি ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক কামনা করেন। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীকেশবন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বয়স্ক শিক্ষা কর্মচারী শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

এই সম্মেলন উপলক্ষে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর চেষ্টায় একটি মনোজ্ঞ গ্রন্থপ্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

এই দিন বিকালে 'গ্রন্থাগারকে জনগণের আকর্ষণীয় করায় উপায়' সম্পর্কে একটি আলোচনাসভা বসিয়াছিল। জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীযাদব মুরলীধর মুলে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু এই আলোচনার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। আলোচনার উদ্বোধন করিতে গিয়া শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, আলোচ্য বিষয়ের কি, কেন এবং কিরূপে কথাগুলির পুরাপুরি বিশ্লেষণ করিতে হইলে বিষয়টির সকল দিক দিয়া সম্যক ও বিস্তৃত আলোচনা করা উচিত। যে বস্তুর মূল্য আছে তাহাই জনগণের নিকট আদরণীয় হয়। যেই প্রত্যঙ্গ লইয়া গ্রন্থাগার গঠিত তাহার প্রকৃত মূল্য থাকিলে গ্রন্থাগারও লোকের আদর পাইবে। গ্রন্থাগার প্রধানত তিনটি প্রত্যঙ্গ লইয়া গঠিত, যথা—(১) পুস্তক ও অন্যান্য অঙ্গীয় জিনিষ, (২) পাঠক এবং (৩) গ্রন্থাগারের পরিচালনব্যবস্থা সহ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ। এই সকল প্রত্যঙ্গের যথাযথ এবং সুবিবেচনাপ্রসূত উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন হইলেই গ্রন্থাগারের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহাকে জনগণের একটি আকর্ষণীয় এবং উপকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাইবে। কিভাবে এই প্রত্যঙ্গসমূহের উন্নয়ন এবং সমন্বয় সাধন করা যায় তাহার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা চলে। এই

সম্পর্কে ইহাও দেখান হয় যে সংবাদপত্র, সাময়িকী, বেতার, চলচ্চিত্র, সভা, সম্মেলন, প্রদর্শনী প্রভৃতি গ্রন্থাগারকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলার পক্ষে মূল্যবান সাহায্য করিতে পারে। গ্রন্থাগার আকর্ষণীয় হইলে ইহা স্থানীয় সকল প্রকার কর্মের কেন্দ্রে পরিণত হইবে এবং সকল কর্মের কেন্দ্র হইলে গ্রন্থাগার জনগণের নিকট আদর পাইবেই। গ্রন্থাগারকে স্থায়ীভাবে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে কিশোর গ্রন্থাগারের যে বিশেষ মূল্য আছে এবং গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিতে হইলে কিশোর গ্রন্থাগার স্থাপন করা যে আশু প্রয়োজন তাহা ব্যক্ত করা হয়। বিদ্যালয়ে নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। রবিবাসরের শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলা দেশের প্রতিটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার আছে এই ভান করিয়া কোন লাভ নাই। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কোন আগ্রহই নাই।

গ্রন্থাগারকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইলে বাংলাদেশে সদ্যপ্রারব্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনকে কঠোরভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। সামান্য বেতন বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত ভাতা একজন গ্রাজুয়েট বিদ্যালয়শিক্ষককে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত উপাধি অর্জনের জন্য প্রেরণা দিয়া থাকে। সেইরূপ যদি গ্রন্থাগার আন্দোলন সরকারের অনুমোদিত ডিপ্লোমা বা প্রশস্তিপত্র দেওয়ার মত যোগ্য অন্তত একটি সুগঠিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হয় তবে গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ লাভেচ্ছু গ্রাজুয়েট বা গ্রাজুয়েট-নয় এরূপ শিক্ষকেরা আগাইয়া আসিবেন। ইত্যবসরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেতন বৃদ্ধি করার বা ভাতা দেওয়ার সর্তে গ্রাজুয়েট শিক্ষকদিগকে গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ লাভের জন্য উৎসাহ দিয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহায়তা করিতে পারেন। গ্রন্থাগার পরিষদের কর্তৃপক্ষ শিক্ষাসচিব এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের এই আন্দোলনে আগ্রহান্বিত করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের সহযোগিতা পাইতে তেমন অসুবিধা হইবে না বলিয়া তাঁহার মনে হয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন, ভারত এখন স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক দেশ। এখন জাতীয় পদ্ধতিতে কিশোরদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলা সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইহা ভালভাবে করিতে হইলে দেশ ও জনগণ সম্বন্ধে কিশোরোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইবে। ইহাতে বালকবালিকারা জীবনের আনন্দ ফিরিয়া পাইবে এবং তাহাদের মধ্যে জীবনের ভাল জিনিষের আস্বাদ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে। অতএব স্বরাষ্ট্রিক গড়িয়া তুলিবার বনিয়াদ স্থাপনে সহায়তা করিবার জন্য দেশময় বহু কিশোর গ্রন্থাগার স্থাপন করা অত্যাবশ্যক।

তিনি মনে করেন কিশোরদের গ্রন্থাগারের কাজ করিতে গিয়া আধুনিক গ্রন্থাগারিক স্বীকার করিবেন যে আজকাল যাহা কিশোরসাহিত্য বলিয়া চলে তাহা প্রায়ই কোন কাজে আসে না এবং গ্রন্থাগারের দিকে কিশোরদের আগ্রহ জাগাইতে হইলে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কিশোর সাহিত্য সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার মতে আজকালকার কিশোররা ছবি ও বেতারের মাধ্যমে চোখের ও কানের খোরাক পাইয়া থাকে। এইভাবে কিশোরদের

দর্শন ও শ্রবণশক্তির কাজে চলচ্চিত্র ও বেতারে নিশ্চয়ই অপরিহার্য অঙ্গ হইবে। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে কলিকাতার মত স্থানে কিশোরদের একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে পারা যায় নাই; কিন্তু আশা করা যায় যে জাতীয় সরকার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার এই দিকে যথাকর্তব্য করিবার জন্য আগাইয়া আসিবেন।

শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ত বলেন, শিক্ষাবিকিরণের ব্যাপারে যে কিশোররা একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ সেই কিশোরদিগকে গ্রন্থাগার আন্দোলন এত কাল উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিশোরদিগকে নিয়াই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। শুধু যে পাঠক হিসাবে তাহাদিগকে গ্রন্থাগারের সহিত যুক্ত রাখিতে হইবে তাহা নহে একজন কর্মী হিসাবেও তাহাদিগকে যুক্ত রাখিতে হইবে। তাহা হইলে তাহারাই আবার তাহাদের সঙ্গীদিগকে গ্রন্থজগতের রহস্যের সন্ধান দিবে। কিশোরদিগকে গ্রন্থগারমনা করিয়া তোলার উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে এবং এই দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তিনি আরও বলেন, কিশোরদের দিকে নজর দিলে এবং তাহাদিগকে গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করিলে তাহারাই আবার বংশধরদের দিকে অনুরূপ নজর দিবে। কিশোরদিগকে যথাযথভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের উপর আস্থা স্থাপন করিলে তাহারা আস্থাভঙ্গ করিবে না। আজকের কিশোররাই আগামী কালের রাষ্ট্রিক। তাহারাই দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন চালাইবে।

সর্বশ্রী কেশবন, নিখিলরঞ্জন রায়, কুমুদরঞ্জন সিংহ, সুখেন চট্টোপাধ্যায়, বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় এই সম্পর্কে স্বকীয় বক্তব্য প্রকাশ করিলে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সকলের বক্তব্য গুছাইয়া বলিয়া আলোচনা সমাপ্ত করেন।

পরের দিন সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, যুক্তরাষ্ট্র তথ্যসরবরাহ কেন্দ্র ও জাতীয় গ্রন্থাগার দর্শনার্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়াছিলেন।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে দশজন ছাত্র গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল শ্রীনচিকেতা মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় আটজন উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

Library Movement in Bengal (28)—Gurudas Bandyopadhyay

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (৫)

বিমলকান্তি সেন

( ) প্রথম বন্ধনী

সার্বদশমিক বর্গীকরণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন হচ্ছে এই প্রথম বন্ধনী। রূপ বিভাগ (Form Division), স্থান বিভাগ (Space Division). মানুষের জাতি এবং বাসস্থান অনুসারে বিভাগ (Race and Nationality Division), সবই স্থান পেয়েছে এই বন্ধনীর দুটি বাহুর ভিতর। বর্তমান সংখ্যায় আমাদের আলোচনা কেবলমাত্র রূপ বিভাগ নিয়ে।

রূপ বিভাগ

যে জলের সঙ্গে আমরা আজন্ম সবাই পরিচিত, সেই জলকেই আমরা কখনও দেখি বরফ, কখনও বাষ্প, কখনও মেঘ আবার কখনও বা বৃষ্টিরূপে। অনুরূপভাবে একই বিষয় বিভিন্ন প্রকাশনে ধারণ করে বিভিন্ন রূপ। যেমন J. Thewlis-য়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত Encyclopedic dictionary of physics ; American Institute of physics কর্তৃক প্রকাশিত Handbook ; হরনাম সিংয়ের A textbook of physics ; যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর Examples in physics, প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রকাশনেরই বিষয় নিঃসন্দেহে এক। পদার্থবিদ্যা কিন্তু এই পদার্থবিদ্যাই বিভিন্ন প্রকাশনে উপস্থাপিত হয়েছে বিভিন্নরূপে। এই যে একই বিষয়ের বিভিন্ন প্রকাশনে বিভিন্ন রূপ ধারণ, বর্গীকরণ জগতে এই রূপই আভ্যন্তরিক রূপ (Inner form) নামে পরিচিত।

একই বিষয়ের বিভিন্ন প্রকাশনে বিভিন্ন রূপ ধারণের নজির যেরূপ আছে, ঠিক তেমনি আছে ডকুমেণ্টের চেহারাগত বিভিন্নতাও। বই, পুস্তিকা, সাময়িকপত্র, ম্যাপ, মাইক্রোফিশ, গ্রামোফোন রেকর্ড, ইত্যাদি হচ্ছে ডকুমেণ্টের চেহারাগত বিভিন্নতার নজির। ডকুমেণ্টের এই চেহারাগত বৈশিষ্ট্যই বর্গীকরণ জগতে বাহ্যিক রূপ (Outer form) বলে পরিচিত।

বিভিন্ন প্রকাশনে বিষয়ের বিভিন্ন রূপ ধারণ এবং ডকুমেণ্টের বিভিন্ন চেহারা দুইই আলোচ্য বিভাগের আওতায় পড়ে। এই বিভাগের পরিচায়ক চিহ্ন হলো (0......)। যেমন (03) বিশ্বকোষ, (05) সাময়িকপত্র, (091) ইতিহাস ইত্যাদি।

রূপ বিভাগের ব্যবহার

রূপ বিভাগ এককভাবে সাধারণতঃ প্রকাশনের বর্গসংখ্যা হয় না মূখ্য তালিকায় সংখ্যায়িত বর্গসংখ্যার সঙ্গেই সাধারণতঃ এই বিভাগ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যেমন 51 (03) গণিত শাস্ত্রের অভিধান

61 (05) চিকিৎসাবিদ্যার সাময়িকপত্র

63 (091) কৃষিবিদ্যার ইতিহাস ইত্যাদি।

প্রশ্ন জাগতে পারে, যে সব সাময়িকপত্র (যেমন নবকল্লোল), বিশ্বকোষ (যেমন ভারতকোষ), বা বই (যেমন বঙ্কিম রচনাবলী) কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের আওতায় পড়ে না, তাদের বর্গীকরণ কীভাবে হবে? 0-য়ের সঙ্গে উপযুক্ত রূপ বিভাগ বসিয়ে কি? না, তা হবে না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য সার্বদশমিক বর্গীকরণে রয়েছে বিবিধ (Generalia) নামধারী একটি বর্গ। এতেই সংখ্যায়িত রয়েছে সাধারণ বিশ্বকোষ, সাধারণ সাময়িকপত্র, বিভিন্ন বিষয়ের লেখা নিয়ে গড়ে ওঠা সংকলিত পুস্তক প্রভৃতি বর্গসংখ্যা। যেমন 03 বিশ্বকোষ ; 05 সাময়িকপত্র ; 081/082 রচনা সংকলন ইত্যাদি।

মিশ্র বর্গসংখ্যায় রূপ বিভাগের স্থান

মিশ্র বর্গসংখ্যায় রূপ বিভাগের স্থান হচ্ছে ভাষার ঠিক আগে। উদাঃ 598·2 (540) (03)=20 [ভারতীয় পক্ষীর অভিধান]। যেখানে বর্গসংখ্যায় ভাষা দর্শাবার প্রয়োজন পড়ে না, সেখানে বলাই বাহুল্য রূপ বিভাগ বর্গসংখ্যার সর্বদক্ষিণে স্থান পায়। যেমন 91 (540)(026) **Fodor's guide to India**। গ্রন্থাগারে যখন রূপ বিভাগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তখন রূপ বিভাগ স্থান পায় বর্গসংখ্যার সর্বসামে। যেমন (03) 54 —রসায়ণের অভিধান।

রূপ বিভাগের ব্যবহার প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সর্বক্ষেত্রেই রূপ বিভাগের ব্যবহার যে অপরিহার্য, এমন নয়। একটি বর্গসংখ্যায় অগণিত বই জমে ওঠার সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্যই রূপ বিভাগের ব্যবহার। রূপ বিভাগ মূল বর্গসংখ্যার সঙ্গে ব্যবহারের ফলে প্রকাশনগুলো তাদের আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক রূপ অনুযায়ী ভাগ ভাগ হয়ে যায়, ফলে একই বর্গসংখ্যায় অসংখ্য বই জমে ওঠার সম্ভাবনা কমে এবং শেলফে বই খোঁজার সুবিধা বাড়ে। যে বর্গসংখ্যায় অসংখ্য বই জমে ওঠার সম্ভাবনা নেই, সেখানে রূপ বিভাগের ব্যবহার অনাবশ্যক।

রূপ বিভাগের সংক্ষিপ্ত তালিকা

(02) শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বিষয়বস্তু সজ্জিত এমন বই।

(021) বিস্তৃতভাবে লেখা সাধারণ হাতবই (**handbook**), সারগ্রন্থ (**manual**), প্রকরণগ্রন্থ (**monograph**) ইত্যাদি।

(022) মাঝারি পর্যায়ের বই।

(023) প্রাথমিক পর্যায়ের বই। জনসাধারণের উপযোগী করে লেখা বই। পকেট বই ইত্যাদি।

(021/023)তে যে ধরণের বইয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেই ধরণের বই যদি কলেজ বা স্কুলের পাঠ্যপুস্তক হয়, তাহলে (075) কিংবা এর উপবিভাগ ব্যবহার করতে হবে।

(024) নির্দিষ্ট ধরণের পাঠকের জন্য লেখা সর্বপরিসরের (scope) বই।
যেমন কৃষকের জন্য লেখা গব্যবিদ্যার (Dairy science) বই—637 (024) : 63

আমরা আরও কয়েক অধ্যায় পরে দেখতে পাবো যে কৃষির সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের প্রকৃত বর্গসংখ্যা হচ্ছে 63·007। কিন্তু উপরোক্ত উদাহরণে কেবলমাত্র 63 ব্যবহৃত হয়েছে, (024) য়ের মধ্যেই 'বিশেষ ধরণের লোক' এর ধারণা (concept) টি থাকার দরুণ।

(024.7) শিশুদের জন্য লেখা বই।

এই রূপ বিভাগটি ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ 087·5, 372.4, (075 এবং সাহিত্যের অর্থাৎ 82/89 য়ের বিশেষ সহায়িকা (special auxiliary) —93 সবই শিশুদের বইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজেই উপর্যুক্ত বর্গসংখ্যা, রূপ বিভাগ এবং বিশেষ সহায়িকার ব্যবহারক্ষেত্র বিশেষভাবে জানা দরকার।

যে সব শিশুদের বইয়ে বিবিধ বিষয়ক লেখা সংকলিত হয়েছে, সে সব বই বর্গীকৃত হবে 087.5য়ে। দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশিত পূজাসংখ্যাগুলি (যেমন ইন্দ্রধনু, কোহিনূর, ইত্যাদি) এই পর্যায়ে পড়ে।

নার্সারী স্কুলের পাঠ্যপুস্তক বর্গীকৃত হবে 372·416·2য়ে।

প্রাইমারী এবং পরবর্তী স্তরের পাঠ্যপুস্তক বইয়ের বিষয়বস্তু অনুযায়ী বর্গীকৃত হবে রূপ বিভাগ (075) সহযোগে।

সাহিত্য বিষয়ক শিশুদের বইয়ে সাহিত্যের বর্গসংখ্যার সঙ্গে বিশেষ সহায়িকা—93 ব্যবহৃত হয়। যেমন উপেন্দ্রকিশোর রায় রচিত 'টুনটুনির বই' এর বর্গসংখ্যা হবে 891·44—93।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তক নয়, 087·5 বা 82/89—93 এর আওতায় পড়ে না, শিশুদের জন্য লেখা এরূপ বই বিষয়বস্তু অনুসারে রূপ বিভাগ (024·7) সহযোগে বর্গীকৃত হবে। যেমন নীল আকাশের অভিযাত্রী 629·13 (024·7) ; আবিষ্কারের গল্প 608 (024·7) ইত্যাদি।

(03) বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো বই। অভিধান। বিশ্বকোষ। সন্দর্ভ গ্রন্থ ইত্যাদি

(031) বৃহৎ বিশ্বকোষ এবং বর্ণনামূলক অভিধান। কথোপকথনের অভিধান। সন্দর্ভ গ্রন্থ। বিশ্বকোষের মত হাতবই।

(032) মাঝারি ধরণের বর্ণনামূলক অভিধান।

(033) ছোট বর্ণনামূলক অভিধান।

(038) উচ্চারণনির্দেশক কোষ। পরিভাষা কোষ। অনুবাদ সহায়ক অভিধান। বহুভাষী অভিধান।

উপযুক্ত রূপ বিভাগ পাঁচটি, বিশেষ করে (03) গ্রন্থাগারে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই এর যথাযথ ব্যবহার জানা আবশ্যক। বহুখণ্ড বিশিষ্ট বা অতি বৃহৎ অভিধান এবং বিশ্বকোষের জন্য রূপ বিভাগ অভিন্ন, অর্থাৎ (031)। কারণ অনেক সময়ই বহু খণ্ডের বর্ণনামূলক অভিধান এবং বিশ্বকোষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। (032),

(033), (038) এই তিনটে রূপ বিভাগ পুরোপুরি অভিধানের জন্য নির্দিষ্ট আছে। এই তিনটি রূপ বিভাগের মধ্যে (032) এবং (033) এর ব্যবহার সীমিত। (038) এর ব্যবহার বহুল।

অভিধান বর্গীকরণ করতে গিয়ে বর্গীকরণিককে অনেক সময় বেকায়দায় পড়তে হয়। কারণ উপর্যুক্ত রূপ বিভাগ ছাড়াও 030·1, 801·3, 802/809 য়ের বিশেষ সহায়িকা—3 এবং 82/89 য়ের বিশেষ সহায়িকা ·073 সবই অভিধান বুঝিয়ে থাকে।

Random House dictionary of the English language প্রকাশনটির কথাই ধরা যাক। প্রকাশনটির বর্গসংখ্যা 030·8=20 ; 801·3=20 ; 802·0 —3 এবং 820·073 হতে পারে। বলা বাহুল্য প্রত্যেকটি বর্গসংখ্যাই নির্ভুল।

কোন অবস্থায় কোন বর্গসংখ্যাটি ব্যবহার্য এবার তা নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করছি। সাধারণ বিশ্বকোষ বর্গীকরণ করতে গেলে, আমাদিগকে 03 কিংবা এর উপবিভাগের সহায়তা নিতে হয়। যেমন **Encyclopedia Americana**-র বর্গসংখ্যা 030.=20 ; ভারতকোষের বর্গসংখ্যা 030·1=914·4। সাধারণ বিশ্বকোষের পাশেই যদি সাধারণ অভিধানগুলোকে স্থান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে 030·8 ব্যবহার করতে হবে।

030·8 কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের বই বর্গীকরণ করার কাজেই লাগে। প্রকাশনপঞ্জী (**Bibliography**) তে এর ব্যবহার চলে না। সেখানে অভিধান বর্গীকরণের জন্য আমাদিগকে 801·3 য়ের সহায়তা নিতে হয়।

গ্রন্থাগারে অভিধান বর্গীকরণের জন্য 801·3 তখনই ব্যবহার করতে হবে যখন 030·8 ব্যবহৃত হবে না এবং সমস্ত সাধারণ অভিধান সে একভাষী, দ্বিভাষী, বহুভাষী, যাই হোক না কেন, এক জায়গায় রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই বর্গসংখ্যার সাহায্যে বিভিন্ন ভাষার অভিধান কী করে এক জায়গায় আসে, নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকে তা বোঝা যাবে।

801·3=20 ইংরেজী ভাষার অভিধান।

801·3=20=914·4 ইংরেজী বাংলা অভিধান।

801·3=30 জার্মাণ ভাষার অভিধান।

801·3=82 রুশ ভাষার অভিধান।

801·3=914·4 বাংলা ভাষার অভিধান।

801·3=914·4=914·3 বাংলা হিন্দী অভিধান।

এখানে উল্লেখ্য যে 801·3 এর পরিবর্তে 030·8 ব্যবহার করলেও ঐ একই ফল পাওয়া যাবে। তবে অনেকে অভিধানকে ভাষার অন্তর্গতই রাখতে চান। তাই 030·8 য়ের পরিবর্তে 801·3 ব্যবহার করে থাকেন।

030·8 এবং 801·3 ছাড়া আর কোন বর্গসংখ্যা বিভিন্ন ভাষার অভিধানকে এক জায়গায় আনতে অক্ষম। উপরোক্ত অভিধানগুলোকেই যদি 802/809 য়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার যে বর্গসংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, তাতে রাখা যায়, তাহলে তাঁদের বর্গসংখ্যা দাঁড়ায় নিম্নরূপ এবং অভিধানগুলো ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জায়গায়।

802·0—3 ইংরেজী ভাষার অভিধান।

801·3=20=914·4 ইংরেজী বাংলা অভিধান।

803·0—3 জার্মাণ ভাষার অভিধান।

808·2—3 রুশ ভাষার অভিধান।

809·144—3 বাংলা ভাষার অভিধান।

801·3=914·4=914·3 বাংলা হিন্দি অভিধান।

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে ২য় এবং ৬ষ্ঠ উদাহরণের বেলায় অভিধানগুলোকে যথাক্রমে 802 0 এবং 809·144 য়ে না রেখে 801·3 তেই রাখা হল কেন? উপর্যুক্ত উদাহরণ দুটির বর্গসংখ্যা যদি যথাক্রমে 802·0—3=914·4 এবং 809 144–3=914·3 হত, তাহলে কোন ক্ষতি হত কী? হ্যাঁ, হত। কারণ প্রথম বর্গসংখ্যাটি বাংলা হরফে মুদ্রিত ইংরেজী অভিধান বোঝায়, আর দ্বিতীয় বর্গসংখ্যাটি হিন্দী হরফে মুদ্রিত বাংলা অভিধান বোঝায়।

ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করা দরকার। এক ভাষার বই মুদ্রিত হতে পারে আর এক ভাষার হরফে। বাংলা হরফে মুদ্রিত সংস্কৃত বইয়ের অভাব নেই। বাংলা হরফে মুদ্রিত সংস্কৃত অভিধানও আছে। এখন এই ধরণের একখানি অভিধান যদি বর্গীকরণ করতে হয়, তাহলে তার বর্গসংখ্যা কী দাঁড়াবে? নিঃসন্দেহে সংস্কৃত অভিধানের বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 809·12–3। কিন্তু বাংলা হরফ? হ্যাঁ, তার জন্য বাংলা ভাষার পরিচায়ক চিহ্ন =914·4 ও বর্গসংখ্যার সংগে জুড়তে হবে। ফলে বাংলা ভাষায় লিখিত বা মুদ্রিত সংস্কৃত অভিধানের বর্গসংখ্যা দাঁড়িয়ে যাবে 809·12=914·4। বলাই বাহুল্য, বর্গসংখ্যাটি সংস্কৃত থেকে বাংলা এবং দ্বিভাষী অভিধানের বর্গসংখ্যা হবে না। দ্বিভাষী কিংবা বহুভাষী অভিধান বর্গীকরণের বেলায় আমাদিগকে কেন ভাষার নিজস্ব বর্গসংখ্যা ছেড়ে 801·3 য়ের শরণ নিতে হয়, আশা করি এবার তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

সাধারণ একভাষী অভিধান বর্গীকরণের তৃতীয় উপায় হল ভাষার নিজস্ব গণ্ডীর ভিতরে অভিধানকে স্থান দেওয়া। ডিউই দশমিক বর্গীকরণে অভিধান বর্গীকরণের যে রীতি আছে, সেইটে আর কি, এক্ষেত্রে আমাদিগকে 802/809 য়ের বিশেষ সহায়িকা —3 য়ের সহায়তা নিতে হয়। এই –3 হচ্ছে আসলে 801·3 য়েরই সংক্ষিপ্ত রূপ। উদাঃ তামিল ভাষার অভিধান 809·481·1–3।

কোন সাহিত্যের বিভিন্ন ধরণের বইয়ের পাশে যদি ঐ ভাষার একভাষী অভিধানকে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে আমাদিগকে শরণ নিতে হয় 82/89 য়ে ব্যবহার্য বিশেষ সহায়িকা ·073 য়ের। উদাঃ 840·073 [840—ফরাসী সাহিত্য; ·073—অভিধান]। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে 840·073 হচ্ছে ফরাসী ভাষার অভিধান। ফরাসী সাহিত্যের অভিধান নয়। ফরাসী সাহিত্যের অভিধানের বর্গসংখ্যা

হবে 843(03)। অনুরূপভাবে ইংরেজী সাহিত্যের অভিধান 820(03) এবং ইংরেজী ভাষার অভিধান 820·073।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম সাধারণ একভাষী এবং বহুভাষী অভিধান নিয়ে এবার আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বৈষয়িক অভিধান (Subject dictionaries)।

বৈষয়িক অভিধান বর্গীকরণের দুটি উপায় আছে। যে বিষদের অভিধান, সেই বিষয়ের অন্যান্য বইয়ের পাশে যদি অভিধানকে স্থান দিতে হয় তাহলে প্রথমে বিষয়ের বর্গ সংখ্যা, তার পরে অভিধানের রূপ বিভাগ এবং শেষে ভাষার বর্গসংখ্যা ব্যবহার করতে হয়।
উদা: 51 (038)=84 গণিতের অভিধান, পোলিশ ভাষায় রচিত

51 (038)=02=82 ইংরেজী রুশ গণিতের অভিধান

বৈষয়িক সমস্ত অভিধানগুলোকে এক জায়গায় আনতে হলে 801·316·4য়ের শরণ নিতে হয়। এই বর্গসংখ্যাটির সংগে বিষয়ের বর্গসংখ্যা কোলন চিহ্নের সাহায্যে জুড়ে দিতে হয়। যেমন—

801·316·4 : 54=20 ইংরেজী ভাষায় রচিত রসায়নের অভিধান।

801·386·4 : 54=82=30 রুশ-জার্মান রসায়নের অভিধান।

(04) ব্রোশূর। ভাষণ। থিসিস। চিঠিপত্র। প্রবন্ধ। বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি।

(041) ব্রোশূর। পুস্তিকা। রিপ্রিণ্ট। উদ্বৃতি

(042) ভাষণ।

(043) থিসিস। Dissertations ইত্যাদি

(043·2) থিসিস

(043·3) Dissertations

(044) চিঠিপত্র

সাহিত্য বিষয়ক চিঠিপত্র বর্গীকরণের বেলায় এইরূপ বিভাগের পরিবর্তে 82/89য়ে ব্যবহার্য বিশেষ সহায়িকা—6 ব্যবহার করতে হবে। উদা: ছিন্নপত্র—891·44—6

(045) সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ। গবেষণাপত্র।

সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ বর্গীকরণের বেলায় এইরূপ বিভাগের পরিবর্তে 82/89য়ে ব্যবহার্য বিশেষ সহায়িকা—4 ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(046) খবরের কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধ

প্রবন্ধ এককভাবে বর্গীকরণ করতে হলেই (045) অথবা (046) বিষয়ের বর্গসংখ্যার সংগে ব্যবহৃত হবে। প্রবন্ধের সংকলন হলে রূপ বিভাগ (081) বা (082) অবস্থা অনুসারে ব্যবহৃত হবে। যেমন: Collected works of Meghnad Saha—52/53 (081)

(047) বিজ্ঞপ্তি। প্রতিবেদন। খবর ইত্যাদি

(047·1) অগ্রগতির প্রতিবেদন (Progress report). উদা: Advances in paediatrics 616—053·2 (047·1)

(047·3) বিশেষ প্রতিবেদন

(047·31) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন

(047·32) প্রশাসনিক প্রতিবেদন

(047·33) দুর্ঘটনা, ক্ষতি এবং পুনর্নির্মাণ কার্যের প্রতিবেদন

(048) সারসংক্ষেপ। সমালোচনা। ব্যাখ্যা। সারাংশ ইত্যাদি

(049) অন্যান্য ধরণের ডকুমেন্ট

(05) সাময়িকপত্র। বর্ষপঞ্জী। ডাইরেক্টরী। দেয়ালপঞ্জী ইত্যাদি

(052) দৈনিকপত্র

(053) সাপ্তাহিক পত্র

(054) মাসিক পত্র

(054—2) দ্বিমাসিক পত্র

(054—3) ত্রৈমাসিক পত্র

(054—6) অর্ধ মাসিক পত্র

(058) বার্ষিক প্রকাশন। বর্ষপঞ্জী। ডাইরেক্টরী

(058·7) ডাইরেক্টরী

(059) পঞ্জিকা (almanac)। বিশেষ বিজ্ঞান বা পেশার পঞ্জিকা। যেমন কৃষিপঞ্জী 63 (069)

(059·2) দেওয়ালপঞ্জী

(06) প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ইত্যাদির প্রকাশন। সম্মেলনের কাগজপত্র।

(063) সম্মেলনের কাগজপত্র।

প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ইত্যাদির প্রকাশন বর্গীকরণের বেলায় রূপ বিভাগ (06)য়ের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ 06য়ের অন্তর্গত যে ·0.. বিশেষ সহায়িকা আছে, তার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রকাশিত প্রায় সমস্ত ধরনের প্রকাশন বর্গীকরণ করা চলে। আমরা একটু আগেই প্রতিবেদনের (report) রূপ বিভাগ দেখেছি (047)। কিন্তু সেই প্রতিবেদন যদি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের হয়, তাহলে 06য়ের বিশেষ সহায়িকা ·055·1 ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদাহরণ : বৈজ্ঞানিক সংস্থার প্রতিবেদন 061·6·055·1 [061·6—বৈজ্ঞানিক সংস্থা ; ·0551·—প্রতিবেদন]

(07) শিক্ষাদানের পুস্তক। পাঠ্যপুস্তক।

(075) স্কুলের পাঠ্যপুস্তক

(075·2)　প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তক

(075·8)　হাইস্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক।

(08)　সংকলিত রচনাবলী

(081)　একজন লেখকের। উদাঃ রবীন্দ্র রচনাবলী—891·44 (081)

(082)　বহু লেখকের। উদাঃ কবিশেখর কালিদাস রায় সম্পাদিত মাধুকরী। 891·44—1 (082)

(083)　মুদ্রিত ফর্ম। ফরমূলা। গাণিতিক সারণী। সংজ্ঞা। বিবরণ তালিকা।

(083·13)　ব্যবহারের নির্দেশ। 'How to use......' ধরণের পুস্তক

(083·3)　গাণিতিক সূত্র (formula)

(083·71)　সংজ্ঞা

(083·72)　নামমালা পরিভাষা

(083·74)　Standards

(083·75)　Specifications

(083·81)　তালিকা

(083·82)　ক্যাটালগ

(084)　চিত্র এবং নক্সা

(084·11)　চিত্র স্কেচ ইত্যাদি

(084·12)　ফটো

(084·21)　নক্সা (diagram)　গ্রাফ

(084·3)　ম্যাপ

(084·4)　অ্যাটলাস

(086·4)　গ্লোব

(086·7)　গ্রামোফোন এবং ফণোগ্রাফ রেকর্ড

(088·5)　ধাঁধা

(088·7)　ট্রেড মার্ক

(088·8)　পেটেন্ট

(09)　ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা প্রকাশন। ঐতিহাসিক সূত্র (Historical sources) বৈধানিক সূত্র (legal sources)

(091)　ইতিহাস

প্রকাশনে যখন কোন বিষয়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়, তখনই এই বিভাগটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন সমরেন্দ্রনাথ সেনের বিজ্ঞানের ইতিহাস—5 (091)। আর যখন কোন স্থান বা দেশের ইতিহাস প্রকাশনের বিষয়বস্তু হয়, তখন 93/99য়ের বিভাগ বর্গসংখ্যা গঠন করতে ব্যবহৃত হয়।

উদাঃ—প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 934 ; ইংলণ্ডের ইতিহাস 942.0।

(092) জীবন চরিত

যখন জীবন চরিত কোন এক বিষয়ের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে, তখন এইরূপ বিভাগটি ব্যবহৃত হয়। উদাঃ—সাহিত্য সাধক চরিতমালা 891·44 (092)। আর বিভিন্ন বিষয়ের ব্যক্তিবর্গ যখন একই জীবন চরিতে স্থান পায়, তখন সেই জীবন চরিত কোষ 92তে বর্গীকৃত হয়ে থাকে। জীবন চরিতের বর্গসংখ্যা নানা উপায়ে গঠন করা যেতে পারে। 92 নিয়ে লেখবার সময় এ নিয়ে আরও আলোচনা করব।

(093) ঐতিহাসিক সূত্র

(094) বৈধানিক সূত্র

(095) প্রতি দেশের প্রাচীণ বিধির সূত্র।

রূপের মুখ্য মুখ্য বিভাগগুলো উপরে বর্ণিত হল। এ ছাড়াও গ্রন্থজগতে এমন কতকগুলো রূপের সাক্ষাৎ মেলে যেগুলো উপরের কোন বিভাগেরই আওতায় পড়ে না। শ্রীকারণিকের 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' বইটির কথাই ধরা যাক। একটি বিমান দুর্ঘটনা মনোরম ভাবে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসের রূপে। বইটি পুরোপুরি উপন্যাস নয়, অথচ বইটির মধ্যে উপন্যাসের রূপ বর্তমান। এই ধরণের বই বর্গীকরণের উপায় কি !

সার্বদশমিক বর্গীকরণে এর বন্দোবস্ত রয়েছে। যখন কোন রূপ কোন বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে উঠে, তখন সেই বিষয়ের বর্গসংখ্যা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে '0'য়ের পরে কোলন চিহ্ন সহযোগে বসে এবং সেই রূপের বর্গসংখ্যা গড়ে তুলে। কাশ্মীর প্রিন্সেস ইংরেজী উপন্যাসের রূপে রচিত। ইংরেজী উপন্যাসের রূপে যখন কিছু বর্ণিত হয়, তখন তার রূপবিভাগ দাঁড়ায় (0 : 820—31)। বিমান দুর্ঘটনার বর্গসংখ্যা হচ্ছে 629·135 : 656·08। অতএব কাশ্মীর প্রিন্সেস এর চূড়ান্ত বর্গসংখ্যা হবে 629·135 : 656·08 (0 : 820—31)

ক্রমশঃ

Universal Decimal Classification (5)

: Bimalkanti Sen

॥ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বরূপ ॥

শ্রীসত্যব্রত সেন ও শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল

(আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ)

১। উপরোক্ত বিষয়টির ওপর বিগত অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে ও পরবর্তী কয়েকটি সম্মেলনে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছে ও বর্তমানে সেগুলোকে অনুসরণ করছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনরালোচনার একান্ত প্রয়োজন। এই আলোচনার সূত্রপাতেই আমরা অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাব এখানে উল্লেখ করছি :

(১) অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা হোক।

এই প্রসংগে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া রচনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল এবং খসড়া বিল সম্বন্ধে মতামত আহ্বান করে সেটা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার সাপেক্ষে চূড়ান্ত বিল রচনার কথাও উল্লেখিত হয়েছিল।

(২) সর্বসাধারণের গ্রন্থাগারসমূহকে সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনার জন্য রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির জন্য কর্মসূচী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

এই প্রসংগে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শহরে ও পঞ্চায়েতে এবং ২০০০ এর অধিক জনসংখ্যা-বিশিষ্ট গ্রামসমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ বাঞ্ছনীয় বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আরও বলা হয়েছিল যে, বিচ্ছিন্ন ও জনবিরল এলাকাগুলোতে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের দ্বারা যথোপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করা হবে।

(৪) সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণের পর পিরামিডের ন্যায় একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত সকল প্রকার গ্রন্থাগার-গুলোর পুস্তকক্রয় বাবদ এবং বিভিন্নখাতে পৌনঃপৌনিক অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত।

(৫) যে সব এলাকায় সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার হয়নি বা প্রয়োজনের তুলনায়

দুর্বল, সেইসব এলাকার জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলোকে অধিক পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন, যাতে করে এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলোর কর্মধারা সম্প্রসারিত হয়।

(৬) সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কর্মীদের জন্য সুস্থ এবং যথোচিত মর্যাদা সম্পন্ন সামাজিক জীবন ধারণের উপযোগী বেতনের হার প্রবর্তন, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা যাতে বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা, সকল প্রকার গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বিধিসম্মত ও সুবিবেচিত সার্ভিস কোডের প্রবর্তন, গ্রন্থাগার কর্মীদের স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী বৃত্তিগত শিক্ষালাভের শিক্ষাকালীন বেতন ও ছুটীসহ সর্ববিধ সুযোগ, গ্রন্থাগার কর্মীদের মাসিক বেতন মাসের নির্দিষ্ট সময়ে সরাসরি দেবার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ চিকিৎসার সুযোগসুবিধা প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণের পর দীর্ঘ ছয় বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা বর্তমান বৎসরে (১৯৭০ সালে) দেখতে পাচ্ছি, "সম্মেলনের সাফল্য ও সার্থকতা" দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও অনুভব করা যাচ্ছে না। দুঃখের সঙ্গে আরও লক্ষ্য করছি, যে, পূর্বেকার এইসব "চাহিদা আজ সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি এবং যথোচিত গুরুত্বের মধ্য দিয়েই নিবারিত হয়েছে" বলে ধারণা করা হলেও তা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়।

(১) যেমন বিস্তারিতভাবে আলোচনান্তে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে ইতিমধ্যে সরকারের কাছে অনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু খুব দুঃখ ও পরিতাপের কথা এই যে, গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ আজও পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় নি।

(২) শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার বিভাগ আজও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যদিও স্বতন্ত্র কারণে ২৫-২৭শে মে' ৭০ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষাবিভাগের অধীন জেলা শিক্ষাধিকারীকদের এক সভায় Library Service and Publications এর জন্য একজন Deputy Director এর প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেছেন।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শহরে, পঞ্চায়েতে এবং ২০০০এর অধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট গ্রামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এখনও দিবাস্বপ্ন।

বিচ্ছিন্ন ও জনবিরল এলাকাগুলোতে গ্রন্থাগারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থার পরিবর্তে গ্রন্থযানগুলোর অপব্যবহার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

(৪) বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলোর কর্মক্ষেত্র নির্দ্ধারণান্তে পিরামিডাকৃতির গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনও স্বপ্নস্তরে।

পুস্তকক্রয়বাবদ অর্থ বরাদ্দ ও বৃদ্ধি, বিবিধ খাতে পৌনঃপৌনিক অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি ১৯৭০ সালেও ১৯৫৬ সালের কাঠামোকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।

(৫) বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত চাঁদানির্ভর গ্রন্থাগারগুলো সরকারী চরম ঔদাসিন্যে অবক্ষয়প্রাপ্ত। তাদের কর্মচারী সম্প্রসারনের কথা তো ওঠেই না।

প্রতি গ্রন্থাগারের নথীভুক্ত গড় সদস্যসংখ্যা ১৩০ এর বেশী নয় এবং পুস্তকক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দ সদস্য পিছু বছরে ৪ টাকারও কম ; অর্থাৎ একখানা বইও নয়। চাঁদা, জামিনস্বরূপ জমা, পরিচিতি (introduction) প্রভৃতির বেলায় পাঠক গ্রন্থাগারমুখী হওয়ার পরিবর্তে গ্রন্থাগারবিমুখ হয়ে পড়ছেন।

(৬) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, চাকুরীর সর্ত, মর্যাদা প্রভৃতির দাবী আজও একইরূপ রয়েছে। যুক্ত হয়েছে আরও কয়েকটি অভাব অভিযোগ সম্বলিত দাবির কথা। বেতন ও ভাতা বাবদ তাঁরা আজ যা পাচ্ছেন তার প্রকৃত মূল্য ১৯৫৬ সালের প্রাপ্ত বেতনের প্রকৃত মূল্যের চাইতেও অনেক কম। ফলে অসন্তোষ বেড়েছে, গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের কাজ স্তিমিত হয়ে আছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা আর্থিক ও প্রশাসনিক কারণে প্রযুক্তির পথ পাচ্ছে না।

ঐ অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেই গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করা হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গে আইনানুগ বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন হয় নি। আজও হয় নি। অথচ "ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে, শিক্ষা ব্যবস্থা জনস্বার্থমুখী করে তোলার মৌলিক দৃষ্টিভংগি দেশের শাসক সম্প্রদায় প্রগতিশীল না হলে গোঁজামিল অবশ্যই আসে এবং ফলপ্রাপ্তিও হয় শূন্যতায় ভরা", কোনও "সুগম ও সংক্ষিপ্ত" পথ নিয়ে গবেষণা অবাস্তর। কেননা বাঙলা দেশের প্রতি গ্রন্থাগার পিছু যেখানে মাত্র ৪০০ টাকার মতো বাৎসরিক চাঁদা সংগ্রহ, এবং ৩৬২০টির মধ্যে ৮৭৫টিকে গ্রন্থাগার বলেই গণ্য করা যায় না, সেখানে সরকার থেকে চাঁদার প্রথা তুলে দেওয়া প্রসংগে অর্থনৈতিক বোঝা বৃদ্ধির আশঙ্কা, জনস্বার্থমুখী কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব এড়াবার অজুহাত মাত্র।

এই সুযোগে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোর আর কয়েকটি বাস্তবচিত্র আমরা এখানে তুলে ধরতে চাই :

(১) গড়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন গ্রন্থাগার খোলা থাকে মাত্র ২½ ঘণ্টার জন্য। এর মধ্যে আবার অনেকগুলো গ্রন্থাগার দিনে মাত্র ১ ঘণ্টা, ১½ ঘণ্টা কিংবা ২ ঘণ্টার জন্য খোলা থাকে। জনসাধারণের চাহিদা কিন্তু এ বিষয়ে বেড়েছে। কেননা শিক্ষিতের হার ১৯৬১ সালে যদি ২৯% হয়ে থাকে, গত দশ বছরে নিশ্চয়ই বেড়েছে। এক্ষেত্রে যদি না বেড়ে থাকে, তবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কেন সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাই তো পর্যুদস্ত।

(২) গ্রন্থাগারগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে অবৈতনিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন স্বেচ্ছাকর্মীর ওপর নির্ভর করে রয়েছে বহু গ্রন্থাগার। ১১৩৫ জন গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে এখনও প্রায় ৬০০ জন গ্রন্থাগার কর্মী অবৈতনিক স্বেচ্ছাকর্মী এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত নন। অথচ গ্রন্থাগার আন্দোলনে বৈতনিক, শিক্ষণপ্রাপ্ত সর্বসময়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা যতদিন মূখ্য না হয়ে আসছে, ততদিন পর্যন্ত এই বিপর্যস্ত অবস্থা দেখতে হবে বলে মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। অবৈতনিক শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন স্বল্পসময়ের স্বেচ্ছাকর্মীর ভূমিকা আজ গ্রন্থাগারগুলির অস্তিত্বকে বজায়

রাখার জন্য প্রশংসনীয় বলে স্বীকার করেও বলতে হয়, প্রতিটি গ্রন্থাগারের স্বরূপ যেসব তথ্যের ভিত্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার রক্ষণাবেক্ষণ ভীষণভাবে অবহেলিত হওয়ায় সারা বাঙলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বরূপও অস্পষ্ট থেকে যেতে বাধ্য।

(৩) গ্রন্থাগারগুলো পরিচালনার ব্যাপারেও গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করে গ্রন্থাগার পরিচালন কমিটির পুনর্গঠনের যে প্রস্তাব বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে, তার প্রতি মর্যাদা সরকারী পক্ষ থেকে যেমন আজও দেওয়া হয়নি, সরকারী আওতা-মুক্ত গ্রন্থাগারগুলোর ক্ষেত্রেও একই রূপ। অবহেলা আজও রয়েছে। এটি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বড় ত্রুটি। স্পষ্ট করে বলতে হয় যে, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের জনসাধারণকে আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি বা এর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট ব্যাখ্যাসহ বোঝাতে পারিনি। উল্টো, ক্ষমতাদ্বন্দ্বের মতো একটা আতঙ্কমূলক মানসিকতার বিস্তার ঘটেছে। যা হবার আজও কোনও কারণ নেই।

২। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বরূপ স্পষ্ট করে এই ১৯৭০ সালে আঁকতে গেলে যে ব্যাপক তথ্যের প্রয়োজন, তার অভাব আমরা এই প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে অনুভব করছি। মূলতঃ ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের **West Bengal Library Directory** এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মী-সভা, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি ও গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপিত বক্তব্যের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধ রচিত। কাজেই এই প্রবন্ধের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন আগামী দিনের অনুষ্ঠিতব্য জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে হতে পারে।

এই সীমাবদ্ধতাসত্ত্বেও আমরা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বরূপ উন্নয়ণের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি সুপারিশ উপস্থিত করছি:

(১) গ্রন্থাগার আইন চাই এই দাবিতে প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের সমবেত করে জেলা স্তর পর্যন্ত আন্দোলন ব্যাপক করে তোলা হোক।

(২) যেসব গ্রন্থাগার এখনও পর্যন্ত ৪ ঘণ্টা পযন্ত উন্মুক্ত থাকে না, সেক্ষেত্রে অন্ততঃ ৪ ঘণ্টা খোলা রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলোকে অনুরোধ জানানো হোক। এইভাবে ধীরে ধীরে প্রতিদিন যাতে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত গ্রন্থাগার উন্মুক্ত রাখা হয়, সেইপথে আন্দোলন পরিচালিত করা হোক।

(৩) অবৈতনিক গ্রন্থাগারিকদের দ্বারা গ্রন্থাগার পরিচালনা ব্যবস্থা যে যথেষ্ট সুস্থ নয় এবিষয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলোকে বোঝাতে হবে। যত সামান্যই বেতন হোক বৈতনিক গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়।

(৪) গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করে গ্রন্থাগার কমিটি পুনর্গঠন করবার জন্য প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারকে উদ্বুদ্ধ করা হোক। প্রতি জেলায় সংস্থায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মনোনীত একজন সদস্য ও জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

(৫) গ্রন্থাগারগুলোকে সরকারী অর্থানুকূল্যে আনার ব্যাপারে জেলার কর্তৃপক্ষকে সংগঠিত ভাবে চাপ দিতে হবে যাতে তাঁরা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে সরকারী অনুদান ন্যায্যভাবে বণ্টিত করেন এবং এই নির্দিষ্ট পদ্ধতি স্থির করবার সময় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধির সংগে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(৬) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির জন্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২.৫ ভাগ বরাদ্দ করতে হবে।

(৭) **West Bengal Library Directory** সংকলনের জন্য উল্লিখিত প্রশ্নাবলী অনুযায়ী তথ্যসমূহ প্রত্যেক গ্রন্থাগারে নিয়মিত রাখার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।

Public Library System in West Bengal
: Satyabrata Sen & Tusharkanti Sanyal
(Main paper of the Conference)

ভ্রম সংশোধন

	রোল নং	শুদ্ধ
২৩৫ পৃ	৬২—কৃষ্ণচন্দ্র ঢং	কৃষ্ণচন্দ্র ঢ্যাং
২৩৪ পৃ	৫৫—জ্যোতিন্দ্রমোহন মজুমদার	জ্যোতিরিন্দ্র মোহন মজুমদার
২০৭ পৃ	বাংলা—ঐন্দ্রজালিক.	বাংলা কবিতা—ঐন্দ্রজালিক
২০৮ পৃ	বাংলা—জয়দেব	বাংলা কবিতা—জয়দেব
,,	বাংলা—দ্বিজেন্দ্রলাল	বাংলা কবিতা—দ্বিজেন্দ্রলাল
,,	বাংলা—দ্বীপান্তরের বাঁশি	বাংলা কবিতা—দ্বীপান্তরের বাঁশি
,,	বাংলা—বিদ্যাপতি	বাংলা কবিতা—বিদ্যাপতি
,,	বাংলা—গীতি কবিতা	—হবে না
	বাংলা—ছন্দ বিজ্ঞান	,,
	বাংলা—ছোটগল্প	,,
	বাংলা—নাটক	,,
	বাংলা—প্রবন্ধ	,,

২১৪ পৃ **বুদ্ধিবাদ** শিরোনামে (দ্রঃ বাংলা কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা) হবে না

২১৭ পৃ মানবতাবাদ শিরোনামের পর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী শিরোনামে আবুলফজল, ছন্ন—পত্র হবে।

বার্তা-বিচিত্রা

এবারের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার

এবার 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ করেছেন প্রখ্যাত উর্দুকবি ফিরাক গোরখপুরী তাঁর 'গুল এ-নগমা' গ্রন্থটির জন্য। ১৯৫৯ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং ১৯৬১ সালে 'সাহিত্য আকাদমি' পুরস্কারে সম্মানিত হয়। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে কবিকে একলক্ষ টাকাসহ ব্রোঞ্জ নির্মিত সরস্বতীর মূর্তি প্রদান করা হয়। এর আগে এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, উমাশঙ্কর যোশি, পুট্টাপ্পা ও সুমিনন্দন পন্থ।

সরকারী প্রকাশন সংস্থার প্রকাশন

ভারতের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রকের সরকারী প্রকাশন সংস্থা এক বছরে ২৫০টি গ্রন্থ, পুস্তিকা-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করেছেন। এর কয়েক লক্ষ সংখ্যা প্রচার হয়েছে যার মূল্য ১৯৬৯-৭০ সালে ২০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ২ লক্ষ টাকা মূল্যের মুদ্রিত পুস্তক বিদেশে বিক্রয় হয়েছে। প্রকাশন সংস্থা শীঘ্রই নিউ দিল্লী এবং প্রতিটি প্রাদেশিক রাজধানীতে একটি করে বিক্রয়কেন্দ্র খুলবেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে এরা সংবাদ তথ্যাদির একটি পরিভাষা কোষ প্রস্তুত করছেন।

তামিলনাড়ু গ্রন্থাগার পরিষদ

তামিলনাড়ুর, তিরুচি-তাঞ্জোর (Tiruchi-Thanjavur) আঞ্চলিক শাখার এক বিশেষ অধিবেশনে ১৯৭০-৭১ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-লিব-এস-সি কোর্স প্রবর্তন, সমগ্র দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি এবং গ্রন্থাগারিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রদেশ ভিত্তিক একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগের দাবী জানানো হয়। স্নাতকোত্তর উপাধি প্রাপ্ত সমস্ত কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ৩০০-২৫-৬০০ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের যে সুপারিশ তা কার্যকরী করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান হয়। বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারের কর্মচারী নিয়োগের হার স্থির করারও আবেদন করা হয়। এই সভা আরও সুপারিশ করে যে কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগারিক পদাধিকার বলে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সংস্থায় (Local Library Authority Committee) মনোনীত হবেন, জেলা শিক্ষা অধিকর্তা নয়। এবং যোগ্যতাসম্পন্ন আরও দুজন জেলা গ্রন্থাগারিকও ঐ সংস্থায় মনোনীত হবেন।

বিশ্বের অনুবাদ সাহিত্য

ইউনেস্কো প্রকাশিত 'Index translationum'এ ১৯৬৮ সালে বিশ্বের অনুবাদ সাহিত্যের এক সংখ্যা-তত্ত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের ৬৬টি দেশ থেকে ৩৬,৮০৯টি

অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তারমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া (৩,৬০৭), জার্মানী (৩,০২৬), স্পেন (২,৫৩৮), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (২,১৮২), জাপান (২,১৪৫)। বাইবেলের পরেই সবচেয়ে বেশী অনূদিত হয়েছে লেনিনের রচনা (২২৫), তারপরে সেক্সপীয়র (১৩৫), সাইমেনন (১৩৪), জুলেভার্ণে (১৩৩)। রাজনৈতিক রচনার মধ্যে সবচেয়ে বেশী মার্কস ১১২ বার অনূদিত হয়েছে, তারপরে এঙ্গেলস (৯৪)।

প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের সংরক্ষণ

ইউনেস্কোর মাইক্রোফিল্ম মোবাইল ইউনিট (Microfilm Mobile Unit) এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আরবের ১৪টি দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক দলিল প্রায় ৪ লক্ষ পাতা Microfilm করেছেন। এই ইউনিট ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। ২য় দফা ইউনিট ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সিরিয়া, কম্বোডিয়া, ভারতবর্ষ, ইরাক, ফিলিপাইন এবং বর্তমানে আলজেরিয়া, নেপাল ইত্যাদি দেশের দলিল সংরক্ষণ করছেন। Microfilmএর নেগেটিভ কপিটি যে দেশের দলিল সেখানে থাকছে আর অন্য পোসেটিভ কপিটি ইউনেস্কোর আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে সংরক্ষিত থাকবে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ইউনেস্কো সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে তাদের ঐতিহাসিক দলিল সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার সাহায্য দান করবে।

বুলগেরিয়ায় গ্রন্থাগার

বুলগেরিয়ায় বর্তমানে ১১,০০০টি গ্রন্থাগার আছে তার গ্রন্থসংখ্যা ৪৬,৭২২০০০। বুলগেরিয়ার জনসংখ্যা ৮ মিলিয়ন, তারমধ্যে ৩,৩৩৭,৮০৭ জন গ্রন্থাগারের সভ্য এবং তারা বছরে ৪১,৩৪০,০০০টি গ্রন্থ গ্রন্থাগার থেকে নিয়ে থাকেন। ৫০০ জন অধিবাসী আছে এমন গ্রামে একটি করে স্থানীয় গ্রন্থাগার আছে। এবং এখানে ৪,৫০০ পাঠকক্ষ এবং ২৪ মিলিয়ন গ্রন্থ আছে।

জাপানে দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃতি পাণ্ডুলিপির সন্ধান

জাপানের মঠ ও মন্দিরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত-জাপান সংস্কৃতি যোগাযোগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ৮০০ বছর আগে যে সাধু-সন্ত জাপানে পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন সেই সব সাধুদের ৫০০ মূর্তি টোকিওর Gohyaku Rakanji মন্দিরে আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুলিপি করা ৮ম শতাব্দীর সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি চীন থেকে জাপানের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত Kopodaishir এনেছিলেন তাও এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। এর মধ্যে নালান্দার সময়ে একটি পুঁথি আছে যা সে যুগের একমাত্র হস্তলিখিত পুঁথির স্থায়ী নিদর্শন। উপরিউক্ত তথ্যগুলি International Academy of Indian Cultureএর ডাইরেক্টর লোকেশচন্দ্র জানিয়েছেন।

জাপানে বিশ্বের বৃহত্তম সংবাদপত্র প্রচার

জাপানের পাঁচটি জাতীয় সংবাদপত্র ৯১ বছরের প্রাচীন 'আসাহি শিমবুনের' পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে এই সংবাদপত্রের দৈনিক প্রচার সংখ্যা ১ কোটিরও বেশী। এবং এই কারণে এটা বিশ্বের বৃহত্তম সংবাদপত্র। জাপানের টোকিও, ও মস্কো, নাগোয়া, কেতা, কিউস্থ ও সাপোরো—এই পাঁচটি শহর থেকে এর প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন সংখ্যা প্রকাশ হয়।

ডাচ সরকারে অশ্লীল সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান

ডাচ সরকার তাদের দেশের প্রকাশকদের আগামী ত্ব মাসের মধ্যে সমস্ত পর্ণোগ্রাফী জাতীয় মুদ্রিত যা কিছু নিশ্চিহ্ন করতে আদেশ দিয়েছেন। ৫ জন এর্টনী জেনারেল প্রেসের জন্য এক সামাজিক নীতিবোধ সংক্রান্ত কতগুলি সরকারী রীতিনীতি ঠিক করেছেন। এই রীতিনীতি বিরুদ্ধ কোন কিছু ছাপা হলে, তা বাজেয়াপ্ত হবেই, এছাড়া প্রকাশকের শাস্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

শ্রী এম করুণানিধির আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্তি

তামিল ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বিশ্ব-কবিতার সেবা করার জন্য "দি ওয়ালর্ড পোয়েট্রি সোসাইটি ইণ্টারন্যাশনাল তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম করুণানিধিকে ১৯৬৯ সালের "বিশেষ সেবা" পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। বিশ্বের ৬টি মহাদেশের ৬ কোটি তামিল ভাষাভাষিদের ৬০০০ বছরের পুরোন সংস্কৃতিকে তাঁর কবিতার মাধ্যমে বিশ্বজনগণের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে—তাঁর এই অতুলনীয় কবিকৃতির জন্য এই পুরস্কার।

হরিয়ানা সরকারের পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ

হরিয়ানা সরকার আগামী ১৯৭১-৭২ সালের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। দেশে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য এবং গরীব ছাত্রদের স্বল্পমূল্যে পুস্তক সরবরাহ এর উদ্দেশ্য। শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার সাধারণভাবে এবং অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বৃত্তিদানের পরিমাণ বিশেষভাবে বর্ধিত করছেন।

Notes & News

সঙ্কলয়িত্রী : ঊষা গুহঠাকুরতা

পরিষদ কথা

বিপিনচন্দ্র পালের ১১২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

শ্রী বি, এস, কেশবনের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বিপিনচন্দ্র পাল ইন্সটিটিউটের যুগ্ম উদ্যোগে পরিষদ ভবনে ২৮শে নভেম্বর বিপিনচন্দ্র পালের ১১২তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়। বিপিনচন্দ্র পালের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শ্রী কেশবন। অতঃপর বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল মহাশয় বাংলাদেশে মুদ্রণের আদিপর্ব ও বাংলায় সাংস্কৃতিক জাগরণে মুদ্রণের অবদান সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। মুদ্রণের আদিপর্বে বাংলা হরফ তৈরীর ক্ষেত্রে পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকারের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন যে বাংলা হরফের এঁরা জন্মদাতা হলেও, এঁরা বিশেষ স্বীকৃতি পাননি। শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কেরী সাহেবের অতুলনীয় আত্মত্যাগ ও কর্মপ্রচেষ্টার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমই আমাদের নবজাগরণের পথ সুদৃঢ় করেছিল। এই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকেই বত্রিশ বছরে দুই লক্ষাধিক গ্রন্থ ছাপা হয় এবং রামায়ণ. মহাভারত প্রথম এখানেই ছাপা হয়। এ ছাড়া সমাচার দর্পণ, Friends of India প্রভৃতি সংবাদপত্র ছাপা হয়। অতঃপর তিনি রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীদের মুদ্রণ শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে তাঁদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক হিসাবে বিপিনচন্দ্র পালের কর্মকুশলতার ও তৎকালীন ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ দেন। গ্রন্থাগারিক হিসাবে তিনি এক বিশেষ পদ্ধতিতে Author—Title Catalogue তৈরী করেন। তাঁর সময় এখানে Free reading room খোলা হয়। এই সময়ই Bengal Library-র প্রচুর গ্রন্থ এখানে দান করা হয়। এই কারণে Bengal Library-র গ্রন্থাগারিককে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর Council-এর সদস্য করার চেষ্টা তিনি করেন কিন্তু তাহা নানা বিরূপতার মধ্যে কার্যকরী হয়নি। শ্রী বসু বাংলাদেশের মুদ্রণের আদিপর্বের উপর একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরপর যাদবপুর Printing Technology-র অধ্যাপক দীপঙ্কর সেন একটি লিখিত ভাষণ দেন। সভাপতির ভাষণে শ্রী কেশবন বলেন যে মুদ্রণ শিল্পে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং যে অগ্রগতির সূচনা করেছিলেন, তার থেকে আমরা বর্তমান যুগে মুদ্রণ শিল্পে খুব কমই উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছি। আমাদের দেশের মুদ্রণের ক্ষেত্রে একটা এক ঘেয়েমী ও নতুনত্বের অভাব রয়েছে। কোন নতুন টাইপ বা অভিনবত্ব আমাদের হরফের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে উন্মাদনা ও দেশপ্রেম নিয়ে বাংলা মুদ্রন শিল্পের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন সেই একনিষ্ঠতা আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

পরিষদের পক্ষ থেকে সভাস্থ প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানান পরিষদ কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী।

গ্রন্থাগার পত্রিকা ও প্রকাশন উপসমিতির সভা

গত ২০ নভেম্বর, ১৯৭০ পরিষদ ভবনে শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার পত্রিকা ও প্রকাশন উপসমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নব মনোনীত সদস্যদের মধ্যে

দায়িত্ব বণ্টন, গ্রন্থাগার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ও নতুন প্রকাশনের ব্যবস্থা প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা ব্যতীতও সিদ্ধান্ত হয় যে প্রত্যেক সমালোচক পুস্তক প্রাপ্তির পর তিন মাসের মধ্যেই সমালোচনা পরিষদে পাঠাবেন। অন্যথায় পুস্তক গ্রন্থাগার পত্রিকা সম্পাদককে ফেরত দেবেন। আগামীতে প্রবন্ধের ইংরাজীতে সারসংক্ষেপও প্রকাশ করা হবে স্থির হয়। এই সম্পর্কে প্রবন্ধকারগণকেও তাঁদের প্রেরিত প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ পাঠাতে অনুরোধ করা হবে।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭০ পরিষদ ভবনে পরিষদ সভাপতি শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য সহগ্রন্থাগারিকা হিসাবে শ্রীমতী নীলিমা সেনের নিয়োগ অনুমোদিত হয়। আগামী গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রদর্শনীর ব্যয় বাবদ হাওড়া জেলার নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগারকে দুইশত টাকা দেওয়াও স্থিরীকৃত হয়।

জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

আগামী রজত জয়ন্তী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং জেলায় জেলায় পরিষদের শাখা গঠনের উদ্দেশ্যে পরিষদের সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতির উদ্যোগে ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ থেকে বিভিন্ন জেলায় সম্মেলন আরম্ভ হচ্ছে। জেলাওয়ারী সম্মেলনের তারিখে এইরূপ নির্ধারিত হয়েছে :—

২৩শে ডিসেম্বর—শিলিগুড়ি, ২৫শে ডিসেম্বর—মালদহ, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর (তমলুক), ৩১শে ডিসেম্বর—বাঁকুড়া, ১লা জানুয়ারী, ১৯৭১—নবদ্বীপ, হুগলী (চুঁচড়া), ৬ই জানুয়ারী—কুচবিহার, ৯ই জানুয়ারী—হাওড়া, ১০ই জানুয়ারী—২৪ পরগণা (বসিরহাট), ১৭ই জানুয়ারী—মুর্শিদাবাদ (কাগ্রাম)।

Association Notes.

আবেদন

সাম্প্রতিক বন্যার তাণ্ডবে হাওড়া জেলার মহিষমুড়ি গ্রামের অধিকাংশই বিধ্বস্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীগণ অর্থ, বস্ত্র ও সর্বোপরি পুস্তকের অভাবে অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। জনকল্যানব্রতী ব্যক্তি ও সংস্থা সমূহের নিকট তাই পরিষদের পক্ষ থেকে আবেদন যে প্রত্যেকে তাঁর সাধ্যমত পুস্তক, অর্থ প্রভৃতি পরিষদ অফিসে অথবা মহিষমুড়ি পল্লীমঙ্গল সমিতি, পোঃ—নওপাড়া, জেলা—হাওড়া ঠিকানায় পাঠিয়ে সাহায্য করবেন। সাধারণতঃ স্কুল পাঠ্য টেকস্ট বইএরই অধিক প্রয়োজন।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২০, সংখ্যা ৯ ১৩৭৭, পৌষ

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা কমিটি

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ১২ তারিখ থেকে শুরু হবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে, পুরুলিয়া জেলার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে। যদিও সম্মেলনের সঠিক হিসাবে এই সম্মেলন অষ্টাবিংশতি সম্মেলন রূপে পরিগণিত হওয়ার কথা তবুও এই সম্মেলন রজত জয়ন্তী সম্মেলন রূপেই উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত এক স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হবে। তদুপরি জেলায় জেলায় সম্মেলন ও পরিষদের জেলা শাখা কমিটি গঠন রজত জয়ন্তী সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য বাড়িয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাঙলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা; সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের একমাত্র সার্বজনীন সংস্থা। এ কারণেই দেশের প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ রাখতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে প্রতি জেলায় পরিষদের জেলা শাখা কমিটি গঠনের। প্রায় প্রতি জেলায় বিশেষ স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় অন্যান্য সংস্থা থাকলেও সেগুলির কার্যকলাপ আংশিক গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ থাকায়, দেশের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মী ও সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপযুক্ত সংস্থা রূপে গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু সেই তুলনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচী আরও ব্যাপক ও বহুমুখী। এই ব্যাপক বহুমুখী কার্যধারাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পরিষদের নবগঠিত জেলা শাখা কমিটিগুলিকে তাই প্রাণবন্ত ও পরিষদের আদর্শ প্রবক্তারূপে তৈরী করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিভিন্ন জীব কোষের সমন্বয়ে যেরূপ জীবের পরিপূর্ণতা সেইরূপ এই সব শাখা কমিটি ক্রমান্বয়ে পরিষদের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠবে, এই আশা নিয়েই শাখা কমিটিসমূহ গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে কোচবিহার, চব্বিশ পরগণা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদীয়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মালদহ, হাওড়া, হুগলী

প্রভৃতি জেলায় যথারীতি জেলা শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাক-রজত জয়ন্তী গ্রন্থাগার সম্মেলনও শেষ হয়েছে। এই সব জেলা সম্মেলন যেমন গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের চেতনাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে তেমনি সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করেছে।

প্রাথমিক স্তরে এই সব জেলা সম্মেলন পরিষদ কর্মসূচীতে এনেছে নতুন পরিবর্তন ও সমস্ত স্তরের কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে এনেছে নতুন প্রেরণা। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে এই উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রয়োজন আছে একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু উদ্দীপনার উদ্দামতায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য যেন ভ্রষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব মূল কর্ণধার—গ্রন্থাগার পরিষদের। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এই কমিটিগুলি কেবলমাত্র বাৎসরিক নিয়ম রক্ষাই না করে সমাজের প্রতিটি স্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পৌঁছে দিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখাও যেমন প্রয়োজন সেই রকম স্থানীয় প্রতিটি মানুষকে গ্রন্থাগারাভিমুখী করে তোলার দায়িত্বও এই সব নব গঠিত জেলা শাখা কমিটিগুলির। পরিষদেরও এই সম্পর্কে দায়িত্ব বাড়ছে। সদ্য প্রোথিত চারা গাছটিকে সযত্নে রক্ষা করতে না পারলে ধ্বংস হওয়াই স্বাভাবিক। এই চিন্তায় প্রতিটি শাখা কমিটিকে সজীব ও সক্রিয় করে রাখতে পরিষদের ভূমিকা অনেকখানি।

এই সঙ্গে রয়েছে সমন্বয়ের প্রশ্ন। বিভিন্ন জেলা শাখা কমিটি ও জেলাস্থিত অন্যান্য গ্রন্থাগার সংস্থাগুলির সঙ্গে সুসমন্বয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে। সব কয়টি সংস্থাকে একত্রিত করে সুদৃঢ় গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের। পরিষদের শাখা কমিটি অন্যান্য সংস্থার প্রতিযোগী সংস্থা নয় বরং সহযোগী সংস্থাই। তাই আজ সংহতির প্রশ্ন, কারণ লক্ষ্য আমাদের এক ও অভিন্ন।

The District Branch Committees of the Bengal Library Association : Editorial.

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (২৯)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে (১৩৫৭-৫৮ বঙ্গাব্দে) ডঃ নীহাররঞ্জন রায় পরিষদের সভাপতি এবং শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে (১৩৫৯ বঙ্গাব্দে) ১৮ই মে, (৪ঠা জ্যৈষ্ঠ) রবিবার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীতিনকড়ি দত্তের সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন বসিয়াছিল। এই সভায় শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ সভাপতি এবং শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সভার সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ত তাঁহার ভাষণে বলেন, জনসংযোগ ও বয়স্ক শিক্ষার দিকে গ্রন্থাগারের কাজকে ছড়াইয়া দেওয়াই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিষদের কাজে যুবকদিগকে উৎসাহিত করা উচিত।

বিদায়ী সম্পাদক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, গ্রন্থাগার আন্দোলন শুধু শিক্ষাদানের আন্দোলন নয়, মানুষ গড়িবার আন্দোলন। সংবিধানগত খুঁটিনাটি বাদ দিয়া প্রকৃত কাজের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের সামনে বয়স্কদিগকে শিক্ষা-দানের এক বিরাট কাজ পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীঅভয়কুমার সরকার মন্তব্য করেন যে পরবর্তী শীতকালে কলিকাতার বাহিরে গ্রন্থাগার সম্মেলন হওয়া উচিত।

শ্রীঅনিমেষ বসু মন্তব্য করেন যে যাহারা গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহারা যাহাতে গ্রাজুয়েট নির্বাচকমণ্ডলী হইতে ভোট দিতে পারে তাহার চেষ্টা করা হউক।

শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন যে পাশ্চাত্য দেশে গ্রন্থাগার প্রভূত কাজ করিতেছে। কিশোরদিগকে গ্রন্থাগারমনা করার জন্য চেষ্টা চলিতেছে এবং সত্যসত্যই তাহারা গ্রন্থাগারে আসিতেছে। চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধদিগের নিকট বই পৌছাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। ভাল হাসপাতাল গ্রন্থাগারও আছে। জনগণ ও সরকারের সহযোগিতায় এই দেশেও ভাল কাজ করা যাইতে পারে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে (১৩৫৮ বঙ্গাব্দে) গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আঠার জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শ্রীনির্মল রায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে (১৩৫৯ বঙ্গাব্দে) তেইশ জন উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে (১৩৫৭ বঙ্গাব্দে) প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আট জন ছাত্রছাত্রী ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে (১৩৫৮ বঙ্গাব্দে) প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীনচিকেতা মুখোপাধ্যায় সহ

চার জন ছাত্র এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে (১৩৫৯ বঙ্গাব্দে) প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সাত জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এই বৎসর ৩১শে আগষ্ট (১৫ই ভাদ্র) রবিবার ব্রাহ্ম সমাজের গ্রন্থাগার ভবনে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হইয়াছিল, ইহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব শ্রীপান্নালাল বসু। ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে পুরাতন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী হইতেই জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্ম হইয়াছে। বৃটিশের আগমণের পূর্বে এদেশে বর্তমান ধরণের গ্রন্থাগার ছিল না। অতি শীঘ্রই কলিকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গে চলন্ত গ্রন্থাগার সহ বহু গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়া উচিত। অতীত বাঁচিয়া থাকে পুস্তকের মাধ্যমেই। কার্লাইল বলিয়াছেন 'বিশ্ববিদ্যালয় তো প্রকৃতপক্ষে পুস্তকের সংগ্রহশালা'। শিক্ষাসচিব রূপে তিনি বলেন যে শিক্ষাপ্রসারে সরকার বদ্ধপরিকর। ভারতীয় সংবিধানে বিধান আছে যে প্রত্যেকেই শিক্ষালাভ করিবে। তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্য কামনা করেন এবং সরকার ইহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী কেশবন বলেন যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিশদ ব্যাখ্যানের ক্ষেত্র ইহা নয়। গ্রন্থাগার এমনই একটি স্থান যেখানে পাঠক শুধু পড়িবার বই পাইবে না, পাইবে সাদর অভ্যর্থনা। সার্বজনীন গ্রন্থাগারে সকলেই পাইবে সমান অভ্যর্থনা। সার্বজনীন গ্রন্থাগার গড়িবার ব্যাপারে স্থানীয় উদ্যোগী কর্মীদের একটি প্রধান ভূমিকা রহিয়াছে। সার্বজনীন গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়া উচিত। প্রত্যেক স্থানের সার্বজনীন গ্রন্থাগারটি হইবে একটি সচল প্রতিষ্ঠান। এই বৃহৎ নগরে বহু গ্রন্থাগার আছে কিন্তু সেগুলি সচল নয়। এই গ্রন্থাগার সমূহের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার সময় আসিয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বলেন যে বৃটিশদের এদেশে আগমণের পূর্বে গ্রন্থাগারের সূচনা দেখা গিয়াছিল। বহু পাণ্ডুলিপি ছিল এবং এইগুলি সংরক্ষিত হইত। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী নিঃসন্দেহে দেশের ও জনগণের মহা উপকার করিয়াছে। জাতীয় গ্রন্থাগার সত্যই একটি জাতীয় সংস্থা। ইহার সবটুকু কৃতিত্ব জাতীয় গ্রন্থাগারের আদি সংস্থা ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীরই প্রাপ্য। বিভিন্ন স্থানীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতা থাকা চাই।

যুক্তরাষ্ট্র তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের কুমারী ফেয়ারওয়েদার বলেন যে আমেরিকায় সার্বজনীন গ্রন্থাগারকে 'আমাদের গ্রন্থাগার' বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রত্যেক সার্বজনীন গ্রন্থাগারকে 'আমাদের গ্রন্থাগারের' দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। সর্বত্র সকলকে এই শিক্ষাই দিতে হয়। জনগণ যাহাতে গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে বাধ্য হয় তাহার জন্য গ্রন্থাগারকে অধিকতর আকর্ষক ও উপকারী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

বৃটিশ কাউন্সিল-এর শ্রীজেরাড বলেন যে মানবের সভ্যতায় সর্বাপেক্ষা বড় দানই হইল পুস্তকের। কাজেই সংস্কৃতি বজায় রাখা ও জ্ঞান বিকিরণ করার জন্য বইর সংরক্ষণার্থ সবিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

যুগান্তরের সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, যাহারা শাসনকার্য চালান তাহাদের গ্রন্থাগারের দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত। গ্রন্থাগারিকদিগকে ভাল বেতন দিতে হইবে। এদেশে গ্রন্থকাররা গ্রন্থাগারের উপরেই নির্ভর করে। কাজেই গ্রন্থকারের নিকট গ্রন্থাগারের বিনামূল্যে বই চাওয়া উচিত নয়।

সমাজশিক্ষা কর্মচারী শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় বলেন, সরকার গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধনের জন্য আগ্রহান্বিত। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। সরকার ইহা উপলব্ধি করিয়াছে যে গ্রন্থাগার ছাড়া বয়স্ক শিক্ষার কাজ সন্তোষজনকভাবে করা যাইবে না। গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে আরও বেশী অর্থ এই ধরণের কাজে ব্যয় করা হইবে। পরিষদের সভাপতি শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ তাঁহার ভাষণে বলেন যে এই গণতান্ত্রিক দেশে সকলের পক্ষে বই পাওয়া ও পড়া সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের (১৩৫৯ বঙ্গাব্দের) ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল (২০ ও ২১শে চৈত্র) শুক্রবার ও শনিবার শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর আহ্বানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বিধান সভার সদস্য শ্রীশশী খান আর সম্পাদন শ্রীরাধারমণ প্রামাণিক। এই সম্মেলনে প্রায় আড়াইশত প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন। যাঁহারা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লোকসভার সদস্য শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষাবিভাগের সচিব ডঃ ধীরেন্দ্র মোহন সেন, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জনশিক্ষার আধিকারিক ডঃ পরিমল রায়, মহারাষ্ট্র গ্রন্থালয় সঙ্ঘের সভাপতি দত্ত বামন পটদার, শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধান সভার সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় নিউজিল্যাণ্ড লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি, আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, জামাইকা লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, স্পেশ্যাল লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রধান সম্পাদক, সাউথ আফ্রিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমনোরঞ্জন রায়, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁহার স্বাগত ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারের অবস্থার বর্ণনা দিয়া সরকারকে উহার সাহায্যার্থ আগাইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

সম্মেলনের সভাপতি তাঁহার ভাষণে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন যে সারা ভারতে যত গ্রন্থাগার আছে তাহার চেয়ে আরও অনেক বেশী গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারসাধন এবং দেশের গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীকেশবন গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে জগতের নানা স্থানে কিভাবে গ্রন্থাগার পরিচালিত হয় তাহার সম্পর্কে নানা চিত্রাবলী এবং কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সমাবেশ দেখা গিয়াছিল। শ্রীকেশবন প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে গিয়া বলেন যে দেশে কিশোরদের গ্রন্থাগারের এবং মহিলা গ্রন্থাগার কর্মীর বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

এই সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল জনসভা। এই পর্যন্ত এই দিকে কোনই দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। গ্রন্থাগার কি ও কেন এই সম্বন্ধে জনগণকে না বুঝাইলে তাহারা গ্রন্থাগারমনা হইবে ইহা আশা করা যায় না। এই জনসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিরাছিলেন অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। আলোচ্য বিষয় ছিল 'জাতীয় চরিত্রগঠনে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা'। সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি দত্ত, বলাই মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন রায় প্রভৃতি জনগণের সমক্ষে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া গ্রন্থাগারের প্রতি তাহাদের আগ্রহ জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সান্ধ্যকালীন অধিবেশনে একটি আলোচনা সভা হইয়াছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল 'গ্রন্থাগারের পরস্পর সহযোগিতা'। ইহাতে শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনায় যোগ দিয়া গ্রন্থাগারের পরস্পর সহযোগিতার জন্য আইন পাশ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। শ্রীকুমুদরঞ্জন সিংহ বলেন যে পরিষদ ইতিপূর্বেই আঞ্চলিক সহযোগিতার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। সর্বশ্রী সতীশচন্দ্র দে, রাধাকৃষ্ণ বারি, হিরণ্ময় গুপ্ত, অভয়কুমার সরকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে পরিষদের একটি তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এছাড়া সর্বশ্রী রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্র, ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য, মিলনপ্রিয় পাল, শ্যামেন্দ্রনাথ সরকার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চাঁদ পাল, শিবরঞ্জন ঘোষ, রাধাশ্যাম চন্দ্র ও সভাপতি মহাশয় বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগার এবং জাতীয় শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার' সম্পর্কে অপর একটি আলোচনা সভা বসে। এই আলোচনায় যোগ দেন সর্বশ্রী নারায়ণচন্দ্র দে, বিজয় মুখোপাধ্যায়, অনিল ভট্টাচার্য, সন্তোষ রায়, জয়ভূষণ রায় বলাই মুখোপাধ্যায়। ইহারা সকলেই বলেন যে বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ও পরিচালন করিবার জন্য সরকার যে অর্থসাহায্য করে তাহা নিতান্তই অপ্রতুল।

পরবর্তী অধিবেশন বসে স্বপনবুড়ো শ্রীঅখিলচন্দ্র নিয়োগীর সভাপতিত্বে। 'বিজ্ঞান, সমাজ ও সাহিত্য' সম্পর্কে যে আলোচনা চলে তাহাতে যোগ দেন শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় এবং কবি গোলাম কুদ্দুস।

বিচিত্র আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানের পর সম্মেলন সাঙ্গ হয়। (ক্রমশঃ)

Library movement in Bengal (29) : Gurudas Bandyopadhay.

পারিভাষিক শব্দাবলী ঃ সামাজিক নৃ-

তুষারকান্তি নিয়োগী

348. **Nubility rites**— রজোদর্শন আচার।
কন্যার বিবাহযোগ্যতাকালে অর্থাৎ প্রথম রজোদর্শনারম্ভে পালিত আচার।

349. **Offerings**— উৎসর্গবস্তু।

350. **Obligatory**— বাধ্যতামূলক।

351. **Ordeal**— সততানিরূপক পরীক্ষা।
"সততানিরূপক পরীক্ষা"টি বহু আদিবাসী সমাজ সংগঠনের আচারতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। চুরি, যৌনস্বেচ্ছাচার সাংগঠনিক বিধিনিষেধ লংঘনকরণ ইত্যাদি নানাবিধ অপকর্মের দায়ে অভিযুক্ত হলে নারী/পুরুষকে সততানিরূপক পরীক্ষা দিতে হয়। কঠোর দৈহিক শাস্তি ভোগ করতে হয় এই আচার পালনে। আদিবাসীদের মধ্যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ব্যক্তি (নারী/পুরুষ) যদি নিরপরাধ হয় তবে কোন রকম শাস্তিমূলক পরীক্ষা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না—অন্যথায় ফল বিপরীত। অনেক ভয়ংকর, কঠিন কাজ করতে হয় নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করবার জন্য। অনেক সময় হাতের ওপর জ্বলন্ত প্রস্তরখণ্ড রাখতে হয়। আদিবাসীদের বিশ্বাস যে নিরপরাধ নারী/পুরুষ অনৈসর্গিক শক্তির সহায়তায় দৈহিক ক্ষতির থেকে পরিত্রাণ পায়। ভারতের জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণোক্ত "সীতার অগ্নি পরীক্ষা"কে এই জাতীয় "সততানিরূপক পরীক্ষা" বলা যায়।

352. **Orthodoxy**— ধর্মীয় গোঁড়ামী।

353. **Palisade**— খুঁটির বেড়া।

354. **Paper**— কাগজ।

355. **Paper mony**— কাগজের টাকা; নোট।
চীনদেশে নবম শতকে কাগজের টাকার প্রবর্তন হয়। বিভিন্ন আকারের কাগজ বিভিন্ন অর্থমূল্যে চিহ্নিত হত। মালবেরী গাছের ছাল থেকে এই কাগজ তৈরী হত। ভারতবর্ষে প্রথম কাগজের টাকার প্রচলন হয় সুলতান মহম্মদ তুঘলকের সময়।

356. **Parallelism**— (সাংস্কৃতিক) সমান্তরতা।
বিভিন্ন স্থানের মানবসমাজে, যেগুলি ভৌগলিক দিক থেকে

বিচ্ছিন্ন, যদি সমজাতীয় সংস্কৃতির প্রচলন থাকে তবে তাকে বলে (সাংস্কৃতিক) সমান্তরতা। এই মতের একটি ধারণা হল যে, পৃথিবীর বিভিন্ন মানব সমাজ প্রায় একইভাবে বিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়।

357. **Parallelism, Partial**—আংশিক সমান্তরতা।

358. **Parallelism, Complete**—পূর্ণ সমান্তরতা।

359. **Parash**— ব্রাত্য।

360. **Parental**— পিতামাতা সংক্রান্ত।

361. **Pariah**— নামগোত্রহীন, নোংরা কুকুর।

362. **Paupin**— পউপিন।
অষ্ট্রোনেসিয় এবং মেলানেসিয় ভিন্ন অন্য একটি নিউগিণীয় ভাষাগোষ্ঠী। এরমধ্যে প্রায় ১৩২টি ভাষা রয়েছে এবং এইসব ভাষাগুলির প্রচলন রয়েছে নিউগিনি, নিউব্রিটেন, হলমাহেরা, টোলো, রান, টিডোর ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে।

363. **Parchment**— লেখনোপযোগী পশুচর্ম; পার্চমেন্ট। এই জাতীয় লিখনদ্রব্য ভেড়ার চামড়া থেকে তৈরী হয়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পারজুমাম অঞ্চলে সর্বপ্রথম পার্চমেন্টের প্রচলন হয়। প্লিনির মতে, ভৌগলিক টলেমি আশংকা করেন যে পারজুমামের গ্রন্থাগার আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার থেকে বড় হয়ে যাবে, তাই তিনি মিশর থেকে প্যাপিরাস আনা নিষিদ্ধ করে দেন। তখন পারজিমামেই পার্চমেন্টের ব্যাপক প্রচলন হয়। খ্রীষ্টির চতুর্থ শতকে পার্চমেন্টের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় এবং অনেক স্থানে প্যাপিরাসের পরিবর্তে পার্চমেন্ট ব্যবহৃত হত। ৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্ট্যানটাইনের নির্দেশে ৫০ খানি বাইবেল পার্চমেন্টের উপর রচিত হয়।

364. **Paternal kin**— পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়।

365. **Paternal sib**— পিতৃপক্ষীয় ভাই।

366. **Patriachy**— পিতৃতন্ত্র।

367. **Patrician**— অভিজাত।

368. **Patricide**— পিতৃহন্তী।

369. **Patriliny** - পিতৃগোত্রধারা।

370. **Patrilocal**— পিতৃস্থানিক।

371. **Patrinymic**— পিতৃনামানুসারী।
"নাম" এখানে পদবী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে—কারণ সমাজ সংগঠনে

সাধারণ নামের চেয়ে পদবীর মূল্য বেশী।

372. Pedigree— বংশতালিকা ; কুলজী।
373. Pedigree table—বংশ পরিচয় তালিকা।
374. Penal Law— ফৌজদারী আইন।
375. Penal Servitude—ফৌজদারী কারাদণ্ড।
376. Perjury— শপথ ভঙ্গ।
377. Pictography— চিত্রলেখন পদ্ধতি।
378. Plaintiff— বাদি ; ফরিয়াদি।
379. Plebain family—অন্ত্যজ পরিবার।
380. Plutocratic Government · ধনতান্ত্রিক সরকার।
381. Polygamy—বহুবিবাহ।
381A Polyandry—বহু ভর্তৃকাত্ব।
382. Polyandry, fraternal—দ্রৌপদীত্ব।
383. Pompon— জড়োয়াযুক্তকেশালংকার।
384. Population density—ঘনজনবসতি।
385. Potential mate —সক্ষমজোড়।
386. Prerogatives— ব্যক্তিগত সুবিধা।
387. Premartial relationship—প্রাগ্ বিবাহ সম্পর্ক।
388. Primitive Society—আদিম সমাজ।
389. Progeny— সন্তান ; বংশ ; কুল।
390. Promiscuity— যৌনস্বেচ্ছাচার।
391. Property— সম্পত্তি।
392. Property, Communal—সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি।
393. Property immovable—অস্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি।
394. Property, incorporeal—বিদেহী সম্পত্তি। নাচ; গান, ব্যক্তিগত শিক্ষা, দক্ষতা ইত্যাদিকে অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান-গুলিকে বিদেহী সম্পত্তি বলা হয়, কারণ এগুলির উপরও মানুষের সামগ্রিক অধিকার জন্মায়। আদিম অর্থনীতিতে (Primitave economy) নাচ, গান ইত্যাদি ব্যক্তিগত গুণকেও সম্পত্তি মনে করা হ'ত।
395. Property movable—স্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি।
396. Propinquity— নৈকট্য।

পুরুলিয়া ঃ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার

শ্রীসুশান্ত হাজরা ও শ্রীপ্রণত মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেক জেলার নিজস্ব ইতিহাস ও বৈশিষ্টা আছে, আছে তার ঐতিহ্য। পুরুলিয়াও সেইদিক থেকে বজায় রেখেছে তার সুনাম।

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর মানভূম জেলায় ৪১৪৭ বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে ২৪০৭ বর্গমাইল ও লোক সংখ্যা : ২০৩২১৪৬ জনের মধ্যে ১৩৬০,০৬৯ জন নিয়ে নতুন জেলা পুরুলিয়া গঠিত হয় ও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই জেলায় প্রধানতঃ কুর্মী, সাঁওতাল, ভূমিজ, বাউরী, ব্রাহ্মণ, কুম্ভকার, গোয়ালা, ভূঁইঞা, রাজোয়াড় কলু ও কর্মকার জাতির বাস।

এই জেলায় গ্রামের সংখ্যা ২৫০০ হাজারের মত। ১৭টি থানা ও ২১টি ব্লক নিয়ে গঠিত হয়েছে এই জেলা। এই জেলার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। এখানকার জমিতে মাত্র একটি ফসল বৎসরে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য জেলার তুলনায় প্রতি প্রতি বিঘা ধান ও কম উৎপন্ন হয় এই জেলায়।

শিল্পের ক্ষেত্রেও এই জেলা অনগ্রসর। এই জেলার চারিদিকে শিল্পক্ষেত্র, টাটানগর, আসানসোল, ঝরিয়া, ধানবাদ, বোকারো ও রাঁচী ঘিরে রেখেছে। কিন্তু একটি মাত্র কয়লা শোধনাগার প্রকল্প ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন শিল্প এখানে নেই। কয়লাখনি দুই একটি আছে।

ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের মধ্যে লাক্ষা, বিড়ি, কার্টিলারি, তসর, হস্তচালিত তাঁত, মৃৎ শিল্প, মুখোস তৈরী, রুটী প্রস্তুত, বাঁশের কাজ, চুন ও গম ভাঙ্গার চাকী, চর্ম সংস্কার ও পাদুকা তৈরী, ধান ভাঙ্গাকল ও ঘানি চালিত তেল চোখে পড়ে। দুঃখের বিষয় বহু খনিজ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কোন শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে নাই, কুটীর শিল্পগুলিরও অবস্থা সুবিধাজনক না হওয়ায় ও কৃষি বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই জেলার অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। কর্ম সংস্থানের কোন সুযোগ না থাকায় বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্নস্থানে বিশেষতঃ কংসাবতী ও দামোদর নদের তীরে প্রাচীন জৈন ও হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহের ধ্বংসাবশেষ সাধারণতঃ বলরামপুর, বড়াম বা দেউলঘাটা, বুধপুর, পাকবিড়রা ছড়রা, পাড়া, বেলিয়ামা, তেলকুপি সুইসা ও পাড়কোটে পাওয়া যায়।

এই জেলার লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের একটি বিশেষ-বৈশিষ্ট্য আছে। ঝুমুর, টুসু, ভাদু, সাপুড়িয়া, সাঁওতালি ও করম গান, ছৌ নাচ, দাঁড় নাচ, নাটা নাচ, সাঁওতাল নৃত্য ও নাচনী নাচ এদের মধ্যে বিখ্যাত। বর্তমানে এই জেলার লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

এই জেলার পাড়কোটের রাজা ৺নীলমনি সিংহের ইংরেজ আমলে তদানীন্তন সরকারের

বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতার পর এখানকার জনসাধারণের বঙ্গভুক্তি আন্দোলন সর্বভারতীয় মনোযোগ আকর্ষণ করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই জেলার অধিবাসীদের অবদান ও ত্যাগ অতুলনীয়। এই ভেবে শুধুমাত্র সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা ৺ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ও স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের নাম স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

রাজনৈতিক কারণে ও কংগ্রেসের সংগঠনের কাজে স্বাধীনতার পূর্বে বহু মনীষীই এসেছেন এই সহরে। তাঁদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্রনাথ রায়, মহাত্মা গান্ধী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নিজস্ব বাড়ী ছিল এই সহরেই সুতরাং এই জেলায় প্রায়শতঃ তিনি এসেছেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এসেছেন পাডকোট রাজষ্টেটের ম্যানেজার হয়ে।

শিক্ষাই দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানভূম জেলার আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত হয় ১৮৫৩ খৃঃ। একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এরপর মানভূম জেলার অন্তর্গত নিরশা থানার পাড়রা পোদ্দার ডিহিতে (অধুনা ইহা ধানবাদ জেলায় অবস্থিত) আনুমানিক ১৯০৫ খৃঃ একটি বেসরকারী উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বেসরকারী উদ্যোগে ইহাই সর্বপ্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় বলিয়া অনেকের ধারনা। পুরুলিয়া জেলা স্কুল স্থাপিত হয় ১৯১১ খৃঃ। বিহার সরকার এই জেলার শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেন নাই। স্বাধীনতার পূর্বে সমগ্র মানভূম জেলায় কাতরাসগড়, ধানবাদ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে কলেজ ছিল না। এই কলেজটিতে আই, এ, অবধি পড়ান হত, স্থাপন করেছিলেন ৺বটকৃষ্ণ রায়। সেই সময় এখানেও আই, এ, অবধি পড়ান হত ও হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের হলঘরে ক্লাস আরম্ভ হয়। এরপর ঝরিয়া ও ধানবাদে কলেজ স্থাপিত হয়। উক্ত সময়ে কলেজগুলিতে Co education প্রথা ছিল। কলেজ তো দূরের কথা স্কুলের সংখ্যাই এই জেলায় ছিল অনেক কম। ৭।৮ মাইল পথ পায়ে হেঁটে ছেলেদের স্কুলে যেতে হত। প্রাইমারী স্কুলের পড়া শেষ হবার পর মেয়েদের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পড়ার কোন সুযোগ ছিল না। এই জেলায় শিক্ষার হার ১৭.৮% মাত্র। মেয়েদের মধ্যেই নিরক্ষরতার হার বেশী। উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হত না বলে তদানীন্তন সময়ে খুব কম ব্যক্তিই উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। যে কয়টি মানুষ উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তাই এই জেলায় এখনও যাঁরা বিশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত উকিল, ব্যবসায়ী ডাক্তার ইত্যাদি আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অন্য জেলার অধিবাসী।

১৯১৭-১৮ খৃঃ ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী অমলাদাশ বর্তমানে যেখানে নিস্তারিণী মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে সেইখানেই স্থাপন করেন মেয়েদের অবৈতনিক স্কুল। সেখানের শিক্ষা কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, গান বাজনা, শেলাই ও অন্যান্য বিষয়ের উপরও শিক্ষা দেওয়া হত। এরপর এই সহরেই ৺হরিপদ দাঁ মহাশয় স্থাপন করেন শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়। ১৯২০-২২ সালে হরিপদ দাঁ মহাশয় বয়স্ক শিক্ষার দিকেও নজর দেন। নৈশ স্কুলের মাধ্যমে যে সমস্ত ব্যক্তি অক্ষর

জ্ঞান সম্পন্ন হতেন তাঁদের তিনি অর্থ ও মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এইভাবে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করা ও শিক্ষার আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও জনপ্রিয় করে তোলা। তাঁর এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছিল। উক্ত সময়ে এই পুরুলিয়ায় অনেক মহানুভব ও উদার ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা নিজেদের বাড়ীতে ২৫।৩০জন গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের রেখে পড়াশুনোর সুযোগ করে দিতেন এবং তাদের থাকা খাওয়া ও পড়াশুনার সমস্ত ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করতেন। তাঁদের মধ্যে ৺ভবতারণ সরকার ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় সর্বাগ্রগণ্য। তাঁদের আশ্রয়ে থেকে বহু ছাত্র পড়াশুনার সুযোগ লাভ করেছিলেন। বর্তমানে এইরূপ দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। অধুনা পুরুলিয়া জেলায় ২২৯৪টি প্রাথমিক স্কুল, ৭৬টি উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় ও ৮৭টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। মেয়েদের জন্য মাত্র ৩টি Higher Secondary School আছে। এছাড়াও তিনটি কলেজ তন্মধ্যে একটি মহিলাদের জন্য ৩টি কারিগরী বিদ্যালয়, B.T. কলেজ ১টি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ১টি হোমিওপ্যাথিক স্কুল, ২টি গানের স্কুল, ৫টি Phonetic Commercial Institute, বয়স্ক উচ্চ বিদ্যালয় ২টি তন্মধ্যে একটি মহিলাদের জন্য, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ৬২টি, একশিক্ষক পাঠশালা ৪৫টি ও শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুইটি আছে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পুরুলিয়া সহরে স্থাপিত হয়েছে দুইটি আবাসিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সৈনিক স্কুল ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেরই ছেলেরা এখানে পড়ে।

গ্রন্থাগারের কথা না বললে শিক্ষার কথা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের সার্থক মিলন কেন্দ্র। অক্ষর জ্ঞানকে বাঁচিয়ে রেখে জ্ঞান স্পৃহাকে বাঁচিয়ে রাখে এই গ্রন্থাগার। পবিত্রভাবে অবসর যাপন ও জ্ঞানার্জন করা যায় এই গ্রন্থাগারেই। শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল এই গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমেই আমাদের দেশের অজ্ঞতা দূর হবে সকল শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানের প্রসার হবে ও জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্ণতার পথে অগ্রসর হবে।

পুরুলিয়া সহরে দি পাবলিক লাইব্রেরী নামে ১৮৮৮ সালে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। মনে হয় ইহাই জেলার প্রথম গ্রন্থাগার। ইহা বেশী দিন টিকিয়া থাকে নাই। স্বাধীনতার পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল ও শেষ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল এইরূপ গ্রন্থাগারের সংখ্যা অতি অল্প।

এদের মধ্যে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় ১৯৩৪ সালে। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারটি পুরুলিয়ার একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এই গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ১২০০০। গ্রাহক সংখ্যা ৫০০। একটি Text Book Section ও ছোট্ট Muzeum আছে। সহরের মধ্যে পুস্তক আদান প্রদানের জন্য খোলা হয়েছে একটি ভ্রাম্যমান বিভাগ। রিকসার মত একটি গ্রন্থযান ক্রয় করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন সময়ে এই গ্রন্থাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও সাহিত্য সম্মেলনাদিতে দেশের বহু বিশিষ্ট সুধী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সংগীতজ্ঞ প্রমুখেরা পুরুলিয়ায় পদার্পণ করেন

এবং জেলাবাসী তাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের সুযোগ পায়। এঁদের মধ্যে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সরলাদেবী চৌধুরাণী, সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, গোপাল হালদার, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হুমায়ুন কবীর, ঋত্বিক ঘটক, উদয়শঙ্কর, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, গজেন মিত্র, সমরেশ বসু, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রমীলচন্দ্র বসু ও শ্রীকেশবন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও পুরুলিয়ায় আসার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছিল কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর তিরোধান হওয়ায় পুরুলিয়ায় আগমণ সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে এই জেলায় আছে :—

(১) জেলা গ্রন্থাগার—১টি (২) গ্রামীণ গ্রন্থাগার (Rural Library)—৩৪টি (৩) সাধারণ গ্রন্থাগার—২০০টি। বান্দোয়ান ব্যতীত প্রতিটি সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার এলাকায় গ্রামীণ গ্রন্থাগার আছে। পুরুলিয়া জেলার দুইটি Municipal Town এর মধ্যে যথা রঘুনাথপুর ও ঝালদা একটিতেও ভাল গ্রন্থাগার নাই। ঝালদার হরিজন সাধারণ গ্রন্থাগারটি অবশ্য ভাল। কিন্তু ঝালদা সহরের আদিবাসীদের প্রয়োজন মিটান তারপক্ষে সম্ভব নয়। ঝালদা ও রঘুনাথপুরে দুইটি ভাল গ্রন্থাগার গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন। বলরামপুরেও কোন গ্রন্থাগার ছিল না। অল্পদিন হল একটি Rural Library সেখানে স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে তার অবস্থাও ভাল নয়। বান্দোয়ান, বাগমুণ্ডী, আড়ষা ও বেলিয়ামা ব্লকগুলির গ্রামাঞ্চলে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যাও অন্যান্য ব্লকগুলি অপেক্ষা অনেক কম। এই সমস্ত ব্লকের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলিতে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

এই জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে মানবাজারের শ্রীদুর্গা লাইব্রেরী, ঝালদার হরিজন পুস্তকালয় ও মধুপুর সজ্ঘ পাঠাগার, মানবাজারটি সব থেকে ভাল। স্কুল লাইব্রেরীগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। অধিকাংশ স্কুলে গ্রন্থাগারের কোন অস্তিত্বই নেই। সৈনিক স্কুল ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ ব্যতীত অন্য কোন স্কুলে গ্রন্থাগারিক (Trained) আছেন বলে আমাদের জানা নেই। লৌলাড়া, লক্ষণপুর, ঝালদা, ভিক্টোরিয়া স্কুল, জেলা স্কুল, Govt. Girl's School, শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয় ও রাজস্থান বিদ্যাপীঠে গ্রন্থাগার আছে।

জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজে কোন শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নেই। কারিগরী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কেবলমাত্র পলিটেকনিকে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট গ্রন্থাগারিক আছেন। এই গ্রন্থাগারটি বেশ ভাল। কলেজ লাইব্রেরীগুলির মধ্যে জে, কে, কলেজ, রঘুনাথপুর কলেজ, নিস্তারিণী মহিলা মহাবিদ্যালয় ও বি, টি, কলেজে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক আছেন।

এই গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা বেশ সন্তোষজনক। পুরুলিয়া Ministerial Associationএর গ্রন্থাগারের নাটকের সংগ্রহ যে কোন পাঠককেই মুগ্ধ করে। পুরুলিয়া সহরের বার লাইব্রেরীর সংগ্রহ আইনজীবিদের সম্পদ। জেলাধীশ মহাশয়ের অফিসে একটি গ্রন্থাগার শুনেছি নাকি আছে, কিন্তু বইগুলি ঠিকমত সংরক্ষণ না হওয়ায় প্রয়োজনের সময় জনসাধারণের কোন কাজে লাগে না। সরকারী অফিসারদের কতটুকু প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম তা অবশ্য আমার জানা নেই। এই গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও এই সহরে একটি মুসলিম লাইব্রেরী ছিল তার অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে। Officer Clubএর একটি ও নব যুবক সঙ্ঘের একটি এবং তথ্য বিভাগের একটি ছোট গ্রন্থাগার ও একটি পাঠকক্ষ আছে। জেলখানাতেও কয়েদীদেব জন্য একটি ছোট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কর্তৃপক্ষ করেছেন বলে শুনেছি। প্রতিটি ব্লকেও একটি করে Information Centre সরকার গড়ে তুলেছেন, যেখানে একটি পাঠকক্ষ ও কিছু কিছু বইও থাকে। পাঠকক্ষে সংবাদপত্র ও ব্লক সংক্রান্ত পুস্তিকা ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কোন কারণেই হোক এগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ব্লক থেকে কিছু কিছু গ্রন্থাগারকে সরকারী অনুদানও দেওয়া হয়। কিন্তু এত অল্প টাকা ও এমন সমস্ত বই দেওয়া হয় যেগুলি পাঠকদের চাহিদা মিটাতে মোটেই সক্ষম হয় না। এছাড়াও অনুদান বণ্টনের কোন বলিষ্ঠ নীতি না থাকায় অল্পটাকা অনুদান পাওয়ার পর গ্রন্থাগারগুলি টিকে থাকতে পারে না। বেঙের ছাতার মত হঠাৎ গজিয়ে উঠে নষ্ট হয়ে গেছে এরূপ গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুব নগণ্য নয়।

তাছাড়াও অনেক পুরাতন গ্রন্থাগার কোন অনুদান পায় না এবং নতুন কোন গ্রন্থাগার হঠাৎ এক বৎসর অনুদান পেয়ে যায়। অথচ পূর্বে কয়েক বৎসর পুরাতন গ্রন্থাগারটি অনুদান পেয়েছিল। এরূপ অবস্থায় পুরাতন চালু গ্রন্থাগারটিও ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং দেখা গেছে নতুনটিও বেশীদিন টিঁকে থাকে নাই। এর ফলে বেশ কিছু গ্রন্থাগার নষ্ট হয়ে গেছে বা নষ্ট হতে চলেছে।

এই জেলায় কোন Subdivisonal Library ও Area Library নাই। পুরুলিয়া সহরে অনেকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। Text বইয়ের চাহিদা প্রচুর বেড়ে গেছে। অথচ এমন কোন গ্রন্থাগার নেই যে এই চাহিদা মিটাতে পারে। জেলা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে লিখতে গেলে প্রবন্ধটি বেশ বড় হয়ে যাবে। তাই জেলা-গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না লিখেই শেষ করছি।

সরকার হতে গ্রন্থাগারগুলির জন্য যা বাৎসরিক অনুদান দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য ও কর্মীদের আর্থিক অবস্থা ও অন্যান্য সকল প্রকার অবস্থা সরকারী ও বেসরকারী কর্মীদের তুলনায় অতীব শোচনীয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন চালু হয়েছে। এখানে গ্রন্থাগার আইন চালু হয় নাই। বিধানসভার সদস্যগণ বা জনসাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যতটা সচেতন হওয়া উচিত ততটা নন এবং

গ্রন্থাগার আইনের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলিও এ ব্যাপারে উদাসীন। তাই পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যেরূপ গড়ে ওঠা উচিত ছিল সেরূপ গড়ে উঠতে পারে নাই। তবে আশার কথা সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীগণ আন্দোলনের পথে সঙ্ঘবদ্ধভাবে নামতে বাধ্য হয়েছেন সুতরাং আমরা নিশ্চিত যে আমাদের সংগ্রামে আমরা জয়লাভ করবই। গ্রন্থাগার আইন সরকার চালু করতে বাধ্য হবেন এবং আমাদের বিশ্বাস আমাদের এই সংগ্রামে প্রতিটি জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আশীর্বাদ আমরা পাব। তাঁরা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

পুরুলিয়া জেলার সাহিত্য

সাময়িক পত্রিকা সাহিত্য প্রতিভারও উৎস। যে সৃষ্টি ধর্মীমণ প্রথম তার বিকাশের জন্য সাময়িকীতে পথ খুঁজে নেয় পরে তা স্বাবলম্বী হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সাহিত্যে।

এই জেলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে বহু সাহিত্য। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পুস্তক যেগুলি পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে ও যেগুলি থেকে পুরুলিয়া সম্বন্ধে জানা যায় সেগুলির নাম উল্লেখ করা হল। সমস্ত বইয়ের নাম না জানার হয়ত অনেক বইয়ের নাম স্থান পাবে না। যতগুলি বইয়ের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে ততগুলিরই নাম দিলাম।

এই জেলার বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই প্রথমে স্মরণ করতে হয় এই জেলার প্রাচীন কবি ৺রামকৃষ্ণ পাঠক, ৺জগৎপতি কবিরাজ, শ্রীভবপৃতানন্দ ওঝা ও শিরোমণি হাজরা মহাশয়কে। এই জেলার লোকসঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, কীর্তন অন্যান্য গান ও কবিতার রচয়িতা এঁরাই। রামকৃষ্ণ পাঠক মহাশয় পাতকুম রাজার রাজকবি ছিলেন। জগৎপতি কবিরাজ বান্দোয়ান অঞ্চলের অধিবাসী। শ্রীভবপৃতানন্দ ওঝা ঝুমুর গানের জন্যই অমর হয়ে থাকবেন পুরুলিয়ায়।

মানভূম জেলা সম্পর্কে অধুনা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধে, বিনয় ঘোষ মহাশয়ের বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধে, সুধীরকরণ মহাশয়ের "সীমান্ত বাংলার লোকযান" বই ও কয়েকটি প্রবন্ধে, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সীমান্ত বাংলার লোকসাহিত্য" বইটীতে, তুষার চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি প্রবন্ধে ও বাংলার লৌকিক দেবতা বইটীতে অধুনা কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও **India Studies past and present** ও **Cultural Research Institute** এর বুলেটীনে কয়েকটি প্রবন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

কিন্তু মানভূম জেলা সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্নলিখিত বইগুলি অধ্যয়ণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

১। মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার :—

এইচ, কুপল্যাণ্ড আই-সি-এস মানভূম জেলার তথ্য বিবরণী সহ বেঙ্গল গেজেটীয়ার্স সিরিজের "মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার" ১৯১১ সালের তদানীন্তন ডেপুটী কমিশনার মিঃ কুপল্যাণ্ডের দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই গেজেটীয়ারের তথ্য বিবরণী স্যার উইলিয়াম

হান্টারের ষ্টাটিষ্টিক্যাল একাউন্টস অফ বেঙ্গল (সপ্তদশ খণ্ড) ও এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত মিঃ ডাল্টনের বিবিধ প্রবন্ধ ১৮৭২-৭৩ সালে আর্কিও লজিকেল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত মিঃ জে, ডি, বেগলারের বাংলাদেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতি থেকে সংগৃহীত। এছাড়াও পোখুরিয়া মিশনের Rev. ক্যাম্বেল, ধানবাদের এস. ডি. ও. মিঃ লিভসের ও রায় বাহাদুর নন্দগোপাল ব্যানার্জীর মিঃ ক্যুপল্যাণ্ডকে নানা বিষয়ে সহায়তা করেন। ঘাটোয়ালী সম্পর্কিত তথ্য ১৮৮০-৮৪ সালে ঘাটোয়ালী সার্ভের Superintendent স্যার এইচ, এইচ, রিজলের এবং ভূতত্ব সম্পর্কিত তথ্য জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার মিঃ ই, ডব্লিউ ক্লেদেরবুর্গের বিবরণী থেকে গৃহীত।

২। মানভূমের সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট :—

বি, কে, গোখেল আই-সি-এস কর্তৃক ১৯২১ সালে মানভূমের জরীপ জমিজমা সম্পর্কীয় এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়াও Census 1961-West Bengal : District Census Hand book of Purulia-তেও এই জেলার বর্তমান তথ্যাবলী পাওয়া যায়।

৩। লাল সিংহ—হরিনাথ ঘোষ।

১৭৯৮-১৮০০ সালে বরাভুম পরগণার সতরখনির সর্দার লাল সিংহের যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

৪। মানভূমের কথা—হরিপদ রায়।

এই পুস্তকে মানভূমের সম্বন্ধে বহু তথ্য ও লেখকের মৌলিক চিন্তার উপর রচিত এই গ্রন্থ। এই বইটী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র জেলায় এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। মানভূম জেলা সম্বন্ধে ইহা একটি প্রামানিক গ্রন্থ।

৫। মানভূমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—সরোজরঞ্জন চৌধুরী।

মানভূম জেলার ইতিহাস, পুরাতত্ব, ভৌগলিক বিবরণ প্রভৃতি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত।

৬। মানভূমের ভূগোল—বিমলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

এই বইটির ভূমিকা লেখেন ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বইটিতে তদানীন্তন মানভূমের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

৭। পাডকোটের ইতিহাস—পাডকোটের রাজপুরোহিত ৺রাখাল চক্রবর্তী ইহার লেখক। সংগঠন পত্রিকার মাধ্যমে ইহা প্রকাশিত হয়েছে।

৮। কার্টিলারি অফ ঝালদা—ভারত সরকার কর্তৃক ঝালদার কার্টিলারি সম্পর্কিত ইংরাজীতে প্রকাশিত একটি বই।

৯। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুরুলিয়া, পাডকোট ইত্যাদি স্থানগুলি সম্বন্ধে কয়েকটী কবিতা লিখেছেন। কবিতাগুলি মধুসূদন গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যাবে।

পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত কয়েকটী উল্লেখযোগ্য বই

১। গীতা—ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত।

২। রামায়ণ (৪ খঃ)—মদনমোহন চৌধুরী। মহাত্মা তুলসীদাসের রামায়ণের

বঙ্গানুবাদ। বাংলা অক্ষরে মূল ও দুরূহ শব্দের অর্থসহ বাংলা পদ্যে অনূদিত।

৩। Bengali—a dying race by Col. U. N. Mukherjee, I. M. S.

৪। অধ্যাত্ম রামায়ণ, ৫। বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ—এই বই দুইটীর লেখক শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দশটি বইয়ের লেখক। তন্মধ্যে এই দুইটীই উল্লেখযোগ্য।

৬। বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ—অশোক চৌধুরী। ১৯৪০ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ সরকার ইহা বাজেয়াপ্ত করেন।

৭। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় অনেকগুলি বইয়ের রচয়িতা তার মধ্যে ইংলণ্ডের ইতিহাস, এবং ইংরাজীতে বিবেকানন্দ অন্যতম।

৮। ইংলণ্ডের ইতিহাস—শ্রীবসন্ত সরকার।

৯। কপোতাক্ষী থেকে ভাগীরথী—শ্রীনন্দদুলাল মিত্র।

১০। স্বামীশিষ্য সংবাদ—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী পুরুলিয়া পোষ্ট মাষ্টার থাকাকালে এই পুস্তক রচনা করেন বলে অনেকের ধারণা।

১১। শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা অদৃষ্টবাদ পুস্তিকাখানি পড়ে আগ্রহী জনসাধারণ আনন্দ পাবেন।

১২। শ্রীহরিহর মুখোপাধ্যায় যে সময় আমেরিকা গিয়েছিলেন সেই সময় তিনি আমেরিকা হতে তার বন্ধু শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে আমেরিকা ও আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে কয়েকটি পত্র লেখেন। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার ঘোষ উক্ত পত্রগুলি সংকলিত করে "আমেরিকার চিঠি" নামে একটি বই প্রকাশ করেন।

১৩। ব্রজদুলাল চক্রবর্তী : শরৎ সাহিত্যে নারী।

১৪। ৺বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম, রামচন্দ্রপুর হতে বহু বই প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তন্মধ্যে স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর লেখা প্রায় ৫০টি বই আছে। যার মধ্যে সরলগতা, চণ্ডী অজপা সাধনতত্ত্ব, ঈশ ও কেণ উপনিষদ, বাঁশরী, আমার জীবন, চলার পথে ও তপোবন বিখ্যাত।

এছাড়াও তাঁর প্রতিষ্টিত ৺বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম, রামচন্দ্রপুর হতে শতাধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

১৫। শ্রীরামকৃষ্ণ তারকমঠ, কেতিকা, পুরুলিয়া হতেও প্রায় ৩৫টি বই প্রকাশিত হয়েছে যাদের মধ্যে স্বামী তপানন্দ প্রণীত "আত্মকথা" সাধনসূত্র, এবং স্বামী প্রজ্ঞারানন্দ প্রণীত "গীতাযোগ" অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থরূপে জনসাধারনের মধ্যে সমাদর লাভ করেছে।

১৬। স্বামী বিরজানন্দ ভারতী প্রণীত বেশ কয়েকটি বই আছে। তন্ত্র সাধনা, "ভক্তের সম্বল" ও "রাজ যোগ" ইত্যাদি পুস্তক বিখ্যাত। এঁর আশ্রম রাধাকুঞ্জ পুরুলিয়াতেই অবস্থিত। অনেকের ধারণা ইনি প্রায় হাজার খানের বাউল সঙ্গীতের রচয়িতা। বাউল সঙ্গীতগুলি এখনও প্রকাশিত হয়নি।

১৭। মাগুড়া নির্ব্বান মঠ, পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দুই একটি বই

যেমন "ব্রহ্মজমায়ে কথা" এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, কেশরগড় পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। "তপস্বী কৃষ্ণানন্দ" লিখেছেন স্বামী স্বাত্মানন্দ।

১৮। লক্ষণপুর যোগদানন্দ মঠের সম্পাদক স্বামী বিদ্যানন্দ গিরি কয়েকটি বই লিখেছেন। তাঁর লেখা "শ্যামাদাস লাহিড়ী" বই পড়ে সকলেই আনন্দ পান। এই মঠ থেকে স্বামী যোগদানন্দের লেখা বিখ্যাত বই An Auto-biography of Jogi প্রকাশিত হয়েছে।

উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং উপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বেনুদেবী, শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্যামল দে ও গোপাল পালের দুই একটি বই আমাদের চোখে পড়ে।

অনেকের ধারণা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর "শেষ প্রশ্ন" উপন্যাসের শেষ কয়েকটি পরিচ্ছদ পুরুলিয়াতে বসেই লিখেছেন। এই অভিমতের পিছনে কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায় অবশ্য ইহাই ধ্রুব সত্য সেরূপ কোন নজীর নেই।

এই সমস্ত বইগুলি ব্যতীত এই জেলার বিভিন্ন স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ বিভিন্ন শ্রেণীর স্কুলের পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের বই লিখেছেন। এই সমস্ত বইয়ের সংখ্যাও শতাধিক।

তাছাড়াও প্রতি বৎসর প্রকাশিত হয় ঝুমুর, ভাদু, টুসু, করম প্রভৃতি লোকসঙ্গীত এবং ধর্মীয় গানের ও বাউল সঙ্গীতের অজস্র পুস্তিকা। এইসব স্বল্প মূল্যের পুস্তিকাগুলিতে যে সব গান থাকে তাতে চিরায়ত বিষয় নিয়ে লেখা গান ছাড়াও গ্রাম্য কবিদের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা অজস্র গান থাকে।

ডাঃ পি. মুখার্জী ও ডাঃ জি. মুখার্জীর লেখা কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিদ্যার বই আছে। ডাঃ পি. মুখার্জী প্রণীত কবিতার ছন্দে লেখা **"ভেষজ গাঁথা"** বইটি বেশ জনপ্রিয় বই।

মুদ্রিত পুস্তক ছাড়াও এই জেলার গ্রামাঞ্চলে কিছু তালপাতার পুঁথি, হস্তলিখিত পশু চিকিৎসার বই, সাপ ও বিছায় কাটার বই, রামায়ণ, মহাভারত ও মনসামঙ্গলের বই পাওয়া গেছে। তালপাতার উপর লেখা চণ্ডী ও দশকর্ম পদ্ধতির বই বহু পুরাতন, বেশ কিছু এখনও পাওয়া যায়। সব থেকে মূল্যবান হচ্ছে পশু চিকিৎসা এবং আয়ুর্বেদী শাস্ত্রের হস্তলিখিত বইগুলি।

পুরুলিয়ার কৃষ্টি, পুরুলিয়ার আর্থিক অবস্থা, জনসাধারণের রীতি নীতি পদ্ধতি, কৃষ্টি ও রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হলে পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত এই সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তকগুলি পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। এতে শুধু তথ্যভিত্তিক জ্ঞানার্জন ছাড়াও এই জেলার বহু অজ্ঞাত বিষয় লোক লোচনে ধরা পড়বে।

Purulia District : Education, Culture & the Library
: Susanta Hazra & Pranata Mukhopadhyay

UGC বেতনক্রম সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের DPI এর নির্দেশাবলীর প্রতিলিপি

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

EDUCATION DIRECTORATE

6, Council House Street, Calcutta-1.

No. 1077(167)UGC / 40-2UGC/69, Dated Calcutta, the 7th December, 1970.

From :—The Director of Public Instruction, West Bengal.

To :—The Secretary,
Governing Body——————————

Sub :—Directors/Instructors of Physical Education and Libiarians of Non-Govt. (incuding sponsored) Colleges—Extension of the Benefit of the New Improved Scales of pay—Payment of ad-hoc grant for the period from 1.4.66 to 31.3.70

Ref :—G. O. No. 1009—Edn(CS) dated 7.12.66.

Sir/Madam,

I beg to state that the State Government in their Order No. 2128-Edn(CS) dated 9.12.68 have decided to extend the benefits of the revised scales of pay stated in Appendix—I and Appendix -II to Ministry of Education (Govt. of India) letter No. F. 29-2C/66—U I dated 6.9 68 to the (a) Directors/Instructors of Physical Education and (b) Librarians of Colleges with effect from 1 4.66 in keeping with the principles laid down in G.O. No. 10C9—Edn(CS) dated 7.12 66.

Relevant extracts from Appendix I and II to Govt. of India's letter mentioned in Para I above as well as from other Govt. Orders relating to the subject are enclosed.

Government in terms of their order No. 1050—Edn(CS) dated 6.10.70, have provided for the payment of ad-hoc advance @ Rs. 60/- p.m. to each Librarian and Director/Instructor of Physical Education of all eligible colleges for the period from 1.4.66 to 31.3.70 pending fixation of their pay in the appropriate scales.

I would under the circumstances, request you to kindly furnish this office, by return of mail, particulars, in the proforma enclosed, in

respect of eligible Librarians and Directors/Instructors of Physical Education of your college so as to facilitate release of grant on this account to your college at an early date.

In case there is not such staff in your college I would request you to submit a 'NIL' statement.

Yours faithfully,
(A. K. MAZUMDAR)
for Director of Public Instruction,
West Bengal.

Enclo : (i) Extracts from relevant Govt. Orders.

(ii) Proforma.

Extracts from relevent Govt. Orders regarding New Improved Scale of pay for Librarians and Directors/Instructors of Physical Education.

Ministry of Education, Govt. of India letter No. F. 29-20/66-U.I. dt. 6.9.68.

APPENDIX—I.

Statement showing the revised scales of Pay recommended by the University Grants Commission for Librarians in Universities and Colleges.

* * * *

B. COLLEGES

Professional (Jr.) (Lecturer) 300-25-600.

Must possess a degree of M.A/M.Sc./M. Com. plus one year Diploma in Library Science or B. Library Science.

In the case of Existing staff, persons with B.A./B.Sc/B.Com degree and a diploma in Library Science or B. Library Science with ordinarily at least five years experience as Librarian may be given the revised scales. The qualifications prescribed above must be insiated upon and the revised grades may be given to persons who as and when improve upon their qualification. Their placement in the revised scales must be subject to the screening by a duly constituted committee of experts.

* * * *

Diploma in Librarianship of a recognised University may be treated as equivalent to Diploma in Library Science or B. Library Science for the purpose of enjoying the revised scales of pay with ffe t from the 1st April, 1966.

Govt. Order No. 1049—Edn(CS), dated Calcutta, the 6th October, 1970.

In continuation of G. O. No. 355—Edn(CS) dated 9.4.69 on the above subject, the undersigned is directed by order of the Governor to say that in persuance of the decision of the Government of India, Ministry of Education & Youth Services as contained in para (3) of their letter No. F.1-38/69 U. 1 dated 21.8.70 (copy enclosed), the Governor is pleased to extend the benefit of the Imroved scales of pay of Rs. 300-600/- to the Librarians of eligible colleges who were in position as on 1.4.66 including those appointed subsequently against posts which remained vacant for not more than six months as on that date, without either insisting on the prescribed educational qualifications or screening them through the expert Cammittee as mentioned in the enclosure to the G. O. No. 2128-Edn(CS) dated 19.12.68, subject to the conditions laid down in the Government of India's letter under reference.

* * * *

Government of India, Ministry of Education & Youth Service

Letter No. F. 1-38-U. 1 dated the 21st August, 1970.

* * * *

Sir,

3. Accordingly, in amendment of the scheme contained in Appendix I to this Ministry's letter dated the 6th Septr. 1968 it has been decided that the Central assistance would be admissible for grant of the prescribed scales 1966-71 to the following categories of Librarians in the Colleges and Universities, who were in position as on April 1, 1966 (including those appointed subsequently against posts which remained vacant for NOT MORE THAN SIX MONTHS as on that date), without either insisting on the prescribed educational qualifications or screening them through the expert committees :—

UNIVERSITIES

Librarian, Professional (Junior) (LECTURER) :

Rs. 400-40-800-50-950/-.

COLLEGES

Librarian, Professional (Junior) (LECTURER) : Rs. 300-25-600/-.

This is however, subject to the condition that the University/ College concerned is satisfied that their experience and quality of work justify their being placed in the revised salary scales.

বিঃদ্রঃ—Physical Instructor/Director সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এইখানে দেওয়া হল না।

[সঃ প্রঃ]

(NEW IMPROVED SCALE)

STATEMENT—'A'

Name of the College-
(with full address)-

Statement showing the total requirement for the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1970 towards meeting the expenditure for payment of ad-hoc benefits @ Rs. 60/- p.m. on account of new improved scale to the whole-time Librarian of the college.

1. Serial No.
2. Name of the whole-time Director/Instructor of Physical Education & Librarian.
3. Designation.
4. Qualifications :
   (a) Qualification on 31.3.66.
   (b) Qualifications subsequently acquired.
5. Date of creation of post.
6. Date of substantive appointment of the incumbment in the post.
7. College scale of pay.
8. Pay in the College scale on 1.4.66 or on the date of joining which-ever is later.
9. Date of next increment (college scale).
10. Name of previous incumbment if any, with date of joining and leaving (from 1.4 66 onwards).
11. Total requirement for the period from 1.4.66 to 31.3.70. On account of payment of ad-hoc benefits under the New Improved Scales of pay -

    (Calculation showing the requirement for each of the years in question for each of the incumbments given in a separate sheet enclosed).
12. Remarks.

Signature-

Secretary, Governing Body.

মুদ্রণের আদিপর্ব ও বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগরণ

শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

এক সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পতন ও নূতনের অভ্যুদয়ে বিশৃঙ্খলা ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু নূতন শক্তি উন্নত ও শক্তিশালী হইলে পরিবর্তন অনেক সময়েই প্রজাসাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়। মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত বাংলা ও নূতন ইংরাজ শক্তির অধীনস্থ বাংলা পরিবর্তনের দুইটি ভিন্ন দিক। বাংলার স্বাধীন হিন্দু নরপতিদের কথা বাদ দিলেও আমরা দেখিতে পাই বাংলায় প্রাক-মুঘল সুলতান শাহীর আমলে বাঙ্গালীর মানস বহুদিকে বিকশিত হইয়াছিল।* তারপর মুঘল শাসন ও স্বাধীন নবাবী রাজত্ব ক্রমে এই বিকাশকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। পলাশীর যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ বণিকগণ ক্রমশঃ রাজশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই নূতন শক্তির কেন্দ্রস্থল বাংলায়। অপেক্ষাকৃত সভ্য এই নূতন শাসক সম্প্রদায়কে বাঙ্গালী সেদিন মধ্যযুগীয় কুশাসনের হাত হইতে মুক্তির উপায় বলিয়া স্বাগত জানাইয়াছিল। ইয়োরোপের নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে বাঙ্গালীর মানস নূতন চেতনায় জাগরিত হইল। বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণের অধ্যায় তখন হইতেই আরম্ভ।

ইয়োরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগৃতির সূত্রপাত হইয়াছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁ ও বাংলার নবজাগরণের উপাদান ও প্রকৃতি ভিন্ন। যদিও দুইয়েরই প্রাথমিক ক্ষেত্র সাংস্কৃতিক, বাংলার ক্ষেত্রে এই নবজাগরণ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া স্বাজাত্য ও জাতীয়তাবাদে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রসারিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে ইয়োরোপ বিস্মৃত অতীতকে নূতন রূপে সজ্জিত করিয়া শিল্প সাহিত্য ও সমাজকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। যাহাই হউক, এই দুইটি ভিন্নদেশীয় সংস্কৃতি স্রোতের তুলনা আমাদের অভিপ্রেত নয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে উভয় ক্ষেত্রেই এই স্রোতধারাকে বিপুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল মুদ্রণ শিল্প। আধুনিক মুদ্রণ শিল্পের আবির্ভাব (বা আবিষ্কার) কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। রেনেসাঁর উপর ইহা বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। অনেকে আবার মনে করেন মুদ্রণ শিল্পের আবির্ভাবই রেনেসাঁর সূত্রপাত করিয়াছিল। তেমনি বাংলার নবজাগরণে মুদ্রণ শিল্পের অবদান অপরিমেয়।

ভারতের মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসকে তিনটি প্রাথমিক অধ্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম—পর্তুগীজ উপনিবেশিকদের উদ্যোগে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রায় একশত বৎসর।

দ্বিতীয়—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ।

তৃতীয়—১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরীর ছাপাখানা ও কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনার কাল হইতে।

প্রথম অধ্যায়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকিলেও ইহার কোন স্থায়ী প্রভাব পড়ে নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়কে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রস্তুতিকাল বা গর্ভাবস্থা বলা চলে। যে পরম শক্তিগর্ভ বীজ দ্বিতীয় পর্বে উক্ত হইয়াছিল তাহাই তৃতীয় অধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথমে খৃষ্টীয় মিশনারীগণ ও পরে স্বদেশীয়গণের সযত্ন পরিচর্যা ও প্রতিপালনে বহু শাখাবিশিষ্ট মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

আমাদের স্বাজাত্যাভিমান আহত হইলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে বাংলার নবজাগরণ প্রাথমিক অবস্থায় ইংরাজ শক্তির আনুকূল্যে ও পরিপোষকতায়ই সম্ভব হইয়াছিল। ইংরাজশক্তি যতই ভারতে বিস্তৃত ও দৃঢ়মূল হইতেছিল ততই শাসক বণিক গোষ্ঠী প্রধানতঃ তাঁহাদেরই প্রয়োজনে—হয়তো বা কিছুটা শাসকের উদার অভিমানেও—শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছিল। ইংরাজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষাদিতে শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল ১৮০০ খৃষ্টাব্দে, সাধারণের শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। বঙ্গ সংস্কৃতিতে এই সকল ঘটনার প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইহার পূর্বেই সুদূর ফলপ্রসারী কিছু ঘটনা ঘটিয়াছিল পূর্ববর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর ইংরাজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন দেখা দিল। অথচ বাংলা ভাষায় ছাপার হরফ বা মুদ্রিত পুস্তক তো দূরের কথা যথার্থ গদ্য রচনার কোন রীতিও ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উদ্যমশীল ইংরাজগণ তথাপি বাংলা ছাপার হরফ তৈরীর চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রথমে সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। পরে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সনির্বন্ধাতিশয্যে চার্লস্ উইলকিন্স (পরে স্যর চার্লস্) নামে একজন কোম্পানীর কর্মচারী এই কাজে অগ্রসর হন। উইলকিন্সের বিশেষ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে পূর্ণ এক প্রস্থ (fount) বাংলা হরফ তৈরী করিতে সক্ষম হন। এই হরফেরই সাহায্যে নাথানিয়েল ব্রাসী হলহেড তাঁহার ঐতিহাসিক বাংলা ব্যাকরণ (A Grammar of the Bengali Language) মুদ্রিত করেন। মুদ্রণ কার্য সম্পন্ন হয় হুগলীতে জনৈক মিঃ এণ্ড্রুজের ছাপাখানায়।

১৭৭৮ সালে সংঘটিত উপরোক্ত ঘটনা বহুবিদিত ইতিহাস এবং অপরিসীম ইহার গুরুত্ব। প্রথতঃ ছাপাখানা সম্ভবতঃ আমদানী হইলেও এই প্রথম বাংলা ভাষার সকল ও পূর্ণ প্রস্থ ছাপার হরফ তৈরী হইল। দ্বিতীয়তঃ হরফ তৈরীর কাজে উইলকিনস্ একজন বাঙ্গালী কর্মকারের সহায়তা নেন ও তাঁহাকে এই কাজে শিক্ষিত করেন। এই বাঙ্গালী পঞ্চানন কর্মকার তদবধি হরফ তৈরীর কাজেই নিযুক্ত থাকেন এবং পরবর্তীকালে তাঁহার সহায়তা না পাইলে উইলিয়াম কেরী ও অন্যান্যের প্রচেষ্টা বহুলাংশে পঙ্গু হইত।

আধুনিক যুগ ব্যপ্তির যুগ, প্রসারের যুগ। শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রসার কার্যকর করা একমাত্র মুদ্রণের দ্বারাই সম্ভব। আবার শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার ভিন্ন কোন জাতির

জাগরণ বা উন্নতি সম্ভব নয়। তাই বাংলা ভাষার ছাপার হরফ তৈরী অশেষ গুরুত্ব সম্পন্ন ঘটনা কেন না ভবিষ্যৎ শিক্ষা বিস্তার ও সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের পত্তন ইহা দ্বারাই সূচিত হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে বাংলা ছাপার চল হইলেও ইহা প্রধানতঃ রাজকার্যে ও রাজকর্মচারীদের সুবিধার জন্যই ব্যবহৃত হইত। শিক্ষার প্রসারে এবং দেশীয়দের প্রয়োজনে বাংলা ছাপার ঘটনা পরবর্তী শতাব্দীর ব্যাপার। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী নিজ প্রয়োজনে ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ও দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণের প্রয়োজন ও গুরুত্বও ক্রমেই বাড়িতে থাকে। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতেই ইংরাজ রাজশক্তি ও খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারকগণের প্রয়োজনে ও আগ্রহাতিশয্যে বাংলা গদ্য রচনার রীতি প্রচলিত হয় ও বাংলা ছাপার প্রসার হয়।

বাংলার নব জাগরণের প্রথম ভাগে শ্রীরামপুরস্থ মিশন প্রেস গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কেরী মূলতঃ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাসঙ্গিকরূপেই তিনি বাংলা গদ্যের দিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন। নিজস্ব রচনা মুদ্রণ ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিভিন্ন পুস্তক মুদ্রিত করিয়া তিনি বাংলা ভাষাকে নূতন পথে দৃঢ় পদে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ইংরাজী শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। নূতন শিক্ষা বিস্তারে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বভাবতঃই মুদ্রিত পুস্তকের চাহিদা বেশী হইতে থাকে। সঠিক বিবরণ পাওয়া না গেলেও অনুমান করা সঙ্গত যে ইতিমধ্যেই কলিকাতায় ছাপাখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে। শ্রীরামপুরে কেরী সাহেবের ছাপাখানায় পঞ্চানন কর্মকার ও পরে তাঁহার জামাতা মনোহর যে হরফ তৈরী করিতেন প্রধানতঃ সেই হরফই সকল ছাপাখানায় দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হইত। নূতন শিক্ষা বিস্তারে—যাহা নব জাগরণের প্রথম পদক্ষেপ—মুদ্রিত পুস্তকের অভাব সেদিন মুদ্রকেরা মিটাইতে পারিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা না পারিতেন তবে এই প্রচেষ্টা অনেককাল ব্যাহত হইয়া আসিত।

বাংলার নব জাগরণে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে বাংলার সংবাদপত্র। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক "সমাচার দর্পণ" ও মাসিক "দিগ্‌দর্শন"। ক্রমে সংবাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। নব শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে সংস্কার বিষয়ক আন্দোলন ও খৃষ্টীয় মিশনারীগণের অপপ্রচার রোধের জন্য এই পত্রিকাগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি পত্রিকার প্রকাশক নিজ নিজ ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের প্রভাব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় কতগুলি কারণে ইংরাজ সরকার ১৮২৩ সালে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারী করেন। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৭৯৯ সালে

লর্ড ওয়েলেসলি সেন্সর প্রথা চালু করেন। লর্ড হেস্টিংস্ উহা তুলিয়া দেন, কিন্তু তাঁহার অবসরের পরই উক্ত অর্ডিন্যান্স জারী হয়। অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুযারী সকল সংবাদ-পত্রকেই লাইসেন্স নিতে অন্যথায় বন্ধ করিতে বলা হয়। ইহারই প্রতিবাদে রাজা রামমোহন রায় স্বীয় পারসী সংবাদপত্র মিরাৎ উল-আখবারের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন এবং কলিকাতার কয়েকজন নাগরিকের সহযোগিতায় সুপ্রীম কোর্টে অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে নিষ্ফল আবেদন করেন। কিন্তু এই ঘটনা অনেক কারণে উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে রামমোহনের এই কাজ ভারতে রাজনৈতিক অধিকারের জন্য বিধিসম্মত আন্দোলনের প্রথম দৃষ্টান্ত বা সূত্রপাত।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় চতুর্থাংশে নব্য শিক্ষার প্রভাব অত্যন্তই সীমিত ছিল। সংবাদপত্রের প্রচার বা ছাপাখানার সংখ্যা সঠিক পাওয়া না গেলেও খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। জনৈক স্বদেশীয়ের মতে বাংলায় তখন ৫০টির মত দেশীয় ভাষার ছাপাখানা ছিল। রেভারেণ্ড জেমস্ লংয়ের মতে ১৮৫৩ সালে তিন লক্ষ কপি বাংলা বই ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যায়। সহজেই অনুমেয়, শিক্ষার বিস্তার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কারণে মুদ্রিত পুস্তকের প্রয়োজন ক্রমাগত অধিক হইতে থাকে এবং তখনকার দিনেও ছাপাখানাগুলি সেই প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে রাজা রামমোহনের সময় হইতে বাঙ্গালী সমাজে যে নূতন চেতনার উন্মেষ হইতেছিল, যে নূতন শিক্ষার ধারা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছিল, বাংলার মুদ্রণ শিল্প তাহাতে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই ধারাকে অগ্রগামী হইতে সাহায্য করিয়াছিল। এ বিষয়ে অবিস্মরণীয় অবদান স্যার চার্লস্ উইলকিনস্ ও উইলিয়াম কেরীর এবং এতদুভয়ের সহকারী পঞ্চানন কর্মকার ও পরে মনোহরের। বাংলার মুদ্রণ শিল্প ইহাদের নিকট চিরঋণী। কোম্পানীর আমল পর্যন্ত জাগরণের প্রথম পর্যায়ে—মুদ্রণের শৈশবের সকল পরীক্ষাই হইয়া গিয়াছে। বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক সংবাদ প্রভাকরও ইহারই মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতে এই ধারা শুধু অব্যাহতই থাকে নাই। ক্রমোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে এবং পরম বিশ্বস্ত সহগামীর ন্যায় মুদ্রণ শিল্প বঙ্গজাগৃতির অচ্ছেদ্য সহচর হইয়া রহিয়াছে।

Early Phase of Printing and Renaissance in Bengal

: Sailendranath Guha Roy

In this enlightening article the author discusses how the advent of printing under the auspices of the British Rulers catalysed the growth of Renaissance in Bengal.

(শেষাংশ পরপৃষ্ঠায়)

The first significant phase in the history of printing in Bengal was marked by the pioneering work of Charles Wylkins who with the assistance of a Bengalee blacksmith Monohar Karmakar prepared a complete set of Bengali type in the year 1778. This epochmaking event had a far-reaching impact on the future development of printing in Bengal. 19th century was the harbinger of English education in Bengal with its concomitant development of printing. At this stage of history of printing in Bengal William Carey and the Mission Press at Serampore demand the pride of position. As a direct corollary of the development of printing there was emergence of newspapers in Bengali. The English educated social reformers of the soil made proper use of the newspapers in mobilising public opinion in eradicating anachronism prevailing in the society and paved the way for Nationalism.

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম (৫)

রতনকুমার দাস

২৫৩ দা-গোঁসাই—সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২৫৪ দাদামশাই—কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
২৫৫ দাদুমণি—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
২৫৬ দিকশূণ্য ভট্টাচার্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৫৭ দিগ্‌গজচন্দ্র বিদ্যানন্দী —নরেন্দ্রনাথ বসু
২৫৮ দিদিভাই—ইন্দিরা দেবী
২৫৯ দিবাকর—অরুণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
২৬০ দিবাকর শর্মা—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র
২৬১ দিব্যদর্শী—নির্মলকুমার রায়
২৬২ দিলদরিয়া শর্মা—যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য
২৬৩ দিলদার—সুজিত নাগ
২৬৪ দিলা মুখোপাধ্যায়—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
২৬৫ দ্বিজতনয়া—কামিনীসুন্দরী দেবী
২৬৬ দ্বিজদাস শর্মা—জীবনকালী রায়
২৬৭ দী. কু সা—দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল
২৬৮ দীননাথ কাশ্যপ—দীনেশ চট্টোপাধ্যায়
২৬৯ দীপক চৌধুরী—নীহাররঞ্জন ঘোষাল
২৭০ দীপঙ্কর—অপূর্বসুন্দর মৈত্র
২৭১ দীপঙ্কর—কালিদাস নাগ
২৭২ দীপঙ্কর—গজেন্দ্রকুমার মিত্র
২৭৩ দীপঙ্কর—দীপঙ্কর চক্রবর্তী
২৭৪ দীপঙ্কর দীক্ষিত—দক্ষিণারঞ্জন বসু

২৭৫ দুর্গাদাস দাস—উপেন্দ্রনাথ দাস
২৭৬ দুর্বাক—দ্বিজদাস কর
২৭৭ দুর্বাসা—জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭৮ দুর্মুখ—অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ
২৭৯ দুর্মুখ—ইন্দুভূষণ দাস
২৮০ দুর্মুখ—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮১ দুর্মুখ—প্রমথনাথ পাল
২৮২ দুর্মুখ—ভূপেন্দ্রনাথ দাস
২৮৩ দুস্তর—নরেন্দ্রনাথ বসু
২৮৪ দৃষ্টিহীন—মধুসূদন মজুমদার
২৮৫ দে—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
২৮৬ দেবদত্ত—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
২৮৭ দেবদত্ত—হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়
২৮৮ দেবযানী মল্লিক—বীণাচাঁদ মল্লিক
২৮৯ দেবর—সচ্চিদানন্দ সরকার
২৯০ দেবল দেববর্মা—অজিত চট্টোপাধ্যায়
২৯১ দেব সেন—দেবাংশু সেনগুপ্ত
২৯২ দেবসেনাপতি—কার্তিক অধিকারী
২৯৩ দেবাচার্য—ভবদেব ভট্টাচার্য
২৯৪ দেশের ব্যথার ব্যথী —দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৯৫ দ্বৈপায়ন—শ্যামাপদ দাস
২৯৬ দৌবারিক—নিখিল সরকার
২৯৭ ধনঞ্জয় বৈরাগী—তরুণ রায়
২৯৮ ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় —ব্যোমকেশ মুস্তাফী
২৯৯ ধনপতি সওদাগর—সুভাষ সমাজদার

৩০০ ধানদূর্বা—অনাথ বান্ধব সাহ
৩০১ ধূর্জটীপ্রসাদ শর্মা—যোগীন্দ্রনাথ বসু
৩০২ ধুলা চক্রবর্তী—দুর্গাচরণ চক্রবর্তী
৩০৩ ন-ভ—নলিনী কুমার ভদ্র
৩০৪ ন-সে—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
৩০৫ নক্ষত্র রায়—তারাপদ রায়
৩০৬ নগেন্দ্র বালা সরস্বতী
—নগেন্দ্র বালা মুস্তাফী
৩০৭ নটরাজ—প্রদ্যোৎ গুপ্ত
৩০৮ নটরাজন—হরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৩০৯ নন্দন—মোহিত রায়
৩১০ নন্দীভৃঙ্গী—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
৩১১ নন্দীশর্মা—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩১২ নবকুমার কবিরত্ন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৩১৩ নবকুমার দত্ত—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৩১৪ নবারুণ—প্রভাতকিরণ বসু
৩১৫ নমিতা মুখোপাধ্যায়
—শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
৩১৬ নরপতি মজুমদার
—নলিনীরঞ্জন মজুমদার
৩১৭ নরহরি দাস—ঘনশ্যাম চক্রবর্তী
৩১৮ নরহরি দাস—ভবানীচরণ
বন্দ্যোপাধ্যায়
৩১৯ না. দা. শ—নারায়ণদাস শর্মা
৩২০ নাদা পেটা হাঁদারাম
—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
৩২১ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৩২২ নিগূঢ়ানন্দ—সচ্চিদানন্দ সরকার
৩২৩ নিগূঢ়ানন্দ সরকার
—সচ্চিদানন্দ সরকার
৩২৪ নিত্যানন্দ দাস—বলরাম দাস
৩২৫ নিবিড়ানন্দ নকলনবিশ
—নলিনীকান্ত সরকার
৩২৬ নির্মল ভাই—নির্মল বসু
৩২৭ নিরঙ্কুশ—নির্মল সরকার
৩২৮ নিরঞ্জন—দক্ষিণারঞ্জন বসু
৩২৯ নিরপেক্ষ—অমিতাভ চৌধুরী
৩৩০ নিরুপম গুপ্ত—মহেন্দ্র রায়
৩৩১ নিরুপমা দেবী—অনুপমা দেবী
৩৩২ নিরুপমা বসু—সুনীল ঘোষ
৩৩৩ নিশাচর—বিজয়কুমার মিত্র
৩৩৪ নিশাচর—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৩৩৫ নিশাপতি গুপ্ত—সুধীর কুমার সেন
৩৩৬ নীরা মুখোপাধ্যায়
—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
৩৩৭ নীরব—নীহার রঞ্জন চক্রবর্তী
৩৩৮ নীল উপাধ্যায়—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৩৩৯ নীলকণ্ঠ—দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল
৩৪০ নীললোহিত—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৩৪১ নীলোৎপল—হরিচরণ ভট্টাচার্য
৩৪২ নীহার পত্রনবীশ—শিশির নিয়োগী
৩৪৩ নীহারিকা দেবী
—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৩৪৪ পঞ্চমুখ—শক্তিপদ রাজগুরু
৩৪৫ পঞ্চানন্দ—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪৬ পঞ্চানন শর্মা—প্রাণতোষ ঘটক
৩৪৭ পণ্ডিত দেবাচার্য—ভবদেব ভট্টাচার্য
৩৪৮ পত্রনবীশ—কুমারেশ ঘোষ
৩৪৯ পত্রনবীশ—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
৩৫০ পত্রনবীশ—রমাপদ চৌধুরী
৩৫১ পথচারী—জগন্নাথ সরকার
৩৫২ পথচারী—বিনয় মুখোপাধ্যায়
৩৫৩ পথের সাথী—প্রশান্ত চৌধুরী

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি

স্বদেশ—

1. **Administration and organisation of college libraries in India, by G. L. Trehan. Jullundur, Sterling Publishers, 1969. Rs. 25·00 252 p.**

ভারতে কলেজ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনা। বইটিতে ৮টি মূল্যবান পরিচ্ছেদে কলেজ গ্রন্থাগারের প্রত্যেকটি বিশেষ সমস্যা ও দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের অবস্থা, কলেজে তাদের ভূমিকা, অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ও ভূমিকা এবং কলেজ গ্রন্থাগারের বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। কলেজ গ্রন্থাগারের শোচনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ ও ১৯৬২ সালে লুধিয়ানায় কলেজ গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বইটির প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র বর্তমান কলেজ গ্রন্থাগারের অবস্থার বর্ণনা করার জন্যই নয়। আগামী দিনের গ্রন্থাগারগুলি কি হওয়া উচিত সে সমন্ধে বিশেষজ্ঞদের অভিমতের উপর আলোচনা করার জন্য এটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

2. **Cataloguing research in India by G. Bhattacharya. Bangalore, DRTC, 1969. Rs. 2·00 85 p.**

গ্রন্থ সূচীকরণের ক্ষেত্রে ডঃ এস আর. রঙ্গনাথনের যে গবেষণা ও অবদান তার সামগ্রিক পর্যালোচনা। DRTC তে শ্রী রঙ্গনাথনের ও অন্যান্যদের দ্বারা সূচীকরণ ক্ষেত্রে নিত্য নতুন সমস্যা নিয়ে পরীক্ষানীরিক্ষা চলেছে এবং শ্রী রঙ্গনাথন সূচীকরণ সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন এবং তার অভিমতের আলোচনা।

3 **Indian books, 1969, Compiled by H. D. Sharma and L. M. P. Singh. Varanasi, Bibliographic Centre, 1970 Rs. 40·00 297 p.**

১৯৬৯ সালে ভারতে প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থ ও পুনর্মুদ্রণের গ্রন্থপঞ্জী। এই গ্রন্থপঞ্জী প্রতি বছর প্রকাশিত হবে। লেখক, আখ্যা ও বিষয়সূচী আছে। প্রতিটি গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ লেখক ও বিষয় সূচীতে দেওয়া আছে। শিশুগ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক ও সরকারী প্রকাশন বাদ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য Ministry of Information & Broadcasting এর প্রকাশন এবং District Gazetter কে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

4. **Indian books in print, 1955-67 ; Compiled by Sher Singh & S.N. Sadhu. Delhi, Indian Bureau of Bibliographies. Rs. 100·00 1116 p.**

১৯৫৫-৬৭ সালে ভারতে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী। ১,৫০০ প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত ৪০,০০০ প্রকাশন এখানে অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত গ্রন্থপঞ্জী পাঁচটি

ভাগে বিভক্ত। (১) বর্গীকরণ অংশ—ডিউই দশমিক বর্গীকরণ অনুযায়ী সন্নিবেশিত। (২) লেখক সূচী, (৩) আখ্যা সূচী, (৪) বিষয় সূচী—Classified catalogue code ও dicitionary catalogue code—এই দুটি নীতি প্রয়োজনমত অনুসরণ করে সূচীবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ বর্গীকরণ অংশে দেওয়া হয়েছে এবং বিষয় সূচীতে বর্গীকরণ অংশের পৃষ্ঠায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লেখক সূচীতে বন্ধনীর মধ্যে বর্গীকরণ সংখ্যা দেওয়া আছে। ৫ম অংশে প্রকাশকদের তালিকা আছে।

বিদেশ—

1. Chronology of the Expanding world, 1492—1762, by N. Wiiliams. New York, Mekay, 1969. $ 12·50 700 p.

Chronology of the Modern World ; 1763 to the present time by Same Author. rev. ed. Same Publisher, 1968, $ 12·50 923 p.

এই দুটি ঘটনাপঞ্জীর কোষ গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান। এর বাম পৃষ্ঠায় তারিখ অনুযায়ী ঘটনাবলী সাজান ও ডান পৃষ্ঠায় বিষয় সূচী। রাজনীতি, দর্শন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, কারিগরী, ধর্ম সাহিত্য ইত্যাদির উপর বিশেষ দিনগুলি এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্ম মৃত্যুর তারিখ আছে। পশ্চিমী দেশগুলির উপর জোর দিলেও চীন, জাপান ও ভারত সম্পর্কে অনেকগুলি পৃষ্ঠা আছে। একসঙ্গে এতগুলি বিষয়ের ঘটনাপঞ্জী দুর্লভ।

2. Dictionary of basic words, ed. by Day A. Perry. Chicago, Children Press, 1969. $ 19·95 614 p.

'Wolf High correlation word list' থেকে ২১০০০ শব্দ সংগ্রহ করে এই অভিধান সঙ্কলিত করা হয়েছে। চিত্র ও অলঙ্কারাদি দিয়ে প্রতিটি শব্দের ব্যাখ্যা ও অর্থ, একাধিক বাক্য দিয়ে বোঝান হয়েছে।

3. Government archives in South Asia : a guide to national & state archives in ceylon, India & Pakistan ; ed. by D. A. Law & Others. Cambridge University Press, 1969. $ 13·50 355 p.

দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক Archives সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ। ভারতবর্ষের উপর জোর দিয়ে লেখা হয়েছে।

4. History of Library education, by Bramlay. London, Clive Ringley, 1969. Sh. 30. 132 p.

১ম ভাগে যুক্তরাজ্য, ২য় ভাগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ৩য় ভাগে দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ও ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ক্রমবিকাশ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বার্তা-বিচিত্রা

ইয়াসলিকের ৬ষ্ঠ সম্মেলন—

বাঙ্গালোরে Indian Institute of Scienceএ চারদিনব্যাপী ইয়াসলিকের ৬ষ্ঠ আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন মহীশূরের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরা। শ্রীধর্মবীরা বলেন যে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। জাতীয় গবেষণাগারগুলিতে জাতীয় সম্পদের পরিপূর্ণরূপে ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলেছে এবং এইজন্য যে তথ্য ও তত্ত্বের প্রয়োজন তাহা একমাত্র এই বিশেষ গ্রন্থাগারগুলিই মেটাতে সক্ষম। সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর ব্যাপী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির অগ্রগতির ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে IASLIC এর অবদানকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিল বলেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গবেষণাকারীকে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দিতে একমাত্র বিশেষ গ্রন্থাগার-গুলিই সক্ষম।

গ্রন্থাগার কার্যাবলীর উন্নতি বিধানের ব্যাপারে মহীশূর সরকারের প্রচেষ্টার বিবরণী দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত পাতিল মহাশয় বলেছেন, ১৯টি কেন্দ্রিয় জেলা গ্রন্থাগার, ৫টি নগর গ্রন্থাগার, ৪০টি শাখা গ্রন্থাগার এবং ৫,২৪৬ বিতরণী সংস্থা তৈয়ারীর কার্যে, বিশেষ কর হিসাবে ৪০ লক্ষ টাকা এবং চতুর্থ পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরো ২০ লক্ষ টাকা সরকার ব্যয় করবেন।

ভারতীয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথনের অপরিসীম দানের কথা উল্লেখ করে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

"U. S. Information Service" এর ডাইরেক্টর শ্রী জি. ভি. হেনরী বলেছেন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নিকট সংযোগই গ্রন্থাগার উন্নতির প্রধান উপায়।

তিনি বলেন, U.S.I.S. এর পরিচালনাধীনে দেশে মোট ২২৫টি গ্রন্থাগার আছে। তিনি বলেন, U. S. I. S. গ্রন্থাগারগুলির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য, ভারতীয় গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং তিনি কামনা করেন এই সহযোগিতা যেন দীর্ঘজীবি হয়।

IASLIC এর সভাপতি ডক্টর বি. মুখোপাধ্যায় যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং কারিগরী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতটা পরিবর্তন এসেছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে পরিমাণ কার্যকরী হয়নি যদি আমরা আধুনিক মহাকাশ-বিজ্ঞান, পারমাণবিক ও শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে চাই তবে গ্রন্থাগাগুলিকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

নাট্য পাঠাগারের উদ্বোধন—

বুধবার গোপালনগর রোডে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে নাট্য পাঠাগারের উদ্বোধন

করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বি, এস, কেশবন। অনুষ্ঠানকে তিনি ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে নাটকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এই পাঠাগারের ভার ন্যস্ত হয়েছে শ্রী চৌধুরী সহ বিশিষ্ট পাঁচজন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টের উপর। শ্রী চৌধুরী আশা করেন, এই গ্রন্থাগার একদিন বাংলাদেশের নাট্যপিপাসু মানুষদের কাছে নাট্যচর্চার পীঠস্থানরূপে স্বীকৃতি পাবে। শ্রীমন্মথ রায়, অধ্যাপক অজিত বসু, শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে শ্রী চৌধুরীর বদান্যতার জন্য অভিনন্দন জানান। নটসূর্যের সারা জীবনের সংগ্রহ সাড়ে তিন হাজার দেশী ও বিদেশী বইয়ে পরিপূর্ণ এই নাট্য গ্রন্থাগার।

INDIAN NATIONAL COMMISSION FOR CO-OPERATION WITH UNESCO (ইউনেসকোর সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে ভারতীয় জাতীয় সংস্থা):

এই কমিশনের গ্রন্থাগারের অধিকাংশই নতুন দিল্লীতে ভারত সরকারের Central Secretariat লাইব্রেরীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। "Education for international understanding" এই বিষয়ের উপর গ্রন্থপঞ্জীর সংকলন বার করার জন্য এই কমিশন UNESCO-র সঙ্গে একটি চুক্তি সাক্ষর করেছে। Co-operative education, abstracting service এই সমস্ত পরিকল্পনাতে সাহায্য করার জন্য এই কমিশন UNESCO-র সঙ্গে চুক্তি করে এবং নানা জায়গা থেকে প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত তত্ত্ব ও তথ্যের দশটি abstact সরবরাহ করে।

তৃতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ—

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করার উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরীতে গত ১৮ই নভেম্বর, একটি সভা হয়। এই সভায় ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, এবং শ্রীযুক্ত কালিয়া উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন Union minister of state for education and Youth Services-এর শ্রীভকৃত্ দরশন।

ডক্টর রায় বলেন যে, জাতীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ গ্রামের দিক থেকে আরম্ভ করতে হবে যাতে প্রত্যেকের নিরক্ষরতা দূর হয়। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারিকদের এমনভাবে শিক্ষিত করতে হবে যেন তারা একটি সামগ্রিক জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গঠন করতে সক্ষম হয়।

শ্রীযুক্ত কালিয়া সার্বজনীন বিনামূল্যে গ্রন্থাগারে পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সাধারণ গ্রন্থাগারে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিমানে জ্ঞান ও সংবাদ সরবরাহের ভাণ্ডার থাকবে।

শ্রী ভকৃত্ দরশন তার সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত কালিয়া মহাশয়ের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন যে, গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নতির জন্য একটি জাতীয় সংগঠন থাকা প্রয়োজন যাতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর এর অগ্রগতির ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়।

এই অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রী জে, সি, মেটা, রাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিখ্যাত লোকদের সংবাদগুলি পাঠ করেন এবং বক্তব্য জ্ঞাপন করেন।

বিশ্বভারতীতে পূর্ব পাকিস্তান পত্র পুস্তিকা প্রদর্শনী—

বিশ্বভারতীর ছাত্র সম্মিলনী ১১ই ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত সংবাদপত্র, স্মারকপত্র, সাময়িকপত্র প্রভৃতি এবং ঐ দেশে প্রকাশিত নানাবিধ গ্রন্থের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। এইগুলি বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল লাইব্রেরীকে দান করা হয়েছে। সেন্ট্রাল লাইব্রেরীও এগুলির জন্য একটি পৃথক বিভাগ খুলবেন।

যদুনাথ সংগ্রহশালা প্রদর্শনী—

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে স্যার যদুনাথ সরকারের রচনাবলী, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি, মোগল ও মারাঠী ভাষার খুঁটিনাটি এবং আরবী ও ফারসি ভাষায় 'হজরত নামা', তারিখ-ই শিবাজী, 'তারিখ-ই নাজিমুদ্দৌউল্লা' এবং মোগল সাম্রাজ্যের তৎকালীন দুষ্প্রাপ্য মানচিত্র, এই সমস্তের দশদিনব্যাপী প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী স্যার যদুনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতীয় গ্রন্থাগার অবিলম্বে স্যার যদুনাথের রচনাবলীর ক্যাটালগ করার ব্যবস্থা করবে।

রুশ অনুবাদে নজরুলের কাব্যসংগ্রহ—

নজরুলের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নজরুল ইসলামের নির্বাচিত কবিতা সংকলন মস্কোর নউকা প্রকাশ ভবন থেকে এ বছর প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত নজরুলের কবিতাগুলি বাংলা ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কবি এম কুরগানৎসেভ এবং বইটির এক দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন খ্যাতনামা ভারত তত্ত্ববিদ অধ্যাপক ই, পি, চেলিশেভ। সংকলনটি শুরু হয়েছে নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা দিয়ে এবং মোট তাঁর ৩৩টি কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার—

রুশ ঔপন্যাসিক আলেকজাণ্ডার সলঝেনিৎসিনকে ১৯৭০ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সলঝেনিৎসিন ১৯১৮ সালে রুশ অক্টোবর বিপ্লবের সমসময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর একটি মাত্র উপন্যাস 'ওয়ান ডে ইন দ্য লাইফ অব ডেনিসেভিচ' সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হয়। সরকারের বিরাগভাজন হওয়ায় সোভিয়েত লেখক ইউনিয়ন থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয়। এই কারণে তাঁর সবগুলি উপন্যাসই প্রকাশিত হয়েছে বিদেশে। তাঁর দুটি বিখ্যাত উপন্যাস 'দি ফার্স্ট সার্কল' ও 'ক্যান্সার ওয়ার্ড' রাশিয়ায় প্রকাশের অনুমতি না পেলেও বিদেশে প্রকাশিত হয়ে খ্যাতি লাভ করে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

উত্তরায়ণ সাধারণ পাঠাগার, ৩, খেলাৎবাবু লেন।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ উত্তরায়ণ সাধারণ পাঠাগারের উনবিংশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ঐ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের প্রবন্ধ সমন্বিত একটি মনোজ্ঞ স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার, ৩৮, গোপাল নগর।

এই গ্রন্থাগারের ২২ বছর পূর্ণ হয়—এই উপলক্ষে গ্রন্থাগার দিবসে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করার জন্য প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। প্রচারপত্রে পুস্তক ও অর্থদানে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করার জন্য জনগণকে আহ্বান করা হয়।

শান্তি ইনষ্টিটিউট, ২৬।১এ, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট।

সাধারণ সভা ও নির্বাচন

গত ২২শে নভেম্বর ১৯৭০, ইনষ্টিটিউট ভবনে ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক 'সাধারণ সভা' অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ১৯৭০-৭১ সালের নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি শ্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ, কার্যকরী সভাপতি শ্রীমৃগামোহন শূর, সহ সভাপতি শ্রী রামকুমার ভূয়ালকা, দুনিয়াচাঁদ শীল, উপেন্দ্রকুমার দে, মোহনচাঁদ দত্ত, সম্পাদক শ্রী বিপ্রদাস দত্ত, সহ সম্পাদক, সর্বশ্রী সত্যচরণ দে, সুরেন্দ্রনাথ সেন ও বিশ্বনাথ নন্দী, কোষাধ্যক্ষ তারকনাথ দত্ত, সহ কোষাধ্যক্ষ সর্বশ্রী মধুসূদন দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, পতিতপাবন রায়, বিষ্ণুপ্রসাদ দে, গ্রন্থাগারিক শ্রীগুরুপ্রসাদ দত্ত, সহ গ্রন্থাগারিক সর্বশ্রী নিমাইচাঁদ দত্ত, সৌরেন্দ্রনাথ হালদার, দিলীপকুমার দে, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, স্বপনকুমার চন্দ ও দিলীপকুমার ধর।

গ্রন্থাগার দিবস পালন

"গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে গত ২২শে ডিসেম্বর '৭০ সন্ধ্যা ৭টায় 'শান্তি ইনষ্টিটিউটে' কবি বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইনষ্টিটিউটের পক্ষ হতে সম্পাদক শ্রীবিপ্রদাস দত্ত, সহকারী সম্পাদকদ্বয় শ্রীসত্যচরণ দে ও শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী, গ্রন্থাগারিক শ্রীগুরুপ্রসাদ দত্ত এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' এর সম্পাদক শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়গণ আত্মসমালোচনার মাধ্যমে

আগামী দিনে গ্রন্থাগারকে উন্নত ধরণের জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্ক সুদৃঢ় ও সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ করা কিভাবে সম্ভব সে বিষয়ে আলোকপাত করেন সম্পাদক শ্রীবিপ্রদাস দত্ত মহাশয়, 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইন্‌ষ্টিটিউটকে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন। সভাপতি কবি বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন গ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষার যাতে প্রসার হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী ও ফ্রি রীডিং রুম, ৪সি, প্রভুরাম সরকার লেন।

গত ২০শে ডিসেম্বর, গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে শৈলেশ্বর পাঠাগার কর্তৃক একটি জনসভার আয়োজন করা হয়, এই সভায় জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করার জন্য এবং আগামী দিনে সংগঠিত শক্তিশালী গ্রন্থাগার গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান হয়।

চব্বিশ পরগণা

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগার।

সম্প্রতি সাধুজন পাঠাগারের নতুন কার্যকরী সমিতির নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। এই পাঠাগারের ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শিক্ষাব্রতী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

বেলগড়িয়া তরুণ-সংঘ, পোঃ মণ্ডেল বেলগড়িয়া।

বেলগড়িয়া তরুণ সংঘের আয়োজিত সুধাস্মৃতি পাঠাগারের একবিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৯শে নভেম্বর ১৯৭০। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুবলচন্দ্র মণ্ডল এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীঅজিতকুমার লাহিড়ী।

জলপাইগুড়ি

হাকিমপাড়া কিশোর গ্রন্থাগার, হাকিমপাড়া।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর হাকিমপাড়া কিশোর গ্রন্থাগারের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা গ্রন্থাগার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন, ঐ সভায় '৭০-'৭১ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

নদীয়া

পশ্চিমবঙ্গ স্পানসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, নদীয়া জেলা শাখা।

১৯৬৯ সালের ২২শে এপ্রিল নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারের পরিষদের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে এই গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য কৃষ্ণনগর হেড পোষ্ট অফিসে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড

এ্যাকাউন্ট খোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। জেলা শাসক জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারীককে অবিলম্বে কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ দেন।

গত ১লা ডিসেম্বর এই গ্রন্থাগার সমিতির সাধারণ বার্ষিক সভায় কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

পুরুলিয়া

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার, পোঃ গড়জয়পুর।

এই গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গত ১৪ই নভেম্বর ১৯৭০, "বিশ্ব শিশু দিবস" ও "জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ" উদ্‌যাপিত হয়। ঐ পাঠাগারে গত ৯ই নভেম্বর অধ্যাপক আনন্দকুমার দাঁ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধমান

কৈথন মিলন পাঠাগার, পোঃ কৈথন।

কৈথন মিলন পাঠাগারের উদ্যোগে গত ৫ই নভেম্বর ১৯৭০ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শততম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালন করা হয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম।

গত ২০শে ডিসেম্বর "জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের" গোষ্ঠ বিহারী ভবনে বর্ধমান জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অধিকারিক শ্রীতারাপদ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিশু-সাহিত্যিক শ্রীসুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে এক প্রাচীরপত্রের ও প্রাচীন পত্রপত্রিকার প্রদর্শনী করা হয়। এই সভায় বিভিন্ন বক্তা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দাবীগুলির সমর্থনে আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি শ্রীঅবন্তীকুমার দাস বিভিন্ন প্রকাশকদিগের নিকট হতে প্রাপ্ত পুস্তকগুলি পাঠাগারে দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

গত ২৬.৯.৭০ তারিখে বৈকাল ৪ ঘটিকায় পাঠাগার ভবনে শিক্ষক শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৫০তম বার্ষিক জন্মতিথি পালন করা হয়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পূজা ও পুষ্পাদি দ্বারা শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন ও জীবনী আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের অমর আত্মার স্মৃতি তর্পন করা হয়।

গত ২.১০.৭০ তারিখে বৈকাল ৪ ঘটিকায় গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পাঠাগার ভবনে "মহাত্মা গান্ধীর জন্ম বার্ষিকী" উৎসব পালন করা হয়।

গত ৫.১১.৭০ তারিখে বৈকাল ৪ ঘটিকায় গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পাঠাগার ভবনে "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের" জন্মশতবার্ষিকী" উৎসব পালন করা

হয়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, জীবনী আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়।

গত ১৪.১১.৭০ তারিখে ভারতের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস উপলক্ষে সকাল ৭ ঘটিকায় শ্রীমান অলোক দে'র (৭ বৎসর বয়স) সভাপতিত্বে "বিশ্ব শিশুদিবস" উৎসব পালন করা হয়। মধ্যাহ্নে বিভিন্ন বয়ঃক্রম অনুযায়ী ৬টি বিভাগে ১২ প্রকার শৈত্যক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি খেলায় ৩টি হিসাবে ৩৬ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য।

গত ১ ১২ ৭০ তারিখে জাড়গ্রাম অঞ্চলের গ্রামসেবক শ্রীমহাদেব দে'র সভাপতিত্বে "নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস" উৎসব পালন করা হয়। প্রভাতফেরী, পাঠাগারের চতুষ্পার্শ্বস্থ বনজঙ্গল সাফাই, রাস্তার বনজঙ্গল সাফাই ও সংস্কার প্রভৃতি সমাজ সেবামূলক কার্য করা হয়। প্রাচীরপত্রের প্রদর্শনী ও পাঠাগারটিকে সুসজ্জিত করা হয়। সভাপতি শ্রীদে, শ্রীজ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী ও গ্রন্থাগারিক মহাশয় সমাজ শিক্ষার ভূমিকা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বহড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগার, পোঃ বহড়ান।

গত ১লা ডিসেম্বর ১৯৭০, এই পাঠাগারে 'সর্বভারতীয় সমাজ শিক্ষা' দিবস পালন করা হয়।

মানকর পল্লীমঙ্গল পাঠাগার।

গত ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।

(১) বিনা চাঁদায় আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও স্পনসর্ড প্রথার অবসান।

(২) বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের অগ্রণী ভূমিকা।

(৩) শিক্ষা বাজেটের ২.৫% গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়।

(৪) বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলির জন্য নিয়মিত আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) গ্রন্থাগার কর্মীরা যাহাতে নির্দিষ্ট দিনে বেতন ও ভাতা পান সে বিষয়ে সরকারের সচেষ্টতা।

শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি।

গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এই সমিতির শিশু পাঠাগার বিভাগ কর্তৃক উক্ত পাঠাগারের উন্নতি প্রকল্পে কতগুলি প্রস্তাব রাখেন এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং এই প্রস্তাবগুলি যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল।

গত ৩১শে ভাদ্র, শিউড়ী রামরঞ্জন পৌরভবনে, বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে, শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশীশচন্দ্র নন্দী। উক্ত গ্রন্থাগারে গত ১৩ই নভেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পৌরহিত্য করেন শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। এই গ্রন্থাগারে কলিকাতার রঘুমল চ্যারিটি ট্রাষ্ট ৫০০ টাকা এবং কলিকাতার রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বরলাল মতিলাল হালইয়া ট্রাষ্ট ২৫০ টাকা দান করেছেন। শ্রীনির্মলচন্দ্র মজুমদার তাঁর পরলোকগত পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে ১০০ টাকা দান করেছেন।

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার, সিউড়ী।

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ এক অনাড়ম্বর অথচ ভাবগম্ভীর পরিবেশে পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সার্দ্ধশততম জন্মবার্ষিকী উৎযাপিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডঃ সুধীর করণ মহাশয় এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাহর্তা শ্রীসমরেন্দ্র লাল বসু।

মেদিনীপুর

কড়ক দেশপ্রাণ-সংঘ, পোঃ কল্যানপুর।

কড়ক দেশপ্রাণ পাঠাগার ও দেশপ্রাণ শিক্ষাকেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষর দিবস, বিদ্যাসাগরের সার্দ্ধশততম জন্মবার্ষিকী ও মহাত্মা গান্ধীর ১০১তম জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

হাওড়া

শিবপুর দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশন ব্রাঞ্চ লাইব্রেরী।

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭০ শিবপুর দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশন ব্রাঞ্চ লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসন্ন্যাসী সাধুখাঁ মহাশয়। তিনি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

সবুজ গ্রন্থাগার, গ্রাঃ নিজবলিয়া, পোঃ পাঁতিহাল।

বিগত ১৫।৮।৭০ সবুজ গ্রন্থাগারের সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় আগামী ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭১-৭২ সালের কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন।

এই গ্রন্থাগারে বইএর সংখ্যা ৪১১৭, প্রায় ৬০০০ পত্রপত্রিকা রয়েছে এবং বিগত দশ বছরের যুগান্তর পত্রিকা সংরক্ষিত।

হাওড়া সদর পল্লী গ্রন্থাগার পরিষদ, গঙ্গাধরপুর।

হাওড়া সদর পল্লী গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গত ২০।১২।৭৯ বেলা ২টায় বিকিহাকোলা শান্তিসঙ্ঘ সাধারণ পাঠাগার ভবনে গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন হাওড়া বার্তা পত্রিকার মাননীয় সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পাল মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় শিল্পী শ্রীবিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

স্বাগত ভাষণ দান করেন পরিষদের সভাপতি মাননীয় ডাঃ গোপীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য, পরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সাংগঠনিক ভবিষ্যৎ কর্মসূচী, জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের সুষ্ঠ পরিচালনার প্রভৃতি মূল প্রস্তাবগুলি উল্লেখপূর্বক ভাষণ দেন পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী। সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবগুলির সমর্থনে ভাষণ দান করেন হাওড়া দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মাননীয় শ্রীমতী অঞ্জলী চট্টোপাধ্যায়, দেউলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সর্বশ্রী সতীশ সাধুখাঁ, অঞ্চল প্রধান গগেন্দ্রনাথ মান্না, শান্তিসঙ্ঘ পাঠাগার সম্পাদক রাধাশ্যাম রায়, ঝোড়হাট পাঠাগার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী, সর্বেশ্বর কোলে, বিজয়কৃষ্ণ রায় প্রভৃতি সুধীবৃন্দ। শ্রীচট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ পাল মহাশয়গণ তাঁদের সমাজ জীবন ও গ্রন্থাগার সংগঠনের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন সমস্যাবলী উল্লেখপূর্বক ভবিষ্যৎ কর্মের নির্দেশ দেন। সভায় জেলা পাঠাগার পরিচালনা সম্বন্ধে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশন দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় পরিষদের কার্যকারী সমিতির সদস্য মনোনীত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সঙ্কলয়িত্রী : ঊষা গুহঠাকুরতা

Association Notes

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

রজত জয়ন্তী অধিবেশন

পুরুলিয়া

১২-১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ব্যবস্থাপনায় ও পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুরুলিয়া শাখার সহযোগিতায় আগামী ১২-১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হইবে।

এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধন করিবেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় :

১ পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা

২. পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা

এই সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং জনসাধারণকে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যাঁহারা সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের তাহা ৮ ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। অন্যান্য সংবাদের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি অথবা পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। সম্মেলনের বিস্তারিত অনুষ্ঠান-লিপি পরে জানানো হইবে।

সম্মেলনে আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। নমস্কারান্তে ইতি—৮ জানুয়ারী, ১৯৭১

অশোক চৌধুরী
কর্মসচিব, অভ্যর্থনা সমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
হরিপদ সাহিত্য মন্দির, পুরুলিয়া

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কিম ৫২,
কলিকাতা-১৪ (ফোন ৪৪-৮৫৬৬)

॥ জ্ঞাতব্য বিষয় ॥

১. সম্মেলন ১২-১৪ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার অনুষ্ঠিত হইবে। ১২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ টায় প্রদর্শনীর এবং ৫ টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হইবে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার সকাল ১১-৩০ মিঃ-এ সমাপ্ত হইবে।

২. প্রতিনিধিদের তালিকাভুক্তিকরণের কাজ ১২ তারিখে সকাল ৭-৩০ মিঃ শুরু হইবে।

৩. যে কোনো ব্যক্তি সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন। পরিষদের সদস্যদের (ব্যক্তিগত/প্রতিষ্ঠানিক) কোনো প্রতিনিধি ফি লাগিবে না। যাঁহারা সদস্য নন তাঁহাদের জন্য চার টাকা প্রতিনিধি/দর্শক ফি লাগিবে। সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। সম্মেলনে যোগদান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ১০ ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইতে হইবে।

৪. প্রতিনিধি ও দর্শকদের নিজস্ব বিছানা, মশারী ও হাল্কা শীতবস্ত্রাদি আনিতে হইবে। অবস্থান ও আহারাদির জন্য জন প্রতি মোট ৬·০০ টাকা করিয়া লাগিবে। যাঁহারা সম্মেলনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ও পরে অবস্থান ও আহারাদি করিবেন, তাঁহাদের তাহা অভ্যর্থনা সমিতিকে পূর্বেই জানাইতে হইবে এবং অতিরিক্ত অর্থ দিতে হইবে।

৫. কলিকাতা হইতে পুরুলিয়া যাইবার সুবিধাজনক পথ :

ট্রেনপথে :—দূরত্ব ৩২৩ কিঃ মিঃ

হাওড়া	পুরুলিয়া
ছাড়িবে রাত্রি ৯-১০ মিঃ	পৌঁছাইবে সকাল ৬-৪১ মিঃ
পৌঁছাইবে সকাল ৪-৩০ মিঃ	ছাড়িবে সন্ধ্যা ৬-৪৬ মিঃ

ভাড়া : ১ম শ্রেণী ৩৪·০৫ প ; ২য় শ্রেণী ২০·০৫ প ; ৩য় শ্রেণী ৮·১৫প। অতিরিক্ত ৪·৫০ দিলে ৩য় শ্রেণীতে স্লিপার রিজার্ভেসন করা যায়। রেলে স্বতন্ত্র কামরার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে, তবে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই।

বাসে :—আসন সংখ্যা ৪৮ ; পূর্বেই সিট রিজার্ভ করা যায়। ভাড়া—৯·০০ টাকা।

শহীদ মিনারের পশ্চিমে	পুরুলিয়া বাস ষ্ট্যাণ্ড
ছাড়িবে সকাল ৬-৩০ মিঃ	পৌঁছাইবে বিকাল ৩-৩০ মিঃ
পৌঁছাইবে বিকাল ৪-৩০ মিঃ	ছাড়িবে সকাল ৭-০০

৬. অভ্যর্থনা সমিতি ১৪ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১২টা হইতে সন্ধ্যার মধ্যে পাঞ্চেৎ বাঁধ দেখাইয়া আদ্রা রেলস্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবার এক কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য ৫·০০ টাকা লাগিবে। উক্ত স্থান দর্শন করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদের ৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইতে হইবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক নাম পাওয়া গেলে এই ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হইবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস পালন ও অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ

গত ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ষ্টুডেন্টস হলে সাহিত্যিক নন্দগোপাল সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয় অপরাহ্ণ ৫-৩০ ঘটিকায়। ঐ স্থানেই পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (১৯৭০) উত্তীর্ণদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করা হয়, অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায়। এই বৎসরের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে কুমার মুণীন্দ্রদেব স্মারক স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন শ্রীঅরুণ কুমার চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য অতঃপর অন্যান্য উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।

অপরাহ্ণ ৫-৩০ ঘটিকায় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয় পরিষদ কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর প্রারম্ভিক ভাষণের মাধ্যমে।

॥ প্রবীর রায়চৌধুরী ॥

শ্রী রায়চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির তেইশ বছর পরেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগ ও সাহায্যের অভাব আমাদের নিরাশ করেছে। সাম্প্রতিককালের একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা চালিয়েও সরকারী ঔদাসীন্যে তা কার্যকর হতে পারে নি। যুক্তফ্রণ্ট সরকার ঘোষণা করলেন সমাজকল্যাণ বিভাগের জন্য—যার মধ্যে গ্রন্থাগার অন্যতম—একজন পূর্ণ সময়ের মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন। তাতো হয়ই নি। বরং আশ্চর্যের বিষয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় পরিষদের গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবীর প্রতি চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে পরিহাস করে মন্তব্য করলেন, বি, এল, এ, এম, এল, এ, হয়ে গেছে। শ্রীরায়চৌধুরী গ্রামীণ ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির চরম দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য সরকারী গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ইউ, জি, সি ও পে-কমিশন নির্ধারিত বেতনক্রম প্রবর্তনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুদ্যোগের কথা বলেন। তাঁর মতে প্রতি কর্মীর প্রচেষ্টা হবে জনসেবা। তার পাশাপাশি থাকবে বাঁচার আন্দোলন। তিনি পরিষদের পক্ষ থেকে আহ্বান জানিয়ে বলেন—আসুন আমরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সাধারণের আন্দোলনের সামিল হই।

॥ তুষার সান্যাল ॥

পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রী সান্যাল একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবের প্রারম্ভিক ভাষণে তিনি বলেন, আমাদের সাংগঠনিক দৃঢ়তার যথেষ্ট অভাব আছে। বেতন ও পদমর্যাদা আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করা হলেও সকল গ্রন্থাগারকর্মী তাতে এগিয়ে আসেন না। অতঃপর শ্রী সান্যাল নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভায় পেশ করেন—

'গ্রন্থাগার দিবস, ১৯৭০ উপলক্ষে আহুত এই জনসভা সমস্যা জর্জরিত বাংলা দেশের গ্রন্থাগারগুলির' অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। এই সভা গ্রন্থাগারগুলির এই সঙ্কট দূরীকরণের জন্য, শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিত দাবীগুলি অবিলম্বে মানিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছে :

(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার অন্যান্য কার্যক্রম সফল করিয়া তুলিতে হইলে অবিলম্বে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বিনা চাঁদার সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হউক।

(২) অবিলম্বে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হউক।

(৩) অবিলম্বে শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করা হউক এবং শিক্ষা বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হউক।

(৪) অবিলম্বে স্পনসর্ড প্রথার অবসান করিয়া স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করুন।

(৫) অবিলম্বে রাজ্যের প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হউক।

(৬) বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নিয়মিতভাবে সরকারী অনুদান দেওয়া হউক।

(৭) কলিকাতার জন্য অবিলম্বে কর্পোরেশন, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হউক।

(৮) জেলার সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদগুলি পুনর্গঠিত করিয়া গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের লওয়া হউক।'

এই সভা আরও মনে করে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য অবিলম্বে গ্রন্থাগার কর্মীদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। এই সভা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে যে সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নাই। এই সভা অবিলম্বে নিম্নলিখিত দাবীগুলি মানিয়া লইবার জন্য সরকারে নিকট অনুরোধ জানাইতেছে। এই সভা এই দাবীগুলি আদায়ের জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করিবারও আহ্বান জানাইতেছে :

(ক) অবিলম্বে পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হউক। পে কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার পূর্বে বিভিন্ন গণসংঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে।

(খ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের মাসের প্রথম দিনে বেতন দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(গ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে ইউ, জি সি, বেতনক্রম প্রবর্তন করিতে হইবে।

॥ সত্যব্রত সেন ॥

শ্রীতুষার সান্যালের প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন শ্রীসেন। তিনি বলেন, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা মাসিক বেতন মাসের প্রথম দিনে পান না। তিনি আরো বলেন, পুস্তক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ট্যাক্স-এর অবসান ঘটেছে। অথচ পুস্তক পাঠের ক্ষেত্রে ট্যাক্স কেন? গ্রন্থাগার উন্নয়নে সরকারের জমিদারসুলভ খামখেয়ালী বদান্যতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গ্রন্থাগার আইন চাই। কেননা জনস্বার্থে গ্রন্থাগারকে ব্যবহারের জন্য এর প্রয়োজন অপরিহার্য।

॥ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ॥

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগারে হামলা সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পেশ করতে গিয়ে বলেন, সাধারণের কাছ থেকে মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে বহু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। এমন নজীরও আছে স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছে, তাকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি বলেন, গ্রন্থ হল জ্ঞানের আধার। জ্ঞান দেশাতীত, কালাতীত, রাজনীতিরও অতীত। একশ্রেণীর অসুস্থ মস্তিষ্ক লোকের অপকর্মের জন্যই বর্তমান প্রস্তাবটি সভায় আনীত হচ্ছে :—

'গ্রন্থাগার দিবসে, ১৯৭০ উপলক্ষে আহূত এই জনসভা সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলির উপর যে হামলা শুরু হইয়াছে তাহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার বহ্নুৎসব, আসবাবপত্র ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতির ফলে গ্রন্থাগারগুলির সঙ্কট আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রন্থাগার কর্মীরাও এই আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সভা গ্রন্থাগারগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য এই ধরণের হামলা প্রতিরোধ করিবার জন্য জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের তৎপর হইতে হইতে অনুরোধ জানাইতেছে।'

॥ অরুণ রায় ॥

পরিষদের সহকারী কর্মসচিব শ্রীরায় দ্বিতীয় প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মাওপন্থীরা গ্রন্থাগারের ধ্বংস সাধনে লিপ্ত। তিনি ক্ষোভের সংগে বলেন, শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী মাওবাদী শ্রেণীবিচারের কোন কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বর্দ্ধমান রাজকলেজের গ্রন্থাগারকর্মীকে হত্যা করেছেন? তিনি কি বুর্জোয়া ছিলেন? শ্রীরায় বলেন, গ্রন্থাগারের ধ্বংসের সংগে সংগে সংস্কৃতির অস্তিত্ব ও গ্রন্থাগারকর্মীদের অস্তিত্বের প্রশ্নটিও জড়িত। তাই তিনি আবেদন করেন—আসুন, সংঘবদ্ধ হই, প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলি।

॥ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, সরকার ও জনসাধারণের যে অংশ গ্রন্থাগার সম্পর্কে

উদাসীন, তাঁদের অপরাধ অমার্জনীয়। গ্রন্থাগার কর্মীরা যেমন অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন করেন, তেমনি তাঁদের দেশসেবার মহান দায়িত্বের কথাও ভুললে চলবে না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিসভায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম এই পথিকৃতের নামে ক'লকাতায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন করা হোক। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের জন্য পৌরসভার যে অনুদান, তা এই দেশবন্ধুর প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থাগারকর্মীদের অনিয়মিত মাসমাহিনার প্রাপ্তির প্রসংগে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মানুষ আগে পরে আইন। না খেয়ে তো দেশসেবা হয় না। এ ব্যাপারে সুবিবেচনা করা হলে গ্রন্থাগারকর্মীদের দেশসেবার স্পৃহা আরো বর্দ্ধিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এরপর পরবর্তী অধ্যায়ে আসে প্রস্তাবের পক্ষে ভোটগ্রহণ পর্ব। সভায় প্রস্তাবিত প্রস্তাবদুটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভার সর্বশেষ বক্তা ছিলেন সভাপতি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। শ্রীসেনগুপ্ত তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে বলেন, সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জানা যায় না গ্রন্থাগারবিজ্ঞান কত গভীর। বইকে একজাগায় গাদা করে না রেখে শ্রেণীভাগ করে রাখা, পাঠকের বুদ্ধি ও প্রবণতা অনুযায়ী তাকে সহযোগিতা করা—এ হল গ্রন্থাগারিকের কাজ। গ্রন্থাগারিক হলেন একজন মহাশিক্ষক। পাঠকের বোধ ও যোগ্যতা অনুযায়ী পুস্তক নির্বাচন করে দেওয়া বড় কঠিন কাজ। একাজ গ্রন্থাগারিক করে থাকেন। গ্রন্থাগারিক হওয়া শিক্ষক হওয়ার চেয়ে অনেক কঠিন। সাধারণের ধারণা গ্রন্থাগারিক হলেন সামান্য একজন মুহুরি বা করণিক। সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে গ্রন্থাগারিকের প্রতি মর্যাদা দানের অভাবের কথা তিনি উল্লেখ করেন। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির দুরবস্থার কথাও তাঁর বক্তব্যে প্রকাশ পায়। শ্রীসেনগুপ্ত বলেন, সরকার ও সাধারণ মানুষের গ্রন্থাগারের প্রতি উদাসীনতার যে কি ফল হতে পারে, তাতো আমরা বুঝতেই পারছি। সাময়িক পত্রের উপর কোন গবেষণা করতে হলে আমাদের যেতে হবে হয় ইংলণ্ড নয় আমেরিকায়—এ বড় লজ্জার কথা। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের দুরবস্থাকে শ্রীসেনগুপ্ত এজন্য দায়ী করেন। গ্রন্থাগার ধ্বংসের প্রসংগে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা পড়েছি 'বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি' ধ্বংসের কথা। অনেকের মত পিকাসোও বাদ যান নি এর হাত থেকে। তবে গ্রন্থাগারিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নিষ্ক্রিয় হলে চলবে না, সক্রিয় হতে হবে, সংস্কৃতি এইভাবেই এগিয়ে চলে। পরিষদের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে তিনি তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শেষ করেন।

অতঃপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সভাপতিকে ও সভাস্থ সকলকে।

-প্রতিবেদক : অসীম ঠাকুর

জেলায় জেলায় পরিষদের জেলা শাখা কমিটি গঠন

কোচবিহার

গত ৬ই জানুয়ারী ১৯৭১ ডঃ সুবোধরঞ্জন রায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে সাংস্কৃতিক সংঘ ভবনে কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ও জেলা শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

শ্রীমতী তাপসী ভট্টাচার্যের উদ্বোধন সংগীতের পর সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী মনিকা রায়চৌধুরী সমবেত গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মেলনে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন জেলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যে দুরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার আশু প্রতিকারের জন্য সকলের মিলিত সদিচ্ছা নিয়ে এক সুদৃঢ় আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। তিনি বলেন, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকরাই হচ্ছেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, এদের অবহেলা বা উপেক্ষা করলে সমগ্র দেশ ও জাতি অজ্ঞানতার তমসাঘোরে নিমজ্জিত হবে। এই সম্পর্কে তিনি দরদী জনসাধারণ ও সরকারের সুচিন্তিত ও সহানুভূতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্মেলনের সফলতা কামনা করেন।

অতঃপর জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের আহ্বায়ক শ্রীদীপেন চন্দ জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও অব্যবস্থা এবং তৎসহ গ্রন্থাগারিকদের অবহেলিত অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ সভাসমক্ষে উপস্থাপন করেন। কোচবিহার জেলায় স্বাধীনতা উত্তর যুগে একটি জেলা গ্রন্থাগার ও ৩২টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কোচবিহারে লোকসংখ্যা ও শিক্ষা হারের অনুপাতে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ ঘটেনি। তিনি বলেন কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, পূর্বতন ষ্টেট লাইব্রেরী ও জেলা গ্রন্থাগারের সম্মিলনের ফল। এটা কোন নূতন ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি দুঃখের সংগে উল্লেখ করেন আজ প্রায় দুবছর পরেও পূর্বতন জেলা গ্রন্থাগারের কর্মীরা সরকারী কর্মচারীর সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না। কোচবিহারে দুটি টেকনিক্যাল গ্রন্থাগারে (কোচবিহার পলিটেকনিক ও গ্রামসেবক ট্রেনিং সেণ্টার) কোন গ্রন্থাগারিকের পদ নেই। অবিলম্বে এই পদ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন।

বেসরকারী গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে সরকারী অনুদানের অভাবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার আজ অচল হয়ে পড়েছে। তা হলো দীপ্তি পাঠাগার, নবারুণ সংঘ, (কোচবিহার) মিলন সংঘ (মরিচবাড়ী) যুব সংঘ (তল্লীগুড়ি), বীণাপানি লাইব্রেরী (বুড়ীর হাট) অরুণ সংঘ ইত্যাদি। এছাড়া কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাগার এবং সদর হাসপাতাল গ্রন্থাগার বহুদিন যাবৎ সরকারী অনুদান পাচ্ছে না।

আহ্বায়ক এই জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারে জেলা গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক লেনদেনের কাজটি বন্ধ দেখে আশ্চর্য বোধ করেছেন। অবিলম্বে তা চালু করার দাবী করেন। সবশেষে তিনি বলেন, মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতীত কোন কাজই সফল হতে পারে না। আজ আন্দোলনের যে বীজ এখানে রোপিত হলো তা ভবিষ্যতে এই পথ দেখাবে তা তিনি বিশ্বাস করেন। ৬

সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে (১) জেলার সমাজশিক্ষা আধিকারিক শ্রীবীরেন মুখোপাধ্যায়, (২) জেঙ্কিন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমৃণালকান্তি বর্মণ, (৩) স্থানীয় বি. টি. কলেজের অধ্যাপক শ্রীপরিতোষ খান, (৪) প্রাক্তন এম. এল এ. শ্রীবিমল বসু, (৫) কোচবিহার কলেজের সম্পাদক শ্রীবিনয় সেন এবং আরও পঞ্চাশাধিক শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থাগার দরদী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, তার আয়ত্তাধীন সমস্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের জন্যে অবিলম্বে **Provident Fund** খোলার ব্যবস্থা করতে তিনি সচেষ্ট হবেন। তার মতে সমস্ত লাইব্রেরীগুলোকেই সরকারী আওতায় আনা উচিত এবং এদের পৃথক **Directorate** ও **Lagislation** থাকা প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের বাড়ী সম্প্রসারণের ব্যাপারেও তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গ্রন্থাগারিকরা যথাযোগ্য পদমর্যাদা ও বেতনক্রম লাভ করুক এটাও তিনি আন্তরিকভাবে কামনা করেন। এবং কোচবিহারে ট্রেনিং সেণ্টার চালু করণের ব্যাপারে তিনি সর্বোতভাবে সাহায্য করবেন বলে বলেন।

প্রাক্তন এম এল. এ. শ্রীবিমল বসু বক্তৃতা দিতে বলেন যে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থায়. সর্বোত ভাবে উন্নতি সম্ভব গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের দ্বারাই। তিনি সকলকে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্যে আহ্বান জানান। শ্রীমৃণাল বর্মন বলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত নন বটে তবে একথা অনস্বীকার্য সমাজে গ্রন্থাগার একটি বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। আজকের যুগে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক ছাড়া গ্রন্থাগারের উন্নয়ণ সম্ভব হয় না। তাই প্রতিটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রীবিনয় সেন বলেন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট গ্রন্থাগারকে সরকারী অনুদান দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তার ফলেই পাঠকের সৃষ্টি ঘটবে এবং জনসাধারণ চিন্তার দৈন্যতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে।

অতঃপর অন্যান্য সংস্থা থাকা সত্বেও জেলায় জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং সভায় উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাবের বিস্তারিত আলোচনা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন বিভিন্ন জেলায় 'জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ' ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি থাকলেও উক্ত সংস্থা সমূহ সংশ্লিষ্ট ও সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই তাদের কর্মসূচী নির্দিষ্ট রেখেছে। কিন্তু সার্বিকভাবে গ্রন্থাগারের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের, তদুপরি সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীর সংবেদনশীল সার্বজনীন সংস্থা হল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। তাই এই পরিষদের পতাকাতলে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীকে সামিল হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলতে তিনি সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানান। এই আন্দোলন যাতে সমাজ ও দেশের প্রতিস্তরে বিস্তারিত হয় সেই জন্যই প্রয়োজন প্রতি জেলায় জেলায় পরিষদের শাখা গঠন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় সভায় উত্থিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলীর সমর্থনে আলোচনা করেন।

১। অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন চালু কর। ২। দানসর্ত প্রথা বিলোপ সাধন ও গ্রন্থাগার সমূহের রাষ্ট্রায়ত্ব করা হোক। ৩। বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হোক। ৪। অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে একটি গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক ডাইরেক্টরেট স্থাপন করা হোক। ৫। রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ২'৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হোক। ৬। পে কমিশনের অধিকাংশের সুপারিশ গ্রন্থাগার কর্মী প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে অবিলম্বে সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীর জন্য নূতন বেতনহার চালু করা হোক। ৭। কোচবিহার জেলায় রহড়ার (২৪ পরগণা) অনুরূপ সরকারী ব্যয়ে গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হোক। ৮। কোচবিহার জেলায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সকল শ্রেণী কর্মীদের সরকারী কর্মচারী রূপে ঘোষণা করা হোক। ৯। সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য পদোন্নতির সুযোগ সুবিধা সহ শতকরা ২০ ভাগ পদকে Selection grade-এর পদে রূপান্তরিত করা হোক। ১০। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সাথে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের যোগসূত্র স্থাপন করা হোক এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে জেলা গ্রন্থাগারের শাখা হিসেবে গণ্য করা হোক। ১১। আঞ্চলিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে কোচবিহারে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ করা হোক এবং প্রতি মহকুমায় গ্রন্থাগার স্থাপন করা হোক। ১২। গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সরকারী কর্মচারীদের মত সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা (চাকুরীর সর্ত, নিরাপত্তা, গ্রাচ্যুইটি, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি) দেওয়া হোক। ১৩। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রতি মাসের ১লা তারিখে বেতন ও ভাতা গ্রন্থাগার কর্মীদের সরাসরিভাবে দেবার ব্যবস্থা করা হোক। ১৪। প্রত্যেক গ্রামীণ গ্রন্থাগারে ও Staff quarters-এ অন্ততঃ একটি করে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা ও টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৫। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের চাকুরীর নিয়োগকালের ১ বৎসর পরেই বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি চালু করা হোক বিশেষতঃ যেখানে মহিলা গ্রন্থাগার কর্মীদের ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ নেই—সেস্থলে তাদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। ট্রেনিং নেওয়ার পর যোগদান দিন থেকে increment দিতে হবে। ১৬। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার যা অজ্ঞাত কারণে বন্ধ আছে, তা অবিলম্বে চালু করা হোক। ১৭। গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের একটি বিধিবদ্ধ পরিচালন সমিতি গঠন করা হোক। ১৮। প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগার গঠন ও প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবশ্যিক ভাবে গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করা হোক। ১৯। কোচবিহার পলিটেকনিক ও গ্রামসেবক ট্রেনিং সেন্টারে গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করা হোক। ২০। বেসরকারী গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য সরকার থেকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করা হোক। ২১। এই সম্মেলন স্বীকার করে যে, গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগঠিতভাবে আন্দোলন করা উচিত। ২২। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে non tranied গ্রন্থাগারিকদের বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে সবেতন ডেপুটেশন দিয়ে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হোক।

বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংযোগ ও সমন্বয় উপ-

সমিতির কর্মসচিব শ্রীসত্যব্রত সেন জেলা শাখা কমিটি গঠনের নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করেন; এবং কোন সংগঠিত আন্দোলন পরিচালনাকালে এই সমস্ত জেলা শাখা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের নিম্ন বেতনহার ও অনিয়মিত বেতন প্রদানের কথাও বলেন। অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে সর্ব-সম্মতিক্রমে কোচবিহার জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি ডঃ সুবোধরঞ্জন রায়, সহসভাপতি সর্বশ্রী প্রাণকৃষ্ণ শীল ও দীনেশ সেন, সম্পাদক—শ্রীদীপেন চন্দ, যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীমনোরঞ্জন পাল, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীক্ষেত্রমোহন মণ্ডল, সদস্যগণ—সর্বশ্রী অরূপবল্লভ বিশ্বাস, ধীরেন্দ্রকুমার সাহা কল্পনা চক্রবর্তী, অপর্ণা দাস, সংস্কৃতি সংঘ (কোচবিহার)। সদস্যপদে আরও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানিক সভ্যকে পরে কমিটিতে গ্রহণ করা হবে স্থির হয়।

জেলা শাখা কমিটি গঠনের পর সভাপতি ডঃ রায় বলেন দীর্ঘ ৩১ বৎসর অধ্যাপনায় রত থাকলেও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি জানেন। স্থানীয় কোচবিহার জেলায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্য অবিলম্বে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার পরিকল্পনা শুরু করে দিতে হবে বলে তিনি দাবী করেন। পরিশেষে ধন্যবাদান্তে সভা শেষ হয়।

জলপাইগুড়ি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুরুলিয়াতে যে রজত জয়ন্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তার প্রস্তুতি হিসাবে জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন ৫ই জানুয়ারী জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সহরের বিশিষ্ট নাগরিক ও গ্রন্থদরদী ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল। সম্মেলনের প্রারম্ভে জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতির জন্য একটি নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সংহতি সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার অনুরাগীদের প্রতি আবেদন জানানো হয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি যে অবহেলা ও অবিচার চলছে তার নিরসনকল্পে সংঘবদ্ধ ও ব্যাপক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জন্য তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। পরিশেষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রজতজয়ন্তী সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়।

অতঃপর পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীসত্যব্রত সেন ও বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত হয়ে ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালকে সভাপতি, শ্রীদিলীপ দাশগুপ্তকে সম্পাদক ও সর্বশ্রী সুনীল পাল (বাবুপাড়া লাইব্রেরী) দিলীপ রায়চৌধুরী (গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) ও অসিত ভট্টাচার্য (পনর্জ গ্রন্থাগার) কে নিয়ে এক ad-hoc কমিটি গঠন অনুমোদন করেন।

চব্বিশ পরগণা

গত ১০ই জানুয়ারী বসিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে তারাগুনিয়া বীণাপানি পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় চব্বিশ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅরুণ কুমার বসু।

আলোচনার প্রারম্ভে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বাঙলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস, বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা ও পরিষদের কর্মসূচীর বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুদৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই ধরনের জেলায় জেলায় সম্মেলন ও পরিষদের শাখা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। চব্বিশ পরগণা জেলার বিস্তৃত এলাকার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সহজ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে, এবং সামগ্রিকভাবে এই জেলার গ্রন্থাগারগুলির অব্যবস্থার দিকে আলোকপাত করেন শ্রীসত্যব্রত সেন।

টাকী রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মল চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে সরকারী গ্রন্থাগার কর্মীরাও যাতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হিসাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনে সামিল হতে পারেন তার ব্যবস্থা করা দরকার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের Refreshers Course চালু করার প্রস্তাবও তিনি দেন। খাসপুর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং ইটিণ্ডা গ্রন্থাগারের সম্পাদক উভয়ের গ্রন্থাগারের অবস্থা বর্ণনা করেন। সরকারী অনুদান ব্যতীত গ্রন্থাগার পরিচালনার অসুবিধার কথা জানান বারাসাত গ্রন্থাগার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীশঙ্করকুমার ব্যানার্জি, হাসনাবাদ থানার হরিকাঠি গ্রাম্য পাঠাগারের সভাপতি শ্রীক্ষেত্রমোহন খাঁড়া এবং তারাগুনিয়া বীণাপানি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীনারায়ণপ্রসাদ শূর। তারাগুনিয়া বীণাপানি পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীগোপীকৃষ্ণ মণ্ডল গ্রন্থাগারের আর্থিক দুরবস্থার কথা বলেন। শ্রীশ্যামল সরদার বলেন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হওয়া প্রয়োজন। অন্যান্যদের মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অশোক বসুও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শ্রীনির্মল চৌধুরীকে সভাপতি, শ্রীশ্যামল সরদারকে আহ্বায়ক এবং সর্বশ্রী শঙ্করকুমার ব্যানার্জি, বীরেন্দ্রনাথ কুলভি, রাসবিহারী মিত্র ও বসিরহাট পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিনিধিকে নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চব্বিশ পরগণা জেলা অস্থায়ী শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মতই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও অবহেলিত। এই অবস্থার উন্নতি করতে হলে সামগ্রিকভাবে আন্দোলন করতে হবে। এই আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকাকে স্বাগত জানিয়ে সভা শেষ করেন।

দার্জিলিং

২৩শে ডিসেম্বর দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ভবনে স্থানীয় জননেতা শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে দার্জিলিং জেলা-শাখাটি গঠিত হয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে :

সভাপতি শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সহসভাপতি শ্রী এন, সি, হরি, যুগ্ম সম্পাদক শ্রীস্বপনকুমার বাগচী, শ্রীজ্যোতীষ চন্দ্র দত্ত, কোষাধ্যক্ষ শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সদস্যবৃন্দ (ব্যক্তিগত) সর্বশ্রী হরেন্দ্রনাথ রায়, নিতাইচন্দ্র দাস, স্বপনকুমার বাগচী, বলহরি বিশ্বাস, (প্রতিষ্ঠানগত) তরাই হরসুন্দর মিউনিসিপ্যাল পাবলিক লাইব্রেরী, শিলিগুড়ি (শ্রীবিপুল চক্রবর্তী), শিলিগুড়ি কলেজ (সান্ধ্য বিভাগ) (শ্রীজগবন্ধু ঘোষ) তরাই তারাপদ আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, গোঁসাইপুর মিলনী ক্লাব ও রুর‍্যাল লাইব্রেরী (শ্রীঅবনীকুমার ঘোষ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার (শ্রীবীরেন্দ্র কুমার চন্দ), খড়িবাড়ী ক্লাব রুর‍্যাল লাইব্রেরী (শ্রীপ্রশান্ত কুমার দে)।

মালদহ

২৫শে ডিসেম্বরে গঠিত হয় মালদহ জেলা-শাখা। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন বি, ডি, ও, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী। ডি, এস, ই, ও, মিঃ এ, সরকারও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আড়াইভাঙ্গা গ্রামীণ গ্রন্থাগার ভবনে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে শাখা কমিটি গঠিত হয়।

সভাপতি শ্রীদেবীদাস ঘোষাল, সহ সভাপতি শ্রীচন্দ্রশেখর কুমার, শ্রীসুরেশ সিংহ, যুগ্ম সম্পাদক শ্রীবিভূতিভূষণ দাস, শ্রীঅলোক ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুবোধ গোস্বামী, সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী সুনীল মৈত্র, রণজিৎ সান্যাল, কালিপদ সাহা, মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য, সুশীল ভৌমিক, খগেন দাস, পার্থসারথী সিংহ, উইমেন্স কলেজ, বিজয় ব্যানার্জি, কেদার ব্যানার্জি।

উক্ত দুটি জেলায় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীতুষার সান্যাল ও শ্রীসুধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও পরিষদের জেলা-শাখা গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাষণ দেন।

পুরুলিয়া

বিগত ২৫শে ডিসেম্বর হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত অশোক চৌধুরী। শ্রীমোহন বংশী মণ্ডল, ডি, এস, ই, ও, সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং শ্রীঅশোক বসু সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকার পর্যালোচনা করে, প্রতি জেলায় পরিষদের জেলা-শাখা গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সভা শেষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে পুরুলিয়া জেলা শাখা কমিটি গঠিত করা হয়।

সভাপতি শ্রীমোহনবংশী মণ্ডল, (DSEO) সহ সভাপতি স্বামী মাহেষানন্দ, শ্রীঅশোক চৌধুরী, শ্রীঅপূর্বকুমার সান্যাল। যুগ্ম সচিব সর্বশ্রী সুশান্তকুমার হাজরা ও শ্যামল কুমার দে। কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅসিত দাস এবং সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী অজিত মিত্র, কল্যাণ চৌধুরী, সুধীর চক্রবর্তী, মহাদেব মুখার্জী, প্রণত মুখার্জী, দোলগোবিন্দ কুইরি, অর্ধেন্দুশেখর করমোদক, বদনচন্দ্র ভাণ্ডারী, সাম্য মল্লিক, অমল সিংহ।

হুগলী

বিগত ১লা জানুয়ারী ১৯৭১, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এই সভায় সর্বশ্রী শুভ্রাংশু মিত্র, সত্যব্রত সেন, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীমতী গীতা মিত্র ও সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়ও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় হুগলী জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। হুগলী জেলা গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে সর্বশ্রী অনিল দত্ত, (হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার), নিরঞ্জন অধিকারী (তালপুকুর কিশোর সংঘ), ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিবেণী হিতসাধনী পাঠাগার) প্রমুখ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভা শেষে হুগলী জেলায় পরিষদের শাখা গঠনের উদ্দেশ্যে পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে একটি এড্‌ হক্‌ কমিটি গঠিত হয়।

সভাপতি শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক শ্রীশঙ্কর পাল, সদস্য, গয়লগাছা সাধারণ পাঠাগার, গোস্বামী মালিপাড়া সাধারণ পাঠাগার, আশুতোষ স্মৃতি মন্দির (জিরাট), শৈলেন্দ্রনাথ পাল, মিনতি নন্দী, অনিলকুমার দত্ত।

বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি

গত ১৯শে ডিসেম্বর পে-কমিশনের অন্তর্ভুক্ত স্পনসর্ড ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পে-কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় বানচাল করে একক ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পরিষদ রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটি, এ, বি, টি, এ, এ, বি, পি, টি, এ, ও অন্যান্য ভ্রাতৃত্বমূলক সংগঠনের সংগে যৌথভাবে মিছিল সমাবেশে মিলিত হয়। পরিষদের যুগ্মকর্মসচিব শ্রীতুষার সান্যাল, পরিষদের পক্ষ থেকে এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

১। বেসরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী Ad-hoc অনুদান।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের জন্য U.G.C. Pay Scale চালু করার ব্যাপারে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের D.P.I. পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বেসরকারী কলেজে এক Circular পাঠিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল বা তার আগে ও এই তারিখের পর থেকে ৬ মাসের মধ্যে যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা এই তারিখ থেকে ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সময়ের জন্য মাসিক ৬০ টাকা হারে Ad-hoc অনুদান পাবেন। এই তারিখের পরে নিযুক্ত কলেজ গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য এবং Integrated Pay Scale দাবী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বেসরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কাছে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে জানতে চেয়ে পরিষদ চিঠি পাঠিয়েছেন।

২। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি সমাজবিরোধীদের হামলার প্রতিবাদে।

গত ২৫শে নভেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে সর্বশ্রী তুষার সান্যাল, সুধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত প্রতিনিধিত্ব করেন ও বিভিন্ন জায়গায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর সমাজবিরোধীদের হামলার তীব্র নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন। এই সভায় এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় ও পরে ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত যুক্ত শিক্ষা কনভেনসনে এ সম্পর্কে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

৩। ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আন্দোলনের সমর্থনে—

গত ৬ই ডিসেম্বর এ, বি, টি, এ, হলে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গণতান্ত্রিক কনভেনসনে, পশ্চিমবঙ্গ কারিগরী শিক্ষা সমন্বয় কমিটি পরিচালিত বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও গত ২৬শে ডিসেম্বরে বিষ্ণুপুরে অনুষ্ঠিত এই কমিটির প্রকাশ্য সমাবেশে পরিষদের পক্ষ থেকে যথাক্রমে সর্বশ্রী প্রদীপ চৌধুরী, অসীম ঠাকুর ও শুভ্রাংশু মিত্র প্রতিনিধিত্ব করেন ও তাঁদের আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবেদক :—সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

Association Notes

বিয়োগ পঞ্জী

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক—গত ১৪ই ডিসেম্বর, (২৮শে অগ্রহায়ণ) প্রখ্যাত কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর। ১৮৮২খৃঃ ৩রা মার্চ বর্ধমান জেলার কোগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক' লাভ করে তিনি বি,এ, পাশ করেন। মাথরুণ গ্রামে নবীনচন্দ্র ইনষ্টিটিউশনে তিনি শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন এবং প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কুমুদরঞ্জনের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় নব্যভারতে। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'শতদল' ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়। 'সমালোচনী' ও বঙ্গদর্শনে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। কুমুদরঞ্জন ছিলেন প্রকৃত পল্লীবাংলার কবি। কাব্যপ্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কুমুদরঞ্জনকে 'জগত্তারেণী' পদক প্রদান করেন এবং ১৯৬১ সালে তিনি 'আনন্দ পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'উজানী', 'বনতুলসী', 'একতারা', 'বীথি', 'বনমল্লিকা', 'তূণীর', 'রজনীগন্ধা', 'অজয়', 'স্বর্ণসন্ধ্যা', প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

Obituary

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২০, সংখ্যা ১০ ১৩৭৭, মাঘ

সম্পাদকীয়

নির্বাচন ও গ্রন্থাগার আইন

বাঙলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, ১৯২৫ সাল থেকে। প্রাথমিক স্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলন বর্তমানের তুলনায় অনেকটা সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু অবস্থা এবং প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্রমে ক্রমে সুদূর প্রসারী হয়ে ওঠে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের চিন্তানায়করা দেখেছেন সারা বাঙলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করতে কেবলমাত্র কতকগুলি নীতি নির্ধারণ এবং পন্থার দিক নির্দেশ করলেই সমস্ত পরিকল্পনা সুষ্ঠু রূপ নিতে পারেনা। এ জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও উদ্যম। এই কারনেই ১৯৩২ সালে প্রথম প্রচেষ্টা হয় গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমেই সম্ভব সমগ্র দেশে গ্রন্থাগারের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ। শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষালাভের সুযোগ বর্তমান রাষ্ট্রনীতিতে নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সেই মৌলিক অধিকার অর্জন করতে শিক্ষা প্রসারের সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগের সম্প্রসারণ। বাঙ্গলা দেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোক আজও কৃষিজীবি এবং এর মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন আয় সম্পন্ন। জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতেই শেষ হয় অধিকাংশের আয়ের ঝুলি। এ অবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে অর্থের সঙ্কুলান করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। অথচ এ অবস্থাতেও দেখা যায় আজও পশ্চিমবঙ্গে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়নি, যদিও এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশাবলী নীতিতে পরিষ্কার ভাবে রাজ্য সমূহকে এ নির্দেশ মেনে চলতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হয়নি গ্রন্থাগারেরও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ। বছরের পর বছর ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং অন্যান্য শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থাগার দরদীগণ

যেজন্য অবিশ্রান্ত আন্দোলন করে চলেছেন তাঁদের কোন আবেদন নিবেদনই আজ পর্যন্ত সার্থক হয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সরকারের এ এক চরম উদাসীন্যের নজীর। যে বাঙলা দেশ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু করেছিল সেখানেই আজও গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন হয়নি, যদিও অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও তামিলনাডুতে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে অনেক আগেই।

শিক্ষা সম্প্রসারণে এবং বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পকে সঠিক রূপায়ণে প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের ফলে দেশে সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটবে ও বিনা চাঁদায় প্রত্যেকের গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ ঘটবে। উন্নতশীল দেশের শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করার অপরাধ কেউই মার্জনা করবে না। গণতান্ত্রিক ভারতে আগামী আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রিয় সরকার গঠিত হবে এ আশা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে তাই পশ্চিমবঙ্গের জনগনের এ এক চরম দাবী পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন চাই। আসন্ন নির্বাচনের প্রার্থীদের কাছে তাই প্রস্তাব রাখতে হবে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে তাঁরা সচেষ্ট হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার যাঁরা সদস্য হবেন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অন্যতম দাবীর কি বিধান দেবেন সেটাই আজ বিবেচ্য। পূর্বতন জনপ্রিয় সরকারের কাছে এবং বর্তমানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে বারবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে কিন্তু আজও কোন আবেদনই ফলপ্রসূ হয়নি। পরন্তু জনগণের দরদী প্রতিনিধি হয়ে যাঁরা সরকারে এসেছিলেন তাঁদের কয়েকজন পরিষদকে ব্যঙ্গই করেছেন। তাই আজ কেবলমাত্র মৌখিক সহানুভূতি নয়, আবেদন কার্যকর করার প্রচেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রগণ নীতিগত ভাবে সব সময়েই গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে সমর্থন জানিয়েছেন কিন্তু কেবলমাত্র নীতিগত সমর্থনই নয়, আমরা আজ অনুরোধ করছি নীতিগত সমর্থনকে কার্যকর করে তুলতে প্রত্যেক দলীয় প্রার্থীরা সচেষ্ট হবেন। পশ্চিম-বঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবক্তা আজ প্রত্যেক নির্বাচন প্রার্থীকে অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মধ্যে প্রতিশ্রুতিও দিতে অনুরোধ জানায় যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হবে।

এ অবশ্য কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের জন্যই নয়, গ্রন্থাগারকে জনসাধারনের সেবার কাজে এমনভাবে নিয়োগ করতে হবে যার ফলে গ্রন্থাগার সমাজের অতি আবশ্যকীয় সংস্থার সমতুল হয়ে ওঠে। জনচেতনা বৃদ্ধি করতে হবে, গ্রন্থাগার সম্পর্কে। গ্রন্থাগার যেন জনগণের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য সংগঠন হয়ে ওঠে। জনচেতনাই গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে সহায়তা করবে। নির্বাচিত প্রার্থী ও গ্রন্থাগার শুভানুধ্যায়ীদের ভত আঁতাত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের পাথেয় হোক।

The Election & the Library Legislation
: Editorial

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বেলগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ

ভদ্রমহোদয়গণ,

এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করা আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, কারণ এটা এমন একটা আন্দোলন যা দেশের এক প্রাথমিক প্রয়োজনের প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আপনারা এ বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থলে এবং কংগ্রেস সপ্তাহে আপনাদের তৃতীয় সম্মেলন আহ্বান করে বিজ্ঞজনোচিত কাজ করেছেন। এর ফলে আপনাদের আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছে এবং আমাদের দেশের অধিক সংখ্যক চিন্তাবিদ্ ও দরদী আপনাদের এই আন্দোলনের সংস্পর্শে আসতে পেরেছেন, যা অন্য উপায়ে সম্ভব হত বলে আমার মনে হয় না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে, যখন দেশ ও জাতির স্বার্থে সমগ্র জনশক্তি নিয়োজিত, যখন তীব্র আন্দোলন এবং কঠিন সংগ্রাম চলছে, তখন আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিপথে থাকা একান্ত আবশ্যক, কারণ আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য জাতিগঠন, কেবলমাত্র শাসনক্ষমতা দখল নয়। স্বরাজ সম্বন্ধে এই মতবাদই আমি বরাবর পোষণ করে এসেছি এবং যাঁরা স্বরাজ বলতে কেবল স্বায়ত্বশাসন, এমনকি সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বোঝান তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি। জনসাধারণ যাতে জাতিগঠনের কাজকে সহজ উপায়ে সম্ভব করে তুলতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখাই একজন রাজনীতিকের কর্তব্য এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল লক্ষ্য সাধনের ক্ষেত্রে হাতিয়ার বিশেষ। আমাদের কর্তব্য মহান, কিন্তু কঠোর। রাজনৈতিক অক্ষমতার জন্য আমাদের দেশে জাতিগঠনের কাজ স্বাধীন দেশগুলির থেকে অধিকতর কঠোর, কারণ জাতীয় সম্পদ ও সামর্থ্য আমরা আমাদের প্রয়োজনমত নিয়োগ করতে পারি না। সুতরাং, ভদ্র-মহোদয়গণ, আমাদের পরিকল্পনাগুলি হওয়া উচিত আত্মনির্ভরশীলতামূলক এবং আমার মনে হয় একথা আমাদের ভালভাবে বোঝা দরকার যে আমাদের একান্ত প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য স্বাবলম্বী হওয়া এবং রাষ্ট্রপ্রদত্ত সাহায্য ছাড়াও নিজেদের সম্পদকে কাজে লাগানো আজ কতখানি প্রয়োজন।

আপনাদের আন্দোলন এখন শৈশব অবস্থায় আছে। সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের বয়স তিন বছর বলেই আমি একথা বলছিনা, আমার একথা বলার কারণ এই যে, বাস্তব ফলাফলের মূল্যায়ণে দেখা গেছে যে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আজও যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি। এখন জাতির গৌরবময় অতীতের কথা বলা ব্যর্থ আত্মম্ভরিতা

ছাড়া আর কিছু নয় এবং বিরুদ্ধ সমালোচনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য পূর্বসূরীদের কীর্তিকলাপের উল্লেখ আরও ক্ষতিকর। কিন্তু আমরা আমাদের অতীত বিদ্যাপ্রীতির কথা স্মরণ না করেও পারি না। বারাণসী, তক্ষশীলা অথবা পাটলীপুত্রের মত মহান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিতেই যে কেবল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল তা নয়, ভারতের প্রতিটি মন্দিরেই ছিল জ্ঞানের অধিষ্ঠান। গ্রীসের মত ভারতবর্ষেও সর্বসাধারণের সমাবেশের স্থানগুলি ছিল শিক্ষাকেন্দ্র। জনসাধারণ সারাদিনের পরিশ্রমের পর এই সমস্ত জায়গায় মিলিত হয়ে গ্রামের বিদ্বান ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন। একটা ঐতিহাসিক ঘটনার কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছি না। যখন গ্রীস ও রোমে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নির্বাপিত হয়েছিল এবং অজ্ঞতার অন্ধকার ইউরোপকে ঢেকে ফেলেছিল, তখন আলোর জন্যে ইউরোপকে তাকাতে হয়েছিল প্রাচ্যের দিকে এবং এই প্রাচ্য-সংস্কৃতি বিশেষ করে, মুসলিম-সংস্কৃতিই ইউরোপের নবজাগরণে সাহায্য করে ইতিহাসে আধুনিককালের সূচনা করেছিল। কেবলমাত্র সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানেই সে প্রাচ্য প্রতীচ্যকে পথ দেখিয়েছিল তা নয়, গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ইসলাম ধর্মাবলম্বী খলিফারা অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু আজকে আলোর জন্যে আমরা তাকিয়ে আছি পশ্চিমের দিকে এবং সত্যের খাতিরে ও নিজেদের স্বার্থেই আজ এ কথা স্বীকার করতে হবে যে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সুসংগঠিত করার দিক থেকে আমরা অনেক পশ্চাদপদ্। পশ্চিমী শিক্ষাপদ্ধতি পুরোপুরি আমদানী করার এবং এখনকার মত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তার অন্ধ অনুকরণ করার পক্ষপাতি আমি নই। অন্যদিকে ইউরোপে এমন ব্যবস্থা আছে যা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশংসার যোগ্য। বর্ধিত জনসংখ্যা, মুদ্রণযন্ত্রপ্রসূত প্রকাশনের সংখ্যাধিক্য, পৃথিবীর দূরতম স্থানগুলির মধ্যে এবং ভারতবর্ষের শহর ও গ্রামগুলির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলার মত যোগাযোগের সুবিধা প্রভৃতি কারণে জনশিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং পুরোনো পদ্ধতিতে এর সমাধান আর সম্ভব নয়। আর একটা কথা এই যে আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুযোগ স্বাভাবিক কারণেই অনেক কমে গিয়েছে। ইউরোপে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি স্বয়ং-শিক্ষার পথ সুগম করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ শহরে ও গ্রামে গ্রন্থাগারের অভাব এইটাই প্রমাণ করে যে আমরা আমাদের জনসাধারণকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছি। গ্রন্থাগারগুলি কেবলমাত্র পুস্তক-ভাণ্ডার নয়। শুধুমাত্র যাঁরা বিদ্যা অর্জনের জন্যে আসেন তাঁদের জন্যেই নয়, স্থানীয় সর্বসাধারণের জন্যেই গ্রন্থাগারগুলি পাঠাভ্যাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে। যদিও প্রায়শই গ্রন্থকারদের বিদ্রূপ করা হয়, কিন্তু ভাল গ্রন্থের প্রভাবের কথা অনস্বীকার্য এবং আশাকরি মিলটনের একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিলে কেহই গ্রন্থকীট হওয়াকে দোষারোপ করবেন না। সেই উক্তিটি হল, "একটি ভাল গ্রন্থ একটি মহান আত্মার জীবনশোণিতস্বরূপ যা আগামী জীবনের জন্যে সংরক্ষিত হয়।" অবশ্য একথা ঠিক যে যদিও প্রতিনিয়ত অনেক

অকেজো বই মুদ্রিত হচ্ছে, কিন্তু ভাল এবং তথাকথিত বাজে বইয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সীমারেখা টানা সব সময় সম্ভব হয় না।

আমি আপনাদের আন্দোলনের সঠিক সাফল্য কামনা করি এবং আন্তরিকভাবে আশা করি যে আমাদের সহর ও গ্রামগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারে আপনাদের এই আন্দোলন যথাযোগ্য অনুপ্রেরণা জোগাবে। জ্ঞানের দরজা বন্ধ করার কোন অধিকার আমাদের নেই। জ্ঞান যে ক্ষমতা আমাদের দিয়েছে তা প্রত্যেকের আয়ত্বাধীন করে তোলাই আমাদের একান্ত কর্তব্য।

Presidential address by Deshbandhu Chittaranjan Das, delivered in the 3rd Session of the All India Library Conference in 1924 at Belgaon.

(বঙ্গানুবাদ করেছেন : শ্রীকিরণ ভট্টাচার্য)

একটি আবেদন

মাননীয় কর্মসচিব, সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার।

মহাশয়,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার সমূহের ইতিহাস, কার্যবিবরণী ও পত্রিকার তালিকা 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই কারণে পঞ্চাশাধিক বর্ষের প্রাচীন গ্রন্থাগার সমূহের বিস্তারিত ইতিহাস 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশের জন্য প্রেরণ করতে অনুরোধ করছি। পত্র পত্রিকার তালিকা বর্ণানুক্রমিক এবং কোন সাল থেকে কোন সাল পর্যন্ত আছে তার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের কর্মসূচীকে সফল করতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

পরিষদ ভবন
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা

উইলিয়াম কেরী গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা

কুণাল সিংহ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর থেকে 'কেরীর' প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুরে গ্রন্থমুদ্রণ আরম্ভ হয়। পরে কেরী তাঁর সহকারীরূপে পান মার্শম্যান ও ওয়ার্ডকে। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও অধ্যাবসায়ের ফলে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বহুবিধ ভাষায় পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থাকে কেরীর ছাপাখানা থেকে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারীবৃন্দ কর্তৃক শ্রীরামপুর মিশন সংগঠিত হ'লে অন্যতম সংগঠক 'জন ফাউন্টেনে'র তত্ত্বাবধানে মিশনের গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়। এই গ্রন্থাগারের প্রকৃত সম্প্রসারণ হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে। মিশন গ্রন্থাগারটি তখন কলেজ গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গ্রন্থাগারটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে কলকাতার Saint. Paul's Cathedralএর পুস্তকসম্ভারের এক বিরাট অংশ লাভ করে। Cathedral গ্রন্থাগারটি এই সময়ে তুলে দেওয়া হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলেজ নবপর্যায়ে সংগঠিত হওয়ার পর থেকে গ্রন্থাগারের প্রাচীন ও আধুনিক বিভাগ পৃথক হতে থাকে। পরে শ্রীরামপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের গ্রন্থাগারের প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহটিকে পৃথক করে "উইলিয়াম কেরী" গ্রন্থাগারটি স্থাপন করেন। কেরী গ্রন্থাগারের জন্যে বর্তমানে আছে কলেজগৃহের অভ্যন্তরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি বড় কক্ষ, আর আছে একটি সুপরিসর অধ্যয়ন কক্ষ। বহিরাগত গবেষকগণকে এই গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করতে হ'লে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। ইতিহাস, ধর্ম ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরাই সাধারণতঃ আসেন এই গ্রন্থাগারে। শ্রীরামপুর ষ্টেশন থেকে কলেজ বেশ কিছুটা দূর। বাসের ব্যবস্থা খুব কম। যাতায়াতের জন্য প্রধান যানবাহন রিক্সা।

১৮৭০ সাল পর্যন্ত ভারতে মুদ্রিত প্রায় সকল গ্রন্থই এখানে সংগ্রহ করা হয়েছিল। ১৯ শতকের বহু পত্রপত্রিকাও সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার অনেকগুলি আজ আর নেই। কলেজের দেড়শত বছরের ইতিহাসে বহুবার বিপর্যয় এসেছে। মনে হয় এই সব সময়ে গ্রন্থাগারের অনেক সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আজও যা' আছে, তার মূল্য বড় কম নয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কলেজের অধ্যক্ষ Traffordএর প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থসংগ্রহের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর কলেজের অর্থনৈতিক ক্রমাবনতির ফলে বই কেনা বন্ধ হয়ে যায়। কিছুকাল কলেজের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ ছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজে আবার পড়ানো সুরু হয়। নতুনভাবে বই কেনাও সুরু হয়ে যায় তখন থেকে। ক্রমে নতুন এক গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। Miss Katherine S. Diehl নামে জনৈকা ফুলব্রাইট বৃত্তিপ্রাপ্তা গ্রন্থাগারিক এদেশে এসে এই গ্রন্থাগারটির একটি পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন করেন। Miss Diehl-এর লেখা এই গ্রন্থপঞ্জীটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কেরী গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তিকার

(Pamphlet) তালিকাও প্রস্তুত করেছেন Miss Diehl। এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বোধ হয় বহু পুরাতন ও জীর্ণ পুস্তকাদির Microfilm করা। দূর দেশের গবেষকদের চাহিদা মেটানোর জন্য Microfilm ও Photostat Copy দেশান্তরে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

কেরী গ্রন্থাগারের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশটি হ'ল এখানকার প্রাচীন পত্রপত্রিকা সংগ্রহ। সংবাদকতার ক্ষেত্রে কেরী ও তাঁর সহযোগীদের বাংলাদেশে প্রধান উদ্যোক্তা বলা যেতে পারে। তাঁরা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে দিগদর্শন প্রকাশ করেন। বাংলাভাষার প্রথম সংবাদপত্র সমাচারদর্পণও এই সময়ে প্রকাশিত হয়।

১৮১৮ সালের ৩০শে এপ্রিল কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড শ্রীরামপুর থেকে Friend of India নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে এটি সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। ১৮২০ সালের জুন মাসে মার্শম্যান Quarterly হিসাবেও পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ১৮২৭ সালে Friend of India প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৩৫ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে সাপ্তাহিক Friend of India আবার প্রকাশিত হতে থাকে। তারপর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে রবার্ট নামক এক সাংবাদিকের প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হ'তে থাকে। নাইট "The Statesman" পত্রিকাটিরও প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৩ সাল থেকে এই দু'টি পত্রিকা একত্রে "The Statesman" নামে প্রকাশিত হতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর বহু পত্রপত্রিকা এই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার অনেকগুলি আজ আর নেই। কলেজের দেড়শত বছরের ইতিহাসে বহুবার বিপর্যয় এসেছে।' মনে হয় এই সব সময়ে গ্রন্থালয়ের বহু মূল্যবান সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আজও যা' আছে তার মূল্যও কম নয়।

সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের গবেষকদের কাছে এই গ্রন্থাগারের মূল্য অনেকখানি। আঠারো ও উনিশ শতকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের গবেষকগণ বহু অমূল্য গ্রন্থের সন্ধান পাবেন এই গ্রন্থাগারে।

এই গ্রন্থাগারে বহুসংখ্যক গ্রন্থ আজও আছে, যেগুলির কাগজ প্রস্তুত হয়েছিল শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় এবং মুদ্রিত হয়েছিল কেরী প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে। এখানকার ছাপাখানায় প্রস্তুত হস্তনির্মিত কাগজে লেখা পুঁথিও কেরী গ্রন্থসংগ্রহে স্থান পেয়েছে। শোনা যায়, কেরীর ছাপাখানায় প্রস্তুত কাগজে কিছু পরিমাণে আর্সেনিক মিশ্রিত আছে বলে এগুলি কীট পতঙ্গের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তবে এই কাগজের বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, শ্রীরামপুরে প্রস্তুত কাগজে মুদ্রিত পুস্তকাদি আজও কীটদংশনের প্রকোপ থেকে অনেকটা মুক্ত।

একথা বলাই বাহুল্য যে, মিশনারীগণ প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে ধর্মগ্রন্থই থাকবে বেশী সংখ্যায়। তবে শুধু খৃষ্টধর্মগ্রন্থই নয়, অন্যান্য ধর্মপুস্তকও গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছে।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কনফুসিয়াসের জীবনী ও ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থটি এই ধর্মবিষয়ে ইংরেজিতে লেখা প্রথম পুস্তক ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে এই গ্রন্থসংগ্রহের আঠারো ও উনিশ শতকে প্রকাশিত বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি পাঠ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কেরী রচিত উদ্ভিদবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলির মধ্যে **Plantae Anatico Raviors** (১৮৩০) বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **Roxburgh**এর **Flora Indica** গ্রন্থটিও এই প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহে স্থান পেয়েছে।

এছাড়া সংস্কৃত, বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় পুঁথি ও বহু পুস্তিকা উইলিয়াম কেরী গ্রন্থাগারের মস্ত বড় একটি আকর্ষণের বস্তু হয়ে আছে। শ্রীরামপুর কলেজের উপগ্রন্থাগারিক (**Deputy Librarian**) শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত কলেজ পত্রিকাটিতে কেরী গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রকাশ করেন :—

পুস্তকের সংখ্যা—৭৪১৫, পুস্তিকার সংখ্যা—১৭২৫, অর্থাৎ মোট ৯১৪০টি পুস্তক এবং পুস্তিকা বর্তমানে কেরী গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ১৭১৪ থেকে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের অন্তবর্তীকালে ৪৫টি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ১০৭১। এ ছাড়া ১৮০০ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত শ্রীরামপুর প্রেস থেকে মুদ্রিত ৫৬টি ভাষায় লেখা পুস্তকের সংখ্যা ৩৩৮। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা পুঁথিও এখানে আছে অনেকগুলি। ১২টি ভাষায় লেখা পুঁথির সংখ্যা প্রায় ১৪০টির মত।

এই গ্রন্থসংগ্রহের সর্বপ্রাচীন পুস্তকটি হ'ল **PALTERIUM**। গ্রন্থখানি মিলান থেকে ১৫১৬ সালে প্রকাশিত। ভারতবর্ষে মুদ্রিত সর্বপ্রাচীন পুস্তক "সুসমাচারচতুষ্টয়" এই গ্রন্থাগারে আছে। এটি তামিল ভাষায় লিখিত এবং **Tranquebar** থেকে ১৭১৪ সালে প্রকাশিত। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে মুদ্রিত বাইবেলটিও এখানে পাওয়া যাবে। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ফরাসীভাষায় লেখা একটি পুঁথি এখানে আছে। ধর্মযাজক **Jerome Xavier** এর লেখা **'An Account of the Life and Times of Christ'** নামক পুঁথিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পুঁথিখানি ফার্সীভাষায় লেখা এবং আনুমানিক রচনার তারিখ আকবরের রাজত্বের শেষভাগ অথবা জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগ।

ইতিহাসের গবেষণার পক্ষে কেরী গ্রন্থাগারের পুস্তিকাগুলির প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। এই মূল্যবান পুস্তিকাগুলি সংগ্রহ করেন মূলতঃ **John Clark Marshman**। শ্রীরামপুর প্রেসের পরিচালক হিসাবে বহু প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তাঁকে ছাপানোর ব্যবস্থা করতে হ'ত। তা' ছাড়া বৃটিশ সরকারের বাংলা অনুবাদক ছিলেন তিনি। বহু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তিনি নিজের কাছে পেতেন এবং সেগুলির ছাপানোর দায়িত্ব অনেকসময় তাঁর উপরেই ন্যস্ত হ'ত। এই সব সূত্রেই পুস্তিকাগুলির অনেক ক'টি তাঁর গ্রন্থসংগ্রহে এসে জমা হয়েছিল। তবে লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছ থেকেও মার্শম্যান বেশ কিছু সংখ্যক পুস্তিকা পেয়েছিলেন। পুস্তিকাগুলির পরিমাপ অনুযায়ী তিনি সেগুলিকে বাঁধানোর ব্যবস্থা করেন। এই পুস্তিকাসংগ্রহের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন **Miss**

Katherine Smith Diehl। অনুসন্ধিৎসু পাঠক "The Carey Library Pamphlets (Secular Series), A Catalogue by Katherine S. Diehl, 1968"—এই বইটিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানতে পারবেন। প্রায় ২১০০ পুস্তিকার মধ্যে ১৩৬৪ খানির তালিকা ও বিবরণ প্রস্তুত করেছেন Miss Diehl। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন শ্রীরামপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং কলেজ থেকেই এর বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পুস্তিকাগুলির Microfilm Mr. M. K. Chaudhuri-র কাছ থেকে পাওয়াযাবে। কেরী গ্রন্থাগারের এই পুস্তিকাগুলির সুসঙ্গবদ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন Mr. Michael A. Laird। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। Miss Diehlএর তালিকায় Mr. Lairdএর বিবরণগুলিই স্থান পেয়েছে। পুস্তিকাগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন ধরণের। ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার এবং খৃষ্টান মিশনারীগণের ধর্মপ্রচার ইত্যাদি প্রসঙ্গের আলোচনাও এবং তথ্য আছে পুস্তিকাগুলিতে। কয়েকটি পুস্তিকার বিষয়বস্তু পার্লামেন্টের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বংলাদেশে অরাজকতা ও রেগুলেটিং অ্যাক্টের প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে রাজস্ব, ব্যবসা, বানিজ্য, জনমত, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ের পুঁথিও কিছু আছে। হিন্দু ও মুসলমানদের উৎসব, মন্দির ও মসজিদ, খৃষ্টধর্ম প্রচার, সতী, ধনী, শিশুহত্যা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা কয়েকটি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে। শিক্ষা ও শিক্ষা প্রচারের ভাষা সম্বন্ধীয় কয়েকটি পুস্তিকাও কেরী গ্রন্থাগারে আছে।

উইলিয়াম কেরী গ্রন্থালয়ের পাশে একটি সংগ্রহশালা আছে। বহু পুরাতন গ্রন্থ, ছবি ও কেরীর ব্যবহার করা কয়েকখানি আসবাবপত্র আছে এই সংগ্রহশালায়। সংরক্ষিত অন্যান্য কয়েকটি জিনিষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ডেনমার্কের রাজা ফ্রেডারিক প্রদত্ত শ্রীরামপুর কলেজের সনদটি (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২৭ সাল), কেরী ব্যবহৃত একটি ওষুধের বাক্স, টেবিল ও পালকের কলম, প্রস্তরযুগের নিদর্শন একটি তীরের ফলা (এটি ডেনমার্কের রাণী শ্রীরামপুর কলেজকে উপহারস্বরূপ দান করেন)। শ্রীরামপুরের দু'টি চিত্র (সময় : ১৮১০ খৃষ্টাব্দ ও উনিশ শতকের মধ্যভাগ) এবং শ্রীরামপুর মিশন চার্চের প্রথম সভ্যতালিকা।

William Carey Library & Museum : Kunal Singha

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম (৬)

রতনকুমার দাস

৩৫৪ পদ্মনাভ—শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫৫ পদ্মাবতী দেবী—শরৎকুমারী দেবী
৩৫৬ পর্য্যবেক্ষক—বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়
৩৫৭ পরমানন্দ সরস্বতী
—শ্যামল কুমার ধর
৩৫৮ পরমানন্দ সরস্বতী স্বামী
—পুলিন বিহারী মুখোপাধ্যায়
৩৫৯ পরশুরাম—রাজশেখর বসু
৩৬০ পরাশর—জগদীশ দাস
৩৬১ পরাশর—দুর্গাচরণ চক্রবর্তী
৩৬২ পরাশর—হীরেন্দ্র নারায়ণ
মুখোপাধ্যায়
৩৬৩ পরিব্রাজক—নির্মল কুমার বসু
৩৬৪ পরীক্ষিৎ—রণজিৎ সেন
৩৬৫ পল্লব রায়—সিদ্ধেশ্বর মাইতি
৩৬৬ পক্ষধর ভট্টাচার্য—ভোলানাথ
ভট্টাচার্য
৩৬৭ পাঁচু ঠাকুর—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৬৮ পাহাড়িয়া পাখী—মনোরঞ্জন
গুহঠাকুরতা
৩৬৯ পি জি—পরিচয় গুপ্ত
৩৭০ পিকলু নিয়োগী—শৈলেশ
গুহনিয়োগী
৩৭১ পি-সি-এল—প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী
৩৭২ পুতুল বুড়ি—অমিতা ঘোষাল
৩৭৩ প্রচল—প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী
৩৭৪ প্র, চৌ—প্রমথ চৌধুরী
৩৭৫ প্র, না, ব—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩৭৬ প্র-না-বি—প্রমথনাথ বিশী
৩৭৭ প্রকাশ রায়—যোগানন্দ দাস
৩৭৮ প্রজাপতি—নিত্যানন্দ সাহা
৩৭৯ প্রজাপতি—প্রভাসরঞ্জন দে
৩৮০ প্রজাপতি—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৩৮১ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী স্বামী
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৩৮২ প্রিন্স—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৮৩ প্রবীণ কারিকর—ঠাকুরদাস
মুখোপাধ্যায়
৩৮৪ প্রবীণা—কামিনী সেন
৩৮৫ প্রবুদ্ধ—প্রবোধচন্দ্র বসু
৩৮৬ প্রভঞ্জন সেনগুপ্ত—সুশীল রায়
৩৮৭ প্রমথনাথ শর্মণ—ভবানীচরণ
বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৮৮ প্রমিত বসু—সুনীল বসু
৩৮৯ প্রসন্নকুমার ঠাকুর
—রাজা রামমোহন রায়
৩৯০ প্রসাদ—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
৩৯১ প্রসাদ রায়—প্রসাদদাস রায়
৩৯২ প্রাচী—পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য
৩৯৩ প্রার্থী—হীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল
৩৯৪ প্রিয়দর্শিনী—দীপ্তি ত্রিপাঠী
৩৯৫ প্রিয়দর্শী—সৈয়দ মুজতবা আলী
৩৯৬ প্রেমচাঁদ—ধনপত রায়
৩৯৭ প্রেমমুকুল জানা—সুশীলকুমার দে
৩৯৮ প্রেমানন্দ ভারতী—সুরেন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায়
৩৯৯ ফাল্গুনী—ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়
৪০০ ফাল্গুনী—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
৪০১ ফাল্গুনী—রামপদ মুখোপাধ্যায়

৪০২ ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়—তারাদাস মুখোপাধ্যায়
৪০৩ ফিকিরচাঁদ—হরিনাথ মজুমদার
৪০৪ ব-ভূ-ম—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৪০৫ বঙ্গনারী—অনিন্দিতা চক্রবর্তী
৪০৬ বঙ্গবিলাস সমজদার—অক্ষয়চন্দ্র সরকার
৪০৭ বঙ্গের রঙ্গদর্শক—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪০৮ বজ্রানন্দ বাজপেয়ী—অজয় কুমার চক্রবর্তী
৪০৯ বনফুল—ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
৪১০ বনের খবর—প্রমদারঞ্জন রায়
৪১১ বলাই দেবশর্মা—দেবকী বসু
৪১২ বলাহক নন্দী—নীরদচন্দ্র চৌধুরী
৪১৩ বলির্বন্ধ—হেরম্বকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৪১৪ বসুদাসগুপ্ত—শুদ্ধসত্ত্ব বসু
৪১৫ বসুন্ধরা—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
৪১৬ বসুধারা—কালীপ্রসাদ বসু
৪১৭ বসুবন্ধু—গোপালচন্দ্র দাস
৪১৮ বস্তুতান্ত্রিক চূড়ামণি—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৪১৯ বহুদর্শী—পার্থ চট্টোপাধ্যায়
৪২০ ব্রতচারী—সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪২১ বা. না. দা—বারীন্দ্রনাথ দাস
৪২২ বাজীরাও—শচীন কর
৪২৩ বাণভট্ট—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
৪২৪ বাণীকান্ত—ক্ষিতীশ রায়
৪২৫ বাণীকুমার—বৈদ্যনাথ দে
৪২৬ বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪২৭ বাণীশ দত্ত—অশোকবিজয় রাহা
৪২৮ বামা দেবী—অনুরূপা দেবী
৪২৯ বাংলার চারণ—হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৪৩০ বাসবদত্তা—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
৪৩১ বাস্তুঘুঘু—নারায়ণদাস সান্ন্যাল
৪৩২ বাসবী বসু—ভক্তি দেবী
৪৩৩ বিকর্ণ—নারায়ণ সান্ন্যাল
৪৩৪ বিক্রমাদিত্য—অশোক গুপ্ত
৪৩৫ বিক্রমাদিত্য হাজরা—অচ্যুতানন্দ গোস্বামী
৪৩৬ বিজয়—ভূপেন্দ্রনাথ দাস
৪৩৭ বিজ্ঞান প্রিয়—পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৩৮ বিজ্ঞান-ভিক্ষু—ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
৪৩৯ বিজ্ঞানার্থী—সুবীরকুমার সেন
৪৪০ বিজ্ঞানানন্দ স্বামী—হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
৪৪১ বিজ্ঞানী—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
৪৪২ বিজ্ঞানীদাদা—মনোজ সান্ন্যাল
৪৪৩ বিদগ্ধ শর্মা—সমীন্দ্রকুমার হোড়
৪৪৪ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য—গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়
৪৪৫ বিদ্যাসুন্দর—প্রাণতোষ ঘটক
৪৪৬ বিদুর—বিমল কর
৪৪৭ বিধায়ক ভট্টাচার্য—বগলারঞ্জন ভট্টাচার্য
৪৪৮ বিনামা—যোগেশচন্দ্র রায়
৪৪৯ বি-না-মু—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
৪৫০ বিপ্রতীপ গুপ্ত—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
৪৫১ বিপ্রদাস—অমলেন্দু ঘোষ
৪৫২ বিপ্রমুখ—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৪৫৩ বিবি—বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

(ক্রমশঃ)

Pseudonymns in Bengali literature (6)

: Ratan Kumar Das

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৩০)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৬৯ বঙ্গাব্দে) শান্তিপুরের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য শ্রী শশী খাঁ যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা এই :

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমাগত সুধীমণ্ডলী !

অভ্যর্থনা সমিতি তথা সমগ্র শান্তিপুরবাসীর পক্ষ থেকে আজ প্রথমেই আপনাদের আমি সাদর সম্বর্ধনা জানাই। অদ্বৈতাচার্যের শান্তিপুরে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শান্তিপুরে, মহাশক্তিধর আশানন্দ ঢেঁকির শান্তিপুরে, পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্নের শান্তিপুরে, সুসাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের শান্তিপুরে আপনাদের অভ্যর্থনা জানাই।

বাংলার ইতিহাসে শান্তিপুর এক দিন যে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছিল আজ হয়ত তার শেষ রশ্মিরও সমাপ্তি ঘটেছে কিন্তু তথাপি সেই মহান অতীতের মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা ভবিষ্যৎ আলোকময় জীবনের উপাসনা করছি। দ'শ বছরের বিদেশী শাসন ও শোষণের ফলে বাংলার তথা ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাম যেমন ধ্বংস হয়েছে এই শান্তিপুরও তেমনি আজ ধ্বংসমুখীন; অতীতের সেই গ্রামীণ সভ্যতা ও সমাজজীবনের চিহ্নও আজ এখানে মেলে না। তদানীন্তন কালের পণ্ডিতপ্রবরদের পুঁথি আজ কীটের কবলে; শান্তিপুরের যে তন্তুশিল্পীর তৈরী সূক্ষ্ম বস্ত্র একদিন দেশেবিদেশে বাংলার শিল্পীকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেই তন্তুশিল্পী আজ অনাহার ও অর্ধাহারের সম্মুখীন; সেই তন্তুশিল্প আজ অনাদৃত ও মরণোন্মুখ। কালের কুটিল গতির ফলে শান্তিপুরের জনসমাজও আজ অভাবগ্রস্ত; তাকেও আজ কঠিন বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হয়েছে; কখনও সে হয়েছে পরাজিত, কখনও বা সে করেছে জয়লাভ। এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে শান্তিপুর ভোলেনি তার মহান অতীতকে; তাই এই শান্তিপুরই জন্ম দিয়েছে কবি করুণানিধানের, সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক ও রামপদ মুখোপাধ্যায়ের, নাট্যবিদ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর, ডাঃ নলিনীমোহন সান্যালের।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলন প্রসারলাভ করেছিল তেমনি জন্মলাভ করেছিল নানা প্রতিষ্ঠান সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে। ১৯১২ সালে (১৩১৮-১৩১৯ বঙ্গাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয় এই লাইব্রেরী—শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী। তারপর নানা দুর্দিন ও সুদিনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে এই গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগার তার নিজস্ব গৃহে আপনাদের আজ পেয়ে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের নির্বাচিত স্থান হতে পেরে ধন্য হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে আজকের এই ঘটনা গৌরবের সাক্ষ্য হয়েই থাকবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলন আমাদের দেশে আজ আর সত্যিই নতুন নয় কিন্তু এই

আন্দোলনে আজও জাগ্রত প্রাণের সাড়া নেই, নেই সেখানে যৌবনদৃপ্ত অগ্রগতি। আজ আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, সার্বভৌম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, যে দেশে অধিকাংশই এখনো অশিক্ষিত সে দেশে গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ সাফল্যলাভের সুযোগ কোথায়? তাই আজ আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য এই কোটি কোটি মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। জনশিক্ষার আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত মাধ্যম গ্রন্থাগার। তাই সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা আজই সর্বাপেক্ষা অধিক। গ্রন্থাগারই আজ হবে সহরে ও গ্রামের প্রাণকেন্দ্র এবং কর্মকেন্দ্র। যুগে যুগে আমাদের দেশের মানুষ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে যা চিন্তা করে গেছেন, যে আনন্দময় ভবিষ্যতের দুর্জয় স্বপ্ন দেখে গেছেন তারই প্রকাশ হবে বর্তমান যুব সম্প্রদায়ের কাছে গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই। গ্রন্থাগার যোগাবে উত্তরপুরুষের কাছে নতুন যুগে নতুনতর সৃষ্টির অনুপ্রেরণা, দেবে অনাগত যুগের আনন্দোজ্জ্বল স্বপ্নময় ইঙ্গিত।

অতীতে ভিত্তির উপরে গড়ে ওঠে জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তাই জাতীয় সংগঠনের দিনে বর্তমান তরুণচিত্তকে দৃষ্টিমুখর করে তুলতে হ'লে, আজকের তরুণকে ভবিষ্যতের প্রাণসম্ভাবনায় উদ্বোধিত করতে হলে দেশের যুবশক্তির সামনে তুলে ধরতে হবে অতীত ভারতবর্ষের স্বপ্নময় ছবি এবং এই মহান জাতীয় কর্তব্য পালন করায় দায়িত্ব আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির। সার্থকতার সঙ্গে ও সুষ্ঠুভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি জনচিত্তে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করা, কারণ আত্মসচেতন নাগরিক ছাড়া সার্থক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই গ্রন্থাগার আন্দোলনকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য আশু কর্তব্য।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে এখনও আমাদের সরকার গ্রন্থাগারের প্রতি, গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দেন নাই। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তিত হয়ে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী হয়েছে বটে, জাঁমজমকের সঙ্গে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর শতবার্ষিক উৎসবও প্রতিপালিত হ'ল বটে, মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারী মহল থেকে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসামুখর বক্তৃতাও শোনা যায় বটে, কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দেশে জীবন্ত করে তোলার দিকে সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে আজও দেখা যায়নি। কেবলমাত্র দেখা যায় এখানে সেখানে কোন কোন গ্রন্থাগারকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করা হচ্ছে। গ্রন্থাগারের প্রসারের জন্য গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে জনশিক্ষা প্রচারের কোন বলিষ্ঠ নীতি সরকার এখনও গ্রহণ করেননি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বৈজ্ঞানিক পথে পরিচালিত করে গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে জনশিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে আজকের প্রতিটি শিক্ষিত লোককে। প্রতিটি ছাত্রকে, প্রতিটি যুবককে আজ এই শিক্ষা প্রচারের ধ্বজা বহন করে এগিয়ে যেতে হবে অগ্রগতির

পথে। তবেই তো কেটে যাবে আমাদের এই বিরাট দেশে অশিক্ষার ঘন অন্ধকার, আবার উদিত হবে তমসাচ্ছন্ন রাত্রির শেষে নির্মল প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি। দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মহাযুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে সমাজজীবন আজ বিধ্বস্ত। মানুষ জীবনে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। আজই তো প্রয়োজন এই হারিয়ে যাওয়া আস্থাকে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পুনঃস্থাপিত করা। দিকে দিকে অভাব অভিযোগ, অশিক্ষা অজ্ঞতার চাপে কোটি কোটি দেশবাসী—

"ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী।"

আজই তো প্রয়োজন গঠনমূলক কর্মীদলের যারা আত্মবিকাশের সঙ্গে দৃঢ়কণ্ঠে বলবে—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

জয় হিন্দ

এই বৎসরের ২৪শে মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ) রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বার্ষিক অধিবেশনে অধিকসংখ্যক সভ্য যোগ দিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি পঞ্চদশবার্ষিক গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদিগকে প্রশস্তিপত্র দেন। তাঁহার ভাষণে তিনি গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদাবৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই সাধারণ সভায় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সভাপতি ও শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সম্পাদক নির্বাচিত হন। নির্বাচনের শেষে দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব সভায় উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব দুইটির উত্থাপক ছিলেন বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর প্রতিনিধি শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী। প্রস্তাব দুইটি এই :

১ পুস্তকের উপর আরোপিত বিক্রয় কর (অন্ততঃপক্ষে অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে) রহিত করার জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া হউক।

২ পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক প্রকাশকগণকে তাঁহাদের প্রকাশিত সকল পুস্তকেরই কিছু সংখ্যক কপি গ্রন্থাগারোপযোগী বাঁধাই বিশেষ সংস্করণরূপে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য বহু ব্যক্তি ও বহু প্রতিষ্ঠান দেশের নানা দিকে প্রতিদিন কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। এই আন্দোলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি একদিনের জন্যও কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে আন্দোলনের গতি অধিকতর দ্রুত ও প্রবল হইবে এই

বিশ্বাসে বৎসরের অন্ততঃ একটি নির্দিষ্ট দিনকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালন করিবার চিন্তা করা হইতেছিল। তদনুসারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি উহার ১১ই জুলাই (২৭শে আষাঢ়) শনিবারের অধিবেশনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৯শে আগষ্টকে প্রতিবৎসর "গ্রন্থাগার দিবস' রূপে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। এই দিবসটিকে প্রতিষ্ঠা দিবস বলিয়া ধার্য করার পক্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির যুক্তি ছিল এই যে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট (২রা ভাদ্র) সোমবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান গঠনতন্ত্রটি সভ্যগণকর্তৃক যথারীতি গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকেই 'প্রতিষ্ঠা দিবস' রূপে ধার্য করা উচিত।

পরে ১৭ই জুলাই (১লা শ্রাবণ) শুক্রবারের অধিবেশনে কার্যনির্বাহক সমিতি ১৯শে আগষ্টকে 'গ্রন্থাগার দিবস' রূপে পালন করিবার জন্য পরিষদের প্রতিষ্ঠান সভ্যদিগকে অনুরোধ জানাইবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। 'গ্রন্থাগার দিবসের' অনুষ্ঠিত জনসভায় অবিলম্বে পুস্তক পত্রিকার উপর হইতে বিক্রয়কর রহিত করিবার দাবী উত্থাপন করা হইবে বলিয়াও স্থিরীকৃত হয়।

(ক্রমশঃ)

Library Movement in Bengal (30) : Gurudas Bandyopadhyay

একটি আবেদন

গত বন্যায় হাওড়া জেলার নওপাড়ার অধিকাংশ গৃহই বিধ্বস্ত হয়েছে। মহিষামুড়ি পল্লীমঙ্গল সমিতি এই কারণে সহৃদয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে পঞ্চম হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রমের পাঠ্যপুস্তক সরাসরি মহিষামুড়ি পল্লীমঙ্গল সমিতি পাঠাগার, পোঃ নওপাড়া, জেলা হাওড়া এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে আবেদন জানিয়েছেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে আমরাও প্রতি সহৃদয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাই।

পরিষদ ভবন সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা

১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী, ৪ সি প্রভুরাম সরকার লেন কলিকাতা—১৫।

গত শুক্রবার ২২শে জানুয়ারী ১৯৭১ পাঠাগারের ৪৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের অন্যতম প্রবীন সদস্য শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু। পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা, নীরক্ষরতা দূরীকরণ, সমাজ সংস্কার, জাতীয়তাবোধ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় যোগদান করেন সর্বশ্রী নিতাইচন্দ্র বসু, মনোরঞ্জন সেন, শচীন্দ্রনাথ বসু, হারাধন কুণ্ডু, কুমার দাসগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণ।

গত ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭১ নেতাজীর জন্ম উৎসব মহাসমারোহে পালন করা হয়। উক্ত দিবসে একটি জনসভারও আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন সেন। বিভিন্ন বক্তাগণ নেতাজীর দেশপ্রেমিকতা, সাহসিকতা, দেশাত্ববোধ, সমাজসেবা, কর্ত্তব্যবোধ, মানবতাবোধ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় যোগদান করে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী শচীন্দ্রনাথ বসু, নিতাইচন্দ্র বসু, কেশবচন্দ্র পাল, কুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতি। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীমনোরঞ্জন সেন।

গত ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭১ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পাঠাগারে একটি মহতী জনসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীনিতাইচন্দ্র বসু। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন সেন। উক্ত সভায় বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় যোগদান করেন সর্বশ্রী নিতাইচন্দ্র বসু, শচীন্দ্রনাথ বসু, মনোরঞ্জন সেন শোভন বসু, দিলীপ বসু, কুমার দাসগুপ্ত প্রভৃতি। পতাকাতলে সমবেতভাবে মিলিত হয়ে একটি সংকল্প গ্রহণ করা হয়।

নদীয়া

করিমপুর পাবলিক লাইব্রেরী, করিমপুর

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭০ করিমপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে এখানে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ শ্রীনির্মলকুমার ভৌমিক। এই প্রদর্শনীটি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগায়।

বর্ধমান

কৈথন মিলন পাঠাগার

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও এই পাঠাগারে গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রায় ৩০০ গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭১, বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে, সাধারণতন্ত্র

দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে কল্ই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম

গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী-সুভাষ চন্দ্রের ৭৫তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব মাখনলাল পাঠাগার ও জাড়গ্রাম শিশু ও পরিবার কল্যাণ-কেন্দ্রের যুক্ত উদ্যোগে সাড়ম্বরে সারাদিন ব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামসেবক শ্রীমহাদেব দে পাঠাগার প্রাঙ্গনে ও সভানেত্রী শ্রীমতী সরসী বালা দে কেন্দ্র প্রাঙ্গনে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সকাল ৮ ঘটিকায়। সকাল ৬ ঘটিকায় গ্রামসেবিকা বাণী চক্রবর্তী ও বালোয়াড়ী শিক্ষিকা শ্রীমতী গীতা মিত্রের পরিচালনায় প্রায় আড়াই শত-বালক-বালিকা ও যুবক বৃন্দের-এক বিরাট শোভাযাত্রা (প্রভাত ফেরী দল) পাঠাগারের নিজস্ব ব্যাণ্ড বাদ্যসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। সভায় নেতাজীর জীবন ও বাণীর আলোচনা করেন বিভিন্ন বক্তা। মধ্যাহ্নে ২৫০ জন বালক-বালিকাকে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন কর্ম্মীবৃন্দ। সন্ধ্যায় প্রতিষ্ঠান ভবনদ্বয় আলোক সজ্জায় আলোকিত করা হয়।

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস যথারীতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বিরাট প্রভাত ফেরী, জাতীয়পতাকা উত্তোলন, পুণ্য দিনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে আলোচনা সভা শ্রীমহাদেব দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বালক-বালিকাগণের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন গ্রামসেবিকা কুমারী বাণী চক্রবর্তী ও শিক্ষিকা গীতা মিত্র। মধ্যাহ্ন ১২টায় পাঠাগারের ক্রীড়া ভূমিতে এক শৈত্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয় গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু পরিচালনায়। ২টি পুরস্কার প্রদান করেন সভাপতি শিক্ষক শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য। গ্রামসেবিকা ও শিক্ষিকার অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় বাণীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছেলেরা পাঠাগারের ঢোল, কাঁসি, মাদল, ব্যাণ্ড বাজিয়ে মহা আনন্দে দেবীর পূজা করেছে। শোভা যাত্রা করে বিসর্জ্জন কাজও সম্পন্ন হয়েছে।

রামকৃষ্ণ সংঘ, পিপলন

শ্রীযুক্ত কালশশী মুখার্জীর সভাপতিত্বে পিপলন রামকৃষ্ণ পাঠাগারে ৩রা ডিসেম্বর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পিপলনের রামকৃষ্ণ পাঠাগার, রিক্রিয়েশন ক্লাব, ও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র এবং গ্রামীণ যুবসংস্থা প্রভৃতি একত্রে সংযুক্ত হয়ে "রামকৃষ্ণ সংঘ" একটি সংস্থায় পরিণত হয়। এই সংস্থায় ১৫ জন সদস্য নিয়ে ১৯৭১ সালের কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি শ্রীকালশশী মুখার্জী, সহঃ সভাপতি শ্রীললিত কুমার ঘোষ, সম্পাদক শ্রীসোমেশ্বর মুখার্জী, সহঃ সম্পাদক শ্রীঅভয় পদ দাস, সদস্য সর্বশ্রী রত্নেশ্বর চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষাল, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমনি ঘোষাল, অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর চন্দ্র,

ধনঞ্জয় সামন্ত, অর্দ্ধেন্দু শেখর পাত্র, তিনকড়ি সাঁতরা। এই সভায় সংঘের রেজেষ্ট্রী করণ, নিজবাটির জন্য জমি ক্রয় এবং রামকৃষ্ণ পাঠাগারকে এরিয়া লাইব্রেরীতে উন্নীত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল, সিউড়ী।

গত ১৮ই জানুয়ারী সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে রামরঞ্জন পৌরভবনে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মতিথি উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন বীরভূমের জেলা জজ শ্রীলোকেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন ডক্টর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন ও অধ্যাপক শ্রীননী গোপাল সেন।

গত ২৩শে জানুয়ারী, এখানে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে, নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের প্রবীনতম অধ্যাপক ডক্টর সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীকিশোরীরঞ্জন দাস।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে দান,

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত ব্রজকান্ত গুহ, আই, সি. এস মহোদয় ৪৭ খানা মূল্যবান পুস্তক এই গ্রন্থাগারে দান করেছেন।

আহম্মদপুরের শ্রীপ্রেম সুখ সরদা এই গ্রন্থাগারে ২৫১ টাকা দান করেছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যডভোকেট শ্রীঅজিত দত্ত মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা লতিকা দত্ত গ্রন্থাগারে ৫০০ টাকা দান করেছেন।

(গত পৌষ সংখ্যা গ্রন্থাগারে শ্রীনির্মল মজুমদার বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ১০০ টাকা দান করেছেন বলে ভ্রমক্রমে ছাপা হয়েছে। শ্রীনির্মল মজুমদার গ্রন্থাগারে ১০০০ টাকা (একহাজার), দান করেছেন। —সঃ গ্রঃ)

মেদিনীপুর

তুষার স্মৃতি নিকেতন, মহিষাদল

মহিষাদল থানার ১নং সংস্থার অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত গ্রামীণ পাঠাগার শ্রীকৃষ্ণপুর তুষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতনে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে উক্ত সংস্থার "ভ্রাম্যমান সেবাদলের" স্বেচ্ছাসেবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণপুর মাটির রাস্তা আংশিক ভাবে সংস্কার করে রিক্সা, ট্যাক্সি, এবং এ্যাম্বুলেন্সের যাতায়াতের পথ সুগম করেছে।

সঙ্কলয়িত্রী : ঊষা গুহঠাকুরতা

News from the Libraries

পরিষদ কথা

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ২৭শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিগত কার্যনির্বাহক সভার কার্য বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। সভায় স্থির হয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পাঠক্রমের বিভাগীয় প্রধান শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়কে আসন্ন রজত জয়ন্তী অধিবেশনে 'পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ' আলোচনার পরিচালক হতে অনুরোধ করা হবে।

সভায় আরও স্থির হয় যে রজত জয়ন্তী অধিবেশনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভা ১২ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ১৩১ জন নতুন সদস্যের আবেদন পত্র গৃহীত হয় এবং ১৯৭১ সালের পরিষদের ছুটির তালিকা অনুমোদিত হয়।

অতঃপর সভাপতি ও সভাস্থ সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হয়।

আলোচনা চক্র

বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ পরিষদ ভবনে সূচীকরণের উপর এক বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বক্তৃতা করেন বাঙ্গালোর DRTC-র অধ্যাপক শ্রীগণেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। শ্রী ভট্টাচার্যের বক্তৃতার বিষয় ছিল "সূচীকরণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের অবদান"। সূচীকরণকে কেন বিজ্ঞান বলা হয়েছে, সূচীকরণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবদান ও সূচীকরণের ক্রম বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে সুচিন্তিত ভাষণের পর তিনি সূচীকরণে ভারতের অবদান প্রসঙ্গে শ্রী এস, আর, রঙ্গনাথনের বিভিন্ন সূচীকরণ রীতিনীতির উল্লেখ করেন। শ্রী রঙ্গনাথনের **Classified Catalogue code** এবং অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। শ্রী রঙ্গনাথন বর্তমানে **Asian names** এবং বই এর **Title page** সম্পর্কে যে মানদণ্ড নীতি ঠিক করছেন যা ভারতীয় মানক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক মানক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কেও আলোচনা করেন। সভার শেষে সভাপতি শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত **Descriptive Catalogue** সম্পর্কে আমাদের কোন রূপ গবেষণা করা হচ্ছে না এই কথা জানিয়ে গ্রন্থাগারিকদের এই দিকে দৃষ্টি দিতে আহ্বান করেন। সভার শেষে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পরিষদের ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব

গত উনিশে ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব সুসম্পন্ন হয়। সভায় পুরোহিত

ছিলেন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন মুখোপাধ্যায়। সভা শুরু হয় সাড়ে পাঁচটায়। পুনর্মিলন উৎসব সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীঅরুণ চক্রবর্তীর বক্তব্যের মূল কথাগুলি মোটামুটি পরিষদ ও তার ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি সমস্যার ইংগিতবাহী। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে পরিষদের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রবেশের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের দিকে তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীমুখোপাধ্যায় পরিষদের ছাত্রছাত্রীদের দাবীদাওয়ার আন্দোলনে ব্যাপৃত না হয়ে দেশসেবার মহান ব্রতে ব্রতী হতে বলেন। তিনি আরো বলেন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণা ও জ্ঞানান্বেষণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। সভাপতি শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় উৎসব সম্পাদকদ্বয়ের প্রকাশিত বক্তব্যে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে পরিষদের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রবেশের প্রসংগে বলেন যে এ জাতীয় অভিযোগের কোন যাথার্থ্য আছে বলে তিনি মনে করেন না। সর্বশেষ বক্তা পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রধান অতিথি প্রদত্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন যে অভুক্ত থেকে দেশসেবার কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়। পরিষদের ছাত্রছাত্রীদের জনসেবার দিকটির প্রতি নিশ্চয় দৃষ্টি দিতে হবে, কিন্তু তার সাথে নিজেদের অস্তিত্বের জন্যও বিভিন্ন দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে সংগ্রাম করতে হবে। গবেষণার প্রসংগে বলেন, সুযোগের অপ্রাচুর্য ও উপযুক্ত পরিবেশের অভাবই এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক।

বক্তৃতা পর্ব শেষ হলে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্বপন গুপ্ত, ভি, বালসারা প্রমুখ ও পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশ গ্রহণ করেন। পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

জেলায় জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শাখা কমিটি গঠন

তমলুক

গত ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭১, শনিবার অপরাহ্নে মুরাদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারে স্থানীয় লোক শিক্ষা মন্দিরের আহ্বানক্রমে মেদিনীপুর জেলা ভিত্তিক একটি গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা তথা সাধারণের শিক্ষায় মেদিনীপুর জেলাস্থিত গ্রন্থাগার সমূহের অবদান, রাজনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারের কর্মকুশলতা, ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে মেদিনীপুরের অগ্রগতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাক্রমে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য। অতঃপর শ্রীপ্রতিনাথ চক্রবর্তী মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে বঙ্গীয়

গ্রন্থাগার পরিষদের তথা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের উপস্থিত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সুন্দর ও সারগর্ভ ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই গ্রন্থাগার প্রবন্ধে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন এবং তিনি নিজেও যে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়েও বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ মনিষীরূপে সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জনে সমর্থ হয়েছেন তা কেবলমাত্র এই গ্রন্থাগারের দৌলতেই।

লোক শিক্ষা মন্দির তথা শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার এবং অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস সাধারণের শিক্ষা প্রসারে পল্লীগ্রামে এ জাতীয় সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

শ্রীফণিভূষণ রায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রস্তাব অনুসারে দেশব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনার রূপদানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত গ্রন্থাগার পরিষদের আন্দোলন পরিচালনার ইতিহাস বর্ণনা করেন। গ্রন্থাগারই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ নিজের চেষ্টায় নিজেকে শিক্ষিত করে একজন পূর্ণ মানুষরূপে বিকশিত করতে পারে। ছবি, যাত্রা, গান, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা অধ্যয়ন বা পাঠদ্বারা গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কার্যের সুষ্ঠু পরিচালনে কিভাবে গ্রন্থাগার প্রাচীনকাল হ'তে বর্তমান পর্যন্ত শিক্ষা প্রসারে মানুষের সেবা করে এসেছে তা আলোচনা করেন।

সর্বশেষে সরকারী পরিচালনার ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীকরণে ও জনসাধারণের শিক্ষা প্রসারে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উল্লেখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন অন্যায় কায নিষিদ্ধ করার জন্য বা ভাল অবস্থা সৃষ্টির জন্য, বাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টির জন্য আইন দরকার। স্বল্প শিক্ষিতদের শিক্ষিত করে, সমাজের কল্যানমূলক কাজে ব্রতী হয়ে এবং আইনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া অর্থনৈতিক অভাবে গ্রন্থাগারগুলো বিপর্যস্ত তাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন। এবং সেই সমন্বয় সাধনের জন্য গ্রন্থের যাঁরা ব্যবহার করবেন এবং যাঁরা গ্রন্থাগার পরিচালনা ক'রবেন তাঁদের শুধুমাত্র আদর্শের দ্বারা পরিচালিত করলে চলবে না। আইনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের অর্থনৈতিক সুবিধা ছাড়াও জনশিক্ষার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারা যায়।

মেদিনীপুর জেলার সমাজ শিক্ষা অধিকারিক শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করে বলেন সরকারী সাহায্যপুষ্ট গ্রন্থাগার সমূহের পৌনঃপুনিক বরাদ্দকৃত অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প বা অপ্রচুর হওয়ায় গ্রন্থাগারের সেবাকার্য নিঃসন্দেহে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি তৎকর্তৃক সুবিবেচনা ও সুরাহার নিমিত্ত আকৃষ্ট হওয়া স্বত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোন সুফল দৃষ্ট হয়নি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে তাই সমস্ত বিষয়ের সুসমাধানে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মী আজহার উদ্দিন খাঁন, কাঁতন সোস্যাল ক্লাব ও পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাংশু দাস, মহিষাদল প্রজ্ঞানানন্দ টাউন

লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মল বাড়, বড়াম নেতাজী পাঠাগারের শ্রীরূপাংশু জানা, লক্ষ্মী সুরেশ পাঠাগারের শ্রীঅমরেশ বেরা ও কালিকাখালির প্রতিনিধি এবং কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীন গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার সমূহের নানা অসুবিধা ও সমস্যার কথা আলোচনা করে সরকার তথা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং নিয়মিত ভাবে প্রতি মাসের প্রথম দিনেই যাতে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীরা বেতন ও ভাতাদি একসঙ্গে পান, সেরূপ ব্যবস্থার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং সবরকম সরকারী সাহায্যপুষ্ট গ্রন্থাগারেই গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয় এবং কনটিনজেন্সী বরাদ্দ এই দুর্মূল্যের বাজারের সঙ্গে সমতা রেখে বাড়াতে প্রস্তাব করা হয়। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, চিকিৎসা ভাতা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের ছেলেমেয়েদের বিনা খরচায় লেখাপড়া শেখাবার সুযোগ দান ও সরকারী কর্মীদের ন্যায় বিভিন্ন ভাতাদি প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়।

সরকারী অনুদানের ক্ষীণ প্রয়াস ও সবরকম গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ে বা সংগ্রহে অর্থাভাবের অপটুতা যাহাতে গ্রন্থাগারগুলিকে অচল ও নিষ্প্রাণ করে না রাখতে পারে তার জন্য সমগ্র জেলাব্যাপী একটি শক্তিশালী গ্রন্থাগার সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রতিটি অঞ্চলে তার শাখা সংগঠনের মাধ্যমে জেলাব্যাপী গ্রন্থাগার সমূহের সংগৃহীত কয়েক লক্ষ গ্রন্থ সম্ভার পারস্পরিক সহযোগিতায় জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থযান গ্রামীন পাঠাগারসমূহের সাইকেল পিয়ন ইত্যাদি মারফৎ নিয়মিত ভাবে আদান প্রদানের বা অন্তবর্তী গ্রন্থযান প্রথা প্রবর্তনের কথা আলোচনা করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীসুধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার ও কর্মীদিগের নানা সমস্যার প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সজাগ দৃষ্টি অক্ষুন্ন থাকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে পরিষদ নিয়মিতভাবে আন্দোলন করে চলেছে যাতে সমস্ত সমস্যা দূরীভূত হয়।

অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি জেলা শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

১। শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য (জেলা-গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ, তমলুক—সভাপতি ব্যক্তিগত সদস্য)
২। " প্রভাংশু কুমার দাস, (দাঁতন সোস্যাল ক্লাব এণ্ড পাবলিক লাইব্রেরী —সহ সভাপতি "
৩। " চিত্তরঞ্জন দাশ, (মুরাদপুর, পোঃ কুলবাড়ী—সহ সভাপতি "
৪। আজহার উদ্দিন খাঁন, (জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর—সহ-সভাপতি "
৫। শ্রীতারাপদ মাইতি, (তিলওপাড়া সর্বোদয় পাঠাগার, সবং—যুগ্ম সম্পাদক "
৬। " ব্যোমকেশ ঘোষ, (রাধাবল্লভপুর—যুগ্ম সম্পাদক "
৭। " গোষ্টবিহারী খাটুয়া, (জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক—কোষাধ্যক্ষ "
৮। " বিশ্বপদ জানা, (চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগার—সদস্য প্রতিষ্ঠানগত সদস্য
৯। " অমরেশ চন্দ্র বেরা, (লাক্ষী, পোঃ লাক্ষী " ব্যক্তিগত "

১০। শ্রী নভেন্দুকিশোর সাহু, (চিচিড়া দেশবন্ধু পাঠাগার, ঝাড়গ্রাম—সদস্য প্রতিষ্ঠানগত
১১। " বিনয়কুমার দাস, (ভুমরদাঁড়ি সেবক সংঘ, পোঃ ভুমরদাঁড়ি, ভগবানপুর—সদস্য "
১২। গোবিন্দগোপাল মাঝি, (ডালিম্বচক্ দেশপ্রাণ মিলন পাঠাগার, পোঃ-কুমারপুর, সুতাহাটা—সদস্য ব্যক্তিগত)
১৩। " কানাইলাল সামন্ত (রবীন্দ্র পাঠাগার, মহিষাদল —সদস্য প্রতিষ্ঠানগত
১৪। " কৃপাংশু শেখর জানা, (বেড়াম নেতাজী ক্লাব ও পাঠাগার, পোঃ বাড-শিমূলবাড়ী —সদস্য ব্যক্তিগত
১৫। "নির্মল কুমার বাড় (মহিষাদল টাউন লাইব্রেরী, প্রজ্ঞানন্দ স্মৃতিপাঠাগার—সদস্য প্রতিষ্ঠানগত
১৬। " সন্তোষ কুমার দাস, (এগরা সাধারণ পাঠাগার, এগরা—সদস্য ব্যক্তিগত
১৭। " মদনমোহন মাইতি, (করকাইবাটি, টাকী সবুজ পাঠাগার, পোঃ করকাই, থানা পিংলা—সদস্য প্রতিষ্ঠানগত

হাওড়া

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহুত ও হাওড়ার নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগার এবং ঘুষুড়ী বিবেকানন্দ পাঠাগার কর্তৃক আয়োজিত হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ৯ই জানুয়ারী, জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে।

সভার আরম্ভে সম্মেলনের যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রীশিবেন্দু মান্না উপস্থিত অনুরাগীবৃন্দের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ দান করে এই সভা আহ্বানের মুখ্য উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ তথা মূল কেন্দ্র বিন্দু। কিন্তু বাংলা দেশের বিরাট সংখ্যক গ্রন্থাগার, পরিষদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখেন না। প্রসঙ্গক্রমে হাওড়া জেলার কথা উল্লেখ করে বলেন: হাওড়া জেলার আয়তন ৬৬১ স্কোঃ মাইলস্। গ্রন্থাগারের সংখ্যা পাঁচশতাধিক। এর মধ্যে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা হোল ৪৪টি। পাঁচশতাধিক গ্রন্থাগারের মধ্যে মাত্র ৪৯টি গ্রন্থাগার, পরিষদের সভ্য। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত গ্রামীণ গ্রান্থাগার-গুলির মধ্যে মাত্র ১৪টি পরিষদের সভ্য। হাওড়া জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যে তথা এই জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার উদ্দেশ্যে পরিষদ এই বেলায় একটি "জেলা শাখা" স্থাপনে অগ্রণী হয়েছেন।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন: পাঠকের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের রজত জয়ন্তী বর্ষে হাওড়া জেলায় এই জেলা শাখা সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আছে। কারণ, আমাদের সকলের সমস্যা—গ্রন্থাগারের সমস্যা, কি করলে তার সমাধান হবে তা

জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম সচিব শ্রীতুষার সান্যাল বলেন : গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জেলাভিত্তিক ভাবে গড়ে তুলে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একটা সুসঙ্গত আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। বৃত্তিগত আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য রেখেও আমাদের যুক্তভাবে আগাতে হবে। মূলতঃ সংগঠনের মধ্য দিয়েই বাঁচতে হবে—এই পথেই আমাদের জেলা শাখা গড়তে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংযোগ ও সমন্বয় উপসমিতির সভাপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্যই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই জেলা শাখা গঠন। কলকাতা থেকে গ্রামের দূরত্ব দূর করতে হবে, গ্রন্থাগারের প্রতি সরকার যে উপেক্ষা করছেন তার সমাধান করতে হবে এবং জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রসার ঘটাতে হবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হাওড়ার অন্যতম বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত বলেন : একশ' বছর আগে গ্রন্থাগার আন্দোলন ছিল না। ১৯০২ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার স্থাপনের সচেতনতা দেখা যায় খুব বেশী রকমে—গ্রন্থাগার আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর নূতন অবদান।

বাঙ্গালপুর রবীন্দ্র পাঠাগারের সদস্য শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

ডোমজুড় পাবলিক লাইব্রেরীর সাধারণ সচিব শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ বর্তমান সম্মেলনের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে বলেন : আমরা গ্রন্থাগারকে ভালবাসি। গ্রন্থাগার হোল University of Adults. গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবে। তিনি গ্রন্থাগারে ছাত্রদের সুবিধার্থে পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ প্রসঙ্গে বলেন : বিদ্যালয়-গুলিতে যে প্রত্যেক পাঠ্য বইয়ের Specimen Copy পাঠান হয়ে থাকে লাইব্রেরীগুলিকেও তেমনি Specimen Copy সংগ্রহ করার জন্য এবং তা ছাত্র-পাঠকদের মধ্যে পাঠের জন্য দেওয়া হোক। এই জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়গুলি পুস্তিকা আকারে গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে পাঠাবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃপক্ষকে তিনি অনুরোধ জানান।

শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌স্টিটিউশন (ব্রাঞ্চ) বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন জানা বলেন : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন, পরিষদকে সকলের কাছে এগিয়ে যেতে হবে।

রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য শ্রীসলিলকুমার পাল ও জেলা সম্মেলনের যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রীশঙ্করকুমার সান্যাল বলেন : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা পরিষদের জেলা শাখাগুলি যেন রাজনীতি ও দুর্নীতিমুক্ত আবহাওয়ায় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। অনুরাগী পাঠকদের জন্য পরিবেশ সৃষ্টিতে, জেলা শাখাগুলি অসমর্থ হলে গ্রন্থাগার আন্দোলন স্বধর্মচ্যুত হবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীমতী চারুশীলা বোলার বলেন : সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, গ্রন্থাগার আন্দোলন যদি চালাতে হয় তবে সকলকেই কাজ করতে হবে। তিনি বলেন : কাজে ফাঁকি দিয়ে কোন আন্দোলন সার্থক করে তোলা যায় না। সভায় তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, পরিষদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, কর্মধারাকে যথার্থ রূপদান করতে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন।

হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীশুধাংশু দে ও বড়গাছিয়া ইউনিয়ন অন্নদা পাঠাগারের সদস্য শ্রীসুনীলকুমার গলুইও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে হাওড়া জেলা শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

শ্রীমতী চারুশীলা বোলার—প্রধান উপদেষ্টা। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়—সভাপতি। শ্রীপ্রভাতকিরণ ভট্টাচার্য—সহঃ সভাপতি। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত—সহঃ সভাপতি। শ্রীশঙ্করকুমার সান্যাল—যুগ্ম সচিব। শ্রীশিবেন্দু মান্না—যুগ্ম সচিব। শ্রীবিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য—কোষাধ্যক্ষ। সদস্যগণ : সর্বশ্রী মনোরঞ্জন জানা, শুভেন্দু ভট্টাচার্য, প্রণব কুমার দে, দিলীপকুমার দাস, প্রহ্লাদচন্দ্র পাড়ুই, শান্তিকুমার পাড়ুই, সুনীলকুমার গলুই, গোপীনাথ রায়, সৌরেন পাঠক, সলিলকুমার পাল বাসুদেব মান্না, শুধাংশু দে।

অতঃপর সভায় আর কোন কার্যক্রম না থাকায় সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বাঁকুড়া

শ্রীরবি দত্তের সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হয়। শ্রীক্ষৌনীশ বিশ্বাস, গ্রন্থাগারিক জেলা গ্রন্থাগার মহাশয় জেলার গ্রন্থাগারগুলির অবস্থার পর্যালোচনা করে সভার সূচনা করেন। এবং ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে উহার উন্নতি হয় সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। শ্রীতুষার সান্যাল মহাশয় জেলাভিত্তিক গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন এবং ঐ প্রসঙ্গে জেলা, গ্রামীণ ও অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির দুরবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। গ্রন্থাগারিকদের কাজ মর্যাদা, গ্রন্থাগার আইন, শিক্ষক, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথাও আলোচিত হয়। সহকারী পারিদর্শক শ্রীপাল সমাজে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখেন। শ্রীবংশী দত্ত মহাশয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অবদান ও গ্রন্থাগারের পাঠকদের সংখ্যাল্পতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন।

হীরালাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অনিয়মিত বেতন প্রাপ্তি ও অন্যান্য সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

শ্রীবিশ্বনাথ কোলে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য অভাব অভিযোগের কথা উল্লেখ করে তিনি জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ও শাখা গঠনের উদ্যোক্তাকে স্বাগত জানান। শহরের বিশিষ্ট নাগরিক নেতাজীর সহপাঠি শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা মহাশয় গ্রন্থাগারগুলির প্রতি সরকারের অবহেলা সম্পর্কে আলো চনা হস্তপ্রকরেন ও াগারগুলিকে জনপ্রিয় ও

কার্যকর করে তুলবার জন্য আবেদন জানান। মল্লভুম সম্পাদক মহাশয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের উপর জোর দেন এবং কর্মীদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন।

শ্রীরবি লোচন দে মানকানালী পাবলিক লাইব্রেরীগুলির দুরবস্থা সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেন।

শ্রীসত্যব্রত সেন গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিভিন্ন দিক, জেলা কমিটি গঠন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্ন সমস্যা বর্ণনা করেন এবং তাঁর বিভিন্ন প্রস্তাব রাখেন এবং উহা শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায় সমর্থন করেন এবং উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বাঁকুড়া জেলা শাখা সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয়। সভাপতি—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা। সহ সভপতি—শ্রীতারাপ্রসাদ সিকদার, শ্রীরবি দত্ত, শ্রীরামরবি মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক—শ্রীক্ষৌনীশ বিশ্বাস। সহ সম্পাদক—শ্রীবংশী দত্ত, কোষাধ্যক্ষ—ভবগোপাল দত্ত, সদস্যগণ—মানকালি পাবলিক লাইব্রেরী, ভাদুল পাবলিক লাইব্রেরী, নররা পাবলিক লাইব্রেরী, পাত্র সায়ের নেতাজী সুভাষ লাইব্রেরী ২ জন প্রতিষ্ঠানিক সদস্য পরে Coopt যাবে। ব্যক্তিগতসভ্য—শিবদাস চক্রবর্তী, পরমানন্দ রক্ষিত মানিক মণ্ডল, সুখেন দাস।

আগামী পুরুলিয়া সম্মেলনে সকলকে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীতুষার সান্যাল।

অতঃপর সম্মেলনের সভাপতি শ্রীরবিদাস মহাশয় শিক্ষাখাতে অধিক ব্যয় বরাদ্দের দাবী জানিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য আহ্বান জানান এবং গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের গুরুত্ব উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন এবং আগামী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত রাজনৈতিক নিকট নেতৃবর্গকে সচেতন করার জন্য যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করেন।

আহ্বায়ক শ্রীক্ষৌনীশ বিশ্বাস উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার সমাজশিক্ষা অধিকারিক শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ মাননীয় অধ্যাপকদ্বয় শ্রীগুনময় মান্না, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ও জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীক্ষিরোদ মোহন সরখেল মহাশয়গণের আগমনে মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন মনীন্দ্রনগর যুব সংঘ পাঠাগারের পরিচালনায় স্থানীয় মনীন্দ্রনগর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় গত ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭১।

অধ্যাপক শ্রীমান্নার মতে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সাহায্যে মানুষ বর্তমান সভ্যতার ধাপে উপস্থিত হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্য বলেন গ্রন্থাগার সাধারণ লোকের কল্যাণে গঠিত ও নিয়োজিত হওয়া উচিত। এর উন্নতির জন্য কেবলমাত্র সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে

জনসাধারণকেও অগ্রণী হতে হবে। এই লক্ষ্যে উপস্থিত হবার জন্য তিনি বুলেটিন প্রকাশ প্রভৃতি কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করেন। জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীসরখেল সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি সরকারের অধিকতর সাহায্যের জন্যে চাপ দিতে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের প্রতি আবেদন জানান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীসত্যব্রত সেন বলেন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক-গণের সাংগঠনিক ও আর্থিক সম্পর্কীয় প্রচুর সমস্যা রয়েছে। এই গুলির প্রতিবিধান করতে হলে ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

সভাপতিরূপে জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক শ্রীভট্টাচার্য সমস্যাগুলিকে স্বীকার করে বলেন গ্রন্থাগারগুলিকে জনসেবা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে অধিকতর সক্রিয় হতে হবে।

এই সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন পাঠাগারের নিম্নলিখিত প্রতিনিধিবৃন্দ পাঠাগার ও কর্মীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন সর্বশ্রী প্রণবকুমার কুণ্ডু, মতিরঞ্জন দস্তরায়, জানমহম্মদ বিশ্বাস ও পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অতঃপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীসত্যব্রত সেন এবং সমর্থন করেন শ্রীমতিরঞ্জন দস্তরায়।

১। শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায়—সভাপতি (মনীন্দ্রনগর যুবসংঘ পাঠাগার)

২। শ্রীক্ষিরোদ মোহন সরখেল—সহ-সভাপতি (মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারিক)

৩। পদ্মশ্রী গোপাল দাস নিয়োগী চৌধুরী—ঐ (হিন্দুস্থান সেবাসমিতি, খাগড়া)

৪। ক) সত্যব্রত রায়—যুগ্ম-সম্পাদক (মনীন্দ্রনগর যুব সংঘ পাঠাগার)

খ) শ্রীবিমল চক্রবর্তী—ঐ (ইউনাইটেড্ ক্লাব, মনীন্দ্রনগর)

৫। শ্রীআনন্দ গোপাল চক্রবর্তী—কোষাধ্যক্ষ (সবুজ সংঘ সেবা সমিতি, খাগড়া)

প্রতিষ্ঠানিক সভ্য।

১। হিন্দুস্থান সেবাসমিতি, খাগড়া।

২। শক্তিপুর কিশোর সংঘ লাইব্রেরী শক্তিপুর।

৩। আর, এন, ক্লাব লাইব্রেরী, নবিপুর।

৪। রামেন্দ্র সুন্দর স্মৃতি পাঠাগার, জেমো।

৫। সাহপাড়া জনকল্যাণ পাঠাগার, দুপুকুরিয়া, শক্তিপুর।

৬। দুপুকুরিয়া পল্লী যুবসংঘ পাঠাগার, দুপুকুরিয়া।

শূন্য পদগুলি জেলা কমিটি পরে প্রয়োজন বোধে পূরণ করবেন।

সভাপতি প্রতিনিধিবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদান্তে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

সংকলনে : অসীম ঠাকুর ও অমিতা রায়চৌধুরী

Association Notes

বার্তা-বিচিত্রা

IATLIS-এর বার্ষিক সাধারণ সভা

বাঙ্গালোরে গত ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭০, ভারতীয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষক সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যাপারে একটি সমীক্ষার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এই বছরের শেষের দিকে এই সংস্থা একটি ডাইরেক্টরী প্রকাশ করবেন যা থেকে ভারতের সমস্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সংবাদ জানা হবে।

কেরালা গ্রন্থশালা সংগম

কেরালা গ্রন্থশালা সংগম এর রজত জয়ন্তী উপলক্ষে কেরালায় রাজ্য ব্যাপী একটি 'গ্রন্থাগার প্রচার শোভা যাত্রা' করা হয়। এই শোভা যাত্রা কেরালার উত্তর প্রান্তের একটি শহর কেশরগোড় (**Keshargode**) মিউনিসিপাল গ্রন্থাগার থেকে গত ৮ই নভেম্বর ১৯৭০ সুরু হয় এবং ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭০, ত্রিবান্দ্রামে এসে পৌঁছয়। এই দীর্ঘ শোভাযাত্রা কেরালার সমস্ত রাজ্য এবং তালুকের গ্রন্থাগারগুলিতে গিয়েছিল।

মহারাষ্ট্র সরকারের গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়

পুণায় বিশ্রাম বাগ বিভাগীয় (regional) সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারের উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রী এম্, ডি, চৌধুরী বলেন যে মহারাষ্ট্র সরকার ঐ রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনা এবং উন্নতি প্রকল্পে ৩৩ লক্ষেরও অধিক টাকা মঞ্জুর করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে মহারাষ্ট্রের গ্রন্থাগার অধিকর্তা কতকগুলি মারাঠি গ্রন্থপঞ্জী ও সাময়িকপত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রও প্রকাশ করবেন বলে স্থির করেছেন। "পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা বই এবং চলচ্চিত্রের আমদানী রপ্তানীর প্রতিবন্ধক দূরীকরণ সম্প্রীতি সমিতির" কলকাতায় একটি অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে, ভারত এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতি আবেদন করেছে যাতে উভয় সরকার সমস্ত রকম সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বই, চলচ্চিত্র এবং গ্রামোফোন রেকর্ডের আমদানী এবং রপ্তানী ব্যাপারে সমস্ত রকম বাধা নিষেধ তুলে নেয় এবং ফলে এই দুই বাংলায় পুনরায় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীর গেজেটেড অফিসার সংসদ

সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীর গেজেটেড অফিসারগণ গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭০, তাঁদের সংসদ গঠন করেন। শ্রী এইচ্, এন্ আনন্তরাম এই সংস্থার সভাপতি এবং শ্রী এন্, বি, মারাঠে সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

যদুনাথ সরকার শতবার্ষিকী খণ্ড

'এশিয়াটিক সোসাইটি', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এবং 'কলকাতা ঐতিহাসিক সংস্থা' গত ১০ই ডিসেম্বর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযদুনাথ সরকারের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালন করে। "Bengal Past and Present"-এর যদুনাথ সরকারের শতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ভারত এবং ভারতের বাইরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিকবৃন্দ এবং মেধাবী ছাত্রগণ তাঁদের লেখার দ্বারা এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশনায় সহায়তা করেছেন এই উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এদের সাহিত্য সাধক চরিতমালায় স্যার যদুনাথ সরকারের গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করবে। শ্রী সরকারের লিখিত বই এর একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করবে।

মারাঠী বিশ্বকোষ

মারাঠী বিশ্বকোষের প্রথম তিনটি খণ্ড ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি প্রকাশিত হবে। ভবিষ্যতে এই বিশ্বকোষ ২০ খণ্ডে প্রতিটি খণ্ড ১,০০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে। প্রথম ১৭টি খণ্ডে কলা, বিজ্ঞান এবং কারিগরী বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয় থাকবে। ১৮শ খণ্ডে কারিগরী বিদ্যার একটি বিষয়সূচী ইংরাজী এবং মারাঠী ভাষায় থাকবে। ১৯শ খণ্ডে রেফারেন্স ও সূচী এবং ২০শ খণ্ডে মানচিত্র থাকবে।

শাস্ত্রী গ্রন্থাগার

গত ২রা অক্টোবর স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ৬৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লীতে "লালবাহাদুর শাস্ত্রী গ্রন্থাগারে"র উদ্বোধন করা হয়েছে দরিদ্রদের এই গ্রন্থাগারটি জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর উপহার প্রদত্ত ৩,০০০ বই এই গ্রন্থাগারটিকে সমৃদ্ধ ক'রেছে। এই গ্রন্থাগারে দিল্লী, মীরাট এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহৃত ইংরাজী এবং হিন্দী ভাষার টেক্সট বই সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভুটানে জাতীয় গ্রন্থাগার

ভুটান সরকার ভুটানের রাজধানী থিম্‌ফুতে (Thimphu) একটি জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা ক'রেছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নতি প্রকল্পে যে অর্থ বরাদ্দ আছে তা থেকে অর্থ সাহায্য দেবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের সাহিত্য পুরস্কার

বিশিষ্ট সি পি এম নেতা এবং কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদ এবার সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার লাভ করেছেন। মালয়ালম ভাষায় প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থটি এই পুরস্কার লাভ করেছে।

রুশ গ্রন্থ প্রদর্শনী

গত ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর রাঁচির কেশব হলে রুশ গ্রন্থের একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়, হাজারিবাগ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ডঃ এস এন রায় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে প্রায় চার হাজার গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়েছে।

সঙ্কলয়িত্রী : ঊষা গুহঠাকুরতা

Notes & News

বিয়োগ পঞ্জী

মণীন্দ্রনাথ ঘোষাল—রাণাঘাট কলেজের গ্রন্থাগারিক ও ১৯৬৪—৬৫ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র মণীন্দ্রনাথ ঘোষাল গত অক্টোবর মাসে মাসাধিক রোগ ভোগের পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। আমরা তাঁর পরিবার-পরিজনদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

Obituaries

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে গত শ্রীপঞ্চমীতে নিম্নলিখিত সংস্থা তাঁদের পূজামণ্ডপে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদের আমরা শুভেচ্ছা জানাই।

ফরোয়ার্ড লাইব্রেরী, কলিকাতা। সিমলন বান্ধব সমিতি পল্লী পাঠাগার, সিমলন। হেমেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, রাজবলহাট। কালাপাথর কল্যাণ সংঘ পাঠাগার, পুরুলিয়া। নেতাজী লাইব্রেরী, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া। চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ। বৈদ্যনাথ পল্লীমঙ্গল সমিতি (সাধারণ পাঠাগার), পাণ্ডবেশ্বর। নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার, নদীয়া। কৈথন মিলন পাঠাগার, বর্ধমান।

[সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার']

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২০, সংখ্যা ১১ ১৩৭৭, ফাল্গুন

সম্পাদকীয়

অষ্টাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশন

গত ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারী, অষ্টাবিংশতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান হিসাবে উদযাপিত হয়েছে পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং হরিপদ সাহিত্য মন্দির ও পুরুলিয়া জেলা স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির ব্যবস্থাপনায় এবারের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। বাঙলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন আজকের নয় ১৯২৫ সাল থেকেই, অর্থাৎ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের পরই গ্রন্থাগার আন্দোলন এক সুষ্ঠু রূপ নেয়। বাঙলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা গ্রন্থাগার কর্মীগণ এই সম্মেলনে এসে মিলিত হন, তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহকে কার্যকর করে তুলতে যে আন্তরিকতা ও সহযোগিতার প্রয়োজন একথা স্মরণে রেখে সকলকে অগ্রণী হতে হবে। যদিও মূলতঃ দায়িত্ব বর্তায় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর তবুও গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যধারা, প্রণয়নে সকল স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীরাই যেন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। পরিষদের ব্যাপক কর্মধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে এবং প্রদেশের প্রত্যন্তভাগের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে গঠিত হয়েছে বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা শাখা কমিটি সমূহ। পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ রাখা সুবিধা, তাঁরা সহজেই স্থানীয় শাখা কমিটি সমূহের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, এবং প্রয়োজনবোধে পরিষদের জেলা শাখা কমিটির তত্ত্বাবধানে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মীগণ জেলা সম্মেলনও করতে পারেন। জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী পরবর্তী অধ্যায়ে কেন্দ্রীয় বার্ষিক সম্মেলনে আলোচনা করে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী করে তোলা সম্ভব।

১৯২৫ সনে প্রথম শুরু হয় এই বার্ষিক সম্মেলন কলকাতার অ্যালবার্ট হলে। পরপর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯২৮ সনে কলকাতায়, ১৯৩১ সনে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, ১৯৩৭ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে, ১৯৩৮ সনে মেদিনীপুরে,

১৯৪১ সনে বাঁশবেড়িয়ায়, ১৯৪৪ সনে বর্ধমানে, ১৯৪৬ সনে আড়িয়াদহে, ১৯৫০ সনে কলকাতায়, ১৯৫৩ সনে শান্তিপুরে, ১৯৫৪ সনে মালদহে, ১৯৫৫ সনে খিদিরপুরে, ১৯৫৬ সনে কাঁথিতে, ১৯৫৭ সনে পুরুলিয়ায়, ১৯৫৮ সনে নবদ্বীপে, ১৯৫৯ সনে বহরমপুরে, ১৯৬০ সনে নবাবগঞ্জে, ১৯৬১ সনে বিষ্ণুপুরে, ১৯৬২ সনে শিলিগুড়িতে, ১৯৬৩ সনে কাকদ্বীপে, ১৯৬৪ সনে সিউড়ীতে, ১৯৬৫ সনে শ্যামপুরে, ১৯৭৬ সনে দ্বারহাটায়, ১৯৬৭ সনে শ্রীখণ্ডে, ১৯৬৮ সনে বালুরঘাটে, ১৯৬০ সনে উত্তরপাড়ায় এবং ১৯৭০ সনে বড় আন্দুলিয়াতে।

পর পর ২৮টি বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাথমিক সময় থেকে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনও ঘটেছে অনেক। সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনও তার ধারা পরিবর্তন করেছে ; কার্য প্রনালী বহুমুখী হয়েছে। শিক্ষা বিস্তারে সরকারের এবং জনগনের দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রসারতা ঘটেছে গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনচেতনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সবাই হয়েছে অনেক কিছুই, কিন্তু কার্যত মূল সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। এখনও সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অতিরিক্ত বৃত্তিগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা, বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি গ্রন্থাগারিকদের সমতুল কর্মীদের সমান না ; এখনও অনেক গ্রন্থাগার কর্মীই নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিত বেতন পান না, এখনও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যোগ্যতা থাকলেও সেই বিষয়ের তদারকি করেন অন্য কোন কর্মী, স্পনপর্ড গ্রন্থাগার কর্মী আজও না সরকারী না বেসরকারী কর্মী হিসাবে গণ্য হন, আজও অনেক স্থানে গ্রন্থাগারিককে জামিন স্বরূপ টাকা জমা রেখে কাজ করতে হয় এবং সর্বোপরি আজও সরকারী খাতে গ্রন্থাগার বাবদ আলাদা কোন ব্যয়ের ব্যবস্থা নেই। সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করতে বর্তমানে প্রাথমিক ভাবে প্রয়োজন গ্রন্থাগার সম্পর্কে সরকার ও জনগনের স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গী ও গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের অধিকাংশই গ্রন্থাগার কর্মীদের নানারূপ অভাব অভিযোগ, হতাশ ও সর্বোকারি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অব্যবস্থার সম্পর্কে। বছরের পর বছর ধরে আমরা এই অব্যবহার কথা শুনে আসছি এ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করছি এবং সম্মেলন শেষে পূর্বতন অবস্থায় ফিরে যেয়ে নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি, অসন্তোষ আর অব্যবস্থার মধ্যে কাজ করে চলছি।

তাই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ কেবলমাত্র কাগজের প্রস্তাববলী হিসাবে না দেখে এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ ও গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় সংস্কারের আশু প্রয়োজন। একটা মৌলিক সমস্যাকে বছরের পর বছর কেবলমাত্র স্তোক বাক্যের মধ্যে সে এড়িয়ে যাওয়া চলেনা। শিক্ষা লাভের সুযোগের অধিকার যদি মৌলিক অধিকার হয় সংবিধান স্বীকৃত তবে শিক্ষা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক পাঠের সুব্যবস্থার দাবিও মৌলিক দাবি। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন। কিন্তু আজও সে সম্পর্কে কোন সুনির্দীষ্ট কর্মপন্থা সরকার থেকে নেওয়া হয়নি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ সম্পর্কে বার বার আবেদন নিবেদন করেও আজ পর্যন্ত কোন ফল পায় নি। বর্তমান সম্মেলনেও পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, গ্রন্থাগার কর্মী সম্পর্কে অন্যান্য দূরবস্থা দূর করারও প্রস্তাব। কিন্তু প্রস্তাব গ্রহণই শেষ অধ্যায় নয় এই প্রস্তাব সমূহকে কার্যকর করে তুলতে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সংস্থারই সক্রিয় অংশ গ্রহন করা প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবে ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার সহযোগীর সংখ্যাও যেন যথেষ্ট হয়। তবেই সার্থক হবে এই সম্মেলন, সার্থক হবে তার গৃহীত কার্য প্রণালী।

অষ্টাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশন

হরিপদ সাহিত্য মন্দির, পুরুলিয়া।

১২ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, ১৯৭১

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

উদ্বোধন অধিবেশন

শ্রীডালিমকুমার সিংহের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সম্মেলনের প্রস্তাবিত উদ্বোধক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় ২৫টি আলোকবর্তিকা জালিয়ে অষ্টাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অব স্পেশাল লাইব্রেরীস্ এণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারের প্রেসিডেণ্ট ও চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার রিসার্চ সেণ্টারের ভূতপূর্ব ডাইরেক্টর ডঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন পুরুলিয়া এককালে ছিল অনগ্রসর এবং এর উপরে চলেছিল ভাষা বিদ্বেষের নানা নির্যাতন। তা'সত্ত্বেও পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দির তার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছেন এজন্য স্বর্গীয় হরিপদ দাঁ মহাশয়ের দান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। স্ত্রী শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির সোপান তৈরী করে গেছেন হরিপদ দাঁ। অতি ক্ষুদ্র অবস্থা থেকেই হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের আজ এই উন্নতি। পুরুলিয়া জেলা অন্যান্য জেলা থেকে শিক্ষায় ছিল অনগ্রসর এবং সরকারী পীড়নে এই জেলায় বাঙলা ভাষায় শিক্ষা বন্ধ হতে চলেছিল। কিন্তু বহু প্রলোভনকে জয় করে সরকারী নিপীড়নকে উপেক্ষা করে গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষকরা পুরুলিয়ায় বাঙলা ভাষাকে জিইয়ে রেখেছেন। এখানকার অধিবাসীরা গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার গড়ে তুলে বাঙলা ভাষাকে প্রসারিত করেছেন। এই সাহিত্য মন্দিরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বি, এস কেশবন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতি মনীষীগণ পৌরোহিত্য করেছিলেন। শ্রীদাশগুপ্ত প্রস্তাব করেন যে বর্তমান গ্রন্থাগার সম্মেলন যেন এমন কোন কার্যসূচী গ্রহণ করেন যাতে পুরুলিয়ার মানুষ বইপড়া ও বইয়ের মর্ম বুঝতে সমর্থ হয়।

অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীহরিপদ সেন মহাশয় তাঁর স্বাগত ভাষণ দেন।

"মাননীয় সভাপতি, উদ্বোধক ও প্রতিনিধিবৃন্দ,

১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে সদ্য বঙ্গভুক্ত পুরুলিয়া জেলায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের আমন্ত্রণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একাদশ বার্ষিক অধিবেশন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। সে এক স্মরণীয় ঘটনা। তারপর দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্তির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানের সূত্রে আমাদের আমন্ত্রণে ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার সহযোগিতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অষ্টাবিংশতি বর্ষ পূর্তির রজত জয়ন্তী অধিবেশন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরূপ যোগাযোগ অভিনব ও অভূতপূর্ব এবং নিঃসন্দেহে এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের মুখ্য কর্মসূচিরূপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রজত জয়ন্তী অধিবেশন যাঁদের সম্মতি ও সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সেই সকল কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আর যে সকল সুধী, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী তথা প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শুভাগমন করেছেন—তাঁদের সকলকে সহৃদয় সম্ভাষণ এবং সাদর অভ্যর্থনা জানাই। আপনাদের সকলের শুভ পদার্পণে আমাদের প্রতিষ্ঠান যেমন ধন্য হয়েছে—আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় এই সম্মেলনও তেমনি সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হোক—এই প্রার্থনা।

সুদীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীর স্মৃতি চারণ সূত্রে বহু আনন্দ-মধুর ও বেদনা-বিধুর ঘটনা মানসপটে উদিত হচ্ছে। এই ত সেদিন ১৯২১ সালে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার জন্য সমগ্র ভারতে উত্তাল ও উদ্বেল রাজনৈতিক সংগ্রাম সুরু হয় এবং তার ঢেউ মানভূম তথা পুরুলিয়ার জন জীবনেও গভীর স্পন্দন সুরু করে। সেই অস্থির পরিস্থিতিতে এই সহরের কয়েকজন তরুণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার অধীর আগ্রহে কিছু পুরাতন পুস্তক এবং কেরাসিন কাঠের একটি পুরাতন আলমারী সংগ্রহ করে একজন সহৃদয় বন্ধুর বৈঠকখানায় "সাহিত্য মন্দির" নাম দিয়ে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করে। উদ্দেশ্য যদি সৎ ও শুভ হয়—তবে দৈব তার সহায় হন। তাই সাহিত্য মন্দিরের সেই সূতিকাগৃহের শৈশবে মহীরুহের মত আশ্রয় দিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এগিয়ে আসেন প্রায় নিরক্ষর এক সাধারণ ঠিকাদার স্বর্গীয় হরিপদ দাঁ। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃক প্রদত্ত বর্তমান ভূখণ্ডের উপর তিনি নির্মাণ করে দিলেন সাহিত্য মন্দিরের স্থায়ী ও নিজস্ব ভবন। তাঁর সেই দান ও মহানুভবতাকে চির স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর নামানুসারে সাহিত্য মন্দিরের নূতন নামকরণ হয়—হরিপদ সাহিত্য মন্দির। এইভাবে সুরু হোল হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের জয়যাত্রা।

এই সঙ্গে আমরা স্মরণ করি আরেকজন বরেণ্য পুরুষকে যিনি আজীবন হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সভাপতিরূপে এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। সেই স্মরণীয় মনীষী হলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জামাতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বৈবাহিক কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সহরের উপকণ্ঠে আনন্দমঠের নিভৃত পরিবেশে উপেন্দ্রনাথ তাঁর অবসর জীবন যেমন জ্ঞানের তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন—তেমনি হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সভাপতিরূপে এই প্রতিষ্ঠানকে এই জেলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলতে বিশেষ সচেষ্ট হন।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ক্রমোন্নতি ও প্রসার সাধনে আরেকজন স্মরণীয় ব্যক্তি হলেন তদানীন্তন জেলা ও দায়রা জজ ৺পি, সি, চৌধুরী, আই-সি-এস মহোদয়। এঁরই আনুকূল্যে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বর্তমান হল বা সভাগৃহ নির্মান কল্পে পঞ্চকোটরাজ ৺শ্রীশ্রীকল্যাণী প্রসাদ সিংহ দেও মহাশয় ৩৫০০৲ টাকা দান করেন। অবশ্য পঞ্চকোটের তদানীন্তন ম্যানেজার—ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলাখ্যাত বিচারক পান্নালাল বসু মহাশয়ের আগ্রহ ও চেষ্টায় এই দান লাভ করা সহজ হয়। এই সঙ্গে আমরা স্মরণ করি হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের তদানীন্তন সভাপতি ৺জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। স্বাধীনতা লাভের পর উগ্র হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের যুপকাষ্ঠে মানভূমের মাতৃভাষা বাংলাকে বলি দেওয়ার যে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা সুরু হয় এবং বাংলাভাষী মানভূমের বৃহত্তম গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হরিপদ সাহিত্য মন্দিরকে ধ্বংস করার যে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা সুরু হয়—সেই দারুণ দুর্দিনে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সঙ্গে কোনও প্রকার সম্পর্ক বা সংশ্রব রাখা যখন বিপজ্জনক বিবেচিত হোত—সেই অবস্থায় জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের উন্নয়ন ও প্রসারকল্পে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দান করেন এবং তাঁর সেই দানের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিস্বরূপ হরিপদ সাহিত্য মন্দির হলের নামকরণ হয়—জগদীশ হল। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের মূল সভাপতি, জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবি, এস কেশবন মহোদয় এই জগদীশ হলের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তির পর হরিপদ সাহিত্য মন্দির সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের স্বভাবতঃই আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং বিভিন্ন সময়ে নানারূপে এই প্রতিষ্ঠান সরকারী আনুকূল্য ও অর্থ সাহায্য লাভ করে এসেছে। বঙ্গভুক্তির অব্যহিত পরেই হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের পুস্তক সম্পদ সমৃদ্ধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩০০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য দান করেন এবং ১৯৬৫ সালে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত জগদীশ হলের সম্প্রসারণ ও সম্পূর্ণকরণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩৪,০০০৲ (চৌত্রিশ হাজার) টাকা অর্থ সাহায্য দান করেন। যাঁদের আনুকূল্য ও সহযোগিতায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের পক্ষে এই সরকারী অনুদান লাভ করা সম্ভব হয় তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন শিক্ষা সচিব ডাঃ ডি, এম, সেন এবং পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বামী হিরন্ময়ানন্দ মহারাজের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এতদ্ব্যতীত হরিপদ সাহিত্য মন্দির তথা হলের সাহায্যার্থে পুরুলিয়া জেলা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ উদ্বৃত্ত অর্থের অংশ বিশেষ এই প্রতিষ্ঠানকে দান করেন এবং সম্প্রতি স্থানীয় কমলা টকী হাউসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী তথা দাঁ পরিবারের সন্তান শ্রীশ্যামসুন্দর দাঁ এই হলটি সম্পূর্ণ করার জন্য বিভিন্নভাবে বিশেষ সহায়তা দান করেন। —বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যাঁরা হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ধারাবাহিক উন্নতি ও প্রসার কল্পে নানাভাবে সাহায্য দান, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন—তাঁদের সকলকে আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বিগত অর্ধশতাব্দী ব্যাপী অস্তিত্বের সঙ্গে কেবল মানভূম জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসই জড়িত নয়—সেই সঙ্গে এই জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও অনুশীলনের ইতিহাসও নিবিড়ভাবে যুক্ত আছে। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক উৎসব ও অনুষ্ঠান এই জেলার সাহিত্য সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী; পণ্ডিত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ মনীষী; শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বনফুল, প্র-না-বি, প্রমুখ সাহিত্যিক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় সাংবাদিক; প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, বি, এস, কেশবনের ন্যায় গ্রন্থাগারিক এবং অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু, ডঃ নীহার রঞ্জন রায় প্রমুখ সুধীগণ বিভিন্ন সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করে গৌরব বৃদ্ধি করেছেন এবং জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন।

মানভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে এবং প্রাচীন মন্দিরাদি ভগ্ন দশায় পড়ে আছে—সেই সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের যে অনুপ্রেরণা অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু ও ডঃ নীহার রঞ্জন রায় মহাশয়ের নিকট থেকে আমরা পাই সেই অনুসারে এই জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালা স্থাপনের কাজ সুরু হয়। ১৯৬০ সালে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন সূত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তদানীন্তন সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ন কবির আমাদের সংগৃহীত প্রাচীন মূর্তি পুঁথি, ও অন্যান্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন এবং আমাদের এই প্রচেষ্টায় বিশেষ প্রীত হয়ে তাঁর সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত এক সহস্র টাকা বিশেষ অনুদান লাভ করি। এই সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসরে আমরা জেলা সংগ্রহশালা স্থাপনের কার্যসূচি গ্রহণ করেছি এবং ইতিমধ্যে যে সকল মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে—তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতির দুইজন প্রাক্তন সদস্য শ্রীমতী রেখা মল্লিক ও শ্রীঅনিল চৌধুরীর নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও ক্লেশ স্বীকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মূলতঃ বাঙলা ভাষাভাষী অধিবাসীদের এই মানভূম জেলার পশ্চিমবঙ্গভুক্তি ঘটেছিল ইংরাজী সন ১৯৫৬র ১লা নভেম্বরে। অবশ্য পুরো মানভূমের নয়—বেশ কিছু অংশ কাটছাঁট করে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত যে নতুন জেলাটি গঠিত হয়েছিল তা আজ পুরুলিয়া জেলা বলে সকলের কাছে পরিচিত। এখানকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের কথা শুরু করতে গেলে সর্বপ্রথম বরেণ্য স্বর্গীয় হরিপদ দাঁ প্রতিষ্ঠিত এই হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের কথাই উল্লেখ করতে হয়। বাঙালীর সংস্কৃতি এবং বাঙলা ভাষা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিহারের অন্তর্ভুক্ত মানভূম জেলারূপে এই অঞ্চল থাকাকালীন সময়েও এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে এসেছে। গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠানই জেলার মধ্যে অগ্রসর ছিল। পুরুলিয়া শহরের বিদগ্ধ বাঙালী

সমাজ এই গ্রন্থাগারের আনুকূল্যে তাঁদের সাহিত্য পিপাসা ও জ্ঞানলিপ্সা চরিতার্থ করেছেন। স্ত্রী পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে তাই সকলের নিকট এই প্রতিষ্ঠানটি অতি প্রিয় হয়ে উঠেছে।

এ ছাড়া জেলা সহরের বাইরেও বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গভুক্তির পূর্ব থেকেই চলে আসছিল। এগুলির সংখ্যা যে সে সময়ে সঠিক কত ছিল তা আজ আর নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। তবে সংখ্যায় যে সেগুলি নগণ্য ছিল না একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। এই সব গ্রন্থাগারের মধ্যে থেকেই পরবর্তী কালের সরকার পৃষ্ঠপোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি (Govt. Sponsored Rural Libraries) গড়ে উঠেছে। তবে এদের মধ্যে জয়পুর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির, মধুতটি সরস্বতী লাইব্রেরী, মুরাড্ডি প্রসন্ন সাহিত্য মন্দির, এবং কাশীপুর পাথর মহড়া (মানবাজার) ইত্যাদি গ্রন্থাগারগুলি বেশ কিছুকাল ধরে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের কাজ করে এসেছে এবং বলা বাহুল্য এখনও করে চলেছে।

বিহারের মানভূম জেলা থাকার সময়ে সহরে সরকার পরিচালিত একটি ষ্টেট লাইব্রেরী ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সেটি নব-রূপায়িত হয়ে হয়েছে জেলা গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে দুটি মূল শাখা—একটি স্থায়ী বিভাগ, অপরটি ভ্রাম্যমান বিভাগ। স্থায়ী বিভাগে শিশু, মহিলা ও সাধারণের পাঠাগার এবং পুস্তক বিতরণের কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে নব রূপায়ণের শুরু থেকেই। এ ছাড়া ভ্রাম্যমান বিভাগ প্রায় একশত গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে পুস্তক সরবরাহের কাজ চালিয়ে আসছে। দুটি বিভাগে পুস্তকের সংখ্যাও ক্রমাগত বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে। জেলা গ্রন্থাগারের সমস্ত ব্যয়ভার অবশ্য সরকারী অনুদান থেকেই নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী অর্থ-সাহায্যে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ভূমি ও শ্রমদানে তথা আর্থিক সাহায্যে জেলার জনসাধারণের গ্রন্থাগারগুলিকে সরকার পৃষ্ঠপোষিত গ্রন্থাগার (Govt. Sponsored Library) রূপে উন্নীত করা হয়েছে। এইভাবে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক যোজনায় ২২টি, তৃতীয় যোজনায় ১১টি এবং পরবর্তীকালের বার্ষিক যোজনায় পর পর ৩টি অর্থাৎ সর্ব-সমেত ৩৬টি গ্রন্থাগারের উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলির জন্য পাঠক সাধারণের পাঠ-কক্ষ সমন্বিত দুই বা তিন কক্ষ বিশিষ্ট পাকাবাড়ি, উপযুক্ত আসবাব পত্র, এবং সর্ব সময়ের জন্য নিযুক্ত একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন সাইকেল পিয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ক্রয় এবং অন্যান্য খরচ বহন করার জন্য নিয়মিত বার্ষিক অর্থ সাহায্যের বরাদ্দও এই সব গ্রন্থাগারে আছে। গ্রামের নৈশ বিদ্যালয়গুলি থেকে সদ্য অক্ষর জ্ঞান লব্ধ ব্যক্তিদের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা করাও এই গ্রন্থাগারগুলির কর্ম-পরিসীমার অন্তর্গত।

এইভাবে উন্নীত গ্রন্থাগার ছাড়াও জেলার বিভিন্ন গ্রামে শিক্ষিত জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দুই শতাধিক গ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে। স্বভাবতই এই গ্রন্থাগারগুলির কলেবর ক্ষুদ্র এবং আর্থিক সঙ্গতিও সীমিত। অবশ্য এগুলির মধ্যে কমবেশি ১০০/১২৫টি

গ্রন্থাগার পর্যায়ক্রমে প্রতি বছর সর্বোচ্চ তিনশত টাকা পর্যন্ত সরকারী অনুদান পেয়ে আসছে। জেলা ভিত্তিকভাবে প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য অকিঞ্চিৎকর না হলেও পরিমানগতভাবে যে যথেষ্ট নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই গ্রন্থাগারগুলি গ্রামীন মানব সমাজের একটি বৃহৎ অংশের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে একথা অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে এই জেলায় ২টি মহাবিদ্যালয়, একটি মহিলা মহাবিদ্যালয়, ১টি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ১টি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র এবং দুই শতাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও অপরাপর বৃত্তি-মূলক শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার বিভাগ আছে। এই গ্রন্থাগারগুলি থেকে পুস্তক গ্রহণের সুযোগ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই গ্রন্থাগারগুলির অবদানও জ্ঞান-সীমার প্রসারণে নগণ্য নয় এবং সেই হেতু গ্রন্থাগার কর্মসূচির পূর্ণ রূপায়ণে এগুলির কর্ম পরিচালন ব্যবস্থাও বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জেলায় গ্রন্থাগারের চাহিদাও বেড়ে চলেছে। গ্রামে গ্রামে তরুণেরা নিজ উদ্যোগে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হচ্ছে ও এভাবে গড়ে উঠেছে আরও নূতন নুতন গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আজ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে অনুভূত। এখন প্রয়োজন সমগ্র জেলায় সকল প্রকারের গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে গ্রন্থাগার জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করার জন্য সমন্বয় সাধন করা। ব্যষ্টিগত প্রয়াসকে সমষ্টিগত সূত্রে গ্রথিত করতে পারলে কাজ অনেকখানি এগিয়ে যাবে, জ্ঞান প্রসারের চেষ্টা ফলবতী হবে। গ্রন্থাগার জন-মানসে সমধিক রেখাপাত করবে।

সাধারণ গ্রন্থাগার পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানরূপে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরকেও নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলতে হচ্ছে। নিছক জীবন ধারণের সমস্যাই যেখানে উৎকটভাবে দেখা দেয়—সেখানে উন্নয়ণ ও প্রসারের চিন্তা আকাশ কুসুম রচনা বা কল্পনা বিলাস রূপেই প্রতিভাত হবে। এই পরিস্থিতিতে, একটি স্বাধীন দেশের রাজ্যে জনগণের চাহিদা মেটানোর অপরিহার্য লক্ষ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার সাধন ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ও কার্যকরী করা এবং নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন। তা না হলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে বিশেষভাবে বেঁচে থাকা কঠিন হবে।

গ্রন্থাগার আইন চালু করার দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে আমরা ইতিমধ্যে সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসরে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার সাধন ও বিবিধ উন্নয়ণ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদানে প্রয়াসী হয়েছি। কেবল সহরাঞ্চলের মধ্যেই আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সীমিত রেখে সহরের বিভিন্ন মহল্লায় গ্রাহক ও গ্রাহিকাদের চাহিদা পূরণের জন্য আমরা ভ্রাম্যমান শাখার মাধ্যমে পুস্তক সরবরাহের যে ব্যবস্থা গত কয়েক বৎসর যাবৎ চালু রেখেছি সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসরে সেই ব্যবস্থার উল্লেখজনক উন্নতি ও প্রসার সাধনে উদ্যোগী হয়েছি। সে ছাড়া হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের অবৈতনিক পাঠাগার

ও পুস্তক আদান প্রদানের ব্যবস্থা উন্নততর করা হচ্ছে। স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা চাঁদায় পাঠ্য পুস্তকাদি সরবরাহের যে বিভাগ অর্থাৎ "টেক্সট-বুক কর্ণার" রয়েছে— তাতে আমরা সাধ্যমত ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা পুরণের চেষ্টা করে আসছি। কিন্তু বলা বাহুল্য, আমাদের সেই চেষ্টা খুবই সীমিত। এখানে একটি "স্টুডেন্টস ডে-হোম" এর অনুরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসরে পূর্ণাঙ্গ "স্টুডেন্টস ডে হোম" অথবা অনুরূপ কোনও বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনাও আমাদের আছে। এই সূত্রে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের যে শাখাটি আমরা দীর্ঘ ষোল বৎসর কাল ধরে পরিচালনা করে আসছি সেটারও উল্লেখ প্রয়োজন।

উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব মনীষী ও মহাপুরুষেরা তাঁদের অনবদ্য ও অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন— তাঁদের অনেকের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে উদযাপিত হয়েছে এবং অনেক বিশিষ্ট সন্তানের শতাব্দী জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা গান্ধী; মহামতি লেনিন প্রভৃতি মনীষী ও মহাপুরুষগণের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের মঞ্চ থেকে উদযাপিত হয়েছে ; এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন , আচার্য যদুনাথ সরকার, ও অতুল প্রসাদ সেনের শতাব্দী জয়ন্তী এবং বিদ্যাসাগরের সার্ধশত বার্ষিকী উৎসব হরিপদ সাহিত্য মন্দির কর্তৃক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ও আয়োজন চলছে।"

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণের পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের রজতজয়ন্তী অধিবেশনের সাফল্য কামনা করে নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও সংস্থা সমূহের প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল।

ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন, জাতীয় অধ্যাপক (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান) ; ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি, জাতীয় অধ্যাপক (মানবিক বিজ্ঞান) ; ডঃ রমা চৌধুরী, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ; প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, উপাচার্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ; প্রশান্ত মহলানবিশ, এফ, আর, এস ; সভাপতি, ক্যানাডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ; সভাপতি, লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন অব সিঙ্গাপুর ; সভাপতি (ডঃ বি, ডি, আর, রাও), ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন , অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ জেনারেল, বিবলিওথেক ন্যাশনালে ; এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, অ্যামেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ; ডিরেক্টর, 'অ্যাসলিব' (অ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ এণ্ড ইনফরমেশন ব্যুরো) ; ডিরেক্টর অব লাইব্রেরী সার্ভিসেস, ঘানা লাইব্রেরী বোর্ড ; ডিরেক্টর, ডিপার্টমেন্ট অব ডকুমেন্টেশন এণ্ড আরকাইভস, 'ইউনেসকো' ; জেনারেল সেক্রেটারী, কেরালা গ্রন্থশালা সংঘস ; সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ; জেনারেল সেক্রেটারী, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি।

অতঃপর পুরুলিয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী প্রমথানন্দ বলেন

ভারত এক প্রাচীন দেশ। এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে অনেক ঝড় ঝাপটা। বর্তমানে ভারত স্বাধীন হলেও তার সামনে রয়েছে অনেক বাধা বিপত্তি। কিন্তু চলার পথে রয়েছি আমরা তাই এগিয়ে যেতেই হবে এবং এর মাঝেই পাওয়া যাবে আমাদের প্রকৃত পথের সন্ধান। তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাবধারা বজায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন গ্রন্থাগারই হল সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। স্থানীয় জে, কে কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ভবিষ্যতে এমন অবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে কলেজ গ্রন্থাগার ও স্থানীয় জেলা গ্রন্থাগারের মধ্যে এক সহজ যোগসূত্র গড়ে ওঠে। প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে কোন ব্যক্তিকে পাঠকের উপযোগী বই নির্বাচন করে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। তাই গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কলেজ গ্রন্থাগারটির পুস্তকের সংখ্যা যথেষ্ট হলেও স্থানাভাবে একে উপযুক্তরূপে গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছেনা। কলেজে রয়েছে একটি পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার এবং ইচ্ছা রয়েচে এক **Books-Bank** তৈরী করার। তিনি পুরুলিয়ায় আন্তঃগ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন করার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন।

পুরুলিয়ার বিশিষ্ট নাগরিক মন্মথনাথ কুইরী স্বরচিত দুটি কবিতার মাধ্যমে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন সম্মেলনের প্রস্তাবিত উদ্বোধক ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও সম্মেলনের সভাপতি ডঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে।

অতঃপর সভাপতি ডঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণ দেন।

"বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য ও কর্মিবৃন্দ, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য, সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ!

আজকের দিনে আপনাদের বার্ষিক সম্মেলনে ও রজত জয়ন্তী উৎসবে পৌরোহিত্যের আমন্ত্রণ পেয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। এর জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান আমার প্রথম কর্তব্য বলে মনে করি। যদিও আমি বৃত্তিতে গ্রন্থাগার কর্মী নই, গত কয়েক বৎসর যাবৎ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব্ স্পেশাল লাইব্রেরীস্ ও ইন্‌ফরমেশন সেণ্টারের প্রেসিডেণ্ট পদে বহাল থাকার দরুণ বহু গ্রন্থাগার কর্মীর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আলাপ ও আলোচনা করার সুযোগ ঘটেছে। এঁদের সান্নিধ্যে ও কার্যকলাপ অবলোকনে এবং কিছুটা স্বতোপ্রণোদিত পঠন-পাঠনে লাইব্রেরি সায়েন্স সম্বন্ধে খানিকটা অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। এই স্বল্প সক্ষমতার ভিত্তিতে এবং আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য আজ আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দুচারটি মন্তব্য করতে সাহসী হয়েছি। ত্রুটি বিচ্যুতি বা ধৃষ্টতা যদি কিছু হয় তাহা নিজগুণে মার্জনীয় গণ্য করলে বিশেষ বাধিত হ'ব।

এই পদে বৃত হয়ে আমার পূর্বসূরীরা বহু জ্ঞানগর্ভ তথ্য ও উপদেশ আপনাদের কাছে

পেশ করেছেন প্রত্যেক বার্ষিক সম্মেলনে। আজ তার পুনরাবৃত্তি বা পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নাই আপনাদের মত নিপুণ ও বিচক্ষণ কর্মিবৃন্দের কাছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আজ যে বিশাল ও সুমহান অগ্রগতি দেখা দিয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে লাইব্রেরী সায়েন্সে প্রলয়ঙ্কর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই বহুমুখী ও দিগন্তব্যাপী কর্মসূচিকে আজ কিভাবে নিজেদের মধ্যে আয়ত্তের সীমানায় আনা সম্ভব হয় এবং আপনাদের চিরাচরিত বৃত্তি, প্রথা ও ঐতিহ্য সম্যগভাবে বজায় রেখে এই নূতন দিগন্তের সন্ধানে কি প্রকারে অগ্রণী হওয়া যায়—তারই প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য করবার বাসনা রাখি।

গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ও স্থাপনা এবং তাহার উন্নতিবিধান সম্পর্কে চিন্তা বহুদিন থেকেই সভ্যজগতে বর্তমান। যখন কাগজের উদ্ভব ও পুস্তকাকারে জ্ঞানচর্চার সুযোগ ছিল না তখনও আমাদের দেশে নানা মন্দিরে ও বৌদ্ধস্তূপে ও সংলগ্ন বিহারে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু ছিল। ইহার নিদর্শন—ভারতে, মিশরে, মেক্সিকো ও প্রাচীন ইউরোপ ভূখণ্ডে প্রচুর বিদ্যমান। তখনকার লিপিবদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার শুধু সযত্নে রক্ষিত হত অতি অল্পসংখ্যক বিদ্যার্থীর ব্যবহারের জন্য। মন্দির বা বৌদ্ধ বিহারের প্রধানই সেই মুষ্টিমেয় পুঁথির ভাণ্ডারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। পাছে এই সব মূল্যবান জ্ঞান ভাণ্ডারের ক্ষতি হয় এই ভয়ে ইহাদের ব্যবহার খুবই সীমিত ছিল। কাগজ আবিষ্কার ও মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পরবর্তী যুগ থেকেই এই পরিস্থিতির সম্যক পরিবর্তন শুরু হয়েছে। আজ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়ার্দ্ধে পৌছে আমরা পুস্তক প্রকাশন ক্ষেত্রে যে দৃশ্য দেখছি তাকে 'বুক একসপ্লোশন' (Book exploison/Publication explosion) আখ্যা অনেকেই দিয়েছেন। এয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু বসু ইংরেজ কবি চসরের (Chaucer) একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন যে তখনকার দিনে একটি উৎসাহী পুস্তক সংগ্রহে আগ্রহশীল ছাত্রের কুড়িখানি পুস্তক-ভাণ্ডার গর্বের বস্তু বলে গণ্য হ'ত। তার মধ্যে দর্শন, ইতিহাস সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকই প্রায় সবগুলি থাকত। বিজ্ঞান পুস্তকের দিকে তখনকার দিনে বিশেষ নজর ছিল না। আজ আমরা এই দৃশ্যপটের পরিপ্রেক্ষিতে কি দেখতে পাচ্ছি? "ইউনেসকো"র (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) যে রিভিউ (Review) প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৫ সালে, তাতে বলা হয়েছে যে ১৯৬০/১৯৬৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা সবসমেত ৪০০ লক্ষের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আধুনিককালে কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার আর একটা হিসাব দেওয়া যাক। পৃথিবীর এক বিখ্যাত পরিসংখ্যান পর্ষদের সমীক্ষার মতে প্রতি বছর শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ৬০,০০০ বই ১,০০,০০০ গবেষণা প্রসূত পুস্তিকা (Research Reports) এবং ১,২০০,০০০ প্রবন্ধ ম্যাগাজিন বা জার্ণালের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। এই জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যদি আজকের দিনে আমাদের কিছু সঞ্চয় করতে হয় তবে সমুদ্রমন্থন করা ছাড়া

উপায় নাই। অমৃত উদ্ধার কখনই সহজসাধ্য হয় না। তার জন্য চাই জ্ঞানের বিকাশ, শ্রম, অধ্যবসায় ও উন্নত ধরণের "লাইব্রেরী সায়েন্স" শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি অগ্রগামী দেশগুলিতে এই ব্যাপারে যে সব পথ অবলম্বন করে জ্ঞান চর্চার শীর্ষস্থানে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে এবং হচ্ছে তার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা সঙ্গত হবে বলে মনে করি।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার আধুনিক গ্রন্থাগার বলেত আমরা কি বুঝি। প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে এদের তফাৎ কোথায়? গ্রন্থাগার বলতে এতকাল যা জনসাধারণ বুঝে এসেছে তা হল পুস্তক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও একটি পুস্তক ভাণ্ডার তৈয়ারী করা। এই ভাণ্ডারকে ইট পাথরের মত স্থাণু ভেবে বজায় রাখা হত বটে কিন্তু এর সমাজসেবায় ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত ছিল। আজ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষভাবে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে, তথ্য-পরিবেশনে, অর্থনীতির বিকাশে, শিল্প সম্প্রসারণে ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারের অবদান আজ সচল ও প্রাণবন্ত হয়ে সমাজ কল্যাণে ব্রতী হচ্ছে। স্থূল, নির্জীব, প্রায় অচল পুস্তকস্তূপ খোলস পাল্টে এখন অনুসন্ধানে, তথ্য সংগ্রহে ও তথ্যপরিবেশনে সজীব হয়েছে। আমাদের মত পৌঢ় বয়স্ক গ্রন্থাগারিকরা ইচ্ছা করলেও এখন গ্রন্থাগারে আরাম কেদারায় বসে থাকতে পারবেন না। আগ্রহী তথ্য সংগ্রহকারীদের চাহিদা মেটাতে তাদের গ্রন্থাগারকে সচল করে তুলতে হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে দেশের সমাজের সেবা করতে হচ্ছে। গ্রন্থাগারের পুরাতন স্বরূপ, সংগঠন, ধর্ম ও কর্মপদ্ধতির মৌল পরিবর্তন করার প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মিবৃন্দকেও এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের কর্মনিপুণতা বাড়াতে হবে যাতে দেশের ও দশের কল্যাণে, শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বিশ্বের নানা প্রগতিশীল দেশে আজ লাইব্রেরী সায়েন্টিস্টরা প্রচুর মর্যাদাপূর্ণ পদে আসীন। ভারতে ও বাংলায় গ্রন্থাগারিকদের সেইরূপ স্বীকৃতি সমাজের ও সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়ার সময় এসেছে। এই ডাকে সাড়া দেওয়া সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি অগ্রণী সংস্থা হিসাবে পরিচিত এবং নূতন ভাবধারায় ও কর্মোদ্যমে এরা প্রাণচঞ্চল; পুরাতন ছেড়ে নূতনের সঙ্গে সংহতি সাধন করে এরা নিশ্চয়ই এই ক্ষেত্রে অগ্রদূত হতে পারবেন এই ভরসা করি।

আপনারা সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে এযুগে লাইব্রেরীতে পড়বার মত জিনিষ কতপ্রকার হয়েছে। এক কালে শুধু হস্তলিখিত পুঁথি ও পুস্তকই ছিল লাইব্রেরী ভাণ্ডারের একচ্ছত্র সম্পত্তি। সে যায়গায় নানা প্রকারের পুস্তক, মনোগ্রাফ (Monograph), সাময়িক পত্রিকা (Periodical), ছোট পুস্তিকা (Pamphlet), রিপোর্ট (Report), ফিল্ম (film), মাইক্রোফিল্ম (microfilm), ম্যাগনেটিক টেপ (magnetic tape), গ্রামোফোন রেকর্ড (Gramophone record) ইত্যাদি সবই স্থান পাচ্ছে এবং আরও

নানা প্রকারের audio-visual aid সামগ্রীর চাহিদা বাড়ছে [illegible] প্রকারের তথ্যসামগ্রী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বিজ্ঞান প্রগতির আনুকূল্যে যে লাইব্রেরী [illegible] প্রসার কতদূর বাড়বে অদূর ভবিষ্যতে তা আমরা কল্পনা করে উঠতে পাচ্ছি না। এই [illegible] স্রোতের মত তথ্য সামগ্রী কিভাবে গ্রন্থাগারিকরা নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যার্থী ও প্রযুক্তিবিদদের সেবায় নিয়োজিত করবেন তা বিশেষভাবে বিবেচনা সাপেক্ষ। প্রগতিশীল দেশগুলিতে এখন নূতন ধরণের ইন্‌ডেক্সিং ও ক্যাটালগিং (Indexing and Cataloguing), মেডলার (Medlar) ও কম্পুটার (Computer) জাতীয় যন্ত্র ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে। আমাদের দেশেও এই সব প্রথা খানিকটা চালু হয়েছে এবং আর সব শীঘ্রই প্রচলিত হতে চলেছে। এর সাহায্যে যথাযথ তথ্য শুধু সহজ সংগ্রহ করাই সম্ভব হবে না সেই তথ্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে সময়মত পরিবেশন করে দেশের শিল্প ও কারিগরি কাজে উন্নতির পথও উন্মুক্ত করা যাবে। এ যুগে মানুষ চাঁদে পদার্পণ করে ও নানা সঙ্কটময় ব্যাধির নিরাময় করে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার অনেকটা লাইব্রেরীর মাধ্যমে উপযুক্ত তথ্য বৈজ্ঞানিকদের কাছে চাহিদামত পরিবেশন দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডার যত পরিপুষ্ট হচ্ছে সেই জ্ঞান ভাণ্ডারের ব্যূহ ভেদ করে আসল কার্যোপযোগী তথ্য সংগ্রহ ততই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক লাইব্রেরীর সুষ্ঠু সম্প্রাসারণ এবং লাইব্রেরিয়ানদের সেই জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমাজের ও বিদ্যোৎসাহীদের সেবায় নিয়োগের উপর দেশের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করছে। এর জন্য অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত লাইব্রেরীতে বিবলিয়োগ্রাফি সংকলন, আধুনিক তথ্য সরবরাহ, ক্যাটলগ ও রিপ্রোগ্রাফিক (Reprographic facility) পন্থা অবলম্বনে আশু সময়োপযোগী তথ্য সরবরাহ শুরু হয়েছে। আগের দিনের তুলনায় লাইব্রেরীর ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা ও লাইব্রেরী সায়েন্স সম্বন্ধে সরকার অনেক সচেতন হয়েছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আধুনিক লাইবেরীর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবদানের কথা এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন। স্বাধীনতা অর্জনের পর গত বিশ বছরে ভারতে বিজ্ঞান, শিল্প, প্রযুক্তিবিদ্যা ও এটমিক্ এনার্জি (Atomic Energy) ক্ষেত্রে অগ্রগতির যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অগ্রগতি ও প্রসার সম্ভব হত না যদি না সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি তথ্য সরবরাহ সংস্থাও গড়ে উঠত। উদাহরণ স্বরূপ (১) ইন্‌ডিয়ান সায়েণ্টিফিক ডকুমেণ্টেশন সেণ্টার (INSDOC), দিল্লী; (২) পাবলিকেশন ও ইন্‌ফরমেশন ডিরেকটোরেট, নিউদিল্লী; (৩) ডকুমেণ্টেশন রিসার্চ ও ট্রেনিং সেণ্টার (DRTC), বাঙ্গালোর ও ডিফেন্স সায়েন্স ইনফরমেশন ও ডকুমেণ্টেশন সেণ্টার (DESIDOC) ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক ও ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (Council of Scientific and Industrial Research) সংস্থা এ বিষয়ে যে নূতন পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা সকল গ্রন্থাগারিকদের ধন্যবাদার্হ। এ ছাড়া ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস্ কমিশন (UGC) ও ইন্‌ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী (IIT) গুলির আনুকূল্যে অনেক লাইব্রেরীর

স্থাপনা হয়েছে। এটমিক এনার্জি কমিশনও (Atomic Enery Comission) এদিকে সুনজর দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। আজ আমাদের দেশে লাইব্রেরী সায়েন্স-এর কাঠামো খুব সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলেও একেবারে অবহেলিত অবস্থায় নাই।

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে খানিকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হলেও আঞ্চলিক ভিত্তিতে লাইব্রেরীর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা আমাদের সমাজে বিশেষভাবে সাড়া দিতে পেরেছে বলে মনে হয় না। গ্রন্থাগার ও তার তথ্যভাণ্ডার যে জাতীয় জীবনের উন্মেষক ও পরিবর্দ্ধক সে চেতনা এখনও মর্মস্পর্শী হয় নাই। গ্রন্থাগার এখনও জাতীয় জীবনের অলঙ্কার মাত্র বলে গণ্য হয়, জীবনধারার পরিপূরক ও সহায়ক বলে বিবেচিত হয় না। এর যেটুকু স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাংলায় তার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘকালের অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও অধ্যবসায়ের ভূয়সী প্রশংসা না করে থাকতে পাচ্ছি না।

গ্রন্থাগারের উপকারিতা ও জাতীয় জীবনে তাৎপর্যের কথা এতক্ষণ আপনাদের কাছে পেশ করলাম। এবার আধুনিক যুগের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা ব্যবস্থার কিরূপ পরিবর্তন দরকার যাতে তারা যুগের বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের শিক্ষা ও অর্জিত জ্ঞান ভাণ্ডারের আদান প্রদান করতে পারে তার সম্বন্ধে কিছু বলব। লাইব্রেরিয়ান শব্দটি অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্য মণ্ডিত সন্দেহ নাই কিন্তু আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান গোষ্ঠিকে এ ভাষায় পূরা স্বীকৃতি দান করা যায় না। এখন লাইব্রেরি শিক্ষায় ডকুমেনটেশন পদ্ধতি (Documentaion) বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কাজেই অনেকের মতে 'লাইব্রেরিয়ান' শব্দটির বদলে এদের ডকুমেন্টালিষ্ট (Documentalist) আখ্যা দেওয়া সমীচীন হবে। আধুনিক লাইব্রেরিয়ান এখন শুধু বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কাজেই লিপ্ত থাকে না সে নানা ভাষায় লিখিত বই পড়ে এবং তা থেকে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে উপযুক্ত স্থানে বা ব্যক্তি বিশেষকে চাহিদা মাফিক সরবরাহ করতে পারে। সে অচল, অনড় পুস্তক ভাণ্ডারের শুধু রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক নয়; সে গতিশীল, চলমান এবং তার সক্রিয় সাহায্য দ্বারা অন্য বিদ্যার্থীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম। তার এই নূতন শিক্ষাদীক্ষার স্বীকৃতি দেওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে সে এখন বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির একজন গণ্যমান্য সদস্য হিসাবে পরিগণিত হতে পারে এবং নিজ গুণাধিকারে আপনার সমাজের সুধীবৃন্দের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করতে পারে। গ্রেটব্রিটেন ও আমেরিকায় এখন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে লাইব্রেরিয়ানশিপ পঠন পদ্ধতির পরিবর্তন করে 'ইনফরমেশন সায়েন্টিস্ট' পাঠক্রম শুরু করা হয়েছে। এই 'Study Course' এর বিষয় বস্তুর মধ্যে আছে "Origin, Collection, Organisation, Storage, Retrieval, Interpretation, Transformation and Utilization of information. This is being conceived as an interdisciplinary Science derived from and related to such bordering Scientific fields as Mathematics, Logic, Linguistics, Psychology, Computer technology, Operation research,

Graphic arts, Communication, Library science, Management and other similar fields. It will have both a pure science component for background knowledge and an applied science camponent which develops service and products"

এই মূল উদ্ধৃতি থেকে আপনারা স্পষ্টই বুঝবেন যে আজকের লাইব্রেরি শিক্ষার মান কত উর্দ্ধে উঠছে এবং এইরূপ উচ্চশিক্ষিতের স্থান সমাজের কোন স্তরে পড়া উচিত। আমাদের প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাজকে যদি আরও জ্ঞান মার্গের ও সভ্যজগতের উচ্চস্তরে উন্নীত করতে হয় তাহলে গ্রন্থাগার স্থাপনায় ও শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকদের অবহেলা করে সমাজের অকল্যাণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

লাইব্রেরী শিক্ষার মান উন্নয়ন করার সঙ্গে একটি প্রশ্ন ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত রয়েছে। সেটি হচ্ছে লাইব্রেরিয়ানদের গুরুদায়িত্ব পালনে ও আত্মমর্যাদা রক্ষার বাহন হিসাবে তাদের বেতন বৃদ্ধি করে সমকক্ষ অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মত সমস্তরে নিয়ে আসতে হবে। শুধু মুখের কথায় ও স্তোকবাক্যে এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারাই এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। পরিষদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও তৎপরতা সত্ত্বেও এতদিন সরকারের বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের টনক কেন নড়ছে না তার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। বিদ্যোৎসাহী ও জনগণ আপনাদের কাজে বিশ্বাসী ও তাদের সমর্থন আপনারা নিশ্চয় পাবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আগামী বছরে চেষ্টা চালিয়ে গেলে হয়ত সুফল পেতে পারেন। ততদিনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবহাওয়ার সুষ্ঠু পরিবর্তন আশা করা যায়।

আপনাদের আর আমার প্রগলভতার বাক্যবাণে বিধ্বস্ত করবার ইচ্ছা নাই। আপনাদের প্রচেষ্টায় যে রজত জয়ন্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আজকের পুণ্যদিনে তা জয়যুক্ত হোক বাংলার মাটির অমৃতধারায় আপনারা সিক্ত হয়ে এতদিনের কালিমা মুছে ফেলে নবগৌরবে উদ্ভাসিত হোন এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ নববিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিক এই কামনা করি। এই রজত জয়ন্তীর পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আপন কর্মধারার প্রসার ও প্রভাব বিস্তার করে সুবর্ণ জয়ন্তীর জন্য পূর্ণউদ্যমে যাত্রা শুরু করুক ও বাংলার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ইতিহাসে বরেণ্য নবযুগের সূচনা করুক।

আপনাদের যাত্রাপথ সমুজ্জ্বল ও আলোকিত হোক! নিজ শক্তিতে সকল বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করে নূতনতর পথের অগ্রদূত হোন! শিবস্তে সন্তু পন্থানঃ।

সভাপতির ভাষণের পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী উদ্বোধক, সভাপতি, বিশিষ্ট বক্তাগণ, অতিথিবৃন্দ ও প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পরবর্তী কর্মসূচীর ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠান শেষ হয় রামপদ চৌধুরী মহাশয়ের টুসু সঙ্গীতে গ্রন্থাগার গানের মাধ্যমে গানটি রচনাও করেছেন শ্রীচৌধুরী। গানটি হলো :—

পুরুলিয়ায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

(এ যে) অপূর্ব এক সংঘটন ॥
একাত্তোরের ফেব্রুয়ারীর বারো তারিখ উদ্বোধন,
তিন দিন ব্যাপী রজত জয়ন্তীর এ অধিবেশন ॥
সারা পশ্চিম বাংলা হতে সমাগত গুণীজন,
(তায়) উদ্ভাসিত হরিপদ সাহিত্য মন্দির ভবন ॥
এ মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী সেই সঙ্গে পালন,
আহা কিবা রং ধরেছে সোনা ও রূপার মিলন ॥
আজকের এই সম্মেলন গৃহের আছে অমূল্য কথন,
সে কথা সগৌরবেতে করবো সকলে স্মরণ ॥
এই ভবনে পুরুলিয়ায় গ্রন্থাগার প্রথম স্থাপন,
করেছেন স্বর্গত হরিপদ দাঁ মানব-রতন ॥
(দাঁ) ছিলেন না উচ্চ শিক্ষিত, জ্ঞান-গুণে দেবের মতন,
নানা ভাবে শিক্ষা বিস্তার ছিল তাঁর পবিত্র পণ ॥
তাঁরই দয়ায় সাহিত্য-চাষ তরে হলো বীজ বপন,
তারই সঙ্গে নারী শিক্ষার হলো প্রথম আন্দোলন ॥
গ্রন্থাগার সূচনা হলো, জেলাতে জাগলো চেতন,
একে ছুইয়ে বাড়লো সংখ্যা সহরে গ্রামে তখন ॥
(পরে) পুরুলিয়ায় হলো একটি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন,
শহর গ্রন্থাগার একটি তা অবস্থিত এই ভবন ॥
জনপদ গ্রন্থাগার আছে ছত্রিশটি মোটে এখন,
দুইশ আছে গ্রামেতে গ্রামীণ গ্রন্থাগার সাধারণ ॥
গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ এই জেলাতে প্রয়োজন,
এই সম্মেলন তারই প্রভাত আনলো গো করে বহন ॥
গ্রন্থাগারের উপকার, প্রয়োজন কে করে বর্ণনা।
এ সম্মেলন হউক সফল, রামের এই শেষ নিবেদন ॥

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগার আয়োজিত 'গ্রন্থাগার আপনার জন্য কি করতে পারে ?' শীর্ষক প্রাচীর পত্রের প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করেন হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী। বিভিন্ন প্রাচীরপত্রের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে গ্রন্থাগারের কথা সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় স্থানীয় BFC (Boys Friends Club) সংস্থার নির্বাচিত শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত নাটিকাটি দর্শকগণকে মুগ্ধ করে। নাটকের পর আয়োজিত হয় পুরুলিয়ার বিখ্যাত 'ছৌ' নাচ। শ্রীহীরা রায় ও সম্প্রদায় ঐতিহ্যপূর্ণ নৃত্যকে প্রয়োগ কৌশলের মাধ্যমে মনোরম করে তোলেন।

প্রথম এবং দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন

১৩ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, সকাল ৮ ঘটিকা

আলোচ্য প্রবন্ধ : পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বরূপ।

প্রবন্ধকারদ্বয় : সত্যব্রত সেন ও তুষারকান্তি সান্যাল

সভা পরিচালনা করেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধের আলোচনার সূত্রপাত করে প্রবন্ধকার প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ ও তার ব্যাপকতা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। (মূল প্রবন্ধটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৭৭) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে) শ্রী সান্যালের প্রবন্ধ উত্থাপনের পর এই প্রবন্ধের গুরুত্ব ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন সভা পরিচালক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীতারকদাস লাহিড়ী (জিওলগড়া, ধানবাদ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা কমিটি গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ কমিটি অন্যান্য প্রদেশে গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রীনিতাইচন্দ্র বসু (শৈলেশ্বর লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রি রিডিং রুম, কলকাতা) বাঙলা দেশের গ্রন্থাগার সমূহের অবক্ষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন আরম্ভ করলে এই অবক্ষয় রোধ হতে পারে। শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী (ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলকাতা) প্রস্তাব করেন যে সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি নিয়ে একটি Board of Library Service গঠন করা প্রয়োজন। শ্রীশ্যামল সরদার (ভারাগুনিয়া বীণাপানী পাঠাগার ২৪ পরগণা) প্রস্তাব করেন যে গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার কমিটির পদাধিকার সম্পাদকের পরিবর্তে যুগ্ম সম্পাদক মনোনয়ন করা প্রয়োজন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা কমিটিগুলিতে জেলা শাখা কমিটির পৃথক অর্থ ভাণ্ডার থাকা প্রয়োজন। শ্রীমনোরঞ্জন জানা (সবুজ গ্রন্থাগার, হাওড়া) বলেন যে পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বার্ষিক চাঁদার জন্য বিভিন্ন গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমূহকে সরকারের বিশেষ অনুদান দেওয়া প্রয়োজন যাতে প্রত্যেক গ্রন্থাগারই 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা রাখতে পারে। শ্রীশিবেন্দু মান্না (যুগ্ম আহ্বায়ক, হাওড়া জেলা কমিটি) প্রস্তাব করেন যে গ্রন্থাগার সমূহে দেয় সরকারী অনুদান দেওয়ার কালে যেন মনিঅর্ডার কমিশন কেটে না নেওয়া হয় এবং বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে যেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক তালিকাভুক্ত করা হয়। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আন্দোলনের অন্যতম দাবী স্পনসর্ড প্রথার অবসানের পর সঠিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণা দেওয়ার কথা বলেন এবং পাঠকের পাঠস্পৃহা সম্পর্কে এক সমীক্ষার কথাও বলেন। শ্রীশ্যামল কুমার দে (মধুপুর সাধারণ পাঠাগার, পুরুলিয়া) গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমূহের দুরবস্থার কথা

উল্লেখ করেন এবং গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে সামগ্রিকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। নিজ নিজ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে এবং সরকারী অনুদানের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রবর্তনের কথা বলেন সর্বশ্রী ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিবেনী পাঠাগার, হুগলী), সত্যব্রত রায় (মুর্শিদাবাদ), দীনেশচন্দ্র সেন (কুচবিহার) এবং নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (কোলাঘাট গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর)। শ্রীসত্য চট্টোপাধ্যায় (নদীয়া) আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেন যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় গড়ে ওঠা গ্রন্থাগার সমূহের সুব্যবস্থার জন্য সরকারী অনুদান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং স্পনসর্ড প্রথার অবসানের জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা আবশ্যক। গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার কমিটির যুগ্ম সম্পাদক এবং গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসনের অবসানের প্রস্তাবও তিনি করেন। শ্রীঅবধূত সরকার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বীরভূম) বলেন গ্রন্থাগার যাতে সাধারণ আমোদ প্রমোদের কক্ষে পরিণত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শ্রীদিলীপ চৌধুরী (দার্জিলিং) অভিযোগ করে বলেন আলোচ্য প্রবন্ধে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনার চেয়ে গ্রন্থাগার কর্মী সম্পর্কেই আলোচনা বেশী হয়েছে। শ্রীগোপাল পাল (বাঁকুড়া) এবং লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (বর্ধমান) ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীঅভয়পদ দাস (পিপলন রামকৃষ্ণ সংঘ পাঠাগার, বর্ধমান) বলেন বর্ধমান জেলায় অবিলম্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা কমিটি গঠন এবং এই শাখা কমিটি প্রথমে গ্রাম থেকে শুরু করে পরে ক্রমান্বয়ে জেলা স্তরে গঠন করা প্রয়োজন। শ্রীদ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত (এসিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট ডেপুটেশান দেওয়ার কথা বলেন।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সামগ্রিকভাবে সমস্ত আলোচনার উত্তর দিতে যেয়ে বলেন জেলায় জেলায় পরিষদের শাখা কমিটি গঠন শুরু হয়েছে কিন্তু কয়েকটি জেলায় আজও কোন কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে কোন আমন্ত্রণ না আসায়। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে তিনি জানান ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করা হয়েছে এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলই নীতিগতভাবে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। এই সম্পর্কে তিনি নির্বাচনের পরে প্রত্যেক জেলায় জেলায় গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে ও গণ-অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে জেলা শাখা কমিটিগুলিকে সক্রিয় হতে বলেন। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন গ্রন্থাগার আইন চালু হওয়ার পূর্বেই স্পনসর্ড প্রথা বাতিল করে গ্রন্থাগার সমূহকে সরকারী আওতায় আনা প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন জেলা শাখা কমিটির কার্যাবলীর মধ্যে তিনি বলেন গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তুলতে 'জনচেতনা ও জনচাহিদা'র এক সমীক্ষা করে অনুরূপ কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। সাম্প্রতিক কালে গ্রন্থাগার সমূহের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করে তিনি এই হামলাকে প্রতিরোধ করতে জনচেতনা বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানান। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তুলতে হলে

প্রয়োজনমত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। শ্রীসন্তোষ বসাক (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা) জানান যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সরকারী ঔদাসীন্যে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই কারণ তিনি প্রস্তাব করেন যে উপরোক্ত খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে যেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সচেষ্ট হন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দায়িত্বভার যেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রহণ করেন। সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন আলোচ্য প্রবন্ধের যুগ্ম লেখক শ্রীসত্যব্রত সেন। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তিনি বলেন প্রবন্ধের অধিকাংশ অংশই গ্রন্থাগার সম্পর্কীয়। বিভিন্ন জেলা শাখা কমিটি গঠনের বিবরণী প্রকাশের সময় কয়েকস্থানে মৌখিক বিবরণের ভিত্তিতে রচিত হওয়ায় কোথাও ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে তবে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত।

অতঃপর সভাপতি ও সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন শেষ হয়।

তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশন

১৩ ফেব্রুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা

আলোচ্য দ্বিতীয় প্রবন্ধ : পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা।

প্রবন্ধকারদ্বয় : ফণিভূষণ রায় এবং মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ

এই অধিবেশন পরিচালনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীফণিভূষণ রায় অধিবেশনের প্রথমে বর্তমান প্রবন্ধটি প্রসঙ্গে বলেন যে প্রবন্ধটিতে কেবলমাত্র এক সার্বিক আলোচনাই করা হয়েছে এ সম্পর্কে সঠিক পথনির্দেশ করতে প্রয়োজন বিস্তারিত আলোচনা। অতঃপর প্রবন্ধটি সভায় পেশ করা হয়।

।। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা ।।

ফণিভূষণ রায় ও মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ

[In this paper on 'Library science training in West Bengal' an analysis has been made to assess the need for training, the levels of training, the syllabi, the selection policies, the teaching techniques, the methods of examination and similar other problems of the three B. Lib Sc courses imparted by the Universities and two certificate course sbeing run by two institutions in West Bengal.

The paper seeks to establish that there is ample scope for proper integration of the courses to attain a judicious distribution of syllabi to avoid to a reasonable extent the unemployment and under employment of librarians now prevailing.

The analysis has been made on the basis of the latest available issues of syllabi of the Universities/Institutions concerned.]

০ সূচনা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা মূলতঃ বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক শিক্ষা। ইহার তত্ত্ব ও প্রয়োগ অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত। ফলে একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা বা ভাবা আদৌ সম্ভব নহে। অন্য বিশুদ্ধ তত্ত্বগত (Pure theory) বা সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগনিষ্ট (Purely applied) বিষয় হইতে ইহা স্পষ্টভাবেই পৃথক।

এই শিক্ষার উদ্দেশ্য সর্বপ্রকারের গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকাকে সম্পূর্ণরূপে সফল করিয়া তোলা।

প্রয়োগের ক্ষেত্র অনুসারে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পক্ষে বা একই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানের (Standard) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত বৃত্তিকুশলী কর্মীর প্রয়োজন ঘটে এবং ইহাই স্বাভাবিক।

এই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থে ফলপ্রসূ করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্মধারা নির্ধারণ করা দরকার :—

১ চাহিদা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত বিভিন্ন মানের শিক্ষার্থীর সামাজিক প্রয়োজন কত ?

এই সামাজিক প্রয়োজনকে মিটাইবার জন্য বৎসরে কতগুলি করিয়া বৃত্তিকুশলীর সৃষ্টি করা সামাজিক অপচয়ের কারণ হইবে না।

২ শিক্ষার স্তর

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষাকে ন্যূনতম কয়টি স্তরে ভাগ করা দরকার এবং কিভাবে ?

বিভিন্নমানের শিক্ষাগুলির মধ্যে কি ধরণের সংগতি ও সামঞ্জস্য থাকা দরকার ?

৩ শিক্ষণীয় বিষয় ও অন্যান্য

বিভিন্নমানের শিক্ষার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোন ধরণের পরিমানগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) পার্থক্য থাকা দরকার ?

৪ শিক্ষার্থী নির্বাচন

বিভিন্নমানের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করিবার জন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার ?

৫ শিক্ষা পদ্ধতি

বিভিন্নমানের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা ?

৬ পরীক্ষা পদ্ধতি

কি ধরণের পরীক্ষা পদ্ধতি হওয়া উচিত ?

৭ অন্যান্য সমস্যা

শিক্ষণের সহিত জড়িত অন্যান্য সমস্যা সমাধানের উপায় ?

উপরি উক্ত প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।

১ চাহিদা

এই ক্ষেত্রে 'চাহিদা' এক অর্থে সমাজের সমকালীন কর্মীনিয়োগের ক্ষমতাকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। কাজেই ইহার চাহিদা সমাজের 'প্রকৃত প্রয়োজনে'র (Real need) পটভূমিকায় নির্দ্ধারিত হওয়া দরকার এবং 'প্রতীয়মান প্রয়োজনে'র (Apparent need) পটভূমিকায় নহে। এই দিক দিয়া দেখিলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য আমরা বৎসরে মোট ৬০০. জন স্নাতক (B. Lib. Sc.) এবং ৩৩০ জন সার্টিফিকেট মানের কর্মী, সর্বমোট ৯৩০ জন কর্মীর প্রয়োজন দেখিতে পাই। এই হিসাবের জন্য আমরা ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের **'Fifteen year library development programme for plan periods 4 to 6' (Lib Sc. 1, 4 ; 1964 ; Paper N)** এর সাহায্য লইয়াছি এবং অন্যান্য ধরণের গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য ও কর্মী বদলি বা অবসর গ্রহণে কর্মীর অভাব পরিপূরণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থার পটভূমিকায় হিসাব করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই হিসাব মত পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার-গুলিতে বাৎসরিক নূতন কর্মীর প্রয়োজন নিম্নরূপ হইতে পারিত।

তালিকা নং ১।

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থাগার ব্যবস্থা	বাৎসরিক কর্মীর প্রয়োজন	
		স্নাতক (B. Lib Sc)	Certificate ও অন্যান্য
১	সাধারণ	৪০০	১৫০
২	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান		
	বিশ্ববিদ্যালয়	৫০	৩০
	কলেজ, পলিটেকনিক, ডে ষ্টুডেণ্টস হোম ইত্যাদি	৪০	৪০
	বিদ্যালয়	১০০	১০০
৩	বিশেষ ও অন্যান্য	১০	১০
	সর্বমোট	৬০০	৩৩০

এই হিসাবটিকে আমরা বরং কমের দিকেই ধরিয়াছি, বেশীর দিকে নহে। কাজে কাজেই দেশের 'প্রকৃত প্রয়োজনে'র ভিত্তিতে যদি সুষ্ঠু এবং সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন করা যাইত, তবে বর্তমানের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সাময়িকভাবে আরও ব্যাপক করিলে ক্ষতি ছিল না। পরিকল্পনা না থাকিলে বা কর্মপদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হইলে গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলীদের জীবনে বিপত্তি আনিতেই পারে এবং আনিয়াছেও।

বর্তমান বৃত্তিকুশলীদের মধ্যে যে বেকারত্ব বা স্বল্পবেতনে কাজ করিতে বাধ্য হওয়ার ঘটনা ঘটে, তাহার মূল কারণ সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন করিতে না দেওয়া এবং খেয়ালখুশীমত বিক্ষিপ্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণের মধ্যেই নিহিত।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদান ব্যবস্থায় 'সংগতির অভাব' এই বিপর্যয়কে অযথা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষিত কর্মীকে আরও শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা না করিয়া, আর একদল নূতন শিক্ষার্থী গ্রহণ করিয়া, কর্মীদলের যোগদানকে, সমকালীন চাহিদার তুলনায়, অত্যধিক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে নিয়োগকর্তাদের সুবিধাই হইতেছে। উভয় স্তরের কর্মীর এক বৃহদাংশ, হয় বেকারত্বের সম্মুখীন হইতেছেন, নচেৎ স্বল্প বেতনে কাজ গ্রহণে বাধ্য হইতেছেন।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রায় প্রতিযোগিতার মনোভাব লইয়া, নূতন নূতন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্রের প্রবর্তন করিতেছেন এবং দুর্বিপাককে ব্যাপকতর ও গভীরতর করিয়া তুলিতেছেন।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমাজ নিরপেক্ষ নয়। কাজেই নূতন নিয়োগের ক্ষেত্র ও কর্মসৃষ্টির দিকে দৃষ্টি না দিয়া, এক তরফা কর্মী সৃষ্টি করিয়া যাওয়া, দূরদৃষ্টির অভাব ও বিচারবুদ্ধির দারিদ্র্যের পরিচয় দেয়।

সেইজন্য প্রকৃত প্রয়োজনের কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে এবং সেই অবস্থা

সৃষ্টির জন্ত উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ [illegible] কর্মীর দুর্বিপাক হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বর্তমান কর্মী সৃষ্টির কর্মপদ্ধতিতে, [illegible] বিচারকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হইবে।

২ শিক্ষার স্তর

পাঠকের প্রয়োজন মত উপযুক্ত গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্ত, বিভিন্ন মানের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন ঘটে। স্বভাবতই পাঠকের চাহিদা এবং গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশের স্বরূপ ইহারাই বিভিন্ন মানের শিক্ষা দাবী করে।

২১ বৃত্তিকুশলীদের শ্রেণী বিভাগ

উপরের বক্তব্যের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার কুশলীদের তিনটি শ্রেণীতে মোটামুটি ভাগ করা যাইতে পারে :—

২১১ প্রাথমিক শ্রেণী

যাঁহারা Routine কাজে অংশ গ্রহণকারী। যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান (Theory) অপেক্ষা, প্রয়োগ বা অভ্যাসের (Practice) দিকটির সংগে বেশী পরিচিত হওয়া প্রয়োজন ;

২১২ মধ্যম শ্রেণী

যাঁহারা অল্পাধিক দায়িত্ব লইয়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারের অংশ বিশেষে বা সম্পূর্ণভাবে, তত্ত্ব ও অভ্যাস এই দুইএর সাহায্য লইয়া কাজ করিতে সক্ষম এবং প্রয়োজন হইলে নূতন নীতি নির্ধারণ করিতে সক্ষম ;

২১৩

যাঁহারা বিশেষ করিয়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তত্ত্বগত দিকটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া, উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়া, যে কোন সংকট কাটাইয়া উঠিতে সাহায্য করিবেন। প্রয়োগের নূতন ব্যাখ্যাও রাখিবেন।

এই তিনটি শ্রেণীই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রাথমিক স্তর হইতে উচ্চস্তরে যাইবার উপায় সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া দরকার। একটি স্তর অপর স্তরগুলির পরিপূরক হওয়া দরকার।

২.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে দুইটি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা দিয়া থাকেন :

১ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (= BLA) } Certificate
২ রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম (=Rahara) } Course

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা দেন, তিনটি প্রতিষ্ঠান :

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (=CU)
২ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (=JU)
৩ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (=BU)

{ B. Lib. Sc. Course

উচ্চস্তরে (M. Lib Sc/অন্যান্য) শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নাই।

২৩ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা স্তরগুলির স্বরূপ ও তাহার ফলাফল

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত দুইটি স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে আদৌ কোন যোগাযোগ নাই। নিম্নলিখিত অবস্থাসমূহ তাহার সাক্ষ্য :—

১ উপরের স্তরটিতে যাইতে, নীচের স্তরকে অতিক্রম করা আবশ্যিক নহে। ফলে বিভিন্নভাবে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপচয় অবশ্যম্ভাবী। একাধিক ক্ষেত্রে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই বঞ্চিত হইবার পিছনে কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। পরন্তু, বহুক্ষেত্রেই বঞ্চিত প্রার্থী, অন্যান্য অনেক নির্বাচিত প্রার্থী অপেক্ষা বেশী অথবা অধিক পরিমাণে, শিক্ষাগত ও অন্যান্য গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিশেষ করিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলিয়া, প্রাথমিক স্তরের কোন উত্তীর্ণ প্রার্থী, মাধ্যমিক স্তরে যাইবার জন্য, সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত। একমাত্র এই পথেই সমস্ত বৃত্তিকে এবং তাহার প্রয়োগকে ধীরে ধীরে উন্নত করা সম্ভব। অপর পথ অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে নূতন শিক্ষার্থীর আমদানি করার মধ্য দিয়া, সামাজিকভাবে বৃত্তি কুশলীদের জীবন দুর্বিপাক সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ২টি Certificate Course পরিচালন প্রতিষ্ঠান এবং তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিমাণ বৃত্তিকুশলীর সৃষ্টি করিতেছে (আলোচনা প্রসংগে জানা যায় যে, বিশ্বভারতী ও Certificate Course খুলিয়াছেন) বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থায়, তাহাদের বহু জনের পক্ষে উপযুক্তকর্মপাওয়া সম্ভব হয় নাই।

নিয়োগ কর্তারা এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ লইয়াছেন। একদিকে তাঁহারা গ্রন্থাগার-কর্মীর বেতন ও পদমর্যাদা হ্রাস করিয়া, শিক্ষাস্তরের কোন মর্যাদা না দিয়া, অল্প বেতনে কর্মীদের নিয়োগের সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন, অপরদিকে বৃত্তিকুশলী কর্মীকে না লইয়া, অকুশলী কর্মীকে লইয়া পরে শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করিয়া, কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা, কর্মের সংখ্যা অপেক্ষা, আপেক্ষিকভাবে অধিকতর বাড়াইয়া তুলিয়া, কর্মীজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতেছেন। অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে একমাত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ছাড়া, উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পটভূমিকায় গ্রন্থাগার কর্মীর 'প্রকৃত প্রয়োজনে'র মূল্যায়ণ কেহই করিতেছেন না। সম্পূর্ণ বিচারহীন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া 'প্রতীয়মান প্রয়োজন'কেও ছাপাইয়া কর্মী সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন।

২ পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতা না থাকায় বিষয় নির্বাচনও (Syllabus)

অনেক ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি মাত্র হইয়াছে। এই সব ক্ষেত্রে বিভিন্নমানের শিক্ষার্থীদের একত্রে শিক্ষাদান, অনেকের পক্ষে বিস্বাদ ও নিরর্থক হইতে বাধ্য এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অর্থ, সময় ও শ্রমের অপচয় হইতেও বাধ্য।

৩ দুইটি স্তরের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সম্পূরক হিসাবে কাজ করিলে, পর পর দুইটি স্তরের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীকে যে পরিমাণ জ্ঞানের অংশ ভাগ করা যায়, অবিন্যস্ত কর্মপদ্ধতির জন্য, দুই স্তরের অবস্থান সত্ত্বেও, তাহা আদৌ সম্ভব হয় নাই।

৪ এই অসংবদ্ধ অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রমের পরস্পরের পরিপূরক হওয়া সম্ভব হয় নাই। মাধ্যমিক স্তরের উল্লেখযোগ্য অংশ, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকেই বিতরণ করিতে কাটিয়া যায়। যাহা বাকী থাকে, তাহা কম বেশী নগণ্য। দুইটি পাঠক্রম সুসংবদ্ধ হইলে একটির উত্তীর্ণ কালের জ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া, পরের স্তরের শিক্ষাবিন্যাস হইলে, শিক্ষার্থীকে যে পরিমাণ শিক্ষিত করা যায়, তাহা আদৌ সম্ভব নয়।

৫ ইহা ছাড়াও, উচ্চস্তরের (M Lib Sc/অন্যান্য) শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। উচ্চ স্তরের শিক্ষা যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আবশ্যিক প্রয়োজন, নচেৎ উপযুক্ত নেতৃত্ব জন্মিতেই পারে না। পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে যে বিপুল সংখ্যক বৃত্তিকুশলীর প্রয়োজন আছে, তাহাদের নেতৃত্ব দিবার জন্য উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন আবশ্যিক। এই নেতৃত্ব দূর হইতে উপযুক্ত ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। (শোনা যায়, CU নাকি শীঘ্রই উক্ত Course প্রচলন করিবেন। এবং ইহাও শোনা যাইতেছে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উক্ত Course (M Lib Sc), যেখানে ১ বৎসরের জন্য শিক্ষাকাল নির্দিষ্ট এখানে নাকি ২ বৎসর শিক্ষাকাল ধরা হইয়াছে। জানিনা এখানেও অব্যবহিত নিম্নস্তরে (B. Lib. Sc) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সুযোগ পাইবেন কিনা!)

যাহাই হউক, আপাততঃ যাহা নাই তাহা বাদ দিয়া, যাহা আছে, তাহাদের অসংবদ্ধতা যে কত ভয়াবহ, তাহা বুঝিতে পারা যায়, যদি স্তরগুলির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন পদ্ধতি, পাঠক্রম নির্দ্ধারণ, পাঠক্রমে তত্ত্ব ও অভ্যাসের হার নির্দ্ধারণ, পাঠক্রম সংস্করণ (revision) প্রচেষ্টা, শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি ও শিক্ষাকাল, শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি পর্যালোচনা করা যায়।

এই সংগে কতকগুলি তালিকায় (Tables) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম (Syllabus) পুস্তিকার তথ্যগুলি বিশ্লেষিত করা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠান-গুলির নাম :—

১ রহড়া রামকৃষ্ণ বয়েজ হোম (=Rahara)

২ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (=BLA)

৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (=CU)

৪ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (=JU)

৫ বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (=BU)

এই পাঠক্রমগুলি অধিকাংশই বর্তমান শিক্ষাকালের (Current Academic year)

৩ শিক্ষণীয় বিষয় ও অন্যান্য

৩১ অবশ্য পাঠ্য (Text books=Te) ও প্রয়োজনে দেখিবার মত পুস্তক (Reference/Recommended books=R) নির্বাচন পদ্ধতি।

নং ২।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়		BLA	CU Te	CU R	CU Total	JU	BU Te	BU R	BU Total
১	Classification (Theory=T)	বহুতায়: পাঠক্রমে কোন তথ্য নাই	৪	১	৫=	৭	৮	৪	৬=	১০
২	Do (Practice=P)		৪	১	২=	৩	৫	১	১=	২
৩	Cataloguing (T)		৬	২	৫=	৭	৩	৬	৫=	১১
৪	Do (P)		৫	২	৫=	৭	৮	৪	৫=	৯
৫	Organisation		২	৩	১৩=	১৬	২১	৭	৯=	১৬
৬	Administration		৭	৩	৪=	৭	৯	৩	১০=	১৩
৭	Book Selection		৪	১	২=	৩	৬	৩	...=	৩
৮	Bibliography (T & P)		৬	২	২=	৪	৭	২	১=	৩
৯	Book Preservation		৪	১	১=	২	২	...	১=	১
১০	Reference Service (T & P)		৬	২	৩=	৫	১২	২	৭=	৯
১১	Documentation (T & P)		—	১	..=	১	৭	১	১=	২
		সর্বমোট	৪৮	২০	৪২=	৬২	৯০	৩৩	৪৬=	৭৯

উপরের তথ্যে দেখা যায় যে প্রকৃত অর্থে যে বইগুলি কোনো শিক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত, তাহার সম্বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ধারণা সুস্পষ্ট নহে এবং সর্বত্র Text books ও Reference books নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার চেষ্টাও করা হয় নাই। যে পুস্তক এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে text book বলিয়া নির্দিষ্ট, অপর প্রতিষ্ঠান তাহা reference book বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বা ইহার বিপরীত হইয়াছে, এমন উদাহরণও বিরল নহে।

সুপারিশকৃত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা যদি বিষয়গত গুরুত্বের কোনোও নির্দেশক হয়, তবে Library Organisation, B. Lib. Sc স্তরে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়! JU কে বাদ দিলে সর্বাপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, Documentation! আশ্চর্যের বিষয়, এই Documentation বর্তমান গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া স্বীকৃত।

পাঠ্যপুস্তক—অবশ্য পাঠ্য ও প্রয়োজনে দেখিবার মত ভাগে বিভক্ত করিয়া যদি প্রারম্ভেই সুচিহ্নিত করিয়া দেওয়া না হয়, তবে ছাত্রছাত্রীদের পরিশ্রমের অপচয় অপরিহার্য। দুইটি ক্ষেত্রে (BLA ও JU) পুস্তকগুলি এই শ্রেণীতে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয় নাই। বহুড়া কোন পাঠ্যপুস্তকের তালিকাও দেয় নাই।

স্তর বিন্যাসের চিন্তাধারা মানিয়া লইলে, বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত পুস্তকাদির মধ্যে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব, তাহাদের পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে ভাগ করিয়া দেওয়াও সম্ভব। ইহা আয়াস সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু সাধ্যাতিরিক্ত আদৌ নহে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লজ্জার বিষয়, পাঠ্যসূচীতে গ্রন্থগুলির বর্ণনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিয়মাবলী আদৌ মানা হয় নাই। এমন কি অনেক জায়গায় গ্রন্থগুলির প্রকাশের কাল পর্যন্তও দেওয়া হয় নাই। কোথাও লেখকের পারিবারিক (Surname) নামটুকুই দেওয়া আছে। কোথাও নূতন সংস্করণ Text book বলিয়া চিহ্নিত এবং পুরাতন Reference হিসাবে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩২ পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন পদ্ধতি

তালিকা নং ৩।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	মোট নির্দিষ্ট পুস্তক	প্রা/মা উভয় স্তরে পঠিত	মাধ্যমিক স্তরে একাধিক প্রতিষ্ঠানে পঠিত	উভয় স্তরে পঠিত একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানে পঠিত	প্রতিষ্ঠানের নাম ও পুস্তকের সংখ্যা
১	Classification (T)	১৩	৪	৫	৪	CU(২)+BU(২)
২	Do (P)	৯	৩	১	৫	BLA(২)+CU(১)+JU(২)
৩	Cataloguing (T)	১৪	৫	৩	৬	JU(২)+BU(৪)
৪	Do (P)	১১	২	২	৭	BLA(২)+CU(৩)+JU(১)+BU(১)
৫	Organisation	৩৭	—	১১	২৬	BLA(১)+CU(৩)+JU(১০)+BU(১২)
৬	Administration	১৯	৪	৪	১১	BLA(৩)+CU(২)+JU(৪)+BU(২)
৭	Book Selection	৭	৪	১	২	JU(২)
৮	Bibliography (T & P)	১০	৩	১	৬	BLA(২)+CU(১)+JU(৩)
৯	Book Preservation	৪	৩	—	১	BLA(১)
১০	Reference Service (T & P)	১৫	৭	৩	৫	JU(৩)+BU(২)
১১	Documentation (T & P)	১০	—	৩	৭	JU(৬)+BU(১)
	সর্বমোট	১৪৯	৩৫	৩৪	৮০	BLA(১১)+CU(১২)+JU(৩৩)+BU(২৪)

উপরের তথ্য হইতে দেখা যায় যে সকলের সম্মিলিত নির্বাচিত পুস্তকের সংখ্যা মোট ১৪৯। তাহার অর্ধেকের বেশী অর্থাৎ ৮০টির সম্বন্ধে নির্বাচনকারী কর্তৃপক্ষের ধারণা পরস্পর বিরোধী, কারণ এইগুলিকে তাহাদের মধ্যের যে কোন একটি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করিয়াছেন মাত্র; অপরে করেন নাই। এইগুলিকে বাদ দিলে বাকি পুস্তকের (১৪৯ – ৮০ = ৬৯)

অর্ধেকের বেশী অর্থাৎ ৩৫ খানি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরেই পড়ানো হয়। উভয় স্তরে একই বিষয় পড়াইবার ইহাই বোধহয় সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর অর্থ, পরিশ্রম এবং সময়ের এ অপব্যয় রোধ করা সমাজের যে কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর অবশ্য কর্তব্য।

৩৩ পাঠক্রম

৩৩১ বিষয়সমূহ

তালিকা নং ৪।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	উভয় স্তরে (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) পঠিত	কেবলমাত্র মাধ্যমিক স্তরে পঠিত
১	Classification (Theory)	১ **General Theory and Knowledge Classification :-** Nature and purpose of Classification. Logic and Library Classification. Tree of Porphyry. Knowledge and bibliographical classification. Rules for division.	Canons of Classification (JU)
		২ **Book Classification.** Special features of book classification.	২ Principles of orderly arrangement of books (JU+BU) Terminology (JU+BU)
		৩ **Schemes for Classification.** Dewey Decimals. Faceted Classification-FC, Facet and Focus.	৩ UDC (JU+BU), Brown (BU), Cutter (BU), CC,
			৪ Comparative Study of Schemes. CC+DC(CU)
	—(Practice)	Dewey DC Book Nos.	CC(BU), UDC(JU)

উপরের তালিকাটি হইতে দেখা যাইবে যে, কেবলমাত্র মাধ্যমিক স্তরে অতি অল্প নূতন বিষয় পড়ান হইয়া থাকে। এই বিষয়গুলির শিক্ষায়ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কোন সামঞ্জস্য নাই।

প্রাথমিক স্তরে, রহড়ায় মোট শিক্ষণীয় বিষয়ের ৭টি item শিক্ষা দেওয়া হয় মাত্র। ফলে প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রমে অসংগতি দেখা দেয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় CC+DC তুলনামূলকভাবে পড়া[illegible] কিন্তু [illegible] (Practice) করান না। কাজেই এই তুলনামূলক জ্ঞান কেতাবী অভি[illegible] বাধ্য JU, UDC অনুশীলন করান, কিন্তু তাঁহাদের প্রশ্নপত্রে UDC অনুযায়ী সংখ্যা দিতে বলা বেশ কয়েক বৎসর লক্ষ্য করা যায় না, কাজেই এই অনুশীলনে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলিয়া ভাবিবার কারণ আছে।

তালিকা নং ৫।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	উভয় স্তরে (প্রাথমিক/ মাধ্যমিক স্তরে) পঠিত	কেবলমাত্র মাধ্যমিক স্তরে পঠিত
২	Cataloguing (Theory)	Objectives. Forms and Types. Parts of entries. Choice and rendering of headings according to Dictionary Catalogue. Rendering of Personal, Geographical, Corporate names. Subject headings. Non Authors headings. Problems of cataloguing in Indian Libraries.	Canons (JU+BU). Terminology (JU+BU). Choice rendering of headings according to Classified Catalogue (BU). Organisation of Cat. Dept. (JU) Comparative study of codes (CU+BU) Non book materials (CU+BU). Other modern problems of cataloguing.
	—(Practice)	AACR, 1967 (North American text) কেবলমাত্র CUতে (British text) পড়ান হয়।	C C C (Ranganathan) (BU) Subject headings: Sear's list (JU+BU) Chain procedure (BU).

উপরের তথ্য আমাদের পূর্বেকার বক্তব্যের পুরাপুরি সমর্থন করে যে, মাধ্যমিক স্তরে যে বিষয়গুলি নূতন শিখান হয়, তাহা যথেষ্ট নয় এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কোনো সামঞ্জস্য নাই। অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বিশেষভাবে লক্ষনীয়। CU-র ক্ষেত্রে Recommended books এর মধ্যে Sear's এবং LC Subject Headings এর উল্লেখ থাকিলেও, পাঠক্রমে বিষয়টি নির্দেশ করা হয় নাই।

তালিকা নং ৬।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	উভয় স্তরে (প্রাথমিক/ মাধ্যমিক স্তরে) পঠিত	কেবলমাত্র মাধ্যমিক স্তরে পঠিত
৩	Library Organisation & Administration.	১ **General :** Idea of Library service. Social role of Libraries. Laws of Lib. Sc. Extension work. Lib. Profession Library registration (Rahara). Lib Co-operation, Lib. movement (BLA+ Rahara).	১ History of Library service (CU+ JU).
		২ **Organisation :** Different types of Lib. Lib planning. Furniture & Equipment. Display & publicity.	২ General principles (CU+JU).
		৩ **Administration :** Greneral principles. Staff Acquisition. Administrative work in different depts. Stack and shelving. Charging & lending methods. Stock taking. Lib. Committee Finance. Annual report.	৩ Modern practice.

পুস্তক সংখ্যা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় এই বিষয় দুইটিকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। অথচ মাধ্যমিক স্তরে এই বিষয়ে বোধহয় সবচেয়ে কম অংশই প্রাথমিক স্তরের পর অধিকতর করিয়া বা নূতন করিয়া পড়ান হয়।

পুস্তক ও পাঠক্রম বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যে বিষয় দুইটির প্রত্যেকের সীমা নির্দ্ধারণে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কোন মতৈক্য নাই। সেইজন্য দুইটি বিষয়কে কোথাও স্বতন্ত্রভাবে দেখান হইয়াছে, কোথাও বা একসংগে। এই ব্যাপারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরই সমদোষে দোষী।

তালিকা নং ৭।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	উভয় স্তরে (প্রাথমিক/ মাধ্যমিক) পঠিত	কেবলমাত্র মাধ্যমিক স্তরে পঠিত
৪	Book Selection	Principles. Factors involved. Demand theory-Routine. Purpose (BLA).	Tools (JU+BU). Tools for Indian books (JU) Selection aids. Selection in different types of Libraries (JU).

এই বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে খুবই বিপদে ফেলে। ফলে কোন প্রতিষ্ঠান ইহাকে Administration (Rahara) এর সংগে যুক্ত করেন, কেহ Bibliography-র (CU, JU, BU) Reference service এর (BLA) সহিত। বলিতেই হয় বিষয়টির সম্বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ধারণা পরস্পর বিরোধী। মাধ্যমিক স্তরে নূতন করিয়া বিশেষ কিছু পড়ান হয় না, ইহা তাহার ৩ নং প্রমাণ।

তালিকা নং ৮।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	উভয় স্তরে (প্রাথমিক/ মাধ্যমিক) পঠিত	কেবলমাত্র মাধ্যমিক স্তরে পঠিত
৫	Bibliography (Theory)	১ General : Scope and Functions. Kinds. ২ Books Production : Writing materials. Printing. Illustration. ৩ Systematic bibliography. Kinds. Compilation (theory).	১ Origin and development of scripts (JU).
	—(Practice)	১ Compilation of bibliography (BLA).	

বিষয়টির মাধ্যমিক স্তরে কত অল্প অংশ, তাও ১টি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযোজিত হয়, তাহা উপরের তথ্যই প্রমাণ করে।

এই বিষয়টি, কোনো গ্রন্থাগারে, সর্বাধিক প্রয়োগ হয়, গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে। BLA ছাড়া, আর কোথাও, প্রণয়ন পদ্ধতি হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয় না।

তালিকা নং ৯।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	উভয় স্তরে (মাধ্যমিক/ মাধ্যমিক) পঠিত	কেবলমাত্র মাধ্যমিক স্তরে পঠিত
৬	Book preservation.	Binding and Preservation.	

এই বিষয়ে মাধ্যমিক স্তরে নূতন কিছু শিখান হয় না, এমন কি BLA ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, পাঠক্রম বিশ্লেষিত করিয়াও দেওয়া হয় নাই। কাজেই মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

তালিকা নং ১০।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	উভয় স্তরে (প্রাথমিক/ মাধ্যমিক) পঠিত	কেবলমাত্র মাধ্যমিক স্তরে পঠিত
৭	Reference Service (Theory)	১ General : Definition. Aims and objects. Generalised and specialised ref. servicc.	১ Scope, technique and Catagories (CU+JU). Ref. in different types of libraries (CU+JU). Ref. work and Information work (JU).
		২ Reference tools : Categories or kinds & use of Indian reference tools.	
		৩ Organisation and Administration : Reference Depts/ Lib.	
	—(Practice)	১ Handling and study of ref. tools—their evaluation, locating (JU) answers from these tools (BLA+JU).	

এই বিষয়টি, বোধ হয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়গুলির কেন্দ্র বিন্দু স্বরূপ। কারণ এই কাজই গ্রন্থাগারের প্রাণকে সাধারণ্যে প্রকাশিত করে, গ্রন্থাগারকর্মীকে পাঠকের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে আনিয়া দেয়। এই অংশে প্রায় ব্যক্তিগত সাহায্যের মাধ্যমে পাঠককে জ্ঞাতব্য জিনিষ সরবরাহ করা হয় বলিয়া, এই কাজে অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

একমাত্র BLA ও JU ব্যতীত আর কোথাও ইহার অনুশীলনে গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। তত্ত্বের দিক দিয়া মাধ্যমিক স্তরে যাহা শিখান হয়, তাহাও নিতান্ত অল্প।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিষয়টি উভয় স্তরেই, অর্দ্ধেক পত্র (Paper)এর মর্যাদা পাইয়াছে, মাত্র। ইহাকে যথাক্রমে Documentation, Book Selection এবং Physical bibliographyর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে (BU) Physical Bibliographyর চাপে, Reference Service এর নিজস্ব পাঠক্রম নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

তালিকা নং ১১।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	মাধ্যমিক স্তরে সর্বত্র পঠিত	মাধ্যমিক স্তরে একটি বা দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত
৮	Documentation (Theory)	Definition, Purpose, Technique of locating documents. Document reproduction. Documentation Service Centres.	Documentation work and operation, involved (JU). Doc. Lists (JU). Doc. Tools (JU+BU).
	—(Practice)	—	কেবলমাত্র JUতে। Technique of locating micro documents for indexing. Familiarity with abstracting indexing Journal. Methods of making standard entries in doc. List.

এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে বিষয়বস্তু প্রকৃত পক্ষেই প্রাথমিক স্তরের বিষয়গুলির উপর নূতন সংযোজনা। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমে কোন সামঞ্জস্য নাই।

Documentation বিষয়টির অনুশীলন না করাইলে ইহার শিক্ষা ফলপ্রসূ হইতে পারে না। অথচ একমাত্র JU ব্যতীত অন্য কোথাও এই বিষয়ের অনুশীলনের ব্যবস্থা নাই।

JU তেও এই অনুশীলন ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ কারণ গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে সর্বাধিক ক্ষেত্রে এই বিদ্যার প্রয়োগ ঘটিবে, Local documentation list প্রণয়নে। এই List প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়কে সঠিকভাবে জানার প্রয়োজন ঘটে এবং জানার পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শিখাইয়া দেওয়া দরকার। এই দুইটি পদ্ধতি যথাক্রমে(১)বিষয় পাঠ (Subject Study) এবং (২) Local documentation list প্রণয়ন পদ্ধতি। এই দুইটির কোনটিই নাই।

২ তত্ত্ব (Theory) এবং অভ্যাস বা অনুশীলনের (Practice) ব্যবস্থা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান মূলতঃ ব্যবহারিক ও বৃত্তিমূলক বিদ্যা বলিয়া ইহার তত্ত্ব ও অভ্যাস উভয়দিক উপযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে তত্ত্বের দিক গুরুত্ব পাইলেও, প্রয়োগ বা অভ্যাসের দিক নিতান্ত অবহেলিত। মোট সংখ্যার ভিত্তিতে বিচার করিলে তত্ত্ব এবং অভ্যাসের জন্য প্রদত্ত গুরুত্বের অনুপাত নিম্নরূপ :—

তালিকা নং ১২। পাঠক্রমে অভ্যাসের অনুপাত।

ক্রমিক সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা (Marks) মোট	তত্ত্ব	অভ্যাস	অভ্যাসের অনুপাত
১	Rahara	৫০০	৪০০	১০০	২০%
২	B.L.A.	৭০০	৪২০	২৮০	৪০%
৩	C.U.	৮০০	৬০০	২০০	২৫%
৪	J.U.	৮০০	৫০০	৩০০	৩৭·৫%
৫	B.U.	৮০০	৫৫০	২৫০	৩১·২%

বিষয় (Subjct) অনুসারে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অভ্যাসকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবহেলিত করা হইয়াছে।

তালিকা নং ১৩। পাঠক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে মোট অভ্যাসের অনুপাত।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান— Rahara	BLA	CU	JU	BU
১	Classification	৫০%	৫০%	৫০%	৫০%	৫৭%
২	Cataloguing	৫০%	৫০%	৫০%	৫০%	৫৭%
৩	Library organisation	—	—	—	—	—
৪	—Administration	—	—	—	—	—
৫	Bibliography	—	৪০%	—	—	—
৬	Book Selection	—	—	—	—	—
৭	Reference service	—	৪০%	—	৫০%	—
৮	Documentation	—	—	—	৫০%	—

যে বিদ্যা প্রধানত প্রয়োগ মূলক, সেই ক্ষেত্রে অভ্যাসকে উপযুক্ত গুরুত্ব না দিলে উত্তর জীবনে শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়িতে বাধ্য। এই ক্ষেত্রে সকলের অবগতির জন্য আমরা UGC Review Committeeর সুপারিশের সম্পর্কযুক্ত অংশ (P 37) তুলিয়া দিলাম "...it is desirable that the total number of hours devoted to the various courses in library science is equally divided between formal lesson and tutorial work on the one hand and actual practice and observation work on the other,"

৩ পাঠক্রম সংস্করণ

যে কোন বিজ্ঞানের মত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানও ব্যাপকতায় ও গভীরতায় দ্রুত পরিবর্তনশীল। কাজেই এই বিজ্ঞানের কোন শিক্ষার্থীকে যথাযথভাবে শিক্ষিত করিতে হইলে সেই শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং পাঠক্রমের মধ্যে এমন পদ্ধতি থাকা উচিত যাহাতে কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা স্তরের উপযোগী সর্বাধুনিক জ্ঞানের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থায় এই বিষয়ে কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। বিষয়ের বিবর্তন, নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার প্রভৃতি তথ্য সম্বলিত পুস্তকের নির্বাচন হয় নাই বলিলেই চলে। যে পত্র পত্রিকাগুলি নূতন চিন্তার বাহন, সেইরূপ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন পত্র পত্রিকাই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও পড়িবার জন্য সুপারিশ করেন নাই। তবুও প্রাথমিক স্তরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁহাদের ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের পত্রিকাটি 'গ্রন্থাগার' নিয়মিত পড়িবার সুপারিশ করিয়াছেন।

আমরা পাঠক্রম বিশ্লেষণ করিয়া ইহাও মোটামুটি দেখিয়াছি যে, অনেক বিষয়েই বহুদিনের পুরাণো পুস্তককে আশ্রয় করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তবে কোন পাঠক্রমের ভিতর কি ভাবে কত দূর পর্যন্ত নূতন বিষয় লওয়া হইতেছে বা হইয়া থাকে, তাহার বিশ্লেষণ সময় সাপেক্ষ। এমন কি প্রাথমিক বিশ্লেষণও এই ক্ষেত্রে সম্ভব হইল না। কারণ দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রকাশ কাল দেওয়া হয় নাই এবং আমরাও অন্যত্র হইতে এখনই এই তথ্য সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

তবে এই কথা সুস্পষ্ট ভাবেই বলা যায় যে, এই পরিবর্তনশীল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে উপযুক্ত দ্রুততায় নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমে নাই। কারণ কেহই প্রতিবৎসর পাঠক্রম ছাপাইবারও প্রয়োজন মনে করেন না, পুরাণো পাঠক্রমেই চলিয়া যায়।

উপরের তথ্য হইতে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ইহা যথেষ্টভাবে প্রমাণ করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে, স্তরবিন্যাস পরস্পর সংযুক্ত না হইবার দরুণ, বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিষয় বণ্টনে কোন সামঞ্জস্য নাই। এই তত্ত্ব ও অভ্যাসে আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রদানে প্রয়োজনানুগ সামঞ্জস্য না থাকায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে উত্তর জীবনে নানারূপ অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়, ইহা ছাড়াও প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে পাঠ্যপুস্তক ও বিষয়বস্তু সুচিহ্নিত নয়। বিষয় নির্ধারণ ও তাহার গুরুত্ব আরোপ সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠানগত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবার ফলে, একদিকে যেমন এই রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা আজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তেমনি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থা হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভাবিতে বিস্ময় লাগে, ১৯৬৫ সালে UGC Review Committee তাঁহাদের report-এ একটি পাঠক্রম তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদিও ইহা ১৯৬৫ সালের, তবুও সব কয়টি স্তরে যদি সেই নির্দিষ্ট মানের পাঠক্রম, তখন হইতে গ্রহণ করা যাইত, তবে হয়ত এতখানি পারস্পরিক অসামঞ্জস্য দেখা নাও যাইতে পারিত।

সকলের অবগতির জন্য UGC Review Committeeর প্রস্তাবিত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য Certificate এবং B. Lib. Sc. স্তরের syllabus প্রকাশ করা হইল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা হইতে আমরা কি পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছি।

UGC REVIEW COMMITTEE প্রস্তাবিত পাঠক্রম

"The scheme of papers outlined in the following paragraphs contains what, in our opinion, constitute the basic essentials of the subject of Library Science at different levels.

CERTIFICATE COURSE

Objectives

(i) To give the student knowledge of the elements of Library Science.

(ii) To train the student in library routine.

Scheme of Papers

(i) Library routine (ii) Library service and organization (iii) Library classification (iv) Library cataloguing (v) Record of practical work

B. LIB. SC. COURSE

The following provisions of the B. Lib. Sc. course form a core showing the necessary items of curriculum for the course. It is possible to have different grouping by different departments in the light of the needs or special facilities available to them. Such a change should always be commensurate with the general standards suggested here.

Objectives

(i) To give the student an understanding of the basic principles and fundamental laws of library science.

(ii) To enable the student to understand and appreciate the functions and purposes of library in the changing social and academic set up of the society.

(iii) To train the student in the techniques of librarianship and management of libraries.

Scheme Of Papers

(i) Library Organization (ii) Library Administration (iii) Physical Bibliography and Book Selection (iv) Document Bibliography and Reference Service (v) Library Classification (Theory) (vi) Library Classification (Practice) (vii) Library Catalogue (Theory) (viii) Library Catalogue (Practice) (ix) Record of Practical Work.

Paper 1—Library Organization

Laws of Library Science, educational and other social functions of a library system, public relation, extension service.

Types of libraries, national library system, library functions of the Union government, the State government, and the local bodies. Library co-operation.

Library building and equipment for small and medium size libraries.

History of library movement in Great Britain since 1850 in general terms and in India since 1900. General acquaintance with the library system of USA and with the library activities of UNESCO, IFLA (International Federation of Library Association) and IFD (International Federation for Documentation).

Principles of and factors for library legislation, (including finance and organization). Study of the model State Library Act (Sec. 42 of the book 'Five Laws of Library Science'), the Model Bill published by the Union Ministry of Education, and the Library Act of any one State,

Library authorities, library committees, library rules.

Paper 2—Library Administration

Principle of Library management, Library staff and its organization.

Selection, ordering, accessioning and withdrawal of books and periodicals. Arrangement of reading materials. Stack room guides and display methods. Stock verification.

Circulation work and issue methods. Library forms, registers, and records. Library budget and accounts. Library committee's work Annual report. Library statistics.

Paper 3—Physical Bibliography & Book Selection

Physical Bibliography, essentials of book production-paper, printing,

binding, kinds, qualities and sizes of papers, Printing, near printing process, parts of a book. Factors in manufacturing process affecting them. Book illustration. Binding. (All viewed from the Librarian's angle only).

Selection of book and non-book material and reprographs, Principles. Demand and Finance. Standard sources for book selection.

Paper 4—Document Bibliography & Reference Service

Kind of document bibliographies with their respective agents and reference values.

Subject bibliography and documentation list. Indexing, abstracting, and reviewing periodicals. Provision for these in different subjects. Acquaintance with them.

Construction of bibliography. Kinds of arrangements of enteries in a subject bibliography and their respective reference values.

Existing bibliographical services in India. Acquaintance with British National Bibliography, Indian National Bibliography and other important document bibliographies, INSDOC.

Reference service, initiation of readers in the use of the library. Ready reference service. Reference books. Provision of reference books in different subjects. Long range reference service. The methods of rendering such services. Acquaintance with important reference books.

Paper 5—Classification (Theory)

Need for and purpose of library classification. General theory of classification and its canons. Knowledge classification and its conons. Class Number. Its structure and its quality as an artificial language of ordinal numbers. The five fundamental categories. Focus, Isolate. Facet-analysis, sector-analysis, zone-analysis and phase-analysis. Steps in classification, principles for helpful sequence of phases, and facets and of isolates in an array. Enumerative Vs analytico-synthetic classification. Postulational procedure in classifying. Detailed and comparative study of the basic classification of books and periodicals as outlined in Colon Classificarion and Decimal Classification (latest editions). Book classification and its canons. Book number. Diversification of sequences in a library. Collection number. Call number.

Paper 6—Library Classification (Practice)

Classification of books and periodicals by the Colon Classification and the Decimal Classification (the latest editions to be used).

Paper 7—Library Catalogue (Theory)

Purpose of library catalogue. Conons of catalouging. Cataloguing terminology. Types and physical forms of catalogue. Classified catalogue Dictionary catalogue. Kinds of entries. Parts of entries. Arrangement of entries.

Choice of heading. Rendering of personal, geographical, corporate, and series names, in headings of entries. Chain procedure, list of subject headings, choice and rendering of headings in subject entry.

Author analytical. Subject analytical, Cross reference entry.

General entry. Class index entry. Entry in a bibilography. Subject entry. Cross reference index entry.

Comparative study of the Classified Catalogue Code and the Dictionary Catalogue Code.

Comparative study of the rules for the choice and rendering of author heading in the Classified Catalogue Code and the ALA Cataloguing rules (latest editions).

Note : Cases of complicated foreign personal names, complicated corporate authorship and complex periodicals are excluded.

Cataloguing of books and periodicals according to the Classified Catalouge Code and the Dictionary Catalogue Code subject to the "Note" in the syllabus for Library Catalogue (Theory)—(latest editions to be used)."

UGC Review Comittee প্রদত্ত M. Lib Sc syllabus এখানে উল্লেখ করা হইল না কারণ পশ্চিমবঙ্গে এই স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত নয়। তবে যখনই প্রচলিত হউক না কেন, আমরা বিশ্বাস করিব যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুপারিশকৃত Syllabus এর ভিত্তিতেই যেন পাঠক্রম এবং শিক্ষাকাল নির্দিষ্ট করা হয়।

তালিকা নং ১৪।

শিক্ষার্থী নির্বাচন

ক্রমিক সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	শিক্ষা স্তর	শিক্ষাকাল ও সময়	ন্যূনতম যোগ্যতা ও অন্যান্য	বিশেষ যোগ্যতা	নির্বাচন পদ্ধতি	সর্বমোট কাজের দিন	সর্বমোট কাজের সময়	টিপ্পনী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	Rahara	Certificate	৬ মাস (পূর্ণ সময়)। দিবা ভাগ।	Matric/SF	গ্রন্থাগারে কাজের অভিজ্ঞতা	—	১০০	৬০০	
২	BLA	Do	১। সাপ্তাহিক—সপ্তাহে ২ দিন করিয়া মোট ১০ মাস পর্যন্ত। ডিসেম্বর—সেপ্টেম্বর। (আংশিক। অপরাহ্ন) ২। গ্রীষ্মকালীন—সপ্তাহে ৫ দিন করিয়া মোট ৬ মাস পর্যন্ত। এপ্রিল—সেপ্টেম্বর। (আংশিক)। সন্ধ্যা।	HS/PU Matric/SF এবং ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পূর্ণ সময়ের সবেতন গ্রন্থাগার কর্মী।	Deputed প্রার্থী	On the basis of written test and/or interview and academic results	তথ্য নাই	তথ্য নাই	
৩	CU	B. Lib Sc.	জুলাই হইতে এক শিক্ষা বর্ষ। (আংশিক)। সন্ধ্যা।	স্নাতক	—	Interview	তথ্য নাই	তথ্য নাই	
৪	JU	Do	জুলাই হইতে এক শিক্ষা বর্ষ। (পূর্ণ সময়)। দিবা ভাগ।	ঐ	১। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান Certificate ২। Good academic carrier ৩। কমপক্ষে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতা	(On the basis of merit ; subject, to an interview	তথ্য নাই	সপ্তাহে ৩০টি লেকচার ও ৬টি টিউটোরিয়াল	
৫	BU	Do	জানুয়ারী হইতে এক শিক্ষা বর্ষ। আলোচনা প্রসঙ্গে জানা যায়, জুলাই মাস হইতে শিক্ষাকাল সুরু হইবে, দিবা ভাগে।	ঐ	১। Post Graduate, Honours+Graduate with Dist. ২। Deputed প্রার্থী	Interview and/or written test	তথ্য নাই	তথ্য নাই	

উপরের তথ্যের ৪নং কলমে শিক্ষাকালের ব্যাপারে (১) প্রাথমিক স্তরের (Certificate) যে কোর্সগুলি চালু আছে, তাহার কোন উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর যোগ্যতা থাকিলেও, সেই বৎসর মাধ্যমিকস্তরে আবেদন করিতে পারিবেনা। (২) মাধ্যমিক (B Lib) স্তরে কাহারও শিক্ষাকাল শুরু জুলাই, কাহারও জানুয়ারী, সর্বত্র একবৎসর বলিয়া ইহাদের পরীক্ষার সময়ও বিভিন্ন। কোন সফল পরীক্ষার্থী উচ্চস্তরে শিক্ষায় ইচ্ছুক হইলে, তাহার বেশী সময় নষ্ট হইবে।

৬নং কলমে এক JU ছাড়া কেহই Certificate পাশ শিক্ষার্থীকে নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বে শিক্ষার্থীর আবেদন পত্রে বিশেষ যোগ্যতা হিসাবে Certificate উত্তীর্ণ শিক্ষার উল্লেখ ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাহাও নাই। কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উল্লেখ নাই।

৭নং কলমে BLA কেবলমাত্র, লিখিত পরীক্ষাকে প্রার্থী নির্বাচনের প্রাথমিক উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (CU ও BU) interviewকে প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়াছেন।

JU, BU এবং BLA শিক্ষাগত নৈপুণ্যকেও গুরুত্ব দিয়াছেন। রহড়ায় প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতির কোন উল্লেখ নাই।

উপরের তথ্য হইতে দেখা যায়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলির পরস্পর সংযোগ সম্পন্ন করার কোন চিন্তা নাই। ফলে সমাজের দিক হইতে প্রাথমিক/মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত অনেক শিক্ষার্থীর শ্রম, সময় ও অর্থের অপব্যয় অবশ্যম্ভাবী।

৮ ও ৯ নং কলমে এক রহড়া ছাড়া শিক্ষাদানের সময়ের কোন উল্লেখ নাই। এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হিসাব না থাকায় এই দিক হইতে Course গুলি বিচার করা সম্ভব হয় নাই। তবে ৪ নং কলমের তথ্য হইতে বলা যায় যে, দিবাভাগের Course গুলিতে সান্ধ্যকালীন Courseএর অপেক্ষা শিক্ষাদানের সময় অধিক, অথচ সান্ধ্যকালীন Courseএর ক্ষেত্রে এই সময়ের ন্যূনতাকে পূরণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা নাই।

৫ শিক্ষাপদ্ধতি

তালিকা নং ১৫।

ক্রমিক সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	—শিক্ষা পদ্ধতি— Lecture	Tutorial	Directed Self. Study	Observation	Essays/Project	মন্তব্য
১	Rahara	আছে	নাই	নাই	আছে	নাই	অধিকাংশ
২	BLA	আছে	নাই	আছে	আছে	আছে	তথ্য অন্যত্র ও UGG Re-
৩	CU	আছে	আছে	নাই	আছে	নাই	view
৪	JU	আছে	আছে	আছে	আছে	নাই	Committee
৫	BU	আছে	আছে	নাই	আছে	আছে	Report হইতে সংগৃহীত।

শিক্ষা বিজ্ঞানীরা বলেন শিক্ষার্থীকে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হিসাবে রাখিয়া শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান ক্রমশ অধিক পরিমাণে শিক্ষার্থীর আবশ্যিক অংশ গ্রহণের (Compulsory Participation) এর উপর জোর দিয়াছেন। শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণের পদ্ধতিগুলিও দীর্ঘদিনের পরীক্ষার পর একটি সুস্পষ্টরূপ পাইয়াছে। ইহার কতকগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে :—১ আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method); ২ নির্দেশিত স্বপাঠ পদ্ধতি (guided self study); ৩ অনুশিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষাকালে বিভিন্ন কার্য (Tutorial Method & Sessional work); ৪ প্রযোজনা ও প্রবন্ধ রচনা (Project work & Essays); ৫ ক্ষেত্রকার্য (Field work & workshop Method); ৬ আলোচনা চক্র ও বিতর্ক পদ্ধতি (Seminar & Colloquium Technique); ৭ পর্যবেক্ষণ পাঠপ্রণালী (Observational); ৮ ছাত্রদের দ্বারা পাঠান্তে পাঠক্রম মূল্যায়ণ করিবার সুযোগ; এবং ৯ অন্যান্য। এই পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ, শিক্ষার্থীকে তাহার নিজস্ব বক্তব্য ও চিন্তা প্রকাশে সাহায্য, গবেষণার মনোভাব সৃষ্টি, কোন কাজ ব্যক্তিগত দায়িত্বে সুসম্পন্ন করিবার সাহস ও শক্তি প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব প্রকাশক গুণের স্ফুরণে সাহায্য করে। ইহাতে শিক্ষাদান প্রাণবন্ত ও আনন্দদায়ক হইয়া উঠে। পাঠ্যবস্তুর গভীরতা বৃদ্ধি পায়।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার কোন স্তরেও এই পদ্ধতিগুলির পরিপূর্ণ প্রয়োগ হয় নাই। বক্তৃতা পদ্ধতিতে, শিক্ষাদানকে, সম্পূর্ণ প্রাণহীন করিয়া তোলে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে, যখন শিক্ষা ব্যবহার করিয়া উপার্জন করিতে হইবে, তখন তাহার এই নিস্প্রাণ শিক্ষা-পদ্ধতি এক প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে থাকিবে। এই প্রসংগে UGC Review Course-রসুপারিশের অংশ বিশেষ (P, 37) উল্লেখ করা হইল, "Formal lessons should not all be in the form of lectures, putting the students in the passive mood of listening or taking notes. Most of lessons should involve a two way flow of thought between the teacher and the taught.

৫১ শিক্ষক : ছাত্র অনুপাত

UGCর সুপারিশমত ছাত্রশিক্ষকের মধ্যকার চিন্তাস্রোতকে উত্তরমুখী করিতে হইলে, স্বভাবতই শিক্ষক প্রতি, সর্বাধিক ছাত্রের একটি নির্দিষ্ট হার থাকা দরকার। UGC Committee শিক্ষক ছাত্রের এই অনুপাতকে ১:১০ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

তালিকা নং ১৬। শিক্ষক : ছাত্র অনুপাত *

ক্রমিক সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ছাত্র	শিক্ষক	শিক্ষক : ছাত্র অনুপাত	মন্তব্য
১	Rahara	২৫	৫ (Part time)	১ : ১০	২জন(Part time)=
২	BLA	১৮০ (৩ শ্রেণীতে বিভক্ত)	৩০ (Part time)	১ : ১২	১ জন (Full time)
৩	CU	১০০ (২ শ্রেণীতে বিভক্ত)	৩ (Full time) ৯ (Part time)	১ : ১৩.৩	এবং ৪ জন (Visiting lecturer)=
৪	JU	৪০—৫০	৩ (Full time) ২ (Part time)	১ : ১০-১২.৫	১ জন (Full time) শিক্ষক ধরা
৫	BU	৩০—৪০	১ (Full time) ৩ (Part time) ২ (Visiting)	১ : ১০-১৩.৩	হইয়াছে।

* তথ্য পাঠক্রমে অধিকাংশ না থাকায় অন্যত্র হইতে সংগৃহীত।

পশ্চিমবঙ্গে UGC নির্দিষ্ট হার কেবলমাত্র রহড়া ছাড়া সর্বত্র অবহেলিত। ইহার ফলে শিক্ষকদের প্রতি কোন দায়িত্ব পালন করিবার অনুরোধ করিলেও তিনি যে পালন করিতে পারিবেন না বা আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করিবেন মাত্র, এই কথা ভাবিবার কারণ আছে। কাজেই শিক্ষাদানকে কার্যকরী করিতে হইলে শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত হারকে এড়াইয়া গেলে চলিবে না।

৬ পরীক্ষা পদ্ধতি

পরীক্ষার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ : (১) শিক্ষার্থী আহৃতজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া মান নির্দ্ধারণ। (২) পরীক্ষার মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করিয়া তোলা। সুতরাং পরীক্ষা কার্যক্রম শিক্ষাদানের সহায়ক ও সমান্তরাল করিতে হইবে। বর্তমান শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষাকালের শেষে পরীক্ষাগ্রহণ আদৌ উৎসাহিত করে না, ইহাকে শিক্ষাদানের নিয়মিত এবং সমস্ত শিক্ষাকালে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থায় পরীক্ষার এই গুরুত্ব সম্পূর্ণ অবহেলিত। পরীক্ষায় প্রদত্ত সংখ্যাকে (Marks) বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই পদ্ধতি ও কার্যক্রমের সংগে সংগে বিষয়ের গুরুত্ব বিভিন্ন স্তরে অবিবেচনা প্রসূত।

তালিকা নং ১৭। বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত মোট সংখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষার গুরুত্ব।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—				
		Rahara	BLA	CU	JU	BU
১	Classification (T)	৫০	১০০	১০০	১০০	৭৫
২	Do (P)	৫০	১০০	১০০	১০০	১০০
৩	Cataloguing (T)	৫০	১০০	১০০	১০০	৭৫
৪	Do (P)	৫০	১০০	১০০	১০০	৭৫+২৫
৫	Library/Organisation	Lib. ser ১০০	Lib. org, Ad & Ext	১০০	১০০	১০০
৬	—Administration	Lib. Org.+	১০০	১০০		১০০
৭	Book Selection method	১০০	Bib+Bk			Ph. Bib+Ref
৮	Bibliography (T)		Pro ৬০	১০০	১০০	১০০
৯	Reference (T)		Ref+Bk			Bk Sel+
১০	Documentation (T)	৪০	Selec ৬০	১০০	১০০	Doc. bib
১১	Bib (P)/Doc (P)		৪০			১০০
১২	Ref (P)				১০০	
১৩	Gk/Viva	Gk ৬০	৪০			Viva ৫০
	Total	৫০০	৭০০	৮০০	৮০০	

১৭নং তালিকায় প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ২টি প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যে বিভিন্ন বিষয়ে, প্রদত্ত সংখ্যা এবং তাহাদের মোট একরূপ নয়।

৩টি মাধ্যমিক স্তরে, মোট সংখ্যা এক হইলেও, বর্গীকরণ অনুশীলনে প্রদত্ত সংখ্যা ব্যতীত, আর কোনো বিষয়ের প্রদত্ত সংখ্যায়, সামঞ্জস্য নাই। ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। বিভিন্ন বিষয়গুলির ভিন্নভাবে নামকরণ করা হইয়াছে এবং কোন বিষয় অন্য বিষয়ের সংগে যুক্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমে নৈরাজ্যকে প্রকটিত করিয়াছে। ফলে কোন বিষয়কে, কোন নীতিতে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়া হইয়াছে, তাহা বুঝা সম্ভব হয় নাই। পরীক্ষা এখনও শিক্ষাকালের শেষে ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করে। Tutorial বা অন্যান্য শিক্ষাকালের বিবিধ কার্য, পরীক্ষার ব্যাপারে, কোনো কাজেই আসেনা। একমাত্র বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় Cataloguing এর ক্ষেত্রে sessional workকে সামান্য গুরুত্ব দেন।

তত্ত্ব ও অভ্যাসের পূর্বেকার বক্তব্যের উল্লেখ করিয়া বলা যাইতে পারে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মত মূলত ব্যবহারিক বিদ্যার ক্ষেত্রে তত্ত্বের চাপে, অনুশীলনকে পিছু হটিতে হইয়াছে। এমন কি, অনুশীলন নৈপুণ্যের ভাগ্য নির্দ্ধারণ হয়, বৎসরের শেষ পরীক্ষাটিতে, এক বৎসর ধরিয়া ক্লাসের নিয়মিত অনুশীলন কোন কাজেই আসেনা।

উপরের বিশ্লেষণ হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে সর্বমোট সংখ্যার এক চতুর্থাংশ শেষ পরীক্ষার জন্য রাখিয়া, বাকী তিনচতুর্থাংশ বৎসরের বিভিন্ন কাজে বিতরণ করা

৬১ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা সম্মানিত হওয়ার ন্যূনতম সংখ্যা (Minimum marks).

পরীক্ষায় প্রদত্ত মোট সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্য নির্দ্ধারণ হয় আসলে, উত্তীর্ণ হওয়া বা সম্মানিত হওয়ার ন্যূনতম সংখ্যায়। এইক্ষেত্রে নৈরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত—নীচের তালিকাটি তাহার প্রমাণ।

তালিকা নং ১৮।

ক্রমিক সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	একক পত্র তত্ত্ব	একক পত্র অভ্যাস	সর্বমোট উত্তীর্ণ হওয়ার সংখ্যা	ক্লাস/ডিভিশন ১	ক্লাস/ডিভিশন ২	ডিসটিংশন	মন্তব্য
১	Rahara	৩০%	৩০%	৪০%	—	—	৬০% অথবা বেশী	ডিস্টিংশন ক্ষেত্রে ন্যূনতম তথ্য সংগৃহীত পাঠক্রমে নাই।
২	BLA	৩৫%	৩৫%	৪০%	—	—	৬০% অথবা বেশী	
৩	CU	৩০%	৩০%	৪০%	৬০% অথবা বেশী	৪০% অথবা ৬০% এর কম	—	
৪	JU	এককপত্রে উত্তীর্ণ হইতে হয় না		৪০%	৬০% অথবা বেশী	৪০% অথবা ৬০% এর কম	—	
৫	BU	৩৫%	৪৫%	৪৫%	৬০% অথবা ৭৫% এর কম	৪৫% অথবা ৬০% এর কম	৭৫% অথবা বেশী	

উপরের তথ্য হইতে দেখা যায়, বিভিন্ন স্তরে এবং সমস্তরেও, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, কি এককপত্রে, কি **সর্বমোট পাশ বা উত্তীর্ণ হইবার ন্যূনতম সংখ্যা পরস্পর বিরোধী।** সম্মানের ক্ষেত্রে কেহ ক্লাশ বলেন, কেহ ডিভিশন, কেহ ডিসটিংশন, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও ন্যূনতম সংখ্যা কোন নিয়মের বশীভূত নয়।

উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শ্রেণীর পরস্পর বিরোধী নামকরণ এবং উত্তীর্ণ বা সম্মান পাইবার ন্যূনতম সংখ্যার মধ্যে এইরূপ বিরোধ থাকিয়া যাওয়াতে, কর্মীনিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগ-কর্তারা সুযোগ গ্রহণ করেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

৬২ প্রশ্নপত্র

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি এবং পরীক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যে বিরোধগুলিকে লক্ষ্য করিলাম, তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন ঘটে শেষ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে। শিক্ষাদানের ব্যাপারে যে গুরুত্ব প্রদানকে সন্দেহ করিবার অবকাশ ঘটে, প্রশ্নপত্রকে তাহার সহজাত বা বিরোধসঞ্জাত ত্রুটির উর্দ্ধে ভাবিবার কোন কারণ নাই। আমরা CU, JU ও BLAএর কয়েক বৎসরের প্রশ্নপত্র সাধারণভাবে দেখিয়াছি; এবং বিভিন্ন ধরণের ত্রুটিও লক্ষ্য করিয়াছি। বর্তমানে বিশ্লেষণ মুলতুবি রাখিলাম; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ত্রুটি নিম্নে দেওয়া গেল। সম্ভব হইলে, বিশ্লেষণ বারান্তরে করা যাইতে পারে।

১ পাঠক্রমে উল্লেখ থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ের কোন প্রশ্ন প্রায়ই থাকে না;

২ স্বভাবতই কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের উপরই পুনঃপৌনিক হিসাবে প্রশ্ন হইয়া থাকে; এমন কি প্রশ্নের ভাষাতেও বিশেষ পরিবর্তন হয় না।

৩ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তার কোন প্রশ্নই থাকে না।

৭ অন্যান্য সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত দুইটি স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার বিশ্লেষণ করা হইল, যদিও ইহা নানা কারণে এই রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

১ স্বল্পশিক্ষিত গ্রন্থাগারকর্মী

কতকগুলি সামাজিক কারণ বশতঃ এবং সরকারের কতকগুলি কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে একদল স্বল্পশিক্ষিত গ্রন্থাগারকর্মীর সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক দিয়া ইহাদের অনেকে প্রাথমিক স্তরে যাইবার যোগ্যতা সম্পন্ন নহেন। অথচ তাঁহাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে, তাঁহারা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিবর্তনে প্রতিবন্ধকতার কারণ হইবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে Camp trainingএর মাধ্যমে এক বা একাধিক Course চালু করিয়া কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষিত করা দরকার।

২ কর্মরত গ্রন্থাগারকর্মী

বৃত্তিকুশলী, কিন্তু কর্মরত গ্রন্থাগারকর্মীদের পক্ষে যে সব ক্ষেত্রে, নিজেদের বিবর্তনশীল

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইয়া থাকা সম্ভব হইতেছেনা, সেই সব ক্ষেত্রে পুনরচর্চা পাঠক্রম (Refresher Course), চালু করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে সীমিত রাখিলে, সেই বিজ্ঞান সেই অঞ্চল হইতে যথেষ্টভাবে উপকৃত হইতে পারে না। কারণ গবেষণা ও গবেষকের জন্ম হয় সমস্যার সম্মুখে থাকিয়া এবং উচ্চ শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া। উচ্চ শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের পূর্বের মন্তব্য ছাড়াও, ইহাও বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে যে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মী কর্মরত রহিয়াছেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়া বহু সংখ্যক গবেষককে কর্মরত রাখা যায়, কিন্তু সেইসব গবেষক দলের জন্য অপর রাজ্য হইতে শিক্ষিত হইয়া আসা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য অপেক্ষা করা চলে না। প্রশ্নটির সহিত সময় বা স্থানের দূরত্ব জড়িত নয়, উচ্চশিক্ষা বা গবেষণা কেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ যোগাযোগেরও প্রশ্ন আছে।

অনেকে উচ্চ শিক্ষাকে সহজলভ্য করিলে, সমাজে তাহার কর্মের দাম কমিয়া যাওয়ায় সম্ভাবনা দেখেন ; এই প্রশ্নটি সামগ্রিকভাবে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্মের প্রশ্নের সহিত জড়িত এবং তাহার আলোচনা আমরা অন্যত্র করিয়াছি।

৪ শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থাকে বাঞ্ছিত নৈপুণ্যের সহিত চালিত করিতে হইলে, শিক্ষকদেরও উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া উঠার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই সুযোগ আসিতে পারে যদি শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানের অভিজ্ঞতা বিনিময়, উপযুক্ত পুনরচর্চা পাঠক্রম প্রচলন এবং উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এই চারিটি ব্যবস্থার কোনটিই নাই।

৮ উপসংহার

উপরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার যে নিরুৎসাহকর চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা হইতে পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। এই চিত্রটি সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিফলন।

আমরা পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিয়াছি এবং পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উন্নত হউক, ইহাই আমাদের সকলের কাম্য। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা সকলের সম্মুখে সমস্ত ক্রটি বিচ্যুতি অসংকোচে প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি।

[DRTCর গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর রচিত গ্রন্থসমূহের (Documents) একটি নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী তৈয়ারী করিয়াছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সহিত জড়িত প্রত্যেকের কাজে লাগিতে পারে বিবেচনায়, ইহা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে। সঃ গ্রঃ]

. উপরোক্ত প্রবন্ধটি পেশ করার পর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন একমাত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ব্যতীত আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী গ্রহণে কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। এমন কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণীতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে পূর্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের যে অগ্রাধিকার দেওয়া হত বর্তমানে আবেদন পত্রে সে অগ্রাধিকারও তুলে দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে এক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন পাঠক্রম প্রবর্তনেও রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্নতা। এবং যে শিক্ষাক্রম রয়েছে তাও উপপত্তিক (Theory-based) কিন্তু বৃত্তিগত শিক্ষাক্রমে ব্যবহারিক (Practice-based) শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। প্রবন্ধের প্রস্তাবাবলীর সম্পর্কে উচ্চসিত প্রশংসা করলেও তিনি এই প্রস্তাবাবলীকে কার্যে রূপায়ণ করা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। শ্রী রায়চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে যাঁরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেন তাঁদেরও প্রয়োজন নিত্য নতুন আবিস্কারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য পুনরচর্চা পাঠক্রমের (Refresher Course) সুযোগ নেওয়া। তিনি পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পাঠক্রমে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম (M. Lib. Sc.) প্রবর্তন এবং গবেষণার সুযোগের আশু ব্যবস্থার দাবী করেন। ইতিমধ্যে শ্রীদিলীপ বসু প্রবন্ধে উল্লিখিত পাশ নম্বরের স্থানে এক ভুলের প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ভুলটি সংশোধিত হয়।

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন বর্তমানে চাকরীর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে নিযুক্ত নন এমন ব্যক্তিদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে নিযুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয় কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাক্রমের আলোচনা চক্রের (Seminar) ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শ্রীসত্যব্রত সেন বলেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু এ সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধে কোন উল্লেখ নেই। Psychometric test এর মাধ্যমে ছাত্র নির্বাচনের আদৌ কোন প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। শ্রী সেন আরও বলেন যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মাধ্যম বাঙলা হওয়া প্রয়োজন, এ সম্পর্কেও প্রবন্ধে কোন উল্লেখ নেই। শ্রী সেন প্রস্তাব করেন যে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রেরণ করা হোক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করা হোক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত বলেন ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন তবে উচ্চস্তরে এই শিক্ষা ব্যবস্থা উপপত্তিক (Theory-based) হতে পারে। তিনি প্রস্তাব করেন যে শিক্ষা ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সরকারকে এক কমিশন নিয়োগ করতে অনুরোধ করা হোক। শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন প্রবন্ধে আরও নির্দিষ্ট কর্মপন্থার নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন আছে এবং IASLIC এর শিক্ষাব্যবস্থা

সম্পর্কেও আলোকপাত করা প্রয়োজন। শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজনীয়তার হিসাব দেওয়া হয়েছে, কেবলমাত্র কল্পনা প্রসূত হিসাবে কিন্তু বাস্তবে আমরা এর ঠিক বিপরীত অবস্থাই দেখতে পাই। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রয়োজনভিত্তিক' গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যার কথা উল্লেখ করাই বাঞ্ছনীয় ছিল। অন্য এক অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন ছাত্র ও শিক্ষকের সমানুপাতিক হার নির্ধারণে মোট period এর উপর শিক্ষকদের ও ছাত্রদের সমানুপাতিক হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন ; অন্যথায় এক ভুল হিসাবই দেওয়া হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পাশের বিভাগে ডিস্টিংশনের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু ডিস্টিংশনের পরিবর্তে বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলে গণ্য করা হয় এদিকেও শ্রী চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধকারদ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীঅভয়পদ দাস গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পাঠক্রমে প্রাচীন সাহিত্যের উৎকর্ষতা পাঠ্য তালিকায় থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন। শ্রীসুনীলভূষণ গুহ বলেন অল্প সময়ের মধ্যে বর্তমান আলোচ্য প্রবন্ধ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় এবং বর্তমান সম্মেলনে আলোচিত হওয়ার পূর্বে এই প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতামত নেওয়া উচিত ছিল। তিনি আরও বলেন সঠিক কোন পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রম হওয়া বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে এক সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের উত্তর দিতে উঠে শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ বলেন বর্তমান প্রবন্ধটি প্রত্যেকের আলোচনার জন্যই উত্থাপিত হয়েছে এই সম্পর্কে আলোচনার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পরবর্তী অধ্যায়ের। প্রয়োজনভিত্তিক চাহিদার কথায় তিনি বলেন এই হিসাব করা হয়েছে দেশের এক সুষ্ঠু অবস্থার সম্পর্কে। বর্তমানে দেশে এই অবস্থা না থাকাতেই চাকুরী লাভের সুযোগ কমে যাচ্ছে। কোন প্রতিষ্ঠানে সঠিক কত ঘণ্টা ক্লাশ নেওয়া হয় সে সম্পর্কে কোন তথ্য না থাকায় ছাত্র ও শিক্ষকের সমানুপাতিক হার একই হিসাবে করা হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পাঠক্রমে ১ম ও ২য় শ্রেণী হওয়ার কথা তিনি জানলেও সময়মত দেওয়া হয়ে ওঠেনি। রহড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকায় আবাসিক পঠন পাঠনের কোন উল্লেখ না থাকায় তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে Psychometric Test-ই বর্তমানে নির্ভুল পদ্ধতি বলে প্রবন্ধে এই ব্যবস্থাকেই সুপারিশ করা হয়েছে। গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিযুক্ত নন এমন ব্যক্তিকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে শিক্ষকতার সুযোগ দেওয়া সম্পর্কে প্রবন্ধে কোন সমীক্ষা হয়নি অতএব এই সম্পর্কে নতুন ভাবে না ভেবে কিছু বলা যায় না।

অতঃপর সভা পরিচালক শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন বর্তমান প্রবন্ধ রচনা নিঃসন্দেহে এক প্রসংশনীয় উত্তম কিন্তু এই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং এই সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে তিনি আগ্রহী হতে বলেন। অবশেষে সভাস্থ প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্য শেষ হয়।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করবেন বলে স্থির হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় আরম্ভ হয় বিচিত্রানুষ্ঠান। ঐ অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পী শ্রীরামপদ চৌধুরী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সম্পর্কীয় স্বরচিত টুসু গান পরিবেশন করেন এবং স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক পরিবেশিত হয় কয়েকটি সঙ্গীত।

রাত ১০-৩০' আরম্ভ হয় পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমূহের সভা, রবীন্দ্রভবনে। সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কার্যকরী সভাপতি শ্রীসত্যব্রত সেন। এইস্থানে কর্মী সমিতির বিভিন্ন দুরবস্থার কথা আলোচিত হয় এবং এর আশু প্রতিকারে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

সমাপ্তি অধিবেশন

১৪ ফেব্রুয়ারী : সকাল ৯ ঘটিকা

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীফণিভূষণ রায়। সভার প্রারম্ভে সম্মেলনের ১ম ও ২য় কার্যকরী অধিবেশনে আলোচিত প্রথম প্রবন্ধ "পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বরূপ" সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করেন শ্রীসত্যব্রত সেন এবং প্রস্তাবসমূহ সমর্থন করেন শ্রীতুষার কান্তি সান্যাল। অতঃপর সভায় আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

(১) গ্রন্থাগার আইন চাই :—এই দাবিতে গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের সমবেত করিয়া জেলা স্তর পর্যন্ত আন্দোলন ব্যাপক করিয়া তোলা হউক।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদ্যগঠিত জেলা শাখাগুলির মাধ্যমে এই আন্দোলন সংগঠিত করিবার জন্য সাধারণের কাছে আহ্বান জানান হইতেছে। জেলা শাখা কমিটিগুলি কর্তৃক নিম্নরূপ কর্মসূচী অনতিবিলম্বে অনুসৃত করা হউক :

(ক) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিটি জেলা শাখা স্তরে সদস্য সংগ্রহ করা হউক ; গ্রন্থাগার কর্মী, দরদী ও গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন অবিলম্বে বিধিবদ্ধ করা ও অন্যান্য দাবির সমর্থনে প্রতি জেলায় অন্ততঃ ৫০০০ গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, বিভিন্ন সভা ও আলোচনা চক্র ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনচেতনা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(গ) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রদর্শনী-সহ জনসভার মাধ্যমে গ্রন্থাগার আইনের দাবির পক্ষে জনমত গঠন করিতে হইবে।

(ঘ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও কাজকর্ম বিষয়ে ছোট ছোট সেমিনার জেলাস্তরে সংগঠিত করিতে হইবে।

(ঙ) বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের লইয়া বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীতার বিষয়ে সভার আয়োজন করিতে হইবে।

(২) জনসাধারণের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ করিয়া সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে আরো বেশী সময় ধরিয়া উন্মুক্ত রাখা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সম্মেলন সরকার ও যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইতেছে।

(৩) এই সম্মেলন মনে করিতেছে যে, অবৈতনিক গ্রন্থাগারিকদের দ্বারা গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থায় নানাবিধ অসুবিধা লক্ষ্য করা যাইতেছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও বেতনভুক গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বারা এই কাজ চালু করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

(৪) এই সম্মেলন দাবি জানাইতেছে যে, গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করিয়া গ্রন্থাগার গুলির পরিচালন সমিতিগুলি পুণর্গঠিত করা হউক। প্রতি জেলা গ্রন্থাগার সংস্থায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মনোনীত একজন সদস্য ও জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্য হইতে নির্বাচিত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হউক।

(৫) সরকারী সাহায্য দিবার বিষয়ে বর্তমানের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বাতিল করিয়া ন্যায্যভাবে এই সাহায্য বণ্টন করা হউক। এই বিষয়ে জেলা কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখাকে অনুরোধ করা হউক।

বাংলা দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে, সেই কথা স্মরণে রাখিয়া তাহাদিগকে নিয়মিতভাবে অধিক পরিমাণে সরকারী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হউক এবং এইসব গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা হউক।

(৬) শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হউক এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির নিমিত্ত শিক্ষা বাজেটের ২.৫% বরাদ্দ করা হউক।

এই সম্মেলন আরও দাবি করিতেছে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অধিক পরিমানে অর্থ সাহায্য করুন।

(৭) এই সম্মেলন সরকারের কাছে দাবি জানাইতেছে যে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা সরকারের পক্ষ হইতে বিভিন্ন সময়ে করা হইবে, সেগুলি যেন সমকালীন গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। প্রতিটি পর্যায়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কর্মীসংস্থার সহিত পরামর্শ করিয়াই যেন কর্মসূচী রূপায়িত করা হয়।

(৮) সাধারণ গ্রন্থাগারে বৈতনিক গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, ভাতাদি ও চাকুরীর শর্ত প্রভৃতি উন্নয়নকল্পে এই সম্মেলন সরকারের কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলি পেশ করিতেছে ;

(ক) মাসের নির্দিষ্ট দিনে যাহাতে গ্রন্থাগার কর্মীরা নিয়মিত বেতন, ভাতাদি পান অবিলম্বে সেইমত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

(খ) পে কমিশনের সংখ্যাধিক্যের রায় (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশসহ) অবিলম্বে কার্যকর করা হউক।

(গ) গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য অবিলম্বে সার্ভিস রুলস্, প্রভিডেণ্টফাণ্ড, গ্রাচুইটি, অবসরকালীন ত্রিবিধ সুবিধা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হউক।

(ঘ) অবিলম্বে স্পনসর্ড প্রথার অবসান করিয়া স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী কর্তৃত্বে আনা হউক।

(৯) এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, যে সমস্ত গ্রন্থাগারকর্মী শিক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কার্যকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োগের জন্য যথোপযুক্ত সরঞ্জামের

ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হউক।

প্রথম প্রবন্ধ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণের পর সভায় অধিবেশনের দ্বিতীয় আলোচ্য প্রবন্ধ, "পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা" সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করেন শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ এবং উক্ত প্রস্তাবসমূহ সমর্থন করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। আলোচনান্তে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবন্ধ সম্পর্কীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

প্রস্তাব ১

(১১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান একটি ব্যবহারিক (**Applied**) এবং বৃত্তি মূলক (**Professional**) বিদ্যা। কাজেই এই বিজ্ঞানের শিক্ষা, প্রয়োগের ক্ষেত্রে, চাহিদা ভিত্তিক (**Demand based**) হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে এই চাহিদা সমাজের 'প্রকৃত প্রয়োজনের' (**Real Need**) পটভূমিকায় নিনীত হওয়া উচিত।

(১২) 'প্রকৃত প্রয়োজন' সামাজিক অবস্থা নিরপেক্ষ নয় বলিয়া, সমকালীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রয়োজন নির্ণয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগারকর্মী সৃষ্টির কর্মপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

প্রস্তাব ২

(২১) যে কোন শিক্ষব্যাবস্থায় 'স্তর' (**Level**) বিন্যাসের প্রয়োজন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অর্থ, সময় ও পরিশ্রমকে অপচয় হইতে রক্ষা করা। 'বৃত্তিমূলক শিক্ষা'র ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থায় স্তরগুলি বিন্যাসে নিম্নলিখিত কর্মপদ্ধতি আবশ্যিক করিতে হইবে—

১। স্তরগুলিকে পারস্পরিক সম্পূরক ও সম্পর্কযুক্ত হইতে হইবে ;

২। অব্যবহিত নিম্নস্তরের (**Immediate next**) শিক্ষা সমাপ্ত না করিলে উচ্চস্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশে অনুৎসাহিত করিতে হইবে ,

৩। উপযুক্ত পাঠক্রম (**Syllabus**) নির্দ্ধারণ করিয়া, বিভিন্ন স্তরে সুসমভাবে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ বণ্টন করিতে হইবে ;

৪। একই স্তরের পাঠক্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে একই হওয়া অত্যাবশ্যক।

(২২) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থায় তিনটি স্তরের মধ্যে মাত্র দুইটি স্তর প্রাথমিক (**Certificate**) এবং মাধ্যমিক (**B.Lib.Sc.**) স্তর বর্তমান। উচ্চস্তরের (**M.Lib Sc/** অন্যান্য) শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। উপরের (২১) অর্থে স্তরগুলি পারস্পরিক পরিপূরক নহে বা শিক্ষাব্যবস্থা বা বিষয়ে সংযোগহীন। অতএব সর্বস্তরে অবিলম্বে সুবিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন আবশ্যক।

প্রস্তাব ৩

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক বিদ্যা বলিয়া, ইহার ক্ষেত্রে অভ্যাস বা অনুশীলনের (Practice) গুরুত্ব সমধিক। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায় এই অভ্যাস বা অনুশীলনের গুরুত্ব আপেক্ষিক ভাবে কম বেশী হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে এই অভ্যাস বা অনুশীলন কর্মসূচীর ব্যাপক রূপায়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রস্তাব ৪

যে কোন বিজ্ঞানের মত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানও ব্যাপকতায় ও গভীরতায় দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই বিজ্ঞানের শিক্ষণ ব্যবস্থার কর্তব্য, শিক্ষার্থীকে শিক্ষান্তরের উপযোগী সর্বাধুনিক জ্ঞানের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থায় এই বিবর্তনশীল সর্বাধুনিক জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর আয়ত্বে আনাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। পাঠক্রমকে এই বিবর্তন গ্রহণ করিবার উপযোগী করিতে হইবে।

প্রস্তাব ৫

৫১ যে কোন শিক্ষাব্যবস্থায় কোন নিম্নস্তরের শিক্ষিত প্রার্থীরাই উচ্চস্তরে শিক্ষালাভে অগ্রাধিকার পাইয়া থাকে। কর্মীদল সৃষ্টিকারী বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায়, কর্মসংস্থানের বিপর্যয় রোধ করিতে হইলে এই পদ্ধতি অপরিহার্য। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থায় অব্যবহিত নিম্নস্তরেরর শিক্ষায় (Certificate/B. Lib. Sc.) উত্তীর্ণ ও উচ্চস্তরের শিক্ষার (B. Lib. Sc./M. Lib. Sc/others) ন্যূনতম (minimum) যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর উচ্চশিক্ষার প্রবেশের অগ্রাধিকার আবশ্যিক করিতে হইবে ;

৫২ শিক্ষার্থী নির্বাচনে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত ;

৫৩ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থায় দীর্ঘদিনের কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষালাভের সুযোগের প্রশ্নে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য।

প্রস্তাব ৬

৬১ বর্তমান শিক্ষা বিজ্ঞানে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর 'আবশ্যিক অংশ গ্রহণ' (Compulsory Participation) কে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মত মূলত একটি বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক বিদ্যার ক্ষেত্রে, এই অংশ গ্রহণ আরও গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর আবশ্যিক অংশগ্রহণ অধিকতর হয়, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থায় সেই সেই পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করিতে হইবে।

৬২ শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক অংশ গ্রহণে সহায়তা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থায় 'বক্তৃতা দান পদ্ধতিতে (Lecture Method) শিক্ষাদান এক এক চতুর্থাংশ ($\frac{1}{4}$) করা যাইতে পারে ; এবং বাকী তিনচতুর্থাংশে ($\frac{3}{4}$) নিম্নলিখিত শিক্ষাদান

পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে :—

১ আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method) ;

২ নির্দেশিত স্ব-পাঠ পদ্ধতি (Guided Self Study) ;

৩ অনুশিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষাকালে বিভিন্ন কার্য (Tutorial Method and Sessional Work) ;

৪ প্রয়োজনা ও প্রবন্ধ রচনা (Project Work & Essays) ;

৫ ক্ষেত্রকার্য (Field Work and Workshop Method) ;

৬ আলোচনা চক্র ও বিতর্ক পদ্ধতি (Seminer and Colloquium technique) ;

৭ পর্যবেক্ষণ পাঠ প্রণালী (Observational Study);

৮ ছাত্রদের দ্বারা পাঠান্তে পাঠক্রম মূল্যায়ন করিবার সুযোগ ; এবং

৯ অন্যান্য।

প্রস্তাব ৭

৭১ পরীক্ষার উদ্দেশ্য একদিকে শিক্ষার্থীর আহৃত জ্ঞানকে পরীক্ষা করিয়া তাহার মান নির্দ্ধারণ করা, অপরদিকে পরীক্ষার মধ্য দিয়াই শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করিয়া তোলা। এই পরীক্ষাকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে তাহার কার্যক্রম যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাদানের সহায়ক ও সমান্তরাল (Parallel) করিয়া তোলা আবশ্যক। বর্তমানে শিক্ষাবিজ্ঞানে পরীক্ষাকে নিয়মিত শিক্ষাদানের অঙ্গ হিসাবে গড়িয়া তোলার ঝোঁক দেখা যায়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ব্যবহারিক বিদ্যা বলিয়া, পাঠক্রমের মধ্যে পরীক্ষা কার্যক্রমের উপযুক্ত বিন্যাস একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থায় পরীক্ষার এই গুরুত্ব ও কার্যক্রম উপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে পূর্ণ শিক্ষাকালে (Throughout the academic period) পরিব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সর্বমোট সংখ্যার (Total marks) মধ্যে শতকরা ৭৫% বৎসরের বিভিন্ন কাজের মধ্যে বিতরণ করিয়া, কেবলমাত্র ২৫% সর্বশেষ পরীক্ষার (Final examination) জন্য রাখা যুক্তিযুক্ত। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

১ নির্দেশিত স্ব-পাঠ ;

২ অনুশিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষাকালের বিভিন্ন কার্য ;

৩ প্রযোজনা ও প্রবন্ধ রচনা ;

৪ শেষপরীক্ষা ;

৫ অন্যান্য

৭২ পরীক্ষায় প্রদত্ত উত্তীর্ণ হওয়া বা সম্মানিত হওয়ার ন্যূনতম সংখ্যা (Minimum marks for Pass/Distinction/Class) একই স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় একইরূপ হওয়া উচিত।

প্রস্তাব ৮

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষাকে দেশকালোপযোগী করিবার জন্য নিম্নলিখিত 'বিশেষ ব্যবস্থা'গুলি গ্রহণ করা দরকার :—

১ স্বল্পকালীন শিক্ষাশিবিরের (Camp training) মাধ্যমে কর্মরত স্বল্পশিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীদের হাতে কলমে শিক্ষাদান ;

২ পুনরচর্চা পাঠক্রমের (Refresher Course) মাধ্যমে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বিবর্তনশীল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার ব্যবস্থা ,

৩ অবিলম্বে উচ্চস্তরের (M. Lib. Sc./অন্যান্য) শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভে ও গবেষণায় সহায়তা করা ।

এই উচ্চস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায়, সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া এবং UGC Review Committee এর সুপারিশ অনুযায়ী—

১ শিক্ষাকাল (academic year) এক বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট করিতে হইবে ;

২ পাঠক্রমে UGC Review Committeeর সুপারিশকে যথাযোগ্য স্বীকার করিতে হইবে ; এবং

৩ ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা Post Graduate Diploma/B. Lib. Sc. এবং গ্রন্থাগারের কাজে সর্বসময়ের জন্য (Ful ltime) অভিজ্ঞতাকে ধরিতে হইবে ।

প্রস্তাব ৯

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থাকে উপযুক্ত নৈপুণ্যের সহিত পরিচালিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত সুযোগগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক—

১ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অভিজ্ঞতা বিনিময় ;

২ পুনরচর্চা পাঠক্রম ;

৩ উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ; এবং

৪ শিক্ষক শিক্ষণের সুযোগ ।

প্রস্তাব ১০

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে সংযোগ ও সংহতি স্থাপন করিয়া, সামগ্রিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য আনা, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বার্থে অত্যাবশ্যক ।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি এবং গ্রন্থাগারকর্মীদের কর্মসংস্থান, বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নে এই শিক্ষণ ব্যবস্থার উপযুক্ত বিন্যাসের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ।

শিক্ষণ ব্যবস্থার এই নূতন বিন্যাসকে সম্ভব করিতে হইলে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় আন্দোলনকে সার্থক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার সহিত জড়িত প্রত্যেকটি সংগঠন ও কর্মীকে গ্রহণ করিতে হইবে ।

উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন শ্রীতপন সেনগুপ্ত এবং শ্রীঅশোক বসুর

সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

প্রস্তাব ১১

এই সম্মেলন আশা করে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অনতিবিলম্বে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করিবার পন্থা স্থির করিবার জন্য ও তৎসঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করিবার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সাথে যুক্ত সংস্থাগুলির (যথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও রহড়া জিলা গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের একটি আলোচনাচক্রে আহ্বান করিবেন।

অতঃপর পরিষদ কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করেন কিন্তু শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামানিক ও শ্রীসুবীর বসু কর্তৃক প্রস্তাব দুটি যথা সময়ে না পেশ করায় তা আলোচনা হতে বাদ দেওয়া হয়। সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির নদীয়া জেলা শাখা কমিটির সম্পাদক শ্রীমদনমোহন মল্লিক প্রেরিত প্রস্তাব পাঠ করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং শ্রীতুষার সান্যালের সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে

(১) DPI এর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নদীয়া জেলার সমাজ শিক্ষাধিকারিক মহোদয় নদীয়া জেলার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমূহ হতে কোন প্রতিনিধিকে সম্মেলনে যোগদান করিতে না দেওয়ায় সভা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে এবং এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছে।

(২) এই সম্পর্কে আরও প্রস্তাব করা হইতেছে যে পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতি জেলা গ্রন্থাগার হইতে দুইজন এবং স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমূহ হইতে একজন প্রতিনিধিকে অতি অবশ্যই সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতাদি সহ অনুমতি দিতে হইবে।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

(৩) স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই ইংলণ্ডে অবস্থিত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীকে ভারত উপমহাদেশে স্থানান্তরিত করিবার দাবী জানাইয়াছিলেন। উক্ত লাইব্রেরীর মালিক কে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য ভারত, পাক ও বৃটিশ সরকার বিচার বিভাগীয় সালিশীতে ব্যাপারটি উপস্থিত করিতে সম্মতও হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দীর্ঘ তেইশ বৎসর অতীত হইয়া গেল কিন্তু অদ্যাপি এই বিষয়ে কোন মীমাংসা হইল না।

এই অবস্থায় এই সম্মেলন ভারত সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে যে তাহা যেন যথা সম্ভব শীঘ্র এই ব্যাপারে একটি সম্মানজনক মীমাংসায় পৌঁছাইয়া ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীকে ভারতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তৎপর হউন।

শ্রীদ্বিজেপ্রসাদ গুপ্তের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে,

(৪) Indian Association for cultivation of Science এর গ্রন্থাগার কর্মীরা উক্ত সংস্থার অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে বিগত কয়েকমাস ধরিয়া বভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে কর্মবিরতির মাধ্যমে যে সংগ্রাম করিয়া যাইতেছেন বর্তমান সম্মেলন তাহার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের এই দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছে। এই ম্মেলনস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে সংস্থার উক্ত গ্রন্থাগার ও অন্যান্য কর্মীদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে দাবী করিতেছে। [বর্তমানে এই ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হইয়াছে। সঃ গ্রঃ]

সাহাপুর পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রী পি, চক্রবর্তী বাঙলা দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য এক Co-operative পরিকল্পনার আভাস দেন। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে শ্রী চক্রবর্তী তাঁর পরিকল্পনা দুই মাসের মধ্যে পরিষদে প্রেরণ করবেন এবং সকলের অবগতির জন্য তা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে এবং পরবর্তী সম্মেলনে এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

অতঃপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের পরিচালক-মণ্ডলী ও কর্মীবৃন্দ, পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুরুলিয়া জেলার শাখা কমিটি, ডঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রমথানন্দজী মহারাজ, শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীমন্মথনাথ কুইরী, সমাজ শিক্ষাধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শিল্পীবৃন্দ, টুসু গায়ক শ্রীরামপদ চৌধুরী, নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ, পুরুলিয়া জেলার অধিবাসী ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, প্রতিনিধিবৃন্দ ও সমবেত দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদ কর্মসচিব শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণে বলেন বঙ্গভুক্ত পুরুলিয়া জেলায় অনুষ্ঠিত প্রথম অনুষ্ঠান হচ্ছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। সেই কথা স্মরণ রেখেই হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী অধিবেশনে এই অধিবেশন আহ্বান করা হয় সীমিত সামর্থ ও নানা অসুবিধার মধ্যে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড কর্মী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখা কমিটি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীবৃন্দ ও সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সভাপতি শ্রীহরিপদ সেন সমাগত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। এবং এই সঙ্গে অষ্টাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রতিবেদক : শ্রীমতী গীতা মিত্র, শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল, শ্রীচঞ্চলকুমার সেন।

মুখ্য প্রতিবেদক : শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিগণের তালিকা।

কলিকাতা

সর্বশ্রী অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, অধীর দে (জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া), অনিল কুমার চক্রবর্তী (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ), অমরকৃষ্ণ ঘোষ, (সমাজপতি স্মৃতি সমিতি), অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ কুমার রায়, অশোক বসু, অসিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, অসীম ঠাকুর, কমলা মিত্র (পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ গ্রন্থাগার), কালীপ্রসাদ, কিরণ কুমার ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা দত্ত, গীতা ভট্টাচার্য, গীতা মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরাচাঁদ চক্রবর্তী (জাগৃতি সঙ্ঘ), গৌরহরি সাহা (পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ গ্রন্থাগার), চঞ্চল কুমার সেন, তপন সেনগুপ্ত, তুষারকান্তি সান্যাল, দিলীপ কুমার বসু, দীপক কুমার মুখোপাধ্যায়, দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত (এশিয়াটিক সোসাইটি) ননীগোপাল বসাক (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ), নমিতা দে (জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া), নিতাইচন্দ্র বসু (শৈলেশ্বর লাইব্রেরী), নির্মল শীল, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু প্রামানিক (শিশির স্মৃতি পাঠাগার), প্রণতি রায়, প্রতাপাদিত্য সরকার (বরিষা পাঠাগার টাউন লাইব্রেরী), প্রতিভাপদ চক্রবর্তী (সাহাপুর লাইব্রেরী), প্রবীর রায়চৌধুরী, ফণিভূষণ রায়, ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ দে, এম. এন. নাগরাজ (জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা) মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, মিনতি চক্রবর্তী, মোহনলাল বসু, রতনকুমার দাস (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ), রাধানাথ রায় (যাদবপুর বিদ্যালয়), রামকৃষ্ণ সাহা, শশাঙ্ক কুমার বাগচী (ব্যুরো অব এডুকেশনাল এণ্ড সাইকোলজিকাল রিসার্চ), শান্তিপদ ভট্টাচার্য (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শিশির মুখার্জি (সাহাপুর লাইব্রেরী), শীলা চক্রবর্তী, সন্তোষ কুমার বসাক (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), সমীরকুমার বসু (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), সুচিত্রা গাঙ্গুলী, সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর ঘোষ (দমদম মতিঝিল কলেজ), সৌরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, হিরণকুমার দত্ত, হৃষীকেশ গুপ্ত (পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ)।

কোচবিহার

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন (শিক্ষা ও সংস্কৃতি সদন, কোচবিহার)।

চব্বিশ পরগণা

সর্বশ্রী অমলাংশু সেনগুপ্ত (২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার), কমল নন্দী (সবুজ সংঘ সাধারণ পাঠাগার), নির্মল বিশ্বাস পারুল দে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, রহড়া), বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাসবিহারী মিত্র (চাণক পাঠাগার), শ্যামল সরদার (তারাগুণিয়া বীণাপানি পাঠাগার), সত্যব্রত সেন (জেলা গ্রন্থাগার), সমীর দে (তারাগুণিয়া বীণাপানি পাঠাগার), সুনীলভূষণ গুহ, সুবল কুমার সেন, সুরজিৎ দত্ত।

দার্জিলিং

সর্বশ্রী কে, বি, মাথুর (দেশবন্ধু জেলা গ্রন্থাগার), জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার), দিলীপ চৌধুরী (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার), ল্যাডলি রায় (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার), স্বপন কুমার বাগচী (শিলিগুড়ি কলেজ)।

নদীয়া

সর্বশ্রী অনিল কুমার রায়, বিশ্বনাথ সিংহ, সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুবল কুমার পাল।

পুরুলিয়া

সর্বশ্রী অর্জুন গরাঞ্চ, অর্দ্ধেন্দু শেখর মোদক (দেবীপ্রসাদ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী), কমলাপদ কেপিয়া, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর সাউ (বয়েজ এ্যাথেলেটিক ক্লাব), দুঃখ হরণ কুমার, ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (শ্রীরাম গ্রন্থাগার, পাথর), নিতাইচাঁদ রায়, প্রসন্ন মাহাত (বুড়দা তরুণ সংঘ), বিজনচন্দ্র ভাণ্ডারী, মিহির কুমার গাঁতাইত, মুক্তিপদ দত্ত (কান্তিচন্দ্র স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার), মুচিরাম মাঝি, রাঘবচন্দ্র কুইরী, লক্ষ্মীকান্ত মাহাত, শ্যামল কুমার দে (মধুপুর সংঘ পাঠাগার), সাতকড়ি রায় (ডামুরিয়া উদয়ণ পাবলিক লাইব্রেরী), সুভাষচন্দ্র শেঠ, সুশান্ত হাজরা, সৃষ্টিধর দাস।

বর্ধমান

সর্বশ্রী অভয়পদ দাস (রামকৃষ্ণ সংঘ), অধীর কুমার চ্যাটার্জী (বিল্বগ্রাম কিশোর সংঘ পাঠাগার), উমাপতি মুখোপাধ্যায় (কিশোর সংঘ পাঠাগার), ডি, কে, নন্দী (Mame Staff Club), নিমাইচাঁদ রায় (নাসিগ্রাম জয়হিন্দ সংঘ পাঠাগার), নিমাইচরণ কর (নূতন হাট মিলন পাঠাগার), পি, এম, হক (Mame Staff Club), শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য (বামুনপাড়া হিরণ্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার), শুকদেব মুখোপাধ্যায় (কুমির কোলা প্যারীমোহন গ্রামাঞ্চলিক গ্রন্থাগার), লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার), সত্যগোপাল ব্যানার্জী, হিরণ্ময় সান্যাল।

বিহার

শ্রীতারক লাহিড়ী।

বীরভূম

সর্বশ্রী অনাথ শরণ মুখোপাধ্যায় (লোকপাড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার), অবধূত সরকার, তরুণ কুমার রায় (বেড় গ্রাম পল্লী সেবা নিকেতন গৌরীবালা স্মৃতি গ্রাম্য গ্রন্থাগার), মিহির কুমার রায় (দক্ষিণ গ্রাম তরুণ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার), সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত (কীর্নাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি)।

বাঁকুড়া

সর্বশ্রী অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায় (হাট গ্রাম রবীন্দ্র গ্রাম্য পাঠাগার), অসিত কুমার মুখোপাধ্যায় (তাল ডাংরা রুর‍্যাল লাইব্রেরী), কৌনীশ বিশ্বাস (বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার), গোপালচন্দ্র পাল (ধ্রুব সংহতি), নবকুমার মণ্ডল (আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কল্যাণ নিকেতন), নিমাইচন্দ্র চরণ (বাঁকদা রবীন্দ্র পাঠাগার), পঞ্চানন সিংহ (রবীন্দ্র পাঠচক্র), শিবানন্দ চক্রবর্তী (বাঁকশোল গ্রামীণ গ্রন্থাগার), ফটিকচন্দ্র গোস্বামী (খাতড়া রুর‍্যাল লাইব্রেরী)।

মালদহ

সর্বশ্রী খগেন্দ্রচন্দ্র দাস (গাজোল সাধারণ জ্ঞানাগার), প্রবীরকুমার তোকদার (জগদলা গ্রামীণ গ্রন্থাগার)।

মেদিনীপুর

সর্বশ্রী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী (সেবায়তন শিল্প মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার), নিতীশচন্দ্র পট্টনায়ক (ধান দাঁ জ্ঞানের আলো গ্রামীণ গ্রন্থাগার), নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (কোলাঘাট গ্রামীণ গ্রন্থাগার), পঞ্চানন মাহাত (এড় গোদা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার), প্রভাংশু কুমার দাস (দাঁতন সোস্তাল ক্লাব এণ্ড পাবলিক লাইব্রেরী), প্রশান্ত কুমার রায় (সজীব সংঘ পল্লী পাঠাগার), ব্যোমকেশ ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় সিংহ (নারায়ণ দিঘী সাধারণ পাঠাগার), রবীন্দ্রনাথ মোদক (কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার)।

মুর্শিদাবাদ

সর্বশ্রী চিত্তরঞ্জন মণ্ডল (রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার), শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (রুকুণপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার), সত্যব্রত রায়, হরেন্দ্রনাথ দাস।

হাওড়া

সর্বশ্রী অনিল কুমার দেয়াসী, বাসুদেব দাস, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, বিমল মাইতি, বিশ্বনাথ মাইতি (শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশান্ ব্রাঞ্চ লাইব্রেরী), মনোরঞ্জন জানা (শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশান ব্রাঞ্চ লাইব্রেরী), মন্মথনাথ পল্যে, শম্ভুচরণ পাল, শিবেন্দু মান্না, সুব্রত পল্যে।

হুগলী

সর্বশ্রী গণেশচন্দ্র দাস (মান্দড়া উন্নয়ন সংসদ পাঠাগার বিভাগ), ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার), শুভ্রাংশু কুমার মিত্র, সহদেব আদক (মান্দড়া উন্নয়ন সংসদ পাঠাগার বিভাগ), সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়।

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্ধিত কাউন্সিল সভা

১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্ধিত কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে গত ৬ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার বিবরণী পাঠ করা হয় এবং তাহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সভায় স্থির হয় যে নির্ধারিত সময়ে যে সমস্ত প্রস্তাব সম্মেলনে উত্থাপনের জন্য এসেছে সেগুলি যথারীতি সম্মেলনে পেশ করা হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করেন পরিষদ কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। তিনি প্রত্যেক জেলা শাখা কমিটি সমূহকে পরিষদের আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানান। কেন্দ্রীভূত অবস্থায় পরিষদের পক্ষে কাজ করা অসুবিধা হওয়ায় জেলায় জেলায় পরিষদের শাখা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়-তার কথা বলেন শ্রীসত্যব্রত সেন। পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, জনচেতনা বৃদ্ধিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ এবং প্রাচীরপত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলনে শাখা কমিটিগুলির দায়িত্বের কথাও তিনি বলেন।

অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সচিব সমীপে—
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া ও সম্প্রতি রাজ্য সরকার কর্তৃক স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য নির্ধারিত বেতন হার সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য গত ১৯শে মার্চ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গ সরকারেব শিক্ষা সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে। সাক্ষাৎকালে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সার্ভিস রুলস্, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, লিভ্ রুলস্, মাসের নির্দ্ধারিত দিনে বেতন দান, জিলা গ্রন্থাগারিকদের বেতন হার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয় ও এই সম্পর্কে এক স্মারকপত্রও পেশ করা হয়।

সম্প্রতি পে-কমিশনের সংখ্যা গরিষ্ঠের সুপারিশ বাতিল করে রাজ্য সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য যে বেতন হার চালু করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের অবগতির জন্য তা নিম্নে দেওয়া হল।

DISTRICT LIBRARIES (Sponsored)

Name of post	Existing scale of pay	Rate of dearness allowance	Revised scale of pay
Librarian :			
(i) Master's Degree/ Honours Degree with Diploma in Librarianship.	200-10-450 Plus special allowance of Rs. 25 per month.	62·50	270-10-540 (Efficiency bars after 8th and 16th stages) plus an allowance of Rs. 25 per month.
(ii) Graduate with Diploma in Librarianship.	167-7-237-8-317 plus an allowance of Rs. 25 per month.	62·50	237-7-300-8-404 (Efficiency bars after 8th and 16th stages) plus an allowance of Rs 25 per month.
Assistant Librarian : Graduate with Diploma in Librarianship.	167-7-237-8-317	62·50	237-7-300-8-404 (Efficiency bars after 8th and 16th stages).
Library Assistant : School Final passed with Certificate in Librarianship.	115-3-172-4-180	62 50	184-3-214-4-270 (Efficiency bars after 8th and 16th stages).
Driver.	100-3-136-4 140	62·50	175-3-214-4-230 (Efficiency bars after 8th and 16th stages).
Library Attendant.	80-1-85-2-105	62·50	155-1-165-2-185 (Efficiency bars after 8th and 16th stages).
Peon, Durwan. Night Watchman, Cleaner.	60-1/2-65-1-75	62·50	130-1-145-2-165 (Efficiency bars after 8th and 16th stages).

// গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২০, সংখ্যা ১২ } ১৩৭৭, চৈত্র

সম্পাদকীয়

বিপর্যয়ের মুখে সভ্যতা

"পিণ্ডি ফৌজের ট্যাঙ্কের গোলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত··· পাকিস্তানী সেনা বাহিনী সম্প্রতি কুমিল্লা শহরে ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর বাড়ী ধ্বংস করে তানসেনের রচনা সম্ভার ও প্রাচীন সঙ্গীতের নথি সহ বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট করেছে বাঙলাদেশে পাক ফৌজ অন্ততঃ ষাট জন শিক্ষাবিদকে হত্যা করেছে। এর মধ্যে আছেন অধ্যাপক লুৎফর রহমান (রাজশাহী কলেজ) অধ্যাপক সইদ আবদুল হাই, শ্রীমতী নীলিমা ইব্রাহিম, মহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক আনারুল করিম।' প্রথমজন ছাড়া বাকী সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের···শিলাইদহের কুঠি বাড়ী পাক ফৌজের গোলায় নিশ্চিহ্ন প্রায় ভৈরব নদীতে কচুরী পানার মত মৃতদেহ ভাসছে "

হ্যাঁ, উপরের সব কিছুই ঘটনা। কোন কাল্পনিক চিত্র নয়। এইভাবেই বর্তমান সভ্য জগতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতিপীঠ, গ্রন্থাগার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে পূর্ব বাঙলায়। কালা পাহাড়ের বিদ্বেষ ছিল এক বিশেষ ধর্মের প্রতি, কিন্তু ইয়াহিয়া শাসকগোষ্ঠীর বিদ্বেষ সমগ্র জাতির প্রতি। বাঙালী জাতিকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে, বাঙলা দেশকে পোড়া মাটিতে পরিণত করাই এই জঙ্গী চক্রের একমাত্র লক্ষ্য। আর অপরদিকে এই সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সর্বোপরি মানবাধিকারকে রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসংখ্য নিরস্ত্র মানুষ আধুনিক মারণাস্ত্রের সামনে। ডব্লিউ, এইচ, অডেনের ছত্রগুলো অনেকটা এই—'ওঁরা এসেছিলেন পাহাড় ডিঙিয়ে, ক্ষেত খামার পেরিয়ে, নদী নালা গলিপথ বেয়ে, ওঁরা এসেছিলেন জীবন দান করতে···' অকাতরে ওঁরা জীবন দান করছেন। তবু ওদের পাশে এসে আজও কোন দেশ দাঁড়ায়নি। যদিও কোরিয়া, ভিয়েতনাম, সুয়েজখালের যুদ্ধে অনেকেই এগিয়ে

এসেছিলেন। কিন্তু পূর্ব বাঙলার সাম্প্রতিক মুক্তি যুদ্ধে তার পাশে আজ এখনো কেউ নেই। একটা জাতি বছরের পর বছর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পেষণের যাঁতাকল থেকে মুক্তি চাইছে, তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণ তো দূরের কথা, হিটলারের নাৎসী বাহিনীর, তৈমুরলঙের সেনা বাহিনীর সব রকমের বর্বরতাকে ম্লান করে ইয়াহিয়ার পাক ফৌজ পূর্ব বাঙলার উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ধ্বংসের খবর ম্লান হয়ে গেছে, নারকীয় গণহত্যার কাছে। ভাবীকালের সভ্যতার স্ফুরণের শেষ চিহ্নও লুপ্ত করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে পাক বাহিনী। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার এমন বিপর্যস্ত অবস্থায় প্রত্যেক সভ্য সমাজই তাকে ধিক্কার দেবে। কিন্তু ঘৃণার সে ধিক্কার বাণী আজ বেদনার অশ্রুজলে প্লাবিত। সে বেদনার কারণ মানবিক। এমন নির্বিচার নৃশংস পরিকল্পিত গণহত্যার দৃষ্টান্তে আমরা মূক, নিথর, নিস্পন্দ। আমরা স্তব্ধ হয়ে গেছি। হিটলারের স্বৈরাচার যেমন একদা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সহ্য করেনি, স্পেনের গৃহযুদ্ধে নারকীয় হত্যার প্রতিবাদে গঠিত হয়েছিল ইণ্টার ন্যাশনাল ব্রিগেড, তবে আজ ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধেই কেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ নীরব থাকবে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত শিলাইদহ কুঠি ছিল বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তির উৎসস্থল। সে বাড়ী ধ্বংসের খবর বাঙালী তথা ভারতবাসীকে মর্মাহত করবে। ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে পাবনার শত বছরের প্রাচীন অন্নদাগোবিন্দ চৌধুরী 'গ্রন্থাগার'টিও। এই নারকীয় নরমেধ যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছেন ১৩৪৮ সনের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ডঃ এ, বি, এল, হবিবুল্লাহ; সঙ্গে রয়েছেন বহু অধ্যাপক, শিল্পী, চিন্তানায়ক, ছাত্র ও জনগণ—নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে। ভূলুণ্ঠিত হয়েছে অসংখ্যশিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র ও জ্ঞানপীঠ। এই ধ্বংসলীলার ঘৃণ্য নায়কের প্রতি আমাদের ধিক্কার জানানোর মত উপযুক্ত ভাষা নেই।

শুধু কামনা করি পৃথিবীর শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে, এ গণহত্যা বন্ধ করতে প্রত্যেকে সোচ্চার হয়ে উঠুন, সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। আর বাঙলা দেশের সংগ্রাম, গণতন্ত্রের জন্য ন্যায়ের সংগ্রাম, তাই আমরা এই সংগ্রামের সাফল্য কামনা করব—বার বার। সমর্থন করি সেই সব দেশপ্রেমিককে যারা 'জীবন মৃত্যু, পায়ের ভৃত্য' করে এগিয়ে চলেছে, হৃদয়ে যাদের দুর্বার প্রতিজ্ঞা, সিকান্দার আবু জাফরের ভাষাতেই বলি,

"দিয়েছি তো শান্তি, আরো দেবো স্বস্তি,
দিয়েছি তো সম্ভ্রম, আরো দেবো অস্থি
প্রয়োজন হ'লে দেবো এক নদী রক্ত,
হ'ক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত,
অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই।
চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।।"

Civilization in turmoil
: Editorial

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৩১)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার দিবস পালনের পশ্চাতে এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রহিয়াছে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের, (১২৪৩ বঙ্গাব্দের) ৩১শে আগস্ট ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছিল। কোন্ দিবসটিকে গ্রন্থাগার দিবস বলিয়া পালন করা হইবে ইহা লইয়া পূর্ব হইতেই আলোচনা চলিতেছিল। কেহ কেহ ৩১শে আগস্টকে গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে পালনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন শ্রীরাধাশ্যাম চন্দ্র নামক পরিষদের একজন ব্যক্তিগত সদস্য। তিনি বর্ধমানের অধিবাসী। কলিকাতার লালবাজার অঞ্চলে নিজে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালাইতেন। তাহা হইলেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি ছিল তাঁহার অসীম আগ্রহ।

তিনি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) হইতে গ্রন্থাগার প্রচার সমিতির মাধ্যমে উক্ত ৩১শে আগস্টকে উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দেও এই অনুসারে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা হয়। পরে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৯শে আগষ্ট তারিখটিকেই গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে পালন করা হইতেছিল। কিন্তু বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাতের তারিখ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের (১৩৩১ বঙ্গাব্দের) ২০শে ডিসেম্বর (৫ই পৌষ) রবিবার প্রকৃত গ্রন্থাগার দিবস রূপে পালিত হইবে বলিয়া পরিষদ কর্তৃক সাব্যস্ত হইলে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) হইতে ঐ তারিখেই গ্রন্থাগার দিবস পালিত হইয়া আসিতেছে।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হইল গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিয়া উহাদিগকে গ্রন্থরক্ষা, গ্রন্থতালিকা প্রণয়ন, গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ, গ্রন্থাগার পরিচালনা, পাঠকের রুচি নিয়ন্ত্রণ, পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শদান। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দেই এই কাজের সূত্রপাত হইয়াছিল। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জিলায় পরিষদের 'গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ সমিতির' পক্ষ হইতে কর্মী পাঠাইয়া এতদুদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যাপারে অনেকেই জড়িত ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, সমিতির আহ্বায়ক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধাশ্যাম চন্দ্র, শ্রীকুমুদরঞ্জন সিংহ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রচেষ্টার ফলে উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা সহরতলী, (নবাবগঞ্জ) নওয়াপাড়া থানা ও ২৪ পরগণার বারুইপুরে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন সংস্থা গঠিত হইয়াছিল। এ ছাড়া রামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের উদ্যোগে কলিকাতায় কয়েকটি আলোকচিত্রও প্রদর্শিত হয়। যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী কলিকাতায় আসিয়া গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ লাভ করিতে অসমর্থ তাহাদের জন্য অঞ্চল বিশেষে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করিয়া গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও পরিষদ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৬০ বঙ্গাব্দে) গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উনচল্লিশ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল শ্রীবিমলাচরণ সরকার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছয়জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল শ্রীদেবীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের (১৩৬১ বঙ্গাব্দের) ১৬ই এপ্রিল, (৩রা বৈশাখ) শুক্রবার এবং ১৭ই এপ্রিল (৪ঠা বৈশাখ) শনিবার মালদহের বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ইহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীরমাপ্রসন্ন রায় আর সম্পাদক শ্রীদিনেশ চন্দ্র জোয়ারদার। সম্মেলনের সভাপতির পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন দিল্লীর কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শ্রীঅনাথনাথ বসু এবং সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবেল্লারী সমন্না কেশবন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানাইয়া বাংলায় যে ভাষণ পাঠ করেন তাহা এই।

আজ নূতন বৎসরের এই তাপদগ্ধ দিবসে মালদহে আপনারা যে পদধূলি দিয়েছেন মালদহের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা তার থেকে প্রাণরস গ্রহণ করে নূতন বাংলার নূতন আগমনীর সুর রচনা করুক।

একদিন এই প্রাণরস সঞ্জীবিত গৌড়ভূমি থেকেই তন্ত্রের চিন্ময়ী বৈজ্ঞানিক ধারা সমস্ত ভারতের দার্শনিক মতবাদকে নূতন শক্তিমতবাদে দীক্ষিত করেছিল। আর সমস্ত ভারতের বিভিন্ন চিন্তাধারা এসে এই গৌড়ের বুকেই বৈষ্ণববাদের মহিমায় তাদের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। চৈতন্যদেবের পূত চরণধূলি বিমণ্ডিত এই দেশ, যে দেশের ছেলে সনাতন বাদশাহী ঐশ্বর্যের মনোমুগ্ধকর প্রলোভন অনায়াসে ত্যাগ করেছিলেন সুন্দরের শাশ্বত আরাধনার জন্য।

ইতিহাসের চঞ্চল গতি বহু উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে একে আজ জীবনমরণ সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছে। এমন একদিন ছিল যখন মানুষ শুধু তার গ্রামীণ সমাজের কথা ভাবত, নগরের চিন্তা তার কাছে ছিল স্বপ্ন। তারপরে কালের দ্রুত চলন ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে সে এগিয়ে চলল দেশ থেকে মহাদেশের চিন্তায়, অবশেষে আজ আণবিক যুগের শেষে উদয়ান যুগের প্রারম্ভে তার চিন্তায় রূপ পাচ্ছে একটি শ্যামসুন্দর ছোট্ট পৃথিবী। যে পৃথিবীতে কোন ভেদ নেই, কোন পার্থক্য নেই মানুষে মানুষে। একদিকে এই সুন্দর জীবনরূপের কল্পনা তাকে যেমন প্রাণচঞ্চল করে তুলেছে অন্যদিকে তেমনি ধ্বংসের ভয়াবহ বিভীষিকা তাকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করছে। একদিকে শিব আর একদিকে রুদ্রের লীলা প্রকাশের মধ্যে মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কারণ সে জানে, উপলব্ধি করে এক পৃথিবী রূপায়ণের বাস্তবতাই তার জীবনের কল্যাণ সোপান।

এই কল্যাণ বাণীকেই মানুষ যুগে যুগে রূপ দিয়েছে তার ভাষায়। এমনিভাবে যুগ যুগান্তরের চিন্তাকে সে রূপ দিয়েছে গ্রন্থের সাদা পাতার বুকে কালির অক্ষরে।

একদিন ছিল যখন ছাপাখানা সম্ভব হয়নি তখন মানুষ তার স্বাক্ষর রেখে গেছে ভূর্জপত্রে, প্যাপিরাসের উপর, পালিশ করা পাতলা চামড়ায়, তালপাতায়, তুলট কাগজে।

পুস্তক মানুষের জীবন এবং মননের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তার প্রমাণ আমাদের রামায়ণ, মহাভারত। বিশ্বের ইতিহাসেও এর স্বাক্ষর ভাস্বর হয়ে রয়েছে। হোমারএর কাব্য সমস্ত গ্রীসএর মনকে নূতন জীবনী রসে সঞ্জীবিত করেছিল, সেক্‌স্‌পীয়রের মননধারা ইংরাজমনকে নূতন ভাবসম্পদের সন্ধান দিয়েছিল, দান্তের লেখনী ইতালীয় মনকে করে তুলেছিল রসপিপাসু।

রসপিপাসাই মানবজীবনের চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর। মানুষ যখন মানবপ্রেম রসে রসময় হয়ে ওঠে তখনি তার সমস্ত সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ, হিংসা দূরীভূত হয়ে যায়। এই যে মননধারা একে রূপ দেয় গ্রন্থ। গ্রন্থাগার সেই অপরূপ রূপায়নের দেবদেউল। তাই গ্রন্থাগার শুধু নিছক পুস্তকভাণ্ডার নয়, এ মানুষের মনন স্বরূপ, জীবন স্বরূপ। গ্রন্থাগার উচ্চতম শিক্ষার শান্তিনিকেতন, জ্ঞানের উৎসস্থল, বিদ্যার আধার। গ্রন্থাগার জীবন-বিদ্যালয়, অনুসন্ধিৎসুর উত্তর, রসপিপাসুর রসসংগ্রাহক। সুতরাং গ্রন্থাগারের মূল্য আমানের জীবনে অসীম। এখানে শুধু আমরা জ্ঞান আহরণ করতেই আসি এমন নয়। এখানে আসলে হয় মানস সম্মেলন, আনন্দ আহরণ, চিত্তের প্রসার। দৈনন্দিন জীবনের গণ্ডিবদ্ধ মন এখানে এসে উন্মুক্ত নির্মল মনাকাশের সন্ধান পায়।

কিন্তু গ্রন্থাগার সংগঠন করতে হলে চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এর জন্যে প্রয়োজন ভাল গ্রন্থাগারিকের। কারণ তাঁদের হাতেই ন্যস্ত থাকে জ্ঞানবিজ্ঞানের চাবিকাঠি—পাঠকের সাথে লেখকের মনঃসংযোগের পন্থা। এইখানেই তার সার্থকতা, তার সম্পূর্ণতা।

আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির এইখানেই চরম দুর্বলতা। শুধু আর্থিক সংকট নয়, শুধু শিক্ষিত পাঠকের অভাব নয়, সুষ্ঠু পরিকল্পনারও একান্ত অভাব রয়েছে, রয়েছে বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাদান রীতির দৈন্য। বাংলার গ্রামে ও সহরে কয়েকখানি পুস্তক আর মোমবাতি নিয়ে সুরু করে কত তরুণের প্রাণ প্রাচুর্য ভরা উদ্দীপনা, আশানিরাশার করুণতম কাহিনী এর পেছনে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এদিকে তেমন কেউ বিশেষ গুরুত্ব দেননি।

আজ যেমন কোন গ্রামীন মানুষ একা পথ চলতে পারে না, তার জন্য তার প্রয়োজন হয় সমস্ত মানুষের মানস উৎসারিত চিন্তাধারার ঠিক তেমনি কোন নির্দিষ্ট বিচ্ছিন্ন গ্রন্থাগারই শুধু ঐ কল্যাণ বাণী বহন করতে পারে না, প্রচার করতে পারে না মানুষের অমৃতবাণী। তাই আজ নিখিলের সুরাকে ধরার জন্য প্রয়োজন হয়েছে নিখিল মানুষের আত্মার বাণীকে রূপ দেবার। এর প্রথম সোপান বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন।

আজ যে মাটিতে আপনারা বসে আছেন সেই মাটিরই প্রতিটি ধূলিকণার সাথে বাংলার ইতিহাসের চরণছন্দ শিলাভূত হয়ে রয়েছে। অহল্যা পাষাণী হয়ে রয়েছেন

ব্রহ্ম অভিশাপে। আপনাদের সাংস্কৃতিক পদক্ষেপ একে শাপমুক্ত করবে। কবির স্বপ্ন আবার রূপ পাবে 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যারা মালদহকে তুলে ধরেছিলেন সারা বাংলার সামনে তাঁদের অনেকেই আজ নেই। তবু অনেকে আজও আছেন যাঁদের নীরব আশীর্বাদ আমাদের প্রাণধারাকে রেখেছে বেগময়।

স্বদেশী বন্যার ভাবধারায় পরিপ্লাবিত মালদহের দিকে দিকে ন্যাশন্যাল স্কুল স্থাপিত হল। গড়ে উঠল ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী। এমনি ভাবে মালদহের সাংস্কৃতিক ধারা একটা বিশিষ্ট রূপ নিল। তারপর জোয়ার নেমে গিয়ে আবার ভাটার টান সুরু হল।

আইনের আওতায় ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী বন্ধ করে দেওয়া হল। তখন ঐ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ভেঙ্গে বীণাপাণি লাইব্রেরী সংগঠিত হল মকদমপুর অঞ্চলে। এরপর উক্ত অঞ্চলেই স্থাপিত হল হিন্দু মিশন লাইব্রেরী। এরপর সমস্ত মালদহ সহরের দিকে দিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন লাইব্রেরীসমূহ গড়ে উঠতে সুরু করল—গোলপট্টি অঞ্চলে সরস্বতী লাইব্রেরী, কুতুবপুর ফুলবাড়ী অঞ্চলে 'বান্ধব লাইব্রেরী' ও সারদা লাইব্রেরী, মালদহ ক্লাব-এ 'ক্লাব লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ মিশন-এ 'মিশন লাইব্রেরী'।

সরকারের বিষ নজরে পড়ে এদের কতকগুলি বন্ধ হয়ে গেল আর অন্যগুলি উঠে গেল অর্থাভাবে। বীণাপাণি লাইব্রেরীর কিছু গ্রন্থ নিয়ে এসে 'ক্লাব লাইব্রেরীকে' সমৃদ্ধ করা হল। এদের মধ্যে শুধু থেকে গেল রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী। এর অনেক পরে হাটখোলা অঞ্চলে সৃষ্টি হ'ল 'মুসলিম লাইব্রেরী'।

মালদহবাসীর সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মিটাবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ঐ লাইব্রেরীগুলির কোনটারই ছিল না। তাই মালদহবাসী নূতন লাইব্রেরীর কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তদানীন্তন ড্রামাটিক ক্লাব এর সম্পাদকের নিকট কেউ কেউ প্রস্তাবও তুললেন যে 'বি, দে, হলে' লাইব্রেরী করা হক।

এদিকে মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠাগার সমূহ গড়ে উঠছে।

অবশেষে বর্তমান ভারত সরকারের ইতালী ও যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূত মাননীয় শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এলেন। তাঁর চেষ্টায় আর মালদহবাসীর সহযোগিতায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মালদহে জনসাধারণের পাঠাগার স্থাপিত হ'ল, যার বর্তমান নাম 'বি, আর, সেন পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাণ্ড মিউজিয়াম'। ক্লাব লাইব্রেরীকে নিয়ে এসে বিনয়রঞ্জন সেন এর সার্বজনীন রূপ দিলেন, অভিজাতদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন সাধারণের জন্য।

অন্যদিকে এর দৃষ্টিপাত হ'ল অতীত মালদহের মাটিচাপা নীরব সংস্কৃতির দিকে যার মধ্যে অতীত বাংলার ধর্মবিপ্লব থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক জীবনের মর্মকথা রয়েছে

শিলাভূত হয়ে। মালদহ এবং অতীত বাংলার ভাস্কর্য, কলা, কারুশিল্প, পুরাতন পুঁথি মুদ্রা, ধর্মপুস্তক মিউজিয়ামএ স্থান পেল। মালদহের সাংস্কৃতিক জীবনে আর একটি নূতন ধারা সন্নিবেশিত হ'ল।

আজকের মালদহ হয়ত অনেকের করুণাদৃষ্টির পাত্র। তবু একদিন ছিল যখন এই মালদহের বুকে গড়ে উঠেছিল মানবদর্শনের সার্বজনীন দৃষ্টি। অগ্নিযুগের মালদহের জ্ঞানবিজ্ঞান ছিল বাংলার অবিস্মরণীয় স্মৃতি। গৌড়ীয় ঐতিহ্যে ঐতিহ্যবান মালদহের পরিচিতি আজ পরিম্লান হয়ে এসেছে। কিন্তু আগামী দিনের রক্তিম উষার সংকেত এর প্রাণে জাগিয়ে তুলেছে নূতন জীবনস্পন্দন।

আজ এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের শুভ মুহূর্ত আগামী দিনের সেই মঙ্গলময় সংকেতের পবিত্র জন্মলগ্ন। এই জন্মলগ্নকে সার্থক করতে, সুন্দর আনন্দময় করতে আজ যাঁরা এখানে সম্মিলিত হয়েছেন এবং এই ক্ষুদ্র আয়োজনকে যাঁরা সুষ্ঠু এবং সুন্দর রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার কথা শেষ করব—শুভ হ'ক, সুন্দর হক, মধুময় হ'ক।

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীকেশবন সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার সাময়িক আনাগোনার বা কেবলমাত্র পুস্তক লেনদেনের স্থান নয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ইহা বর্তমান যুগে অতীতের ন্যায় একটি চলচ্ছক্তিহীন সংস্থা নহে। গ্রন্থাগার একটি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান ও সামগ্রিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্র। গ্রন্থাগারকে অন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার লেজুড় হিসাবে কল্পনা করা ভ্রমাত্মক। বরং গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির ন্যায় একটি প্রধান শিক্ষাদান কেন্দ্র। সুতরাং আজ গ্রন্থাগারের সমাজের প্রতি দায়িত্বও সমধিক। এই সম্মেলনকে শিক্ষাব্যবস্থা সংগঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত উপায় স্থির করিতে হইবে।

অতঃপর শ্রীতিনকড়ি দত্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বাণীসমূহ পাঠ করেন। যাঁহারা বাণী পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইল: ক্যানাডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসো-সিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ভারত সরকারের শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ভারতের শিক্ষামন্ত্রকের অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাসচিব শ্রীপান্নালাল বসু, বোম্বাইর পিপলস্ ফ্রী রিডিং রুম; অ্যামেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, নিউজীল্যাণ্ড লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, নিউইয়র্ক-এর স্পেশ্যাল লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, দার্জিলিং গবর্ণমেণ্ট

কলেজ-এর শ্রীক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ, মহারাষ্ট্র গ্রন্থালয় সংঘের সভাপতি, মাদ্রাস লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি, ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীয়ানএর সম্পাদক, অন্ধ্রদেশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি এবং বিধানসভার সদস্য শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়।

এই সম্মেলন উপলক্ষে বি, আর, সেন পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাণ্ড মিউজিয়ামএর ভবনে গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীঅমরেন্দ্রকৃষ্ণ ভাদুড়ী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীরা এই প্রদর্শনীর সংগঠনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ ছাড়া আরও দশটি প্রতিষ্ঠান এই কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। দেড় শতের মত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

The Library movement in Bengal (31)
: Gurudas Bandyopadhyay

সমাজ বিরোধীদের দ্বারা গ্রন্থাগার বিনষ্ট

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী এবং ১৭ই মার্চ সমাজবিরোধী কর্তৃক যথাক্রমে লোকপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী (বাণী নিকেতন) তে অগ্নি সংযোগ করা হয় এবং গ্রন্থাগার দুটির প্রভূত ক্ষতি হয়। ঘটনায় প্রকাশ যথারীতি পুলিশী তদন্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ সুরাহা হয়নি। গ্রন্থাগার দুটিকে পুস্তক ও অর্থ সাহায্যের জন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সহৃদয় প্রতিষ্ঠান সমূহ ও ব্যক্তিবর্গের নিকট আবেদন জানিয়েছেন।

[সঃ গ্রঃ]

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (৬)

বিমলকান্তি সেন

(1/9) স্থান বিভাগ

প্রথম বন্ধনীর অন্তর্গত 1 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যা স্থানের নির্দেশক। অসংখ্য প্রকাশন বর্গীকরণ করার বেলায় স্থান বিভাগকে বর্গসংখ্যার স্থান দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। যেমন ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা, বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন, বিশ্বের খাদ্য সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিরই স্থান হচ্ছে একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এখানে স্থান বিভাগ বর্গসংখ্যার অঙ্গীভূত না হলে বলাই বাহুল্য বর্গীকরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

স্থান বিভাগ সার্বদশমিক বর্গীকরণের মুখ্য তালিকার 91 এবং 93/99 যের বিভাগগুলো বাদে, অন্য সমস্ত বিভাগের সঙ্গে সরাসরি বসে। যেমন :

ভারতীয় দর্শন 1 (540)

জাপানের সমাজ ব্যবস্থা 308 (520)

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা 37 (73) ইত্যাদি।

ভূপৃষ্ঠ বৈচিত্র্যময়। স্থলভূমি, মরুভূমি, সমুদ্র, মহাসমুদ্র, পর্বতমালা, নদ, নদী, খাল, বিল, দ্বীপ, অরণ্য, দেশ, প্রদেশ, শহর, শহরতলী, গ্রাম, হিম অঞ্চল, উষ্ণ অঞ্চল, নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চল, প্রভৃতি সবই বিরাজ করছে আমাদের এই ভূপৃষ্ঠে। আর ভূপৃষ্ঠের এই সমস্ত বৈচিত্র্যই প্রতিফলিত হয়েছে সার্বদশমিক বর্গীকরণের স্থান বিভাগে। তাই ভূপৃষ্ঠের মত সার্বদশমিক বর্গীকরণের স্থান বিভাগও হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময়। সমগ্র সার্বদশমিক বর্গীকরণে যে কটি চিহ্ন এবং সহায়িকা ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রায় সব কটি ব্যবহৃত হয়েছে স্থান বিভাগেও।

এই স্থান বিভাগের আলোচনা কালে আমরা প্রথমে স্থান বিভাগে ব্যবহৃত চিহ্ন এবং এবং সহায়িকাগুলোর আলোচনা এবং পরে স্থান বিভাগের মূল তালিকা নিয়ে আলোচনা করব।

+ চিহ্নের ব্যবহার

একাধিক স্থান বিভাগকে যুক্ত করবার প্রয়োজনে এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যেমন :

(420+44)—ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স।

(47+57)—সোভিয়েৎ য়ুনিয়ন ও সাইবেরিয়া।

/ চিহ্নের ব্যবহার

যে সমস্ত স্থান বিভাগকে যুক্ত করার প্রয়োজন, সেগুলো যদি ধারাবাহিক হয়, তখন এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন :

(4/9) বর্তমান বিশ্বের সমগ্র দেশ।

(7/8) অ্যামেরিকা।

(98/99) মেরু প্রদেশ।

: চিহ্নের ব্যবহার

একটি দেশের সঙ্গে আর একটি দেশের যখন কোনরূপ সম্বন্ধ সূচিত হয়, তখন এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। যেমন:

382 (540 : 520) ভারতের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

327 (430 : 73) জার্মাণী ও অ্যামেরিকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

= চিহ্নের ব্যবহার

বিশ্বের বহু অঞ্চল তার ভাষার পরিচয়ে পরিচিত। যেমন জার্মাণ সুইজারল্যাণ্ড, লাতিন অ্যামেরিকা ইত্যাদি। এই সব জায়গার বর্গসংখ্যা গঠন করার জন্য ব্যবহৃত হয় ভাষা নির্দেশক সমান চিহ্ন। উদা:

(494 = 30) জার্মাণ সুইজারল্যাণ্ড।

(8 = 6) লাতিন অ্যামেরিকা।

(540=914.3) ভারতের হিন্দীভাষী অঞ্চল।

অক্ষর বা শব্দের ব্যবহার

বিশ্বের সমগ্র স্থানকে স্থান বিভাগে সংখ্যায়িত করা সম্ভবপর হয়নি একান্ত স্বাভাবিক কারণেই। গ্রামের কথাই ধরা যাক। আমাদের ভারতবর্ষেই রয়েছে কয়েক লক্ষ গ্রাম। বিশ্বের সমগ্র গ্রামের সংখ্যা হয়ত কোটির সীমানাও ছাড়িয়ে যাবে। এই সমস্ত গ্রামগুলিকে যদি সংখ্যায়িত করা হয়, তাহলে তালিকার যে কী আকার ধারণ করবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই স্থান বিভাগে অক্ষর বা শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ আছে অসংখ্যায়িত স্থানগুলোর বর্গসংখ্যা গঠন করার জন্য। উদা:

(282.253.2) ভারতের নদী।

এই বিভাগে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু, কেবলমাত্র এই তিনটে নদী সংখ্যায়িত করা আছে। এ ছাড়া অন্যান্য নদীগুলোর বর্গসংখ্যা নিম্নরূপে গঠন করতে হবে।

(282.253.2 Jamuna) যমুনা নদী।

(282.253.2 Caubery) কাবেরী নদী।

(282.253.2 Godavari) গোদাবরী নদী।

ভারতবর্ষের স্থান বিভাগে কেবলমাত্র প্রদেশগুলো সংখ্যায়িত আছে। জেলা, শহর, গ্রাম ইত্যাদি তালিকায় অনুপস্থিত। এ সব স্থানসমূহের বর্গসংখ্যা নিম্নরূপে গড়া যেতে পারে।

(541.3) পশ্চিমবঙ্গ

(541.3 Burdwan) বর্ধমান জেলা

(541.3 Bankura) বাঁকুড়া জেলা ইত্যাদি।

(541.3—201) পশ্চিমবঙ্গের শহর

[—201 শহরের বিশেষ সহায়িকা]

(541.3—201 Cooch Behar) কুচবিহার শহর

(541.3—202) পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম [—202 গ্রামের বিশেষ সহায়িকা]

(541.3 – 202 Birsingha) বীরসিংহ গ্রাম

* (তারকা) চিহ্নের ব্যবহার

মহাকাশের স্থান এবং বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক দর্শাবার জন্য স্থান বিভাগে তারকাচিহ্নের ব্যবহার হয়। যেমন :

(* 25) Taurus

- (হাইফেন) চিহ্ন সমন্বিত সহায়িকার ব্যবহার

সার্বদশমিক বর্গীকরণে হাইফেন চিহ্ন হচ্ছে একটি বিশেষ সহায়িকার (special auxiliary) নির্দেশক। এই বিশেষ সহায়িকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করবো। এখন শুধু এটুকুই বলে রাখি যে হাইফেন চিহ্ন সমন্বিত (এর পর থেকে 'হাইফেনিত' বলব) সহায়িকা প্রথম বন্ধনীস্থ 1 থেকে 9 পর্যন্ত যে কোন বর্গসংখ্যার সংগে বসতে পারে। এতে হাইফেনিত সহায়িকার অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন (-11) হচ্ছে পূর্বদিক। এখন (-11) যে কোন স্থান বিভাগের সংগেই যুক্ত হোক না কেন, সর্বদাই সে স্থানের পূর্বদিক বোঝাবে। যেমন :

(4) ইউরোপ	(4-11) পূর্ব ইউরোপ
(5) এশিয়া	(5-11) পূর্ব এশিয়া
(460) স্পেন	(460-11) পূর্ব স্পেন ইত্যাদি।

হাইফেনিত বিভাগগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এই বিভাগগুলি কখনও এককভাবে মিশ্র বর্গ সংখ্যায় বসে না। স্থান বিভাগের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। স্থানের হাইফেনিত বিভাগগুলি সাধারণতঃ (2/9) য়ের বিভাগগুলোর সঙ্গেই বসে। 'গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা' যদি কোন প্রকাশনের বিষয়বস্তু হয়, তখন গ্রামের হাইফেনিত বিভাগ (-202), (1) য়ের সঙ্গে জুড়তে হবে। কারণ এখানে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের গ্রামের কথা বলা হয় নি। ফলে বর্গ সংখ্যাটি দাঁড়াবে 338(1-202), [338—অর্থ নৈতিক অবস্থা]

·0 (বিন্দু শূন্য) সহায়িকার ব্যবহার

হাইফেনিত সহায়িকা ছাড়াও সার্বদশমিক বর্গীকরণে আরও এক ধরণের বিশেষ

সহায়িকা আছে। যেটা '০ দিয়ে সুরু। এই বিশেষ সহায়িকা স্থান বিভাগের কেবলমাত্র (23), (24), (26 এবং (28)য়ের বিভাগের সংগেই ব্যবহৃত হয়। এই বিশেষ সহায়িকা নিয়েও পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো। এই সহায়িকাগুলোর আচার আচরণও অনেকটা হাইফেনিত সহায়িকাগুলোর মতই। তবে এদের ব্যবহার হাইফেনিত সহায়িকার তুলনায় যথেষ্ট সীমিত। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি হাইফেনিত সহায়িকার যে কোন বিভাগ যে কোন স্থান বিভাগের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু (23) এর '০ সহায়িকা কেবলমাত্র (23 য়ের বিভাগের সংগেই যুক্ত হতে পারে। অনুরূপভাবে (26)য়ের '০ সহায়িকা (26) এর বিভাগ ব্যতীত অন্যকোন স্থান বিভাগের সংগে ব্যবহৃত হবে না। উদাঃ

(23) পর্বত

(23·01) নিম্ন পর্বত ['01 নিম্নতার বিশেষ সহায়িকা]

(23·03) উচ্চ পর্বত [.03 উচ্চতার বিশেষ সহায়িকা]

(23·071) পর্বতের বৃক্ষ সীমা বা বৃক্ষ অঞ্চল

[.071 বৃক্ষ সীমা বা বৃক্ষ অঞ্চল নির্দেশক বিশেষ সহায়িকা]

(234) ইউরোপের পর্বত

(234.01) ইউরোপের নিম্ন পর্বত

(235) এশিয়ার পর্বত

(235.03) এশিয়ার উচ্চ পর্বত

(235.243) হিমালয়

(235.243.071) হিমালয়ের বৃক্ষ সীমা

(26) সমুদ্র, মহাসমুদ্র

(26.03) সমুদ্র বা মহাসমুদ্রের তলদেশ

['03 তলদেশের বিশেষ সহায়িকা]

(267) ভারত মহাসাগর

(267.03) ভারত মহাসাগরের তলদেশ।

স্থান বিভাগে যে সমস্ত চিহ্ন এবং সহায়িকার ব্যবহার হয়, তার বিবরণ এখানে দেওয়া হল। এবার স্থান বিভাগের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

মিশ্র বর্গসংখ্যায় স্থান বিভাগের অবস্থান

সাধারণতঃ মিশ্র বর্গসংখ্যায় সময় বিভাগের পূর্বে স্থান বিভাগ বসে থাকে। যেমন 385(540) "1950" [১৯৫০ সালে ভারতীয় রেলের অবস্থা]। কিন্তু প্রয়োজন বোধে বর্গসংখ্যার আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে, যে কোন স্থানে স্থান বিভাগ বসতে পারে। যেমন ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বর্গসংখ্যা 338,984(540), 338(540), 984, এবং (540) 338.984 এর যে কোনটি হতে পারে।

উপর্যুক্ত বর্গসংখ্যা তিনটিরই সুবিধা আছে। স্থানবিভাগ বর্গসংখ্যার শেষে থাকলে এক বিষয়ের সমস্ত বই এক জায়গায় আসে। মাঝখানে থাকলে কখনও কখনও বেশ সুবিধা হয়। যেমন:

338(540) "195" বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা
338.92(540)"195" বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ভারতের শিল্পায়ন
338.984 (540) "195" বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

সাধারণভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে বইগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। ভাল হত, বইগুলো যদি একই জায়গায় স্থান পেত। কিন্তু যে ভাবে বর্গীকৃত হয়েছে তাতে বইগুলো ছড়িয়ে পড়বে বিভিন্ন জায়গায়। স্থান বিভাগ যদি প্রত্যেকটি বইয়ের ক্ষেত্রে 338য়ের পরে ব্যবহৃত হয়, তাহলে বই তিনটির বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে নিম্নরূপ এবং বই তিনটি এক জাগায় আসবে।

338(954) "195"
338(954). 92 "195"
338(954). 948 "195"

স্থান বিভাগ বর্গসংখ্যার আদিতে ব্যবহৃত হলে, ঐ স্থান সম্বন্ধীয় সমস্ত বই এক জায়গায় আসবে। যেমন:—

(540) 02 ভারতের গ্রন্থাগার
(540) 05 ভারতের সাময়িক পত্র
(540) 19 ভারতীয় দর্শন
(540) 338 ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা
(540) 55 ভারতের ভূতত্ত্ব (geology)
(540) 581.9 ভারতের উদ্ভিদকুল (flora)
(540) 92 ভারতীয়দের জীবনী।

স্থান বিভাগের তালিকা

(1) স্থান, সাধারণ ভাবে

(1) ব্যবহার কোথায় হয়, তার একটি উদাহরণ একটু আগেই দিয়েছি। এ ছাড়াও যে সব প্রকাশনে স্থান অনির্দিষ্ট, সেখানেও (1) এর ব্যবহার হতে পারে। যেমন 549(1) আঞ্চলিক খনিজবিদ্যা।

(100) সর্ববিশ্ব। আন্তর্জাতিকতা। বিশ্বজনীন
(100.1) সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
(100.2) সমগ্র পৃথিবী। সর্বদেশ

(100.3) বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো দেশ। উদাঃ বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশসমূহ। তিনটির বেশী দেশ হলে এই বর্গসংখ্যাটি ব্যবহৃত হবে। অন্যথায় দেশের বর্গসংখ্যা '+' বা '/' চিহ্ন দিয়ে জুড়ে দিতে হবে। যেমন **Benelux (Belgium, Netherlands** এবং **Luxembourg)** এর বর্গ সংখ্যা (435.9+492/493)

(100.4) মহাদেশীয়, সাধারণ ভাবে।

হাইফেনিত সহায়িকা

(-01) অস্পষ্টভাবে সীমায়িত অঞ্চল। উদাঃ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল

(-04) সীমারেখা। সীমান্ত অঞ্চল।

(-06) অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা

(-07) সামরিক অঞ্চল

(-08) অজ্ঞাত এবং অনাবিষ্কৃত অঞ্চল

(-1) দিক

(-11) পূর্ব

(-12) দক্ষিণ পূর্ব

(-13) দক্ষিণ

(-14) দক্ষিণ পশ্চিম

(-15) পশ্চিম

(-16) উত্তর পশ্চিম

(-17) উত্তর

(-18) উত্তর পূর্ব

(-19) আপেক্ষিক অঞ্চল

(-191) মধ্যাঞ্চল

(-192) চতুর্দিকস্থ অঞ্চল

(-194) পার্শ্ববর্তী অঞ্চল

(-1-5) রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অঞ্চল।

(-2) জেলা, শহর, গ্রাম

(-201) শহর। শহুরে···

(-202) গ্রাম। গ্রাম্য···

(-3) রাজ্য বা দেশের অন্তঃস্থিত অঞ্চল। প্রদেশ।

(-4) রাজ্য।

(-44) কমনওয়েলথ

(-5) উপনিবেশ—

(-6) স্বাধীন রাজ্যসমূহের বিভিন্ন ধরনের সমবায় (**grouping**)। সন্ধি। আঁতাত। সংঘ

(-77) অনুন্নত এবং স্বল্পোন্নত অঞ্চল

(-8) উৎপত্তিস্থান এবং গন্তব্য স্থল

(-81) সংস্থিতি। উদাঃ ফরাসীদেশে নৃত্য 793.3(44-81)

(-82) উৎপত্তিস্থল। রুশ মদ 663.21(47-82)

(-85) গন্তব্যস্থল (-87) বিদেশী

(2) **ভূমি বৃত্তিয় অঞ্চল** (**Physiographic region**)

(2)য়ের বিভাগগুলো অনেকেই মূল তালিকা 551.4 থেকে নেওয়া হয়েছে যেমন :

ভৌগলিক স্থান ও বস্তু	মুখ্যতালিকার বর্গসংখ্যা	স্থানবিভাগ
মহাদেশ	551.41	(21)
দ্বীপ	551.42	(22)
পর্বত	551.43	(23)
ভূগর্ত	551.44	(24)
সমভূমি ও মরুভূমি	551.45	(25)
মহাসমুদ্র, সমুদ্র	551.46	(26)
ভূপৃষ্ঠস্থ জল	551.48	(28)

যেসব প্রকাশন বর্গীকরণ করার বেলায় মুখ্যতালিকার বর্গসংখ্যা, অর্থাৎ 551.4য়ের বিভাগ ব্যবহার করা সম্ভবপর, সেখানে (2)য়ের বিভাগ ব্যবহার না করাই ভালো।

(201) দেশ (space) [গাণিতিক, অ্যাবস্ট্রাকৃট, চতুর্মাত্রিক]

(202) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে (203) বাতাসে, বায়বীয়

(204) জলে, জলীয়, জলজ

(205) আলোতে, অন্ধকারে, বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্রে

(206) কঠিন, তরল, বা বায়বীয় পদার্থে

(207) প্রকৃতির বিভিন্ন রাজ্যে। খনিজ রাজ্যে, জীবজগতে, ইত্যাদি

(208) মানব সমাজে

(21) পৃথিবীর স্থলভাগ (মহাদেশ, মূল ভূখণ্ড)

(210) স্থলভাগ : উপদ্বীপ, অন্তরীপ ইত্যাদি

(211) হিম অঞ্চল (212) শীতোষ্ণ অঞ্চল

(213) উষ্ণ অঞ্চল

(22) দ্বীপ

(23) পর্বত

(23.0) পার্বত্যময় দেশে, পার্বত্যাঞ্চলে

(23.01) নিম্ন পর্বত (23.02) মধ্য উচ্চতার পবত

(23.03) উচ্চ পর্বত

(23.07) পর্বতের বিভিন্ন সীমা : বৃক্ষসীমা, তুষারসীমা ইত্যাদি

(23.08) সমুদ্রতল থেকে পর্বতের উচ্চতা

(234) ইউরোপের পর্বত

(235) এশিয়ার পর্বত

(235.243) হিমালয়

(236) আফ্রিকার পর্বত

(237) উত্তর অ্যামেরিকার পর্বত

(238) দক্ষিণ অ্যামেরিকার পর্বত

(239) মহাসাগরীয় দ্বীপ ও মেরু অঞ্চলের পর্বত

(24) ভূ-অভ্যন্তর : গুহা, গহ্বর, গিরিখাত ইত্যাদি।

(24.08) সমুদ্রতল থেকে গভীরতা

(25) সমভূমি : চাষোপযোগী ভূমি, বনভূমি, মরুভূমি ইত্যাদি।

(26) মহাসমুদ্র। সমুদ্র

(26 01) প্ল্যাংকটন

(26 02) উপকূল থেকে তিন মাইলের মধ্যবর্তী সমুদ্র/মহাসমুদ্র

(26.03) গভীরতা। তলদেশ

(26 04) উপসাগর। প্রণালী

(26.05) উপহ্রদ। লবণহ্রদ

(261) অ্যাটলান্টিক মহাসাগর

(265) প্রশান্ত মহাসাগর

(267) ভারত মহাসাগর

(268) সুমেরু মহাসাগর

(269) কুমেরু মহাসাগর

(27) মহাসাগরীয় স্রোত। উপসাগর স্রোত

(28) মিঠা জল। নদী। হ্রদ

(282.2) নদী

(282.24) ইউরোপীয় নদী

(282.25) এশীয় নদী

(282.253.21) গঙ্গা

(282.253.22) ব্রহ্মপুত্র

(282.253.23) সিন্ধু

(282.26) আফ্রিকার নদী

(282.27/,28) অ্যামেরিকার নদী

(282.29) মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহের নদী

(282.3) জলপ্রপাত। (282.5) খাল

(282.6) বদ্বীপ (285) হ্রদ

(3) প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন স্থান

(31) প্রাচীন চীন ও জাপান (32) প্রাচীন ইজিপ্ট

(33) প্রাচীন প্যালেষ্টাইন জুড়িয়া (34) প্রাচীন ভারত

(35) মেসোপোটোমিয়া ও মেডো পারসিয়া

(37) প্রাচীন রোম। ইতালিয়া

(38) প্রাচীন গ্রীস

(394) সিরিয়া ও অ্যারাবিয়া। ফিনিশিয়া

(4/9) আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন স্থান (৪৭৬ খৃঃ থেকে)

(100), এবং (4/9) এই স্থান বিভাগ দুটি প্রায়ই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তাই এই স্থান বিভাগ দুটি নিয়ে আলোচনা করছি। দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক, **Directory of international organisations** এবং **International directory of organisations**—বই দুটির পরিসর নাম থেকেই স্পষ্ট। কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, যেমন **FAO, Unesco, ILO** ইত্যাদি প্রথম বইখানির এবং সব ধরণের সংস্থা, যেমন: **Indian Institute of Science, Academy of Sciences of the Ussr, American Management Association** দ্বিতীয় বইখানির বিষয়বস্তু। সংস্থা ও ডাইরেক্টরীর বর্গসংখ্যা যথাক্রমে 061 এবং (058.7)। তাই প্রথম বইখানির বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 061 (100) (058.7) এবং দ্বিতীয় বইখানির বর্গসংখ্যা :— 061 (4/9) (058.7)।

(4) ইউরোপ

(41) ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ

(41-4) সংযুক্ত রাজ্য

(410) গ্রেট ব্রিটেন

(420) ইংল্যাণ্ড

(430) জার্মাণী

(430.1) ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মাণী (পশ্চিম)

(430.2) জার্মাণ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক (পূর্ব)

(435.9) লুক্সেমবুর্গ

(436) অষ্ট্রিয়া (437) চেকোস্লোভাকিয়া

(438) পোলাণ্ড (439) হাঙ্গেরী

(44) ফ্রান্স (45) ইতালী
(46) স্পেন
(469) পর্তুগাল
(47+57) সোভিয়েৎ য়ুনিয়ন ও সাইবেরিয়া
(480) ফিনল্যাণ্ড (481) নরওয়ে
(485) সুইডেন (489) ডেনমার্ক
(491.1) আইসল্যাণ্ড (492) নেদারল্যাণ্ডস্
(493) বেলজিয়াম (494) সুইটজারল্যাণ্ড
(495) গ্রীস (496.5) আলবেনিয়া
(497.1) য়ুগোস্লোভিয়া (497.2) বুলগারিয়া
(498) রুমানিয়া
(5) এশিয়া
(510) চীন (519) কোরিয়া
(520) জাপান (529) ফরমোসা
(53) অ্যারাবিয়া (532) সৌদি অ্যারাবিয়া
(533) ইয়েমেন
(54) ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশ
(540) ভারত (প্রজাতন্ত্র)
(541) পূর্ব ভারত এবং অন্যান্য স্বাধীন প্রতিবেশী রাজ্য
(541.1) আসাম
(541.2) পশ্চিমবঙ্গ (541.31) ভূটান
(541.33) সিকিম
(541.35) নেপাল
(541.4) বিহার, ছোট নাগপুর (541.5) উড়িষ্যা
(541.9) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
(543) মধ্য ভারত
(543.1) মধ্য প্রদেশ (543.2) বেরার
(543.7) ভূপাল (543.8) বিন্ধ্য প্রদেশ
(544.1) মধ্যভারত : গোয়ালিয়র, ইন্দোর
(544.8) আজমীর মারওয়াড়া
(545) উত্তর ভারত : পাঞ্জাব, দিল্লী
(545.2) পূর্ব পাঞ্জাব (545.3) পেপসু
(545.4) হিমাচল প্রদেশ
(545.5) দিল্লী (রাজ্য) (545.8) উত্তর প্রদেশ

(546.1) কাশ্মীর
(547) পশ্চিম ভারত
(547.1) বোম্বাই
(547.2) বরোদা
(547.6) সৌরাষ্ট্র
(547.8) কচ্ছ
(548) দক্ষিণ ভারত
(548.2) মহীশূর, কূর্গ এবং অন্ধ্র দেশ
(548.3) ত্রিবাঙ্কুর
(548.4) হায়দরাবাদ
(548.7) সিংহল
(549) পাকিস্তান
(549.1) পশ্চিম পাকিস্তান
(549.3) পূর্ব পাকিস্তান
(55) ইরান
(56) দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া
(560) তুরস্ক
(567) ইরাক
(569.1) সিরিয়া
(569.3) লেবানন
(569.4) ইজরায়েল
(569.5) জর্ডান
(58) মধ্য এশিয়া
(581) আফগানিস্তান
(59) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
(591) ব্রহ্মদেশ
(593) থাইল্যাণ্ড
(595) মালয়
(595.13) সিঙ্গাপুর
(596) ক্যাম্বোডিয়া
(597) ভিয়েৎনাম
(598) লাওস
(6) আফ্রিকা
(61) উত্তর আফ্রিকা
(611) টিউনিসিয়া
(612) লিবিয়া
(62) উত্তর পূর্ব আফ্রিকা, ইজিপ্ট ও সুদান
(620) সংযুক্ত আরব রাজ্য
(624) সুদান
(63) ইথিওপিয়া
(64) মরক্কো
(65) আলজিরিয়া
(66) পশ্চিম এবং উত্তর মধ্য আফ্রিকা
(661) মউরিতানিয়া
(662) মালী
(663) সেনেগাল
(664) সিয়েরা লিওন
(665.2) গিনি
(666.2) লাইবেরিয়া
(666.8) আইভরী কোস্ট
(667) ঘানা
(668.1) টোগো
(668.2) ড্যাহোমি
(669) নাইজিরিয়া
(672.1) গ্যাবঁ
(671.1) ক্যামেরুন
(672.4) কঙ্গো (ব্র্যাজাভিল)
(674.1) মধ্য আফ্রিকীয় প্রজাতন্ত্র
(674.3) চ্যাদ
(675) কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র)

(676.1) উগাণ্ডা (676.2) কিনিয়া
(677) সোমালিল্যাণ্ড
(68) দক্ষিণ আফ্রিকা (রোডেশিয়া সহ)
(680) দক্ষিণ আফ্রিকা (প্রজাতন্ত্র)
(689) রোডেশিয়া এবং নিয়াসাল্যাণ্ড
(689.1) দক্ষিণ রোডেশিয়া (689.4) উত্তর রোডেসিয়া
(689.7) নিয়াসাল্যাণ্ড (691) মালাগাছি প্রজাতন্ত্র
(7/8) অ্যামেরিকা (7) উত্তর অ্যামেরিকা
(71) ক্যানাডা (72) মেক্সিকো
(728) মধ্য অ্যামেরিকা (728.1) গুয়াতেমালা
(728.3) হণ্ডুরাস (728.4) এল স্যাল্‌ভেডর
(728 5) নিকারাগুয়া (728.6) কোস্টারিকা
(728.7) পানামা (প্রজাতন্ত্র) (729) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
(729.1) কিউবা (729.3) ডোমিনিকান রিপাবলিক
(729.4) হাইতি (প্রজাতন্ত্র)
(73) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র
(8) দক্ষিণ অ্যামেরিকা (8=6) লাতিন অ্যামেরিকা
(81) ব্রাজিল (82) আর্জেন্টিনা
(83) চিলি (84) বলিভিয়া
(85) পেরু (86) কলম্বিয়া
(866) ইকুয়েডর (87) ভেনেজুয়েলা
(88) গিয়ানা (892) প্যারাগুয়ে
(899) উরুগুয়ে
(9) ওসিয়ানিয়া, সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চল
(91) মালয় দ্বীপপুঞ্জ (9'0) ইন্দোনেশিয়া
(914) ফিলিপাইন্‌স্ (প্রজাতন্ত্র) (93) অস্ট্রেলেশিয়া
(931) নিউজিল্যাণ্ড (94) অস্ট্রেলিয়া
(96) পলিনেসিয়া ও মাইক্রোনেশিয়া (961.1) ফিজি
(969) হাওয়াই (98) সুমেরু এবং সুমেরু অঞ্চল
(99) কুমেরু এবং কুমেরু অঞ্চল।

ক্রমশঃ

Universal Decimal Classification (6)
: Bimalkanti Sen

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ঃ গ্রন্থপঞ্জী

মায়া ভট্টাচার্য

[বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচিত প্রবন্ধ 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা' সংশ্লিষ্ট গ্রন্থপঞ্জীটি প্রকাশিত হল]

Library Science, Research

1. Ranganathan (S R). Research in library science. (Samvadadhvam. 6, N 2-3 ; 1964 ; 129-31).
2. Neelameghan (A). Research in library science. (Seminar on Education for Librarianship in India (Delhi) (1966).
3. —. Research in library science : Its need and its promotion. (Lib Sc. 4 ; 1967 ; Paper C).
4. —. Research in library science : The why and the how. (Herald Lib Sc. 6 ; 1967 ; S. 113-30).
5. Ranganathan (S R). Areas for research in library science. (Lib Sc. 4 ; 1967 ; Paper P).

Classification, Research

6. Neelameghan (A) and Gopinath (M A). Research in library classification. (Lib. Sc. 4 ; 1967 ; Paper R)

Cataloguing Research

7. Ranganathan (S R). Research in pre-natal cataloguing. (Libra. 1967-68. 1-4).

Education, Library Science

8. Ranganathan (S R). Library training abroad and in India. (Lib herald. 2 ; 1959-60 ; 1-4).
9. Ranganathan (S R). Training for librarianship. (An Lib. Sc. 5 ; 1958 ; 55-9).
10. —. Education and research in library science. (Cultural Forum. 9 ; 1967 ; 8-12).

Education, Library Science, India

11. Ranganathan (S R), Neelameghan (A), and Gopinath (M A). Raising the library manpower. (Lib Sc. 1 ; 1964 ; Paper U).

12. Ranganathan (S R). Memoir on the development of libraries and other aspects of education in India. [Paper submitted to the Education Commission (1964)]

13. Ranganathan (S R). Vitalising the university education of librarians. (Teaching in library science. 7). (Lib. Sc. 3 ; 1966 ; Paper R. P 293-315).

14. —. Vitalising the education of university librarians. (Seminar of University Librarians in India (Jaipur) (1966). V 2 ; P 132-53).

15. Ranganathan (S R) and Kaula (P N). Some points on library education in India. (Herald Lib Sc. 5 ; 1966 ; 302-4).

16. Ranganathan (S R). Library education in India : Opinion on opinions. (Iaslic bulletion. 13 ; 1968 ; 63-74).

17. —. Re-thinking library education. (Education for librarianship and librarianship for education Seminar (Madras) (1969). 1969 ; 63-72).

Education, Library Science, India

18. University Grants Commission (India), Library (Committee) (1951) (Chairman : S. R. Ranganathan). University and college Libraries. 1965.

Education, Library Science, Grade

19. Ranganathan (S R). Grades in library training. (Teaching in library science. 2). (An, Ind. Lib. Ass. 3 ; 1953 ; 134-40).

Education, Library Science, Course Content

20. Ranganathan (S R). Training of librarians. 1. [Syllabus]. (Lib herald. 2 ; 1960 ; 161-3).

21. University Grants Commission (India), Review (Committee) (1961) (Chairman : S. R. Ranganathan). Library science in Indian universities. 1965.

Education, Library Science, Certificate Course, Course Content

22. Ranganathan (S R). Course of study for certificate in library science. (An rep, Mad Lib Ass. 1960 ; 76).

Education, Library Science, B. Lib. Sc.

23. Neelameghan (A) and Bhattacharyya (G). Pre-course apprenticeship for B. Lib Sc. (Teaching in library science. 9). (Lib Sc. 3 ; 1966 ; Paper T. P. 321-8).

Education, Library Science, B. Lib. Sc. Course Content

24. Ranganathan (S R). Course of study for Bachelor's Degree in library science. (An rep. Mad Lib. Ass. 1960 ; 77-9)

Education, Library Science, M. Lib. Sc.

25. Ranganatban (S R). University courses in library science with special reference to the M. Lib Sc. course. (Seminar on Teaching of Library Science (Delhi) (1966).

26. —. University courses in library science with special reference to M. Lib. Sc. course. (Herald lib sc. 6 ; 1967 ; R. 102-12)

Education, Library Scince, M Lib Sc. Course Content

27. Ranganathan (S R). Course of study for Master's Degree in Library Science. (An rep, Mad Lib Ass. 1960 ; 80-84).

Education, Library Science, Teaching Technique

28. Ranganathan (S R). Phases in teaching of library science. (Lib herald. 5 ; 1962 ; 72-80).

29. —. Study circle and joy. (Lib herald. 7 ; 1964 ; 217-22).

30. —. Teaching of library science. (An, Indian Lib Ass. 3 ; 1953 ; 40-4).

Education, Library Science, Teaching Technique, Discussion Method

31. Neelameghan (A) and Bhattacharyya (G). Discussion technique in teaching library science. (Teaching in library science. 10) (Lib Sc. 3 ; 1966 ; Paper U. P. 329-32).

Education, Library Science, Teaching Technique, Apprentice Method

32. Ranganathan (S R). Apprenticeship. (Training in library science. 3). (An Lib Sc 1 ; 1954 ; 109-111).

Education, Library Science, Teaching Technique, Tutorial Method

33. Ranganathan (S R). Lecture vs Tutorial methods. (Training in library science. 5). (An Lib Sc. 1 ; 1954 ; 252-56).

Education, Library Science, Teaching Technique, Project Method

34. Bhattacharyya (G) and Neelameghan (A). Project technique in teaching library science. (Teaching in library science. 11). (Lib Sc. 3 ; 1966 ; Paper V. P 333-7).

Education, Library Science, Teaching Technique, Individual Project Method

35. Neelameghan (A) and Bhattacharyya (G). Project technique: A case study. (DRTC Annual Seminer. 6 ; 1968 ; CA, 345-72).

Education, Library Science, Teaching Technique, Cooperative Project Method

36. Bhattacharyya (G). Co-operative project method in teaching library science. (DRTC Annual Seminar. 6 ; 1968 ; CC, 380-93).

Education, Library Science, Teaching Technique, Colloquium Method

37. Gopinath (M A) and Neelameghan (A). Colloquium in teaching library science. (Teaching library science. 12). (Lib Sc. 3 ; 1966 ; Paper W. P 338-43).

Education, Library Science, Teaching Technique, Lecture By Subject Specialist

38. Neelameghan (A) and Bhattacharyya (G). Invoking the help of the subject-specialist. (Teaching in library science. 18). (Lib Sc. 4 ; 1967 ; Paper G).

Education, Library Science, Normative Principle, Teaching Technique

39. Rangnathan (S R). Téaching normative principles. (Training in library science. 4). (An Lib Sc. 1 ; 1954 ; 162-73).

Education, Library Science, Clasification, Teaching Technique

40. Neelameghan (A) and Bhattacharyya (G). Teaching of classification. (Teaching in library science. 15). (Lib Sc 3 ; 1966 ; Paper ZA P 371-85).

Education, Library Science, Classification, Teaching Technique, Discussion Method

41. Bavadekar (P N). Discussion technique in teaching design of a scheme for classification. (DRTC Annual Seminar. 6 ; 1968 ; CD, 394-415).

Education, Library Science, Cataloguing, teaching Technique

42. Neelameghan (A). Laboratory work in cataloguing practice. (IASLIC Seminar (2) (1962).

43. Neelameghan (A) and Bhattacharyya (G). Teaching of cataloguing. (Teaching in library science. 14). (Lib Sc. 3 ; 1966 ; Paper Y. P 362-70).

Education, Library Science, Reference Service, Teaching Technique

44. Abdul Rahman. Teaching reference service. (Teaching in library science. 13). (Lib Sc. 3 ; 1966 ; Paper X. P 343-61).

45. Harjit Singh, Jacob Thomas (T), Kidwai (A H), Mahajan (S G), and Raghavendra Rao (G S). Study of reference books. (DRTC Annual Seminar. 6 ; 1968 ; CG, 442-66).

46. Ranganathan (T) and Chandrasekhara Sastri (K). Practical training in reference service. (DRTC Annual Seminar. 6 ; 1968 ; CH, 467-85).

Education, Library Science, Management, Teaching Technique

47. Neelameghan (A). Seminal mnemonics as a management technique. (Teaching in library science, 23). (Lib Sc. 7 ; 1970 ; K).

Education, Library Science, Admission To Course

48. Ranganathan (S R). Trained library personnel ; deputation for training. (Bur, Indian Lib Ass. 1 ; 1950 ; B 19-B 24).

Education, Library Science, Teacher, Training

49. Ranganathan (S R). Training of teachers of library science. (An Lib Sc. 4 ; 1957 ; 62-64).

50. —. Training of teachers. (Teaching in library science. 1). (An Ind Lib Ass. 3; 1953; 79-83).

Education, Documentation

51. Ranganathan (S R). Training of special librarians in India and imported confusion number two. (Iaslic bul. 2 ; 1957 ; 32-38)

52. —. Education for documentalists. FID Congress, (1965) (washington DC). (Lib Sc. 3 ; 1966 ; Paper C).

53. —. Essence of documentation and training of documentalists. (IASLIC Seminar (5) (Durgapur) (1968) (Souvenir. 9—14).

54. —. Essence of documentation and training of documentalists. (Herald Lib Sc. 7 ; 1968 ; 157-62).

55. Bhattacharyya (G). Education in documentation. (Seminar on information, DESIDOC (1969) Paper TS (2)-13).

Education, Documentation, DRTC

56. Ranganathan (S R). DRTC and its role. (Annual Seminar, DRTC. 3 ; 1965 ; Paper A).

57. Chandrasekhara Sastri (K). Preparation of trend report with particular reference to DRTC training. (Seminar on information, DESIDOC (1969). Paper TS (5)-5).

58. Neelameghan (A). DRTC and education for medical library service. (International Congress on Medical Librarianship (Amsterdam) (1969).

59. Ranga Rao (M V). DRTC training and its impact on professional work (Seminar on information, DESIDOC (1969). Paper TS (2)-14).

Education, Documentation, Course Content

60. Neelameghan (A) and Bhattacharyya (G). Content of the course in documentation with special reference to the course in DRTC. (IN Int Conf Educ Sc Inf work (London) (1967). Proceedings 1967. P 133-40).

61. Ranganathan (S R). Course of training for documentalist. (An Lib Sc. 6 ; 1959 ; 92-7).

62. —. Course of training in documentation. (Ranganathan, Ed. Documentation and its facets. 1963. Chap D5).

Education, Documentation, Course Content, History of Subjects

63. Neelameghan (A). Documentalist and the study of the history of a subject. (Timeless fellowship. 1 ; 1964 ; 39-44).

Education, Documentation, Course Content, Universe of Subjects

64. Neelameghan (A). "Universe of Subjects : Its structure and development" in the curriculum. (FID Congress (33) and International Conference on Documentation (Tokyo) (1967). Paper II 5).

Education, Documentation, Course Content, Management Science

65. Gopinath (M A). Changing role of the library and education of librarians : Need for inclusion of some new subjects. (Education for librarianship and librarianship for education Seminar. (Madras). (1969). 1969 ; 85-92).

CASE STUDIES IN TEACHING OF LIBRARY SCIENCE

Education, Library Science, Teaching Technqiue

1. Neelameghan (A) and Ranganathan (S R). Use of symbolic language in teaching. Case study. (An Lib Sc, 9 ; 1962 ; Paper R).

Education, Library Science, Document Selection, Teaching Technique

2. Ranganathan (S R). Specialist library vs generalist library : Document selection. Rep by M A Gopinath. (Teaching in library science. 20). (Lib Sc. 5 ; 1968 ; Paper G. 182-192).

Education, Library Science, Classification, Teaching Technique

3. Ranganathan (S R). Array change or level change ? Rep by M A Gopinath. (Teaching in library science. 2). (Lib Sc. 2 ; 1965 ; Peper F).
4. —. Development in notational Plane upto Primitive faceted notation. Rep by G. Bhattacharyya and M A Gopinath. (Teaching in library science. 6). Lib Sc. 3 ; 1966 ; Paper M),
5. —, and Neelameghan (A). Design of a classfication schedule. (An Lib Sc. 10 ; 1963 ; Paper B).
6. —,—. Effective decade. (An Lib Sc. 9 ; 1962 ; Paper Q).

Education Library Science, Cataloguing, Teaching Technique

7. Neelameghan (A). Structure of the main entry in an advance documentation list. (Lib Sc. 3 ; 1966; Paper E).

Education Specialist Library Management, Teaching Technique

8. Ranganathan (S R). Special library vs Specialist library. Rep by M A Gopinath. (Lib Sc. 4 ; 1967 ; Paper N).

Education, Documentation, Teaching Technique

9, Ranganathan (S R). Documentalist and subject specialist. (An Lib Sc. 10 ; 1963 ; Paper K).
10. —. Evolution of reference and docoumentation service. Rep by M A Gopinath. (Teaching in library science. 3). (Lib Sc. 2 ; 1965 ; Paper Q).
11. —. Specialist library vs generalist library : Reference service. Rep by M A Gopinath. (Teaching in library science. 21). (Lib Sc. 7 ; 1970 ; Paper D).

Education in library science ; Bibliography

: Maya Bhattacharyya

বাংলাদেশে মুদ্রণের আদিপর্ব ও সাংস্কৃতিক নব জাগরণ*

দীপঙ্কর সেন

[This article brings into focus the panorama of Bengali intellectuals from Rammohan Roy to Bipinchandra Paul of the 19th century who ushered in the socio-cultural resurgence in Bengal by proper utilisation of the printing press, pioneered by Charles Wylkins and later on developed by William Carey.]

বাংলাদেশে মুদ্রণের আদিপর্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যাঁর নাম সর্বপ্রথম মনে আসে তিনি ভারতীয় ছিলেন না। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে চার্লস উইলকিন্সের ছাপাখানায় হলহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য বাংলা টাইপ তৈরী হয়েছিল। বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। পরবর্তীকালে ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুরোধে উইলকিন্স গীতার ইংরাজী অনুবাদ করে সেটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাদের দেশের অনেকগুলি ভাষা জানতেন উইলকিন্স এবং বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য তার অবদান অনস্বীকার্য। যে সময়টুকু (৬/৭ বছর) তিনি আমাদের দেশে ছিলেন তখন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন বাংলা টাইপের পাঞ্চ (Punch) কাটার জন্য। শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে তৈরী এক সেট বাংলা টাইপ তিনি আমাদের উপহার দিয়ে যান।

উইলিকিন্সই ভারতীয় মুদ্রণের জনক পঞ্চানন কর্মকারকে পাঞ্চ তৈরী করতে শিখিয়েছিলেন। পঞ্চাননের আবির্ভাবের পর দ্রুতগতিতে টাইপ তৈরী করা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। তাঁরই সাহায্যে ইলাইজা ইম্পে সংকলিত 'রেগুলেশনস্'-এর বাংলা অনুবাদ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী সাতটি বছর মুদ্রণ অথবা অক্ষর-বিন্যাসের (Typography) ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রগতির লক্ষণ দেখা যায় নি। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চানন কর্মকার একটি নতুন বাংলা টাইপ তৈরী করেন এবং সেই টাইপ দিয়ে কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত 'রেগুলেশনস' ছাপানো হয়েছিল।

সেদিনকার টাইপের চেহারা সুন্দর ছিল না। কিন্তু বাংলা ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত সেই টাইপই ভারতীয় মুদ্রণের ইতিহাসের আদি যুগের প্রথম সার্থক কীর্তি হিসাবে স্মরণীয়। এদেশে টাইপোগ্রাফি অর্থাৎ অক্ষর বিন্যাসের উন্নতির জন্য যাঁর অবদান সবার চেয়ে বেশী তিনি হলেন ভারতবন্ধু উইলিয়াম কেরী। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর কেরী এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। এ ঘটনার ঠিক তিন বছর পরে পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুরে গিয়ে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে যোগদান করেন। সে সময় দেবনাগরী হরফ দিয়ে একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য কেরী একজন

লোক খুঁজছিলেন। তাই পঞ্চাননের সাথে এই যোগাযোগ হওয়াটা তাঁর কাছে বিধাতার আশীর্বাদের মত মনে হয়েছিল। সংস্কৃতের মত জটিল ভাষা ছাপবার উপযোগী টাইপ তৈরী করা বড় সহজ কাজ নয়। সেই জটিল কাজ হাতে নিয়ে পঞ্চানন কর্মকার অনায়াসেই তা সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। সে যুগে একটি উপরের, একটি নিচের এবং দুটি পাশের কেসের জন্য ৭০০ আলাদা হরফের প্রয়োজন হত। পঞ্চানন কর্মকার যখন দেখলেন যে একা একা এ'কাজ সম্পন্ন করতে তাঁর বহু সময় লেগে যাবে তখন তিনি তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকারকে টাইপ তৈরীর কাজ শিখিয়ে নিলেন। টাইপ তৈরীর কাজ শুরু করে মনোহারের সে কাজে এত মন বসে গিয়েছিল যে তিনি একটানা চল্লিশ বছর তাতে নিযুক্ত ছিলেন। কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় নয়, দেবনাগরী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন বিদেশী ভাষা এমনকি চীনা ভাষার হরফ পর্যন্ত তৈরী করেছিলেন মনোহর কর্মকার। পঞ্চাননের মৃত্যুর ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে মনোহরের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন তারই সুযোগ্য পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার। শ্রীরামপুরে নিজের ছাপাখানা খুলে তিনি নিজের কাজ শুরু করেছিলেন। শোনা যায় এই যুগে রাধামোহন কর্মকার নামে এক শিল্পী আরবী এবং ফার্সী টাইপ তৈরী করেছিলেন। অনেকের মতে আজকের আরবী এবং ফার্সী টাইপ সুন্দর, জ্যামিতিক আকৃতির জন্য রাধামোহনের অবদান সবার চেয়ে বেশী।

মুদ্রণের প্রচলনের পর আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের দিগন্ত কি অদ্ভুতভাবে প্রসারিত হয়েছিল সে কথা ইতিহাসে স্পষ্টভাবে লেখা আছে। রেভারেণ্ড কেরী আমাদের দেশে কেবলমাত্র মুদ্রণকে ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করেন নি। বাংলা ভাষায় গদ্য সাহিত্যের প্রবর্তক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড মার্শম্যান 'দিগদর্শন' নামে যে মাসিক পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেটিই বাংলা ভাষার প্রথম মাসিক পত্রিকা। নানারকম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ এবং নানাপ্রকার খবর এতে থাকত। সে বছরেই শ্রীরামপুরের মিশনারীরা 'সমাচার দর্পন' নামে বাংলা ভাষার প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন।

বিদেশের এইসব গুণীজনের কাছে আমাদের সব ঋণ স্বীকার করার পরেও একটি কথা না বলে উপায় নেই। কথাটি হল যতদিন না আমাদের দেশের মানুষ মুদ্রণ এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজে এগিয়ে এসেছেন ততদিন আমাদের জাতীয় জীবনের এই দিকগুলি যেন ঠিকমত পুষ্ট এবং বিকশিত হয়ে ওঠে নি। এ প্রসঙ্গে একজন বিদেশী লেখকের একটি অমূল্য উক্তি উদ্ধৃত করছি। **Edward Thompon** তাঁর বিখ্যাত **Rabindranath Tagore, poet and dramatist** গ্রন্থটিতে লিখেছেন—

But real literary achievement did not fall to Carey. What foreigners, and pandits working under their direction, could hardly be expectd to accomplish was achieved by a Bengali of genius, Rammohan Roy, who was born 1774.

রামমোহন ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Presepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে খৃষ্টকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হিসাবে চিত্রিত করলেও, রামমোহন তার প্রতি দেবত্ব আরোপ করেন নি। এ নিয়ে ডঃ মার্শম্যানের সাথে তাঁর প্রচুর বাদানুবাদ চলেছিল। এছাড়া মিশনারীরা আমাদের দেশকে যেভাবে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতেন তারও তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন রামমোহন। এর জন্য একাধিক পত্র পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এ সম্পর্কে ইতিহাস বলছে—

Rammohan Roy was one of the founders of the Indian Press......... Rammohan Roy was associated with several newspapers. He brought out a bi-lingual, Bengali-English magazine, and later desiring an all India circulation, he published a weekly in Persian, which was recognised then as the language of the cultured classes all over India. But this came to grief soon after the enactment in 1823 of new measures for the control of the press. Rammohan and others protested vigorously against these measures and even addressed a petition to the King-in-Council in England.

এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। পণ্ডিত নেহরুর Discovery of Indiaতে আছে যে—

The printing press and indeed all machinery were also considered dangerous and explosive for the Indian mind, not to be encouraged in any way lest they led to spread of sedition and industrial growth.

শোনা যায় হায়দ্রাবাদের নিজাম একটি আধুনিক যন্ত্র দেখতে চাইলে সেখানকার বৃটিশ রেসিডেন্ট তাঁকে একটি পাম্প ও মুদ্রণ যন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। নিজামের ক্ষণস্থায়ী কৌতূহল নিবৃত্ত হলে তিনি সেগুলি তাঁর মালখানায় রাখবার নির্দেশ দেন। এদিকে কলকাতার বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সে কথা জানতে পেরে মুদ্রণ যন্ত্রটি আমদানি করার জন্য রেসিডেন্ট-কে খুবই তিরস্কার করেছিলেন। তিনিও নিজের ভুল বুঝতে পেরে কলকাতায় এক চিঠিতে লেখেন যে সেখান থেকে নির্দেশ পেলে তিনি গোপনে মুদ্রণ যন্ত্রটি ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করবেন।

রামমোহনের সাংবাদিকতার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক উন্নয়ন। তাই তিনি তাঁর প্রধান অবলম্বন হিসাবে মুদ্রণ যন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে কেবল বাংলা দেশেরই উন্নতি সাধিত হয়নি। প্রচলিত ইতিহাস বলছে—**The advent and the use of the printing gave a great stimulus to the development of popular Indian languages.** এর ফলে হিন্দী বাংলা, গুজরাতি, মারাঠি, উর্দু, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যও নবজন্ম লাভ করেছিল।

সে যুগ থেকেই বাঙালী কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা চায়নি। জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও চেয়েছিল পূর্ণ স্বরাজ। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে ইংরাজের বিরুদ্ধে তেমন কোন আন্দোলন করা হয়নি একথা বলে যারা কটাক্ষ করে তাদের কেবলমাত্র নীলকরদের বিরুদ্ধে বাঙালীর বিক্ষোভের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মাইকেল মধুসূদন এবং হরিশ মুখোপাধ্যায়ের মত প্রতিভা ছিলেন এর পিছনে। এমনটি ভারতের আর কোন অংশে কবে ঘটেছে! রামমোহন থেকে শুরু করে এই দু'জন মনীষী পর্যন্ত যেভাবে দেশকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার জন্য মুদ্রণ যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী।

বিদ্যাসাগর দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য যে কাজ হাতে নিয়ে ছিলেন মুদ্রণযন্ত্রকে বাদ দিয়ে সে কাজ করা ছিল অসম্ভব। তিনি এ বিষয়ে এতই উৎসাহী ছিলেন যে স্বয়ং তদারক করে টাইপ কেসের বিভিন্ন খোপগুলিতে যে ভাবে টাইপ সাজাবার ব্যবস্থা করেছিলেন তা আজও বিদ্যাসাগরের ধাঠ নামে প্রচলিত। ভারতবর্ষের যা কিছু মহান, যা কিছু অবিস্মরণীয় তা তিনি আমাদের নতুন করে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনিই আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে জাত হিসাবে আমরা কারোর চেয়ে ছোট ত নই-ই বরং কোন কোন দিক থেকে অনেকের চেয়ে অনেক বড়।

পরবর্তী যুগ বঙ্কিমের যুগ। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে তার ভিতর দিয়ে সে যুগের জাতীয়তাবাদী ভাবনা কেমন করে উদ্ঘাটিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র রাজনীতিবিদ ছিলেন না কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি দেশ এবং সারা ভারতের মানুষকে একটি জাতি হিসাবে যাঁরা ভেবেছেন তিনি তাঁদের মধ্যে অগ্রণী।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী যুগ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের যুগ। এ যুগেই আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ যেন তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে। কেবলমাত্র আমাদের হীনমন্যতাকে পরিত্যাগ করা নয়। জাতির জীবনে মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য তাঁদের কীর্তি অবিস্মরণীয়। রঙ্গলাল, গোবিন্দচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ বাংলার সুসন্তানেরা তাঁদের লেখনীর সাহায্যে যা করে গিয়েছেন তা আমাদের ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছে। শুধু রাজনৈতিক নয়, এদেশের সাংস্কৃতিক পুণরভ্যুত্থানের জন্য এঁরাই দায়ী।

আজ যে মহাপুরুষের জন্মদিন পালন করবার জন্য আমরা মিলিত হয়েছি সেই বিপিনচন্দ্রের জীবন ও সাধনাও বিকশিত করে তুলবার জন্য মুদ্রণযন্ত্রের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। বিপিন চন্দ্র নিজেও মুদ্রক ছিলেন এবং প্রয়োজন হলে নিজের হাতে কম্পোজ করতে পারতেন এবং কখনো কখনো করতেন। এ-কথা তাঁর আত্মজীবনীতে রয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশের আদি যুগের মুদ্রক এবং উনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের সম্পর্কে কার্ল মার্কসের একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মার্কস বলেছিলেন—

The free press, introduced for the first time into Asiatic Society, and managed principally by the common offspring of Hindus and Europeans is a new and powerful agent of reconstruction.

কথাটি খুবই সত্য। কারণ রামমোহন থেকে বিপিনচন্দ্র পর্যন্ত আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা Milton-এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বারবার বলে গেছেন—

Give me the liberty to know, to
Utter and to argue
Freely according to conscience
above all liberties.

Early phase of printing in Bengal
and Cultural Renaissance
: Dipankar Sen

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহের এক ডাইরেক্টরী প্রণয়নের প্রচেষ্টা চলছে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককে তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিবরণী পরিষদে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যাঁরা এখনো এই সংক্রান্ত নিয়মাবলী পাননি তাঁরা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ডাইরেক্টরীকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকের সহযোগিতা কাম্য।

পরিষদ ভবন

ডাইরেক্টরী উপসমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

কাশিপুর ইনষ্টিটিউট—

৪৩, কাশিপুর রোড,

কাশিপুর ইনষ্টিটিউটের সাধারণ অধিবেশন গত ১৬ই জানুয়ারী ১৯৭১ সন্ধ্যা ৮ টায় লাইব্রেরী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ মিত্র সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করেন।

*　　　*　　　*

ক্লাবের সভাপতি শ্রীপুলীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ৬ই এপ্রিল ৭১ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১১ই এপ্রিল ৭১ লাইব্রেরী ভবনে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়। সভায় একটি শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয় এবং শোক প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি তাঁর পরিবারবর্গকে দেবার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ জানান হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার, গোল পার্ক—

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার গ্রন্থাগারটি দক্ষিণ কলিকাতার বাসিন্দাদের একটি প্রয়োজনীয় এবং বহুল ব্যবহৃত গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে একটি শিশু বিভাগ ও একটি কিশোর বিভাগ রয়েছে।

নীচে এই গ্রন্থাগারটির বিগত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের বিভিন্ন বিভাগের একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হোল।

সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ—বই এর সংখ্যা ৫৯,৬৫০এর উপর ২৭৭টি ভারতীয় পত্রিকা ও ৯৪টি বিদেশী সাময়িক পত্রিকা আছে। বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিমাসে ২৭২০-২৮১০, গ্রন্থাগারে পাঠকক্ষে পড়ার জন্য ৮০৫০-৮৭৮০ বই দেওয়া হয়। পাঠকক্ষে পাঠকের সংখ্যা প্রতিদিন গড়ে ৪৪৮-৪৬৩ জন।

কিশোর বিভাগ—এই বিভাগটি ১৩-১৭ বছরের ছেলে মেয়েদের জন্য। এই বিভাগে ৪০০ এর অধিক সভ্য রয়েছে। মোট বই এর সংখ্যা ১,৬৪৫ এর বেশী। প্রতিমাসে ১১০-১৮০টির উপর বই বাড়ীতে পড়ার জন্য দেওয়া হয়। প্রতিদিন পাঠকের সংখ্যা গড়ে ৭-১০ জন।

শিশু বিভাগ—এই বিভাগটি ৬-১২ বছরের ছেলে মেয়েদের জন্য। এই বিভাগে ৪৪৭৭ এর উপর বই আছে। প্রতিমাসে ৪৩৭-৫৫১ এর মত বই বাড়ীতে পড়ার জন্য

দেওয়া হয়। এখানে প্রতিদিন পাঠকের সংখ্যা গড়ে ২৫-২৭ জন। এই বিভাগে ছেলে-মেয়েদের জন্য মাসে গল্প লেখা, ছবি আঁকা প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার—

আগামী মে মাসের শেষ সপ্তাহে জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের পঞ্চাশতমবর্ষ পুর্তিতে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হবে। এলাকার মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থাগার জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহে ও বিভিন্ন নিদর্শনাদি সংগ্রহে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জামালপুর উন্নয়ন সংস্থা অধিকারিক শ্রীপ্রদীপ কুমার রায় এবং কর্মসচিব নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী—

পোঃ মানকর,

গত ২৮শে মার্চ, ১৯৭১ মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর প্রাঙ্গনে লাইব্রেরীর চতুর্বিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ধমানের জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন—ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য রত্ন মহাশয়। শ্রীঅনিল বরণ পাল লাইব্রেরীর বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সর্বশ্রী আব্দুস সামাদ, অলোক ঘোষ, সাতকড়ি সরকার দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায় এবং জেলা তথ্যাধিকারিক লাইব্রেরীর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানে লাইব্রেরীর ব্যায়াম ও ক্রীড়া বিভাগের শিক্ষার্থীদের এবং সঙ্গীত বিভাগের ছাত্রীদের পুরস্কার দান করা হয়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল, সিউড়ী—

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে দান—মোহন পুরের শ্রীজয়কৃষ্ণ সামন্ত তাঁর পিতৃদেব ৺কালী-কিঙ্কর সামন্ত মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুস্তক ও একটি আলমারী ক্রয়ের জন্য ১০০১ টাকা দান করেছেন। তাঁর এই দান ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হয়েছে।

সিউড়ীর শ্রীপ্রিয়ব্রত সামন্ত তাঁর পিতৃদেব ৺হরিকিঙ্কর সামন্ত মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বই ও একটি আলমারী ক্রয় করবার জন্য সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ১০০১ টাকা দান করেছেন। এই দান ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হয়েছে।

হাওড়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার, ৯৭/৩, নস্কর পাড়া রোড, ঘুসুড়ী

বিবেকানন্দ পাঠাগারের সহ সভাপতি শ্রীশঙ্করলাল মুখোপাধ্যায় উত্তর হাওড়া বিধান সভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হওয়ার জন্য এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীশঙ্করকুমার সান্যাল। শ্রীসান্যাল তাঁর ভাষণে এই পাঠাগারকে আরও বেশী শক্তিশালী এবং গঠন মূলক কাজে অগ্রণী হবার জন্য শ্রীমুখোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন সভ্যদের কাছে আবেদন রাখেন।

হুগলী

কামার পুকুর রামকৃষ্ণ তরুণ সংঘ, পল্লী-শঙ্কর সমবায় সমিতি লিমিটেড,

পোঃ কামার পুকুর

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১, যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৩৬ তম শুভ জন্মতিথি মহোৎসব উপলক্ষে নাম সংকীর্তন, মেলা প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘের পরিচালনায় ও রামকৃষ্ণ তরুণ সংঘের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।

সঙ্কলয়িত্রী : ঊষা গুহঠাকুরতা
News from the libraries

অষ্টাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের রজত-জয়ন্তী অধিবেশন

গত ফাল্গুন সংখ্যার গ্রন্থাগার পত্রিকায় অনাবধানতাবশতঃ নিম্নলিখিত বিবরণী অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সম্মেলনের প্রারম্ভে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দকে সভায় সামিল হতে অনুরোধ জানান। তিনি ডঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়কে সম্মেলনের মূল সভাপতির কার্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান এবং সম্মেলনের প্রস্তাবিত উদ্বোধক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় নেতা শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্তকে সম্মেলনের উদ্বোধন করতে অনুরোধ জানান। পরিষদের পক্ষ হতে শ্রীমুখোপাধ্যায় সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকগণকে সম্মেলন পরিচালনায় সর্বপ্রকার সহযোগিতা করতে আহ্বান জানান।

এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

[সঃ গ্রঃ]

বার্তা-বিচিত্রা

প্রজাতন্ত্র দিবসে সাহিত্যিকদের রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ

এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত সাহিত্যিককে মানপত্র দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিক শ্রীপ্রথমনাথ বিশী। তিনি পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। উপন্যাস, ছোট গল্প, সমালোচনা, নাটক কবিতা প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখ্য। "পদ্মভূষণ" সম্মানে ভূষিত হয়েছেন হিন্দি সাহিত্যিক ভগবতী চরণ ভার্মা, জৈনেন্দ্র কুমার জৈন এবং ওড়িয়া সাহিত্যিক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী।

১৯৭২ : একটি প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক পুস্তক বৎসর

ইউনেস্কো (UNESCO) এর সাধারণ সম্মেলনে ১৯৭২ সালটিকে একটি আন্তর্জাতিক পুস্তক বৎসর বলে ঘোষণা করবার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে 'বই সকলের জন্য' (Books for all) এই মর্মে শ্লোগান দেওয়া হবে। একটি উপ-কমিশনের মাধ্যমে পৃথিবীর ১২৭টি জাতিকে ডাকা হচ্ছে যাতে ক'রে এই আন্তর্জাতিক পুস্তক বৎসরটিতে প্রত্যেকে সমাজে বই এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হন।

সাগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাগর

গত ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭০, সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের উদ্বোধন করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীএইচ, এন, সেঙ্গার এই বিভাগের প্রধান রূপে নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীকে, এস, সুন্দরকেশ্বরণ, শ্রীএস, এ, রাঘো, শ্রীএস, কে, চতুর্বেদী এবং শ্রীবি, পি, শ্রীবাস্তব শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হয়েছেন।

সিকিমে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

গ্যাংটক থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে শিক্ষাবিভাগ চলতি শিক্ষা বছর থেকে সিকিমে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করেছেন।

বিজ্ঞান ও টেকনোলজির ক্ষেত্রে ডকুমেন্টেশান পত্রিকা

১৯৭১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী একটি ডকুমেণ্টেশান পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞান, কারিগরী এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর প্রকাশিত ৮০০টি পত্রিকার প্রবন্ধ এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাৎসরিক চাঁদার হার ৩৬·০০ টাকা। অন্যান্য সংবাদ জানার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে। **Indian Documentation Service, Nai Subzimandi, Hariyana, India.**

দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জী

ম্যানসেল ইনফরমেশান পাবলিশিং লিমিটেড। এই সংস্থা দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করেছেন। ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিতস মস্ত গ্রন্থ এখানে তালিকা ভুক্ত। এই গ্রন্থপঞ্জী তিনটি খণ্ডে সিংহল, ভারত

এবং পাকিস্তানের উপর পত্র পত্রিকা সহ সমস্ত প্রকাশনের পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীটির নাম South Asian Government Bibliography. কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "সেণ্টার অব দি সাউথ এশিয়ান ষ্টাডিজ" এর ব্যবস্থাপনায় এবং প্রচেষ্টায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। এর পিছনে একটা মহৎ প্রচেষ্টা রয়েছে সেটা হচ্ছে এশিয়ার বিষয়গুলিকে গ্রেট বৃটেনের কার্যসূচির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া। এই গ্রন্থপঞ্জী বর্তমান এশিয়া সম্বন্ধে বিশেষতঃ দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে গবেষকদের যথেষ্ট সাহায্য করবে।

'সিগারেট নয় মিনি পত্রিকা'

একটি পত্রিকা নাম তার 'মাঝি'। ফিলটার টিপড্ সিগারেটের মতো পাকানো, এক-প্রান্তে হলুদ কাগজ দিয়ে গোল করে এঁটে দেওয়া। পুরো দশটা পত্রিকা পাওয়া যায় একটি সিগারেটের প্যাকেটে। তার ওপরে লেখা আছে 'মাঝি'—সতর্ক সূচক একটা লাইন: সিগারেট নয় মিনি পত্রিকা। যেন কেউ সিগারেট ভেবে ভুল করে ধূম পানের চেষ্টা না করেন।

আকাদেমি পুরস্কার

১৯৭০ সালের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বাংলা ভাষায় এ পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীআবুসঈদ আয়ুব তাঁর "আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থটির জন্য।

এ ছাড়া আরও পনেরোজন এই পুরস্কার লাভ করেছেন—যেমন অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দি, কানাড়া, কাশ্মীরী, মৈথিলি, সিন্ধি, প্রভৃতি ভাষায়।

রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ভেরা নোভিকোভা ১৯৭০ সালের জন্য রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। রুশ ভাষায় বঙ্কিম চন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য নামে প্রবন্ধ পুস্তক লিখে তিনি রাশিয়ার পাঠকদের কাছে বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্য কর্মের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া তিনি বাংলা ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর কতগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

পূর্বপাকিস্তানে বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ

রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাসাগরের ১৫০তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বারোজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সাহিত্যিক গ্রন্থটি সম্পাদনায় সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের উপর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের উপর পূর্ব বাংলার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি আবার নতুন ভাবে প্রমাণ করল, দেশ ভাগ হলেও ভাষা ভাগ হয়নি।

সঙ্কলয়ত্রী : উষা গুহঠাকুরতা
Notes & News

গ্রন্থাগার পত্রিকা "১৩৭৭"

সম্পাদক

সাময়িক পত্রিকা হলো সমকালীন চলমান সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাই যে কোন সাময়িক পত্রিকা, সে যুগের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন পত্রিকা যদি কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হয় তবে সেই প্রতিষ্ঠান যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে—সেই সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয় সেই পত্রিকার মধ্যে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' গ্রন্থাগারিক সমাজের প্রতিচ্ছায়া। গ্রন্থাগারিকদের শুধু নিজেদের সমাজেই নিজেদের আবদ্ধ রাখলে চলে না, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি—সব দিকেই গ্রন্থাগারিকদের যোগাযোগ রাখতে হয়। এই কারণে গ্রন্থাগার পত্রিকা গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিষয়েই নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে গবেষকদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়েও পাঠকদের সাহায্য করতে চেষ্টা করছে। তাই গ্রন্থাগারিক সমাজকে কতটুকু সাহায্য করতে চেষ্টা করছে শুধু তার উপর নয়, এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদেরও পত্রিকা কতটুকু সহায়তা করছে তার উপরও পত্রিকার সার্থকতা ও মান অনেকখানি নির্ভরশীল। এই দিক থেকে "বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম," "পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা"; "সবুজপত্রের সম্মিলিত প্রবন্ধসূচী" সাতাত্তোরের "গ্রন্থাগার"এর বিশেষ অবদান।

সমকালীন যুগে দিকে দিকে বেতন ও পদমর্যাদার জন্য যে আন্দোলন চলছে গ্রন্থাগারিকেরাও সেই আন্দোলনের সামিল হয়েছেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে গ্রন্থাগারিকদের এই আন্দোলনের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে এ বছরের পত্রিকায়। "পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ" "UGC বেতনক্রম সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন নির্দেশাবলী," "স্পনসর্ড গ্রন্থাগারিকদের জন্য সরকারের নতুন বেতন হার" ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জোরদার করা হয়েছে। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের বর্তমান অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করা যায় "পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের স্বরূপ" প্রবন্ধে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জ্ঞান উন্নততর করা এবং গ্রন্থাগারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য সমোপযোগী ও শিক্ষনীয় প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন সর্বশ্রী বিমলকান্তি সেনের "সার্বদশমিক বর্গীকরণ", বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গ্রন্থাগার বিকেন্দ্রীকরণ", জীমূতবাহন রায়ের "সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধের সূচি ও চুম্বক প্রস্তুতকরণ" ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুলয় সেবা (Reference Service) যে কোন গ্রন্থাগারের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা। গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সেবায় সার্থক সহায়তা করার জন্য "বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম", "সবুজপত্রের সম্মিলিত প্রবন্ধ সূচি", "বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন" এবং বাংলা সাময়িক পত্রিকার উপর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সমাচার প্রকাশ করে পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ জগতে যে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা বিরাজ করছে তার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে শ্রীফণিভূষণ রায় ও শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহের "পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা" প্রবন্ধটিতে। এই প্রবন্ধটি এ বছরের পত্রিকাটিকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে।

সমাজ ও সংস্কৃতির প্রবাহমান বিশেষ ধারাকে অনুসরণ করে পত্রিকাকে কালোপযোগী করার চেষ্টা লক্ষনীয়। লেনিনের শতবার্ষিকী স্মরণে "লেনিন ও গ্রন্থাগার", দেশবন্ধু শতবার্ষিকীতে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে দেশবন্ধুর প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ ও প্রতিটি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় রয়েছে সমকালীন অভিব্যক্তি। "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও আমরা" "নির্বাচন ও গ্রন্থাগার আইন" "বিপর্যয়ের মুখে সভ্যতা" ইত্যাদি সম্পাদকীয় কালোপযোগী ও প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থাগার পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বিশ্লেষণ করলে কোন কোন বিষয় দিয়েএ বছরের "গ্রন্থাগার"এর পৃষ্ঠা পূর্ণ হয়েছে তা জানা যায়। নিম্নে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা দেওয়া হলো।

প্রবন্ধের বিষয়—		প্রবন্ধের সংখ্যা—
গ্রন্থপঞ্জী—		
(সাময়িক পত্রিকা ও গ্রন্থ)—	...	৩
প্রবন্ধপঞ্জী—	...	১
গ্রন্থাগার সম্মেলন—	...	২
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ—	...	২
গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা—	...	১
সাময়িকী বিভাগ—	..	১
বর্গীকরণ—	...	১
গ্রন্থাগার আন্দোলন ও ইতিহাস—	...	৩
সাধারণ গ্রন্থাগার—	...	৩
শিশু গ্রন্থাগার—	...	১
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার—	...	২
সূচিকরণ ও সার সংক্ষেপ—	...	১
সাময়িক পত্রিকা আলোচনা—	...	৩
সামাজিক নৃ-বিদ্যা—	...	১
মুদ্রণ—	...	২
সাহিত্য—	...	২
জীবনী—	..	১

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে গ্রন্থাগারের বিশেষ বিভাগ বা গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক কম। সেই তুলনায় গ্রন্থপঞ্জী, রচনাপঞ্জী ইত্যাদির উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। যার ফলে এ বছরের 'গ্রন্থাগার' গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ না দিলেও রেফারেন্সের দিক থেকে বিশেষ প্রয়োজনীয় সকলন হয়ে থাকবে। আশা করা যায় আগামী দিনের গ্রন্থাগারে 'গ্রন্থাগার' বিজ্ঞান চর্চার দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হবে।

'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একটি বুলেটিন মাত্র ছিল, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহ্যপূর্ণ সাময়িক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়েছিল শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। কিন্তু বর্তমান পত্রিকা একটি বিশেষ পেশার একমাত্র পত্রিকা হিসাবে সম্পূর্ণ ভাবে সার্থক হয়ে ওঠেনি। নতুন লেখক সৃষ্টি করা ও নিত্য পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনের নব নব সমস্যার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে কোন পত্রিকার মহান দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে পত্রিকাটির ভূমিকা সামান্যই। নতুন লেখক হিসাবে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী রতনকুমার দাস, রাধানাথ রায়, সুশান্ত হাজরা, প্রণত মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও জীমূতবাহন রায়। নতুন বিষয়ের অবতারনার পরিবর্তে ধারাবাহিক প্রবন্ধের প্রাচুর্য পত্রিকায় বৈচিত্র্যের অভাব ঘটিয়েছে। প্রবন্ধকার ও পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে সহযোগিতা পত্রিকা পরিচালনার জন্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সহযোগিতা যথেষ্ট নয় বলেই মনে হয়। কেননা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের কথা ঘোষণা করার বহু পরেও প্রবন্ধের অভাবে সেই সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি; এ বছর Documentation-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের কথা ঘোষণা করা হলেও প্রকাশ করা হয়নি। প্রকৃত বিচারে এবছর একটি মাত্র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

'গ্রন্থাগার' ভাবীকালের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস রচনাকারীদের অন্যতম প্রামাণ্য উপাদান। এই কারণে এর তিনটি নিয়মিত বিভাগ "গ্রন্থাগার সংবাদ", "পরিষদ কথা" ও "বার্তা-বিচিত্রা" বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল সংবাদ যথাসময়ে প্রকাশিত না হওয়ায় এবং বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার বৃত্তি সম্পর্কিত সংবাদের অপ্রাচুর্য গ্রন্থাগার কর্মীদের ভারতের অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে অজ্ঞ করে রাখছে। যে ভাবে সংবাদ প্রকাশিত হয় তাতে ভাবীকালের গবেষকদের পক্ষে তা প্রয়োজনীয় হলেও, দ্রুত পরিবর্তনশীল গ্রন্থাগার সমাজে, এ যুগের লোকের কাছে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। এই ধরণের বিশেষ পত্রিকায় চিত্র অলঙ্কারাদির বাহুল্য নিশ্চয়ই কাম্য নয়, কিন্তু ভাবীকালের গবেষণার সাহায্যের জন্য, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও ঘটনার চিত্রাদি আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও প্রকাশ করা অবশ্য প্রয়োজন। গত কয়েক বছর সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে না। এ ধরণের মনোভাব মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়।

মুদ্রণ প্রমাদ পত্রিকার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। একটি পেশাভিত্তিক পত্রিকা, বিশেষ করে যে পেশা বেশ পরিমাণে মুদ্রণ যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল এবং একান্ত ভাবে ঘনিষ্ট, সেই পেশার পত্রিকায় মুদ্রণ প্রমাদ ক্ষমার যোগ্য নয়। গল্প কবিতা বহুল সাধারণ পত্রিকায় মুদ্রণ প্রমাদ চলতে পারে। কিন্তু যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ছাপার ভুল সেই প্রবন্ধের গুরুত্ব অনেক কমিয়ে দেয়। এ কারণে এই গাফিলতি দূর করা প্রয়োজন।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মান উন্নত হয়েছে কি, হয়নি সেই চুলচেরা বিচার বিতর্কে না গিয়ে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার বৃত্তির এই একটি

মাত্র পত্রিকার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করতে আর্থিক সাহায্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সকলের আগ্রহ ও সহযোগিতা। আর্থিক অপ্রতুলতার মধ্যে শুধুমাত্র স্বেচ্ছা-সেবার দ্বারা পত্রিকাকে সার্থক করে তোলা কষ্টসাধ্য। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিকদের তৎকালীন যুগে বিজ্ঞাপন বিহীন পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। সেখানে এ যুগে যখন সব পত্রিকাই বিজ্ঞাপনকেই পত্রিকার মূল আর্থিক ভিত্তি করেছে তখন প্রায় বিজ্ঞাপন বর্জিত গ্রন্থাগার পত্রিকাও অসার্থক হতে বাধ্য। গ্রন্থাগারের ৪৭৮টি পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র ১৫ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন আছে। এই দুর্মূল্যের দিনে এত কম বিজ্ঞাপন নিয়ে বার্ষিক ৪ টাকায় এই পত্রিকা প্রকাশ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। পেশাভিত্তিক এই পত্রিকায় এই পেশার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দানের অনিচ্ছা বিশেষ বেদনাদায়ক। যদিও এ কথা সত্য যে এই পত্রিকা ব্যবসায় ভিত্তিক নয়, সুতরাং এর প্রচ্ছদপট আকর্ষণীয় করে তোলার কোন বাধ্য বাধকতা নেই। তা হ'লেও সাধারণ লোকের কাছে যাতে প্রশংসনীয় হয় সেইজন্য প্রচ্ছদ আকর্ষনীয় করা দরকার। পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যার কলেবরের ক্ষীণতা পত্রিকাকে অনেকাংশে গুরুত্বহীন করেছে। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধি করতে হলে চাই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের অভাবে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য পত্রিকার কলেবর শীর্ণ হয়েছে মনে হয়। গ্রন্থাগার কর্মীরা যদি বিজ্ঞাপন সংগ্রহে সচেষ্ট না হন তবে এ পত্রিকা যথার্থ হতে পারবে না।

বর্ষশেষের সঙ্গে বিগত বছরের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা ভুলে গিয়ে ১৩৭৮ এর নববর্ষের 'গ্রন্থাগার'কে স্বাগত জানিয়ে কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। 'গ্রন্থাগারে' তার ঐতিহাসিক মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য জ্ঞান গর্ভ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেই চলবে না। বাংলার দূরদূরান্তে গ্রামে গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাতিত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য "গ্রন্থাগার"ই গ্রন্থাগার আন্দোলনের একমাত্র সংবাদ বাহক। এই কারণে পত্রিকাকে যথাসম্ভব ত্রুটি মুক্ত করে সময় মতন সেই সব গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের হাতে তুলে দিতে হবে, যাদের কাছে এই পত্রিকা সমস্যাসঙ্কুল গ্রন্থাগার জগতে অন্যতম পথপ্রদর্শক ও সুহৃদ। গ্রন্থাগার পত্রিকার সার্থকতা সেখানেই। সেখানে সে প্রচারে ও প্রভাবে গ্রাম বাংলার গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার আন্দোলনে সামিল হবার জন্য দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করতে পারবে। এই ভূমিকা পালনে পত্রিকার সাফল্য কতখানি, বাংলার গ্রামে গ্রামে, 'গ্রন্থাগারের' পাঠকেরাই তার বিচার করবেন।

The Granthagar, 1377

; Sameekshak

"বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থন করুন"
"একদিনের বেতন ও অন্যান্য ভাবে সাহায্য করুন"
"বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক"

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন :

পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বীর জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে আমরা, গ্রন্থাগার কর্মীরা আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছি। ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র বাংলাদেশে যে পৈশাচিক গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। মুক্তি যুদ্ধের অমর শহীদদের উদ্দেশ্যে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং সংগ্রামরত মুক্তি যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

ওপার বাংলার এই মুক্তি সংগ্রামে আমরা এপার বাংলার মানুষেরা নীরব থাকতে পারি না। ভারত সরকারের কাছে তাই আমাদের দাবী : বাংলা দেশের সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া হোক, ঐ সরকারকে অস্ত্র, ঔষধ ও অন্যান্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে সাহায্য করা হোক। এই দাবীর পিছনে গণ আন্দোলনে সামিল হতেও আমরা গ্রন্থাগার কর্মীদের আহ্বান জানাচ্ছি।

গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আমাদের আবেদন একদিনের বেতন, রক্ত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে সাহায্য করুন। এই সব সাহায্য যেন যথাযথ স্থানে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট আমাদের আরও আবেদন প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র, সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি পাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রাম জনসাধারণের সামনে তুলে ধরুন।

পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ডাকে

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবীতে

২৩শে মে

জেলা গ্রন্থাগারসহ সমস্ত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে কর্মবিরতি পালন করুন।

২রা জুন

কোলকাতায় কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ মিছিলে সকলস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।